ভক্তিযোগ

অশ্বিনীকুমার দত্ত

ভক্তিযোগ

অশ্বিনীকুমার দত্ত

অষ্টাদশ সংস্করণ

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২
১৯৬৫

প্রথম সংস্করণের 'প্রকাশকের নিবেদন'

১২৯৪ সনে অত্রত্য বরিশাল ব্রজমোহন-বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় 'ভক্তিযোগ'-সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাগুলি অত্যন্ত সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় শ্রোতৃ-মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ স্থূল স্থূল বিষয়গুলি পুস্তকাকারে সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রক্ষা করেন। আমাদিগের বক্তার বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ এই, ইনি কোনও বক্তৃতাসম্বন্ধে কোনও প্রকার স্মরণার্থ-লিপি রক্ষা করেন না; উত্তরকালে বক্তৃতামধ্যস্থ কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য তাঁহাকে নিতান্ত বিব্রত হইতে দেখিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে উজিরপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র রায় ও সেনহাটি-নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন বক্তৃতাগুলির সারমর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন; সেই পাণ্ডুলিপি-অবলম্বনে দত্তমহাশয় পুস্তক রচনা করিয়াছেন। অন্যথা, ইহা প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আশা করি বর্ত্তমান ঘটনা হইতে উপদেষ্টামহাশয় সমুচিত শিক্ষা লাভ করিবেন এবং যে-সমস্ত বিষয় ভবিষ্যতে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইতে পারে, তাহার প্রতি তিনি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবেন না।

'ভক্তিযোগ'এর নূতনত্ব কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করা আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে দেশে কুৎসিত নাটক,নবন্যাস ও নিম্নশ্রেণীর পুস্তক দিন-দিন যেরূপে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এজাতীয় পুস্তকের আদর হইবে কি না, সে-বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। কিন্তু ইতিমধ্যেই দেখিতে পাইতেছি, এক পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে—যেন এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবটি মুদ্রাঙ্কনে প্রয়াসী হইয়াছি। ইহাতে বক্তা ভক্তির মূলতত্ত্ব, লক্ষণনির্দ্দেশ,

ভক্তির পরিপন্থী ও তন্নিবারণের উপায়, অধিকারিভেদে ভক্তির প্রকারভেদ, ভক্তিপথের সহায়, ভক্তির ক্রম ও উৎকর্ষ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় বিশদভাবে ও সরল ভাষায় দৃষ্টান্তসহকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; আশা করা যায়, পুস্তকখানি বালকবৃদ্ধ, স্ত্রীপুরুষ, যুবকযুবতী, সকলেরই সুখপাঠ্য হইবে। ইহাতে হিন্দুশাস্ত্রসিন্ধু হইতে অনেক রত্ন উদ্ধার করিয়া উপযুক্ত স্থলে সযত্নে গ্রথিত হইয়াছে। আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই যে, ধর্ম্মপিপাসু প্রত্যেক নরনারী পুস্তকখানি পাঠ করেন। যদি এই পুস্তকপাঠে একজনও বিষয়াসক্ত ব্যক্তির হৃদয়ক্ষেত্রে ঈশ্বরপ্রীতির একটি বীজও পতিত হয়, একজনও মোহান্ধজীবের অন্তরে সুষুপ্ত ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে, বা একজনও ভগবৎপ্রেমিকের প্রাণে নূতন একবিন্দু প্রেমরস সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে বক্তা, লিপিকার ও প্রকাশক সকলেই কৃতার্থতা লাভ করিবেন।

'ভক্তিযোগ'এর মধ্যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় :—

১। উদার অসাম্প্রদায়িক ভাব—আমরা দীর্ঘকাল হইতে বক্তার জীবন, কার্য্য ও বাক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই দৃঢ় প্রতীতি লাভ করিয়াছি যে, ইনি বর্ত্তমান সময়ের সঙ্কীর্ণহৃদয়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম্ম চিরদিন অসাম্প্রদায়িক তাহা না হইলে ইহার বক্ষে এতদিন এতগুলি পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম নির্ব্বিরোধে প্রতিপালিত হইতে পারিত না। কালক্রমে এই ভাবের লোপাপত্তি হইয়াছে। এই সঙ্কীর্ণতার উচ্ছেদ এবং যাঁহারা এই সঙ্কীর্ণতায় অন্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ভ্রমপ্রদর্শন ইঁহার জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, "পর্ব্বতশৃঙ্গে যিনি আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট নীচের সমস্ত বৃক্ষশ্রেণী সমান বলিয়া বোধ হয়। নিম্নস্থ ময়দানের বন্ধুরতা তিনি দেখিতে পান না।" বস্তুতঃ যতদিন আর্য্যহৃদয়ে এই ভাবের পুনরুদ্দীপনা না হইবে,

ততদিন এই অধঃপতিত জাতির পুনরুত্থানের কল্পনা আকাশ-কুসুমের ন্যায় কথায় মাত্র পর্য্যবসিত হইবে।

২। আত্মার বলকরী নীতিপূর্ণ সদুপদেশরাশি—ইদানীং সকলের মুখে আক্ষেপ শুনিতে পাই, বালকগণ দিন-দিন জাতীয়তা হারাইতেছে, তাহাদের চরিত্র অল্পবয়সে স্খলিত হইতেছে, ধর্ম্মে আস্থা নাই। আমরা প্রত্যেক অভিভাবককে অনুরোধ করি, তাঁহারা এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করুন এবং শৈশব হইতে বালকগুলিকে এই গ্রন্থোক্ত প্রণালী-অনুসারে শিক্ষাদান করুন; অচিরে তাঁহাদের আক্ষেপের কারণ সমূলে বিদূরিত হইবে। আমরা অনেক সময়ে অন্যের স্কন্ধে দায়িত্ব ন্যস্ত করিতে পারিলে নিজের ত্রুটি ও প্রমাদ দেখি না। সৎপুত্র লাভ করিতে হইলে যে সৎপিতা ও সন্মাতা হইতে হয়, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। নিজেরা সাধু, পবিত্রচরিত্র ও সংযতেন্দ্রিয় থাকিয়া দেখুন, আপনাদিগের সঞ্চিত পুণ্যরাশি মূর্ত্তিমান্ হইয়া পুত্রকন্যারূপে গৃহ শোভিত করিবে। "ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায়"—এই পরিচ্ছেদটি প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার উপযুক্ত।

৩। সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত ও গল্প—অনেক সময়ে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি দৃষ্টান্তের অভাবে নিতান্ত তিক্ত ও নীরস বলিয়া বোধ হয়। মূল উপদেশগুলি হৃদয়ে স্থান না পাইলেও কৌতুকচ্ছলে যে-সমস্ত উপকথা ও গল্প বলা হয়, তাহার সহিত গ্রথিত হইলে উহারা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। গ্রীক্‌পণ্ডিত ঈসফের উপকথাগুলি এই কারণে সর্ব্বজনপ্রিয়। আমাদিগের এই বক্তৃতাস্থ দৃষ্টান্তগুলি অনেক সময় জটিল বিষয়টিকে সরল ও প্রীতিপ্রদ করিয়াছে। ইহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবন ও প্রত্যক্ষ ঘটনা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

৪। মহোচ্চ আদর্শ—মানবজীবনের মহত্ত্ব-প্রতিপাদন এই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিরূপে ভোগলিপ্সাপরায়ণ মানবরূপী পশু ক্রমপদ-

বিক্ষেপে উন্নতির চরমশিখরে পৌঁছিয়া মানস-সরোবরে বিহার করিতে সমর্থ হয় ও স্বর্গের বিমল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া দেবত্বলাভ করিতে পারে, এই পুস্তকে তাহা সম্যগ্‌রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলতঃ যে গ্রন্থ মানবজীবনের গৌরবময় পরিণাম ও নিয়তি শিক্ষা দেয় না, তাহা তৃণবৎ ত্যাজ্য। আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, পাঠক যদি নিত্য নিয়মিতরূপে গ্রন্থখানি আলোচনা করেন, তবে আমাদের উক্তির তথ্যতা-সম্বন্ধে সন্দিহান থাকিবেন না।

৫। বঙ্গীয় নৈতিক সাহিত্য-জগতে এই অভিনব উদ্যম—বক্তা এক নূতন পদ্ধতি-অবলম্বনে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুগুলি দমন করিতে হইলে যে-যে উপায় সহজে ও সকলে অবলম্বন করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তাহা এক-একটি করিয়া বিশেষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। "ইন্দ্রিয়সংযম কিরূপে অভ্যাস করিতে হয়?" "ভগবদ্ভক্তি কিরূপে লাভ করা যায়?" "মানবজীবনের লক্ষ্য কি?" প্রভৃতি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এইরূপ সরস ও সরলভাবে যতই প্রচারিত হইবে, ততই দেশের মঙ্গল হইবে। যদি 'কর্ম্মযোগ' ও 'জ্ঞানযোগ'-সম্বন্ধেও এইরূপ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং হিন্দুশাস্ত্রের লুক্কায়িত সম্পত্তিসকল রমণীয় মূর্ত্তিতে সাধারণের চ'ক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তবে অচিরে হিন্দুর ভবিষ্যদাকাশ মেঘ-নির্ম্মুক্ত হইবে।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন মহাশয়দ্বয়কে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। স্থানে-স্থানে মুদ্রাঙ্কনের ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গেল। মুদ্রাঙ্কনের সময়ে সুচারুরূপে পরিদর্শন করা হয় নাই, তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায়

পঞ্চদশ সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে গ্রন্থোক্ত বিষয়গুলির অধ্যায়-বিভাগ, বিভিন্ন প্রকরণ-গুলিতে সংখ্যা-নির্দ্দেশ এবং যে-যে স্থানে উদ্ধৃত শ্লোকাদির পরিচয় অসম্পূর্ণ ছিল, তাহা যথাসাধ্য পূরণ করিয়া দেওয়া হইল।

পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান সংস্করণের মধ্যবর্ত্তিকালে ভারতবর্ষ পরবশতার গ্লানি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। বহু কারণের সমবায়ে পৃথিবীর অন্য বহু স্থানের ন্যায় এদেশেও কতকগুলি অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। সুখের বিষয়, ঐ সকল অবস্থা ভারতের প্রধান মনীষিগণের দৃষ্টি এক্ষণে 'মানুষগড়া'র দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। এই গ্রন্থখানি গত ষাট বৎসর যাবৎ এই 'মানুষগড়া'র খাঁটি উপাদান যোগাইয়া আসিয়াছে—অনেকে তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। এজন্য এই গ্রন্থের উপকারিতা বর্ত্তমানে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ঈশ্বর-প্রেমের অচল ভিত্তির উপর মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রের সকল কর্ম্মকে কিরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, গ্রন্থকারের জীবন তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সেই জীবন-কথা সংক্ষেপে পুনর্লিখিত হইয়া এই সংস্করণে পরিশিষ্টরূপে দেওয়া হইল।

গ্রন্থকারের চিরানুরাগী বরিশালের জনসেবক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্তের 'অশ্বিনীকুমার'-নামক পুস্তক হইতে ঐ জীবন-কথার অনেক উপাদান গৃহীত হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

মূল প্রকাশক পরলোকগত ঋষিকল্প আচার্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের পুণ্য-স্মৃতি এই গ্রন্থ চিরদিন পরম শ্রদ্ধার সহিত বহন করিবে।

৩৯, টাউনশেণ্ড রোড, ভবানীপুর,
কলিকাতা।
দোলপূর্ণিমা, ১৩৫৬ সাল।

শ্রীগুণদাচরণ সেন

বিষয়-সূচী

অশ্বিনীকুমার দত্ত

ভক্তিযোগ

প্রস্তাবনা

আজকাল চারিদিকে ধর্ম্মান্দোলনের মধ্যেও ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরের মত লইয়া ক্রমাগত বিবাদ করিতে ব্যস্ত। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের যতই দোষ উদ্ঘাটিত করিতে পারেন, ততই আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়েন। কোন বক্তৃতার ভিতরে কোন সম্প্রদায়ের মত লইয়া যতই নিন্দা চলিতে থাকে, ততই করতালির তরঙ্গ উঠিতে থাকে। কোন সম্প্রদায়ের কোন প্রচারক উপস্থিত হইলে অপর কোন সম্প্রদায়ের প্রতি যাহাতে গালিবর্ষণ করিতে পারে, তজ্জন্য অনুরোধ করা হয়। এই মতদ্বন্দ্বিতার আন্দোলনে সকলেই মূল বিষয় হারাইয়া ফেলিতেছে। আমরা অতি অল্পদিনের জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। যে বিষয় লাভ করিবার জন্য আসিয়াছি, তৎসম্বন্ধে কিছু যত্ন না করিয়া কেবল পরস্পর বিরোধ করিয়া জীবনের সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছি। এইভাবে সময় নষ্ট না করিয়া যাহাতে সারধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে পারি, তজ্জন্য সকলেরই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। আমি যতদূর বুঝিতে পারি, মূল জিনিষ সকল ধর্ম্মেই এক। বিবাদ বাহিরের খোসা লইয়া। অতএব খোসার টানাটানি ছাড়িয়া আসুন, আমরা সার পদার্থ সঞ্চয় করিতে যত্নবান্ হই। বাহিরের যত প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় থাকুক না কেন, দেশ, রুচি ও অবস্থাভেদে যিনি যে উপায়ই অবলম্বন করুন না কেন, সকলের গতি যে একদিকে, তাহা কে অস্বীকার

করিবেন ? সেই একজনকে উপলব্ধি করাই যে সকলের উদ্দেশ্য এবং তাঁহাকে ধারণা করিবার মূল শক্তি যে এক, ইহার বিরুদ্ধে কে হস্তোত্তোলন করিতে পারেন ?

"উদ্দেশ্যে নাহিকো ভেদ, এক ব্রহ্ম, এক বেদ,
যোগ, ভক্তি, পুণ্য এক উপাদানে গঠিত।
এক দয়া, এক স্নেহ, এক ছাঁচে গড়া দেহ,
হৃদে হৃদে বহে রক্ত একবর্ণ লোহিত॥
ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ,
কিন্তু এক গম্যস্থান।
যে যেমন পারে, ট্রেনে ইষ্টিমারে,
হোক্ সেথা আগুয়ান॥"

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল বা চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

প্রকৃত তথ্যই এই। ইহা না বুঝিয়া কুকুরের ন্যায় বিবাদ করিলে ফলে জীবনের লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইবে, আর কিছুই নহে। সকলেই মহিম্নস্তবের সেই অপূর্ব্ব শ্লোকটি জানেন :—

ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

১১ স্তব।

ত্রয়ী, সাঙ্খ্য, যোগ, পশুপতি ও বৈষ্ণবমত—এক-এক স্থলে এক-একটির আদর। কেহ বলেন, এইটি শ্রেষ্ঠ ; কেহ বলেন, এইটি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু রুচির বৈচিত্র্যহেতু যিনি যে পথই অবলম্বন করিয়াছেন—সে সোজা পথই হউক, আর কুটিল পথই হউক,—সকলের এক গম্যস্থল তিনি ;

যেমন সকল নদীরই, ঋজুগামিনীই হউক, আর বক্রগামিনীই হউক, মিলনস্থল এক সমুদ্র। তাই বলি, যাহাতে তাঁহার দিকে মতিগতি প্রধাবিত হয়, আমাদের তাহাই করা প্রয়োজনীয়। তণ্ডুল ছাড়িয়া তুষ লইয়া যাঁহারা সময় নষ্ট করেন, তাঁহারা মূর্খ। প্রকৃত প্রেম চাই, ভক্তি চাই, যিনি যে ভাবেই তাঁহাকে ডাকুন না কেন।

"ঢেঁকি ভ'জে যদি এই ভব-নদী
পার হ'তে পার বঁধু ;
লোকের কথায় কিবা আসে যায়,
পিবে সুখে প্রেমমধু।"

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল বা চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

একান্তহৃদয়ে, পবিত্রচিত্তে, সরল ব্যাকুলপ্রাণে তাঁহাকে ঢেঁকি বলিয়া ডাকিলেও পথ সহজ হইয়া আসিবে, অন্ধকার ও কুজ্ঝটিকা চলিয়া যাইবে। যাহাতে আলো আইসে, তাহাই করা প্রয়োজন।

"অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে
মানে না বাহুর আক্রমণ।
একটি আলোকশিখা সুমুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন॥"

'মঙ্গলগীতি', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই অন্ধকার দূর করিতে হইলে নিজের জীবন দীপ্তিময় করিতে হইবে। যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, যাঁহারা আলোকময় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতরে কি কেহ কখন বিবাদ দেখিয়াছেন? তাঁহারা সমদর্শী। পর্ব্বতশৃঙ্গে যিনি আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট নীচের সমস্ত বৃক্ষশ্রেণী সমান বলিয়া বোধ হয়। নিম্নস্থ ময়দানের বন্ধুরতা তিনি দেখিতে পান না। একদিন বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মহর্ষির টেবিলের উপরে একখানি খ্রীষ্টধর্ম্মীয় বিখ্যাত গ্রন্থ দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহর্ষির খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি বিশেষ বিরাগ আছে জানিতেন। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার টেবিলের উপরে খ্রীষ্টধর্ম্মীয় এ গ্রন্থ কেন?" মহর্ষি উত্তর করিলেন, "পূর্ব্বে যখন ভূমিতে হাঁটিতাম, তখন কেবল জমির আলি দেখিতাম, এই জমিটুকু একজনের চারিদিকে আলিবেষ্টিত; ঐ জমিটুকু অপর একজনের চারিদিকে আলিবেষ্টিত; এখন কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়া আর আলি দেখিতে পাই না, এখন দেখি সকল জমিই একজনের।" এক-এক ধর্ম্মমতের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সীমা আর তাঁহার দৃষ্টিতে পড়ে না, হৃদয় প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে। উপরে যিনি উঠিয়াছেন, সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত তাঁহার গলাগলি। আমরা কি অনেক দৃষ্টান্ত দেখি নাই, ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্ত কেমন পরস্পর প্রেমসূত্রে আবদ্ধ! রামকৃষ্ণ পরমহংস হিন্দুসম্প্রদায়ের, কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের, অথচ ইঁহাদিগের দুইজনের মধ্যে কিরূপ প্রেম ছিল, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। প্রকৃত ভক্ত জাতিনির্ব্বিশেষে, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে যতদূর দেখিতে পাই, যে ভাবেই হউক, সকলেই এক পদার্থ অন্বেষণ করিতেছেন। পরমহংস মহাশয়ের নিকট একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"মহাশয়,হিন্দুসম্প্রদায় এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে প্রভেদ কি?" তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন—"এখানে রসনচৌকির বাজনা হয়, আমি দেখিতে পাই, একব্যক্তি সানাইয়ে ভোঁ ধরিয়া থাকে, আর একজন উহাতে "রাধা আমার মান ক'রেছে" ইত্যাদি রঙ্গপরঙ্গ তুলিয়া দেয়। এই দু'য়ে অমিল কি? ব্রাহ্ম এক ব্রহ্মের ভোঁ ধরিয়া বসিয়া আছেন; হিন্দু ঐ

ব্রহ্মেরই নানারূপ ভাবের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া উহারই ভিতরে রঙ্গপরঙ্গ তুলিতেছেন। অমিল কি? ভিন্ন সম্প্রদায় দেখিলে মনে হয়, যেমন একটি প্রকাণ্ড পুকুর, তাহার চারিদিকে চারিটি ঘাট ও চারিজাতীয় লোক বসতি করিতেছে; একজাতীয় লোক এক ঘাট হইতে জল লইয়া যাইতেছে—জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি লইয়া যাইতেছ?' সে বলিল, 'জল'। আর একটি ঘাটে আর একজন জল লইয়া উঠিতেছে, তাহাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 'পানি'। তৃতীয় ঘাটে অপর একজনকে জল তুলিতে দেখিলাম, সে বলিল, 'water'। চতুর্থ ঘাটে যাহাকে দেখিলাম, সে বলিল, 'aqua'। এক জলই ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে।" সকল ধর্ম্মের সার যখন একই স্থির হইল, তখন আর বিবাদে প্রয়োজন কি? আসুন যাহাতে আমরা সেই সার অবলম্বন করিতে পারি,—ভক্তি উপার্জ্জন করিতে পারি—তজ্জন্য যত্নবান্ হই।
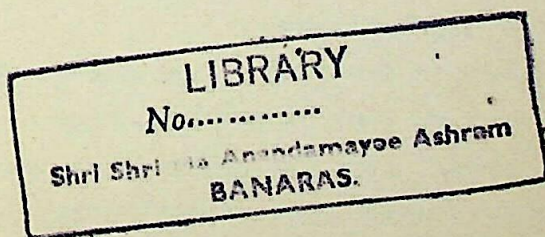
প্রথম অধ্যায়

ভক্তি কাহাকে বলে ?

ভক্তি কাহাকে বলে ? নারদভক্তিসূত্রে :—

"সা কস্মৈচিৎ পরমা প্রেমরূপা ।"

কাহারও প্রতি পরম প্রেমভাব ।

২ সূত্র ।

শাণ্ডিল্যসূত্রে—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে ।"

ভক্তি—ভগবানে যৎপরোনাস্তি আনুরক্তি ।

১ অঃ, ২ সূত্র ।

ইহার নাম প্রকৃত ভক্তি । ভগবৎপদে যে একান্ত রতি, তাহারই নাম ভক্তি ।

ইহাই রাগাত্মিকা ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি, মুখ্যা ভক্তি ।

ইষ্টে স্বারসিকো রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ ।

তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—পূর্ব্ব ২।৬২

ইষ্টে অর্থাৎ অভিলষিত বস্তুতে যে স্বরসপূর্ণ পরম আবিষ্টতা অর্থাৎ আপন হৃদয়ের রসভরা অত্যন্ত গাঢ় আবেগ, তাহার নাম রাগ ; সেই রাগময়ী যে ভক্তি, তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি কহে । "মন সহজে সদা চাহে তোমারে, তোমাতেই অনুরাগী ; সহজে ধায় নদী সিন্ধুপানে, কুসুম করে গন্ধদান, মন সহজে সদা চাহে তোমারে"—এই জাতীয় ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তি । কোন চেষ্টা না করিয়া আপনা হইতেই যে প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়, তাহাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি কহে ।

অহৈতুকী ভক্তিও এই পরানুরক্তি।

অহৈতুকী অর্থাৎ অন্য অভিলাষশূন্য। যে ভক্তিতে ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুই চাই না।

পুত্রং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি—

এইরূপ কোন প্রার্থনা নাই, এমন কি মুক্তিরও প্রার্থনা নাই ; প্রার্থনা ঐ শ্রীচরণ ; তাহারই নাম অহৈতুকী ভক্তি।

স পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনাঽন্যৎ॥

ভাগবত—১১।১৪।১৪

ভগবান্ বলিতেছেন, "যিনি আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি কি ব্রহ্মার পদ, কি ইন্দ্রপদ, কি সার্ব্বভৌমপদ, কি পাতালের আধিপত্য, এমন কি যোগসিদ্ধি, কি মোক্ষ পর্য্যন্তও চাহেন না ; আমি ভিন্ন তাঁহার আর কোন বস্তুতেই অভিলাষ নাই।" ভক্তরাজ রাম-প্রসাদ বলিয়াছেন, "সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।" অহৈতুকী ভক্তির লক্ষণ এই—

যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা
বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষসাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ।

"যাহার মুকুন্দপদে আনন্দসান্দ্রা ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই ভক্তের চরণ-পদ্মে মোক্ষরূপ অতুল সাম্রাজ্যের লক্ষ্মী যিনি, তিনি 'আমাকে গ্রহণ কর', 'আমাকে গ্রহণ কর' এই বলিয়া লুণ্ঠিত হইতে থাকেন।"

ভক্ত মুক্তির জন্য লালায়িত হন না, মুক্তিই তাঁহার পদাশ্রয়ের জন্য

লালায়িত হন। মোক্ষপদও যাতে তুচ্ছ—সেই ভক্তির নামই অহৈতুকী ভক্তি। এরূপ ভক্তিতে আমরা যাহাকে কৃতজ্ঞতা বলি, তাহারও স্থান নাই। ভগবান্ আমাকে এই সুখের সামগ্রী দিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে ভক্তি করি—এরূপ যুক্তি স্থান পায় না। এই যুক্তিতে প্রাপ্ত বস্তুতে অভিলাষ লক্ষিত হইল। ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর ভূতপ্রাপ্তি কি ভবিষ্যৎ-প্রাপ্তি, কিছুতেই অভিলাষের চিহ্নমাত্রও নাই। 'অহৈতুকী' শব্দের অর্থ 'যাহার হেতু নাই'। ইহা পাইয়াছি কিংবা ইহা পাইব, এরূপ কোন হেতুমূলক অহৈতুকী ভক্তি হইতে পারে না। যেহেতু ভগবান্ এই পদার্থ দিয়াছেন কি দিবেন, অতএব তাঁহাকে ভক্তি করি। এইরূপ 'অতএব' কি 'সুতরাং' অহৈতুকী ভক্তির নিকট স্থান পায় না। 'ভালবাসি ব'লে ভালবাসি' 'আমাদের স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে' *—অহৈতুকী ভক্তির এই মূলসূত্র। মুখ্যা ভক্তিও ইহারই নাম। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন প্রকার ভক্তি হইতে পারে না।

দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি শাণ্ডিল্য এইরূপ ভক্তিই লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত ভক্তি। ইহার নিম্নস্তরে যে ভক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাকে ভক্তি না বলিলেও দোষ হয় না ; কিন্তু সেই ভক্তিসাধন দ্বারা এই উচ্চ শ্রেণীর ভক্তি লাভ হয় বলিয়া তাহাকেও ভক্তিপদবাচ্য করা হইয়াছে। ভক্তির এই উচ্চ আদর্শ মনে করিয়া অনেকেই হয়ত ভাবিতেছেন যে, তবে আর ভক্ত হইবার আশা নাই। এরূপ নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। এই উচ্চশ্রেণীর ভক্তি লাভ করিবার জন্য নিম্নস্তরে যে ভক্তির নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিতে পারিলেই ভক্তির অধিকারী হওয়া যায়।

* শ্রীধর কথক, বাঙ্গালীর গান (বঙ্গবাসী প্রেস, ২৮৪ পৃঃ)।

উচ্চাধিকারী ও মন্দাধিকারিভেদে ভক্তি দুই ভাগে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

(১) রাগাত্মিকা	(১) অহৈতুকী	(১) মুখ্যা
(২) বৈধী	(২) হৈতুকী	(২) গৌণী

মন্দাধিকারী তাঁহার নিকৃষ্ট ভক্তি সাধন করিতে করিতে উচ্চভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

বৈধভক্ত্যধিকারী তু ভাবাবির্ভাবনাবধি।
তত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—পূর্ব্ব ২।৭৭

"যে পর্য্যন্ত ভাবের আবির্ভাব না হয়, সেই পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তি সাধন করিতে হয়। বৈধী ভক্তি শাস্ত্র ও অনুকূল তর্কের অপেক্ষা রাখে।" ভাব হইলেই রাগ হয়, রাগ হইলেই রাগাত্মিকা ভক্তির আবির্ভাব হয়। ক্রমাগত শাস্ত্রাধ্যয়ন, শাস্ত্রশ্রবণ ও ভগবানের স্বরূপ-প্রতিপাদক তর্ক করিতে করিতে ও শুনিতে শুনিতে ভগবদ্বিষয়ে মতি হয়, তাহাতে লোভ না হইয়া যায় না। লোভ হইলেই প্রাণের টান হয়, প্রাণের টান হইলেই রাগাত্মিকা ভক্তির উদয় হয়। ভগবানের নাম উপর্য্যুপরি শুনিলে মানুষ কতদিন স্থির থাকিতে পারে? কত নাস্তিক ভগবানের কথা শুনিতে শুনিতে পাগল হইয়া গিয়াছে।

হৈতুকী ভক্তি কোন হেতু অবলম্বন করিয়া জন্মিয়া থাকে। ঈশ্বর আমাকে কত সুখ-সম্পদ্ দিয়াছেন কি দিবেন, কত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন কি করিবেন, তাঁহার ন্যায় দয়াময় কে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম হৈতুকী ভক্তি। ভূত-মঙ্গলসম্ভূত কৃতজ্ঞতামূলক, কিংবা ভাবিমঙ্গলপ্রার্থনাজনিত আশামূলক

যে ভক্তি, তাহাকে হৈতুকী ভক্তি কহে। "ধনং দেহি, যশো দেহি"—প্রভৃতি প্রার্থনা হৈতুকী ভক্তির অন্তর্গত। এইরূপ ভক্তি অতি নিকৃষ্ট ; কিন্তু ইহার সাধন করিতে করিতেও ক্রমে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করা যায়। প্রহ্লাদের প্রাণে প্রথম হইতেই অহৈতুকী ভক্তির আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। তিনি দিবানিশি কৃষ্ণনাম জপ করিতেন, কেন করিতেন জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দিতে পারিতেন না। ধ্রুবের জীবনে প্রথমে হৈতুকী ভক্তির উদয়, পরে তাহা হইতে অহৈতুকী ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। প্রথমে রাজপদপ্রাপ্তি উদ্দেশ্য করিয়া তিনি তপস্যা আরম্ভ করেন। ভগবান্ আশাপূরক, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, এই স্থির বিশ্বাস করিয়া তিনি তাঁহার কৃপায় পিতার অপেক্ষাও উচ্চ রাজপদ প্রাপ্ত হইবেন, এই আশায় তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তির সহিত ডাকিতে থাকেন ; ডাকিতে ডাকিতে ক্রমেই ভক্তির বৃদ্ধি হইতে লাগিল ; সেই ভক্তি ক্রমে এত প্রগাঢ় হইয়া উঠিল যে, অবশেষে যখন ভগবান্ তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "বৎস, বর লও" ; তখন তিনি অবাক্ হইয়া বলিলেন, "কি বর ?" ভগবান্ বলিলেন, "তুমি যেজন্য আমাকে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলে ?" ধ্রুব যেজন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হন, তাহা বোধ হয় ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তিনি যে রাজপদ পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন, ভগবান্ তাঁহাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন ভক্তের উত্তর হইল :—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

হরিভক্তিসুধোদয়—৭।২৮

"পদাভিলাষী হইয়া আমি তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু হে দেব, কত মুনীন্দ্র, যোগীন্দ্র তপস্যা করিয়া যাঁহাকে পান না, পাইলাম সেই তোমাকে। কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ পাইলাম দিব্যরত্ন। হে স্বামিন্! কৃতার্থ হইয়াছি, আর বর চাই না।" এখন আর অন্য অভিলাষ নাই, কেবল চাই ভগবান্‌কে, আর বর চাই না। কি অপূর্ব্ব পরিণতি! হৈতুকী ভক্তি কোথায় চলিয়া গিয়াছে! সেই পরানুরক্তি অহৈতুকী ভক্তি সহস্রধারে সমগ্র হৃদয় প্লাবিত করিতেছে।

একটি ভক্তের নিকটে যেই মা আবির্ভূতা হইয়া "কি বর চাও" জিজ্ঞাসা করিলেন, অমনি তিনি ভাবে গদগদ হইয়া বলিলেন :—

মাতঃ কিং বরমপরং যাচে
সর্ব্বং সম্পাদিতমিতিসত্যম্।
যত্ত্বচ্চরণাম্বুজমতিগুহ্যং
দৃষ্টং বিধিহরমুরহরজুষ্টম্॥

সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণী।

"মাগো, আর কি বর চাইব? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যে চরণ পূজা করেন, সেই যে দুর্লভ তোমার চরণপদ্ম, তাহা দেখিয়াছি; তখন আর কি চাহিব? আমার সকলই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।" আমি হরিদ্বারে কামরাজ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনার ভগবানের নিকট কোন প্রার্থনা আছে কি না?" তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমার আর কি প্রার্থনা থাকিবে? কেবল তাঁহাতে যেন অহর্নিশ মতি থাকে, এই প্রার্থনা।" প্রকৃত ভক্ত সেই হৃদয়নাথকে লইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া যান, তিনি আর কি চাহিবেন? কি প্রার্থনা করিবেন? তাঁহার আবার কি বাসনা থাকিবে? "মধুকর পেলে মধু, চায় কি সে জলপানে?"

ভ্রমবশতঃ মানুষ হৈতুকী ভক্তি লইয়া ভগবান্ ভিন্ন অন্য বস্তুর প্রার্থনা করে; কিন্তু তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে এবং তাঁহার আলোচনা করিতে করিতে যখন একবার সেই পরমানন্দ-সাগরের বিন্দুমাত্রেরও আস্বাদ পায়, আর কি সে তখন তাহা ছাড়া অন্য বিষয়ের অভিলাষী হইতে পারে? তখন যদি কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কেন ভগবান্‌কে ভালবাস?" সে বলিবে, "আমি বলিতে পারি না, ভালবাসি ব'লে ভালবাসি, কেন ভালবাসি, কি করিয়া বলিব?" হৈতুকী ভক্তি, বৈধী ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি—রাগাত্মিকা ভক্তিলাভের উপায় মাত্র। গৌণী ভক্তিও মুখ্যা ভক্তি পাইবার সোপান।

গৌণী ত্রিধা গুণভেদাদার্ত্তাদিভেদাদ্বা।

গৌণী ভক্তি গুণভেদে কিংবা আর্ত্তাদিভেদে তিন প্রকার। গুণভেদে ভক্তি সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। তামসী ভক্তি হইতে ক্রমে রাজসী ভক্তির ও রাজসী হইতে সাত্ত্বিকী ভক্তির উদয় হয়। পরে সাত্ত্বিকী ভক্তি মুখ্যা ভক্তিতে পরিণত হয়।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৯, ৩০।৩১

"হে অর্জ্জুন, অতি দুরাচার লোকও যদি অনন্যচেতা হইয়া আমার ভজনা করিতে থাকে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিতে হইবে।

সে সম্যক্ জ্ঞানবান্ হইয়াছে। যে এইরূপে আমার ভজনা করে, সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া যায় এবং নিত্য-শান্তি প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয়, তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার ভক্ত কখনও নাশ পায় না।"

গুণভেদে তিন প্রকার গৌণী ভক্তির উল্লেখ করা হইল, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছি :—দস্যু, চোর ও অন্যান্য পরাপকারী ব্যক্তি, তাহাদিগের দুরভিসন্ধি যাহাতে সাধিত হয়, তজ্জন্য যে ভক্তি দ্বারা ভগবান্‌কে ডাকিয়া থাকে, তাহার নাম তামসী ভক্তি। দস্যুগণ কালীপূজা করিয়া অভীষ্টসাধনের জন্য বাহির হইত। এখনও অনেক লোককে মিথ্যা মোকদ্দমায় জয়লাভ করিবার জন্য কালীনাম জপ করিতে, কি তাঁহার পূজা করিতে দেখা যায়। ইহারা তামস ভক্ত। পুত্র, যশ, ধন, মান, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি কামনা করিয়া, ভোগাভিলাষী হইয়া, 'যে অনিষ্ট করিয়াছে, প্রতিশোধে তাহার অনিষ্ট হউক', এইরূপ ইচ্ছা করিয়া যে ভগবান্‌কে ডাকে, সে রাজস ভক্ত। যাঁহার পৃথিবীর ভোগের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, যিনি পরোপকারসাধন করেন ও কেবলমাত্র ভক্তি কামনা করিয়া ভগবান্‌কে ডাকেন, তিনি সাত্ত্বিক ভক্ত। এই তিন প্রকার ভক্তিই সকাম ভক্তি ; মুখ্যা ভক্তি নিষ্কাম। মুখ্যা ভক্তিতে মুক্তিকামনাও নাই। গৌণী ভক্তি হইতে ক্রমে মুখ্যা-ভক্তি-লাভ হইয়া থাকে।

আর্ত্তাদিভেদেও গৌণী ভক্তি তিন প্রকার। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী,—এই তিন শ্রেণীর গৌণী ভক্তি।

কোন বিপদে পড়িয়া সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যে ভগবান্‌কে প্রাণপণে ডাকিতে থাকে, সে আর্ত্ত ভক্ত। রোগে, শোকে, বিপদে প্রায় সকলেই ভগবান্‌কে ডাকিয়া থাকেন। যখন নদীর মধ্যে নৌকাখানি ডুবু ডুবু হয়, তখন আমরা সকলেই আর্ত্তভক্ত হই।

জিজ্ঞাসু ভক্ত—যিনি ভগবত্তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়া তদ্বিষয়ে আলোচনা করেন ; ভগবানের প্রতি হৃদয়ে প্রেমভাব নাই, কিন্তু তিনি কেমন ও তাঁহা দ্বারা কি কার্য্য হইতেছে, জানিবার জন্য যিনি তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তিনি জিজ্ঞাসু ভক্ত।

কোন অর্থ সাধন করিবার জন্য যিনি ভগবান্‌কে ডাকেন, তিনি অর্থার্থী। পুত্র দাও, ধন দাও,—অর্থার্থীর প্রার্থনা।

ইহারা সকলেই নিকৃষ্ট ভক্ত ; কিন্তু কিছুদিন সাধনা করিলেই উৎকৃষ্ট ভক্ত হইয়া পড়েন। যিনি বিপদে পড়িয়া ডাকিতে শিখিয়াছেন, তিনি কিছুদিন প্রাণের ভিতরে সেই ভাবটি পোষণ করিলে বিপদ্ চলিয়া গেলেও তাঁহাকে ডাকিতে ক্ষান্ত হইতে পারেন না ; অবশেষে মুখ্যা ভক্তির পদ লাভ করেন। যিনি জিজ্ঞাসু, তিনি ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে অবশেষে এত মধুর রস আস্বাদন করিতে থাকেন যে, আর সে আলোচনা ত্যাগ করিতে পারেন না ; প্রতিদিন মধুপান করিতে করিতে এমন হইয়া পড়েন যে, আর তাহা না হইলে চলে না ; তখন মুখ্যা ভক্তি গৌণী ভক্তির স্থান অধিকার করিয়া লয়। অর্থার্থী যে কিরূপে মুখ্যা ভক্তি লাভ করেন, ধ্রুবই তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভক্তির অধিকারী কে?

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

ভাগবত—১১।২০।৮

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ বলিতেছেন :—

"যে ব্যক্তির প্রকৃত বৈরাগ্য কি জ্ঞান হয় নাই, অথচ সংসারেও নিতান্ত আসক্তি নাই, কিন্তু আমার প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, ভক্তিযোগ তাহার পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ।"

যাহার মনে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা হয় নাই, কিংবা যাহার মন পূর্ণ সংশয়ে আচ্ছন্ন, সে কিরূপে ভক্তিসাধন করিবে? যাহার মন সর্ব্বদা না হইলেও সময়ে সময়ে ঈশ্বরের দিকে কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হয়, তাহার পক্ষেই ভক্তিযোগ প্রশস্ত।

ভক্তিযোগ জাতি, কুল ও বয়সের কোন অপেক্ষা রাখে না। পরিণতবয়সে ভক্তিসাধন করিবে, বাল্যে কি যৌবনে করিবে না, এরূপ বাক্য সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। ভক্তিসাধন বাল্যবয়সেই আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় বলিতেন, "ভক্তিবীজ বপন করিবে ত হৃদয় কোমল থাকিতে থাকিতে কর।" বাল্যবয়সেই মাটির মত হৃদয় কোমল থাকিতে থাকিতে ভক্তিবীজ বপন করা কর্ত্তব্য, পরে সংসারে পুড়িয়া সে মাটি ঝামা হইয়া গেলে ঝামায় কখনও গাছ গজায় না। আমার একটি বন্ধু বলিয়া থাকেন, "বৃদ্ধবয়সে ধর্ম্মসাধন করিতে যাওয়াও যা, শয়তানের উচ্ছিষ্ট ভগবান্‌কে দেওয়াও তাই।" অনেক বৃদ্ধ

বলিয়া থাকেন, "বাল্যবয়সে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। প্রথম বয়সে বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে, দ্বিতীয় বয়সে ধন উপার্জ্জন করিবে, বৃদ্ধকালে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবে।" বাস্তবিক তাঁহা ভগবানের অভিপ্রেত নহে। বিদ্যা-উপার্জ্জন ও ধন-উপার্জ্জন সমস্তই ভগবান্‌কে লইয়া করিতে হইবে। ধর্ম্ম ভিন্ন বিদ্যা অকর্ম্মণ্য, ধন অকর্ম্মণ্য। ধর্ম্মে মতি না থাকিলে বিদ্যা ও ধন ধূর্ত্ততা ও শঠতার পরিপোষক হইয়া দাঁড়ায়। পরে হায় হায় করিতে হয়।

শিশৌ নাসীদ্বাক্যং জননি তব মন্ত্রং প্রজপিতুং
কিশোরে বিদ্যায়াং বিষমবিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ।
ইদানীং ভীতোঽহং মহিষগলঘণ্টাঘনরবা-
ন্নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্॥

লম্বোদরজননিস্তব—১

একব্যক্তি চিরদিন ধর্ম্মহীন জীবন যাপন করিয়া বৃদ্ধবয়সে ক্রন্দন করিতেছেন :—

"হে লম্বোদরজননি দুর্গে! শৈশবে কথা কহিবার শক্তি ছিল না, তাই তোমার মন্ত্র জপ করিতে পারি নাই। কিশোর বয়সে বিদ্যা ও পরে বিষম বিষয়ে মন মগ্ন হইয়াছিল, কোনকালেই ধর্ম্মোপার্জ্জন করি নাই। এখন মাগো, যমের বাহন মহিষের গলার ঘণ্টার ঘনরবে শশব্যস্ত, কেবল 'গেলাম, গেলাম' এই চিন্তা, এখন আশ্রয়বিহীন হইয়া পড়িয়াছি, কাহার শরণ গ্রহণ করিব?" যে ব্যক্তি বাল্যবয়সে ধর্ম্মকে সহায় না করে, সে চিরজীবন দুঃখে যাপন করিয়া বৃদ্ধবয়সে মৃত্যুভয়ে অস্থির হইয়া পড়ে, আর ভক্তিসাধনের সময় পায় না।

"ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয় ?
ও-ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।"

সদ্ভাবশতক—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

বলিতে পারেন তিনি, যিনি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া জীবনযাপন করিতেছেন। মৃত্যুর জন্য আমাদিগের সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। মৃত্যু কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, সকলকেই গ্রাস করিয়া থাকে। অতএব—

যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ অনিত্যং খলু জীবিতম্।
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি ॥

মহাভারত—শান্তি ১৭৫।১৬

"যুবাবয়সেই ধর্ম্মশীল হইবে; জীবন অনিত্য, কে জানে আজ কাহার মৃত্যু হইবে ?" মৃত্যু বালককে ত্যাগ করে না। ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ কি বলিয়াছেন :—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥

ভাগবত—৭।৬।১

"বাল্যবয়সেই ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিবে, জীবন ক'দিনের জন্য ? মনুষ্যজন্মই দুর্লভ, তন্মধ্যে সফলকাম জীবন নিতান্তই অধ্রুব।

এই পৃথিবীতে যাঁহারা মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই বাল্যজীবনেই ভগবদ্ভক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বাল্যাবস্থায় ভক্তি উপার্জ্জন না করিলে পরে যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত হইতে হয়। সুতরাং কোন বালক যেন বৃদ্ধবয়সে ভক্তিসাধন করিব বলিয়া অপেক্ষা করিয়া না থাকেন।

ভক্তিসাধন-সম্বন্ধে জাতিকুল-ভেদ নাই। শাণ্ডিল্য বলিতেছেন :—

আনিন্দ্যযোন্যধিক্রিয়তে।

শাণ্ডিল্য-সূত্র—২।৭৮

ভগবদ্ভক্তিতে নিন্দ্যযোনি চণ্ডাল প্রভৃতিরও অধিকার আছে। ভক্তিরাজ্যে বর্ণভেদ, জাতিভেদ স্থান পায় না ; চণ্ডালও যদি প্রাণটি তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে ডাকে, তাঁহার সাধ্য নাই যে, তিনি স্থির থাকিতে পারেন। তাঁহার নিকটে সবাই সমান ; 'জাতির বিচার সেখানে নাই'। মনুষ্য-সম্বন্ধেই বা কি ? তুমি যত বড় উচ্চব্যক্তিই হও না কেন, একটি চণ্ডাল কি চামারের তোমাকে ভালবাসিবার অধিকার নাই কি ? আর যে তোমাকে ভালবাসে, তুমি ক'দিন তাহার হাত এড়াইয়া থাকিতে পার ? ভালবাসার রাজ্যে আবার হাড়ি-ডোম কি ? গুহক-চণ্ডাল শ্রীরামচন্দ্রকে 'ওরে, হারে' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। লক্ষ্মণ তাঁহার এই ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হন। শ্রীরামচন্দ্র অমনি বলিলেন :—

"কার প্রাণনাশন, ক'র্বি রে ভাই শোন্,
মিতার আমার কোন অপরাধ নাই।
ও যে প্রেমে 'ওরে, হারে' ও বলে আমারে,
ওরে আমি বড় ভালবাসি তাই।
ভক্তিতে আমি চণ্ডালেরও হই,
ভক্তিশূন্য আমি ব্রাহ্মণেরও নই,
ভক্তিশূন্য নর, সুধা দিলে পর, সুধাই না রে ;
ভক্তজনে আমায় বিষও দিলে খাই।" দাশরথি রায়

শবরী চণ্ডালকন্যা। পঞ্চবটী বনে তাহার উচ্ছিষ্ট অর্দ্ধভুক্ত ফলগুলি শ্রীরামচন্দ্র কত আদরে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ভক্তিমান্ সকলেই পবিত্র।

অষ্টবিধা হ্যেষা ভক্তি যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ॥

গরুড়পুরাণ—১।২৩১।৯

"অষ্টবিধা এই ভক্তি যে ম্লেচ্ছতেও প্রকাশ পায়, সে ম্লেচ্ছ নহে; সে বিপ্রেন্দ্র, সে মুনি, সে শ্রীমান্, সে যতি, সে পণ্ডিত।"

ভক্তিতে ধনি-দরিদ্র বিভেদও নাই। তিনি কি ধনীর বাড়ী আসিবেন, কাঙ্গালের বাড়ী আসিবেন না? তাহা হইলে আর তাঁহাকে কেহ দীনবন্ধু, কাঙ্গালশরণ বলিয়া ডাকিত না। বরং ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের ভক্তিসাধন সহজ। ধনী চারিদিকে প্রলোভনের বস্তুর দ্বারা বেষ্টিত থাকেন, যদ্দ্বারা অধর্ম্মোৎপত্তির বিশেষ সম্ভাবনা। দরিদ্রের সেইরূপ প্রলোভনের বস্তু নাই, সুতরাং ধর্ম্মপথে চলিতেও ব্যাঘাত নাই। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন :—"বরং সূচীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া উটের চলিয়া যাওয়া সহজ, তবুও ধনিব্যক্তির স্বর্গে প্রবেশ করা সহজ নহে।" আমাদিগের শাস্ত্রে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। কলি যখন পরীক্ষিতের রাজ্যে উপস্থিত হইল, তখন মহারাজ পরীক্ষিৎ তাহাকে বলিলেন, "হে অধর্ম্ম-বন্ধু, তুমি কখনও আমার রাজ্যে থাকিতে পারিবে না, চলিয়া যাও।" কলি তাঁহার আদেশে ভীত হইয়া অনেক মিনতি করিয়া বলিল, "আপনি সকলের রাজা, আমাকেও থাকিবার জন্য আপনার যে স্থলে অভিরুচি, কিঞ্চিৎ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন।"

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥

ভাগবত—১।১৭।৩৮

"সে তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিলে তাহার জন্য রাজা এই কয়েকটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন ঃ—যে-যে স্থলে এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়—(১) দ্যূতক্রীড়া, (২) মদ্যপান, (৩) স্ত্রীসঙ্গ, (৪) জীবহিংসা।" কলি দেখিল, চারি স্থানে থাকিতে হইবে, ইহাতে বিশেষ অসুবিধা, সুতরাং এক স্থানে এই চারি প্রকারের অধর্ম্মই পাওয়া যায়, এরূপ একটি স্থান চাহিল।

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
তেতোহনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্ ॥

ভাগবত—১।১৭।৩৯

"এইরূপ পুনরায় ভিক্ষা করিলে তিনি তাহার বাসের জন্য এক সুবর্ণ-পিণ্ড দান করিলেন ; এক সুবর্ণের মধ্যে দ্যূতক্রীড়াজনিত অনৃত, সুরা-পানজনিত মত্ততা, স্ত্রীসঙ্গরূপী কাম, জীবহিংসামূলক রজোভাব সকলই আছে ; এই চারিটি ব্যতীত পঞ্চম নূতন আর একটি ভাব—বৈরভাবও আছে। সত্যসত্যই কলি ধনে বসতি করে। বাস্তবিক ধনে অনেকের সর্ব্বনাশ ঘটায়। ধনী অথচ সাধু ভক্ত ক'জন দেখিতে পাওয়া যায় ? ধনগর্ব্বিত ব্যক্তির স্বর্গে স্থান নাই ; ধনীও দীনাত্মা না হইলে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না। ধনীর ধুমধামে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। যে কাতরপ্রাণে তাঁহাকে ডাকে, সেই তাঁহাকে পায়। যে ব্যক্তি ভিখারীর বেশ ধারণ করিয়া 'কোথায় হে দীনবন্ধু' বলিয়া তাঁহাকে ডাকে, দীনবন্ধু তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন। কেবল বাহিরের যাগযজ্ঞে সে পদ লাভ হয় না।

"কেবল অনুরাগে তুমি কেনা,
প্রভু, বিনে অনুরাগ ক'রে যজ্ঞ-যাগ
তোমারে কি যায় জানা ?
(তোমায় ধন দিয়ে কে কিন্‌তে পারে ?)"

ব্রহ্মসঙ্গীত—৮ম সংস্করণ, ৪৫৭ পৃঃ

তাঁহার নিকটে বিদুরের ক্ষুদ অমৃতময় অতি আদরের সামগ্রী। মহারাজাধিরাজের ভোগ অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু।

বাহিরের বিদ্যা ভিন্নও ভগবদ্ভক্তি সম্ভবে। তবে বিদ্যা যে ভক্তিপথের সহায়, তাহা কে অস্বীকার করিবে ? বিদ্যা ভিন্ন যে ভক্তি হইতে পারে না, তাহা নহে। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহার বিদ্যা কি ছিল ? কিন্তু তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ক'জন ? প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া কত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। ভক্তির আবেগে প্রাণ খুলিয়া গিয়াছিল, তাই দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনেক ভক্ত দেখা গিয়াছে, তাঁহারা লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু ভক্তকুলের চূড়ামণি ; প্রকৃত গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে জ্ঞানী হইয়া পড়িয়াছেন। পরমহংস মহাশয় এই বিশ্বগ্রন্থ যেরূপ পাঠ করিয়াছিলেন, বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে ক'জন সেরূপ পাঠ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না। ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের ক্রমিক বিকাশ হয়। ঈশ্বর সকলের পিতামাতা। পিতামাতাকে ডাকিতে কি কাহারও কোন বিদ্যার প্রয়োজন হয় ? মা বলিয়া ডাকিতে কাহারও বিজ্ঞান, কি কূটশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া লইতে হয় না। নিরক্ষর ভক্ত সরলপ্রাণে মাকে ডাকিতে আরম্ভ করেন, ক্রমে মায়ের লীলা এমনই প্রতিভাত হইতে থাকে যে, তাহা নিরীক্ষণ করিতে করিতে এবং তাহার আলোচনা করিতে

করিতে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চিত হয়। ভক্ত যতই মা বলিয়া ডাকিতে থাকেন, ততই মা নিজের স্বরূপ তাঁহার নিকটে প্রকাশ করেন। কে না জানেন, মা জ্ঞানস্বরূপা? সুতরাং মা'র আবির্ভাবে ভক্তের হৃদয়ে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলিয়া যায়। বৈষ্ণবগ্রন্থে একটি মধুর কবিতা আছে :—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥

"ব্যাধের আচরণ কি ছিল? ধ্রুবের বয়স কি ছিল? গজেন্দ্রের বিদ্যা কি ছিল? কুব্জার সৌন্দর্য্য কি ছিল? সুদামা বিপ্রের ধন কি ছিল? বিদুরের বংশ কি এবং যাদবপতি উগ্রসেনেরই বা পৌরুষ কি ছিল? তথাপি মাধব ইঁহাদিগের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছেন। ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তি দ্বারাই সন্তুষ্ট হন, কোন গুণের অপেক্ষা রাখেন না।" সরল বিশ্বাসের সহিত যে তাঁহাকে চায়, সেই তাঁহাকে পায়, তাঁহার নিকটে কঠোর সাধনও পরাস্ত হয়। এবিষয়ে একটি গল্প আছে :—একদিন দেবর্ষি নারদ গোলোকে মহাবিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন, পথে দেখিলেন, এক কঠোরতপা যোগী ঘোর তপস্যায় শরীর ক্ষয় করিতেছেন; তাঁহার শরীর বল্মীকে অর্দ্ধপ্রোথিত হইয়াছে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে দেবর্ষিকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—"ভগবন্, আপনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাঁহার জন্য এমন ঘোর কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছি, আমার আর কতদিনে সিদ্ধিলাভ হইবে?" দেবর্ষি অঙ্গীকার করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, পাগল শান্তিরাম একস্থানে সানন্দমনে গাঁজার ধূম পান করিতেছে। শান্তিরাম দেবর্ষিকে

দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"যাও কোথা ঠাকুর ?" দেবর্ষি যেমন তাঁহার গমনের কথা বলিলেন, অমনি শান্তিরাম বলিল—"ভাল হ'লো, আচ্ছা, একবার সে বেটাকে জিজ্ঞাসা ক'রো—

"ভজন পূজন সাধন বিনা
আমার গাঁজা ভিজ্‌বে কিনা ?"

নারদ উভয়ের অনুরোধ অঙ্গীকার করিয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং উভয়ের প্রশ্ন জ্ঞাপন করিলেন। শান্তিরামের কথা উত্থাপনমাত্র গোলোকনাথের চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"বৎস নারদ, শান্তিরামের মত ভক্ত পৃথিবীতে আর কোথায় ? কিন্তু তুমি যে যোগীর কথা বলিলে, তাহাকে ত আমি চিনি না।" নারদ প্রত্যাগমনকালে শান্তিরামকে সমস্ত বলিলেন, শান্তিরাম নাচিতে নাচিতে গাইতে লাগিল :—

"শান্তিরাম, তুই বগল বাজা,
গোলোকে তোর ভিজ্‌ল গাঁজা।"

সরল বিশ্বাসীর গাঁজা এইরূপই গোলোকে ভিজিয়া থাকে।

ভক্তি উপার্জ্জন করিতে জাতি, কুল, বয়স, ধন, বিদ্যা প্রভৃতি কিছুরই অপেক্ষা করে না। "সরল-প্রাণে যে ডেকেছে, পেয়েছে তোমায়।" ভক্তদিগের মধ্যেও জাতি, কুল, বিদ্যা প্রভৃতি-ঘটিত কোন ভেদ নাই। তাঁহাদিগের নিকটে সকলেই সমান।

নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ।

নারদভক্তিসূত্র—৭২

"ভক্তদিগের মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন এবং ক্রিয়ার ভেদবিচার নাই।" তাঁহাদিগের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ

কি? তাঁহাদিগের নিকট স্বরূপ, কুরূপ, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র—এসব বিচার থাকিলে পৃথিবীতে আর শান্তির স্থল কোথায়? উপাস্য যেমন, উপাসকও তেমনি। ভগবানের নিকট যেমন সবাই সমান, ভগবদ্ভক্তের নিকটেও তেমনি সবাই সমান।

কেহ হয়ত বলিবেন, আমাদের ভক্ত হইবার অধিকার নাই। এই সংসারে পাপে, মোহে আকুল যে জীব, সে ভক্ত হইবে কি প্রকারে?

সংসারী ভক্তের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। রামানন্দ রায় রাজার দেওয়ান ছিলেন, প্রকাণ্ড রাজ্যের ভার তাঁহার মস্তকে ন্যস্ত, কিন্তু কে না জানেন, গৌরাঙ্গ তাঁহাকে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া কত আদর করিয়াছিলেন? পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে দেখাইবার জন্য মুকুন্দ একদিবস গদাধরকে লইয়া যান। গদাধর যাইয়া দেখেন প্রকাণ্ড অর্দ্ধহস্ত উচ্চ এক দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপরে তিনি বসিয়া আছেন, কত প্রকার গন্ধে ঘর সুগন্ধময়, বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন; এই ভাব দেখিয়া গদাধরের কিঞ্চিৎ অভক্তি হইল, মুকুন্দ তাহা বুঝিতে পারিলেন, অমনি হরিনাম-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। যেমন কীর্ত্তন আরম্ভ, অমনি বিদ্যানিধি ভাবে বিহ্বল। কত যে প্রাণে ভাবের লহরী উঠিতে লাগিল, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। গদাধর দেখিয়া অবাক্! যখন কীর্ত্তন ক্ষান্ত হইল, তাঁহার প্রতি যে অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়াছিলেন, তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন।

সংসারী কেন ভক্ত হইতে পারিবে না? এই সংসার কি ভগবানের সৃষ্ট নয়? ইহা কি শয়তানের রাজ্য? ভগবান্ যখন পিতামাতা দিয়াছেন, গৃহ-পরিবার দিয়াছেন, তখন তাঁহার চরণে প্রাণসমর্পণ করিয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। সংসারের

সমস্ত কার্য্য তাঁহার কার্য্য করিতেছি বলিয়া করিলে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না, বুদ্ধি বিচলিত হয় না, প্রাণও সর্ব্বদা অমৃতপূর্ণ থাকে। যতই সংসারের কার্য্য করি না কেন, প্রাণের টান সর্ব্বদাই তাঁহার দিকে থাকা চাই।

পুঙ্খানুপুঙ্খবিষয়ানুপসেবমানো
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দম্।
সঙ্গীতবাদ্যকতিতানবশংগতাপি
মৌলিস্থ-কুম্ভ-পরিরক্ষণধীর্নটীব ॥

"যেমন নটী সঙ্গীত, বাদ্য ও কয়েক প্রকার তানের বশবর্ত্তী হইয়া কত ভাবভঙ্গীতে নৃত্য করিবার সময়েও মস্তকস্থিত কুম্ভকে স্থিরভাবে রক্ষা করে, তেমনি যে ব্যক্তি ধীর, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয় উপভোগ করিলেও মুকুন্দপদারবিন্দ ত্যাগ করেন না; সর্ব্বদা সেই চরণে তাঁহার মতি স্থির থাকে।"

শুকদেব যখন জনকরাজের নিকট যোগাভ্যাস করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া 'এরূপ সংসারী ব্যক্তি কিরূপে যোগী হইতে পারে?' মনে মনে এইরূপ প্রশ্ন করিতেছিলেন। জনক তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে একটি তৈলপূর্ণ পাত্র দিয়া বলিলেন—"তুমি এই পাত্রটি লইয়া আমার সমস্ত রাজধানী দেখিয়া আইস, দেখিও, যেন একবিন্দু তৈলও মাটিতে না পড়ে।" শুকদেব তাহাই করিলেন। সমস্ত রাজধানী দেখিয়া প্রত্যাগত হইলেন। জনক তাঁহাকে কোথায় কি দেখিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমুদয় বর্ণন করিয়া বলিলেন—"তৈলপাত্র হইতে একবিন্দু তৈলও মাটিতে পড়ে নাই।" জনক বলিলেন—"কেন পড়ে নাই?" তিনি বলিলেন—"আমি

এদিকে ওদিকে সমস্ত দেখিয়াছি বটে, কিন্তু সর্ব্বদা মন তৈলপাত্রের দিকে ছিল, যেন একবিন্দু তৈলও পড়িতে না পারে।” জনক বলিলেন—“আমারও বিষয়ভোগ এইরূপ—সংসারের যাবতীয় কার্য্য আমি করি, কিন্তু মন সর্ব্বদা সেইদিকে স্থির থাকে, সর্ব্বদা সাবধান থাকি, যেন সেই চরণপদ্ম-হইতে একবিন্দুও টলিতে না পারে।”

সংসারী হইয়া এইরূপে ভক্ত হইতে হয়। যিনি সংসারের সমস্ত কার্য্যের মধ্যেও তাঁহাকে লইয়া থাকেন, তিনিই তাঁহার ভক্ত, তাঁহার আবার ভয় কি ? সংসারের সম্পদেও তিনি স্ফীত হন না, বিপদেও তিনি ‘হা হতোঽস্মি’ করেন না। আমরা বৃক্ষ হইতে একটি ক্ষুদ্র পত্র খসিয়া পড়িলেও অমনি হাহাকার করিয়া উঠি, তাঁহার মস্তকে হিমালয় ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তিনি অস্থির হন না। জনক বলিয়াছেন:—

অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন॥

মহাভারত—শান্তি, ১৭৮।২

“আমার এই অনন্ত বিত্ত আছে বটে, অথচ আমার কিছুই নাই ; সমস্ত মিথিলা দগ্ধ হইয়া গেলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না—তাহাতে আমার কিছুই আসে যায় না।” দুই-একটি লোক স্বচ’ক্ষে দেখিয়াছি—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২।৫৬

“দুঃখেও মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখেও স্পৃহা নাই।”

আমি এক মহাত্মাকে জানি, তিনি গৃহস্থ। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মেডিক্যাল কলেজে উচ্চতম শ্রেণীতে পাঠ করিতেন এবং অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। পরীক্ষায় মেডেল পাইয়াছিলেন। বৃদ্ধের নিতান্ত ভরসাস্থল। বোধ হয় পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়সের সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। যে দিবস মৃত্যু হয়, সেই দিবস তাঁহার বাড়িতে আমাদিগের একটি সভা ছিল। আমার দুইটি সহাধ্যায়ী সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, বৃদ্ধ কোন ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ীর প্রাঙ্গণে বসিয়া কি আলাপ করিতেছেন। তাঁহারা দুইজনে নিকটে এক আসনে বসিলেন। তন্মধ্যে একজন কিঞ্চিৎ পরে উঠিয়া যে ঘরে আমাদিগের সভা হইবে, সে ঘরের দিকে চলিলেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে কিজন্য ঘরে যাইতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন—"এডুকেশন গেজেট আনিবার জন্য।" বৃদ্ধ স্থিরভাবে বলিলেন—"ও-ঘরে যাইবেন না, ও-ঘরে আমার ন—আজ এই চারিটার সময় মরিয়াছে।" আমার সহাধ্যায়ীটি শুনিয়া ত "ন যযৌ ন তস্থৌ"। এ কি! এইরূপ যোগ্য পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার জন্য যেন বিন্দুমাত্রও কাতর নন, এরূপ দৃশ্য ত আর কখনও দেখেন নাই, একেবারে অবাক্! নীরবে আসিয়া পুনরায় বসিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন—"আজ চলুন, আমরা দেওয়ানের বাড়ি সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসি।" এ-ব্যক্তির সম্বন্ধে আপনারা কি বলিবেন? প্রাণ সর্ব্বদা ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ না হইলে এরূপ স্থির থাকা সহজ নহে।

ইঁহার সম্বন্ধে আর একটি গল্প শুনিয়াছি। অপর একটি পুত্রের মৃত্যু হইলে ইঁহাকে নাকি কে শোক না করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"মহাশয়, আপনি এরূপ স্থির থাকিতে পারেন কি প্রকারে?"

তাহার উত্তরে ইনি বলিয়াছিলেন—"দানের উপরে আবার দাবি কী ? অর্থাৎ ভগবান্ দিয়াছিলেন, তিনিই লইয়াছেন। তাঁহার উপর আবার দাবি কি হইতে পারে ? আমি ত তাঁহার কোন উপকার কি কার্য্য করিয়া ইহাকে অর্জ্জন করি নাই যে, তাঁহার উপর আমার দাবি চলিবে।" বিদেশে তাঁহার একটি কন্যার মৃত্যু হইলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ক্রন্দন করিতেছিলেন, এমন সময় তিনি নাকি তাঁহাকে গিয়া বলিলেন—"তুমি কাঁদ কেন ? মনে কর না, তোমার কন্যা সেই ভাগলপুরেই আছে। হয়ত বলিবে, সেখানে থাকিলে ত বৎসরান্তে অন্ততঃ একটিবার দেখা হইত। তা অপেক্ষা কর, কিছুদিন পরে দেখা হইবেই ; এমন দেখা হইবে যে, আর বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে না।" কি সরল বিশ্বাস ! ইনি এখনও বর্ত্তমান এবং আমাদিগের দেশের গৌরবস্বরূপ।

আর এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, তাঁহার পুত্র মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তাঁহার স্ত্রী পার্শ্বে পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছেন। তিনি সেই সময়ে বলিয়া উঠিলেন—"দেখ আমার পুত্রের মৃত্যু হইতেছে, তাহাতে আমার যত না কষ্ট হইতেছে, তোমার অবিশ্বাসজনিত চ'ক্ষের জল দেখিয়া ততোধিক কষ্ট পাইতেছি।" এই সময়ে আমি তাঁহার নিকট বসিয়াছিলাম। আমার ত চক্ষু স্থির !

এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া কিছুতেই বলিতে পারি না, সংসারে থাকিয়া ভক্ত হওয়া যায় না। যাঁহার প্রাণ ভক্ত হইতে চায়, ভগবান্ তাঁহার সহায়, তাঁহার বাঞ্ছা সিদ্ধ হইবেই। কেহ যেন একথা মুখেও না আনেন যে, এই সংসারে ভক্ত হইবার পথ নাই, তাহা হইলে ভগবানের প্রতি ভয়ানক দোষারোপ করা হয়। এই সংসারের কর্ত্তা ত তিনিই, তিনিই "গৃহিণাং গৃহদেবতা"।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, তামসভক্তও ক্রমে মুখ্যাভক্তি লাভ করিয়া থাকে। কেহ দুরাচার হইয়া ভগবান্‌কে ডাকিলে সে অল্পদিনের মধ্যে ধর্ম্মাত্মা হইয়া যায় এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়। এ-বিষয়ে গীতা হইতে ভগবদ্বাক্য পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। তবে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ কোথায়? সকলেই বুক বাঁধিয়া অগ্রসর হইতে পারেন, ভগবান্ সকলকেই কৃতার্থ করিবেন। আমরা যত জগাই-মাধাই আছি, সকলেই উদ্ধার পাইব।

তৃতীয় অধ্যায়

ভক্তির সঞ্চার হয় কিরূপে ?

মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা ।

নারদভক্তিসূত্র

"মহতের কৃপা দ্বারা কিংবা ভগবানের কৃপালেশ হইতে।" সাধুদিগের কৃপাও ভগবানের কৃপালেশের অন্তর্গত। কখন যে কিরূপে ভগবানের কৃপা হয়, তাহা মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত। কাল যাহাকে নিতান্ত অসাধু দেখিয়াছি, আজ হয়ত সে ব্যক্তি এমন ভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা তাহার পদধূলি লইতে পারিলে নিজের জীবন কৃতার্থ মনে করি।

ভক্তমাল-গ্রন্থে কয়েকটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে :—

কোন রাজার একটি মেথর ছিল। একদিবস ঐ মেথরের রাজভাণ্ডারে চুরি করিবার বড়ই ইচ্ছা হইল। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে রাজার শয়নাগারের নিকটে সে সিঁদ কাটিতেছে, এমন সময়ে রাণী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কতদিন তোমায় বলিতেছি, তুমি বড় মেয়ের বিয়ে দেবে না ?" রাজা বলিলেন—"উপযুক্ত বর না পাইলে কাহার হস্তে সমর্পণ করিব ?" রাণী বারংবার বিরক্ত করায় অবশেষে রাজা বলিলেন যে, পরদিন প্রত্যূষে তিনি নিকটস্থ তপোবনে গমন করিয়া প্রথমে যে যোগীর সাক্ষাৎ পাইবেন, তাঁহাকেই আপন কন্যা ও রাজ্যের অর্দ্ধভাগ দান করিবেন। মেথর রাজার এই সঙ্কল্প শুনিতে পাইল এবং মনে-মনে চিন্তা করিল—"তবে আমি বৃথা পরিশ্রম করি কেন ? চুরি করিতে আসিয়াছি, কেহ যদি টের পায়, যদি ধরা পড়ি, তবে ত প্রাণটিও হারাইতে হইবে। যাই, যোগিবেশ ধরিয়া তপোবনে বসিয়া থাকি,

অনায়াসে রাজকন্যা ও রাজ্যার্দ্ধ লাভ করিতে পারিব।" ইহাই স্থির করিয়া সে আপন গৃহে আসিয়া যোগিবেশ ধারণ করিয়া রাত্রি প্রভাত না হইতেই যে পথে রাজা তপোবনে যাইবেন, সেই পথের পার্শ্বে তপোবন-প্রান্তে বসিয়া রহিল। প্রত্যুষে যেই রাজা তপোবনের নিকটস্থ হইলেন, অমনি যোগী ধ্যানস্তিমিতলোচন হইয়া বসিলেন। রাজা আসিয়া নিকটে দেখেন, যোগী গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। রাজা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; যোগীর আর ধ্যানভঙ্গ হয় না। অবশেষে বহুক্ষণ পরে যোগী চক্ষু উন্মীলন করিলেন। রাজা পদতলে পড়িয়া তাঁহাকে নগরীতে লইয়া যাইবেন প্রার্থনা করিলেন। যোগী অগত্যা স্বীকার করিলেন; রাজা তাঁহাকে কত আদর করিয়া অগ্রে লইয়া চলিলেন। রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া সিংহাসনে বসাইয়া রাজা তাঁহার পদপ্রক্ষালন করিলেন, রাণী চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে দুইজনে মিলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া এই প্রার্থনা করিলেন—"ভগবন্, আমাদের একটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে, অনুমতি হইলে শ্রীচরণে সেই কন্যা ও রাজ্যার্দ্ধ উৎসর্গ করি।" মেথর রাজা ও রাণী-কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া ভাবিতে লাগিল—"আমি বাহিরে মাত্র যোগিবেশ ধারণ করিয়াছি, তাহাতেই রাজা ও রাণী পদানত এবং রাজকন্যা ও রাজ্যার্দ্ধ দিবার জন্য ব্যাকুল। প্রকৃত যোগী হইলে না জানি কত রাজারাণীই পদানত হন এবং কত রাজকন্যা ও কত রাজ্য পাওয়া যায়।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে রাজা ও রাণীর প্রার্থনা গ্রাহ্য করিল না; তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া ব্যাকুলভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে ডাকিতে যে চলিয়া গেল, আর বিষয় তাহাকে স্পর্শও করিতে পারিল না। ভক্তির দ্বার খুলিয়া গেল, জীবন সার্থক হইল। সে

তাহার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপা হইল—অমাবস্যার অন্ধকার পূর্ণিমার রাত্রিতে পরিণত হইল।

এরূপ আর একটি গল্প* আছে :—এক ব্যাধ পাখী মারিবার জন্য এক সরোবরের তীরে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র পাখী-গুলি উড়িয়া গেল। সে তাহা দেখিয়া এক বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া রহিল। কিছুকাল পরে দেখিল—একটি বৈষ্ণব সেই সরোবরে নামিয়া স্নান করিতে লাগিলেন, একটি পাখীও তাঁহাকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইল না বা উড়িয়া গেল না। এই ব্যাপার দেখিয়া ব্যাধ ভাবিল—"আমি বৈষ্ণব সাজিয়া উহাদের নিকটে যাইব, তখন একটিও উড়িয়া যাইবে না, সমস্তগুলি অনায়াসে ধরিয়া আনিতে পারিব, তীরধনুকের প্রয়োজন হইবে না।" এইরূপ স্থির করিয়া ব্যাধ বৈষ্ণবের বেশ ধরিয়া সরোবরে নামিল। এবার একটি পাখীও নড়ে না। এক-একটি করিয়া ধরিয়া লইলেই হয়। কিন্তু তাহার কি যে হইল—সেইরূপ কার্য্য করিতে আর প্রাণ সরে কই? সে যেন কি হইতে চলিল। স্বর্গ হইতে কৃপাবর্ষণ হইতে লাগিল। সে ব্যাধ আর সে ব্যাধ নাই, অবিরতধারে অশ্রুজলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া চলিল—"পাষাণ গলিল সে করুণার প্লাবনে।" প্রাণের ভিতরে যে কি প্রেমের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, কয়-জনের ভাগ্যে তেমন হয়, জানি না। সে চিন্তা করিতে লাগিল—"যাঁহার সেবকের বেশমাত্র ধারণ করিলে পশুপক্ষীও ভয় করে না, কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না; দিবারাত্রি তাঁহার নাম করিলে—প্রকৃত ভক্ত হইলে না জানি কিই হয়! যে আমাকে দেখিয়া পাখীগুলি ভয়ে কোথায় পলাইবে, তাহার জন্য ব্যস্ত হইত, সেই আমি এখন পুণ্যবেশ ধারণ করিয়াছি বলিয়া হেলিয়া দুলিয়া আমার চারিদিকে কত ক্রীড়া করিতেছে,

* সাদৃশ্য—ভক্তমাল—১৪ মালাচরিত্র, মহারাজ-হংস-প্রসঙ্গ, ১৭৩ পৃঃ।

অকুতোভয় হইয়া কতবার আমার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে। আহা! এমন মধুর বেশ আর ত্যাগ করা উচিত নয়। ব্যাধ সেই মুহূর্ত্ত হইতে ভক্ত হইয়া গেল। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দস্যু রত্নাকরের দৃষ্টান্ত মনে করুন।

অতি অল্পদিন হইল, যে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা শুনিলে মোহিত হইবেন। একব্যক্তি ইতরবংশোদ্ভব, এখনও জীবিত আছেন, অত্যন্ত জঘন্য-প্রকৃতি ছিলেন। এমন পাপ অতি কম আছে, যাহা তিনি করেন নাই। সুরাপান এবং গঞ্জিকাসেবনেও বিশেষ পটু ছিলেন। তিনি এরূপ ক্রোধনস্বভাব ছিলেন যে, একদিন তাঁহার শত্রুবিনাশ করিবার জন্য তিনি শত্রুর শয়নাগারে সাপ ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া একটি বিষধর সর্প হাঁড়িতে পূরিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। ভগবান্ রক্ষাকর্ত্তা। যাইতে যাইতে একটি বাঁশের সাঁকো ভাঙ্গিয়া তিনি জলের ভিতরে হঠাৎ পড়িয়া যান, সাপটিও ইত্যবসরে পলায়ন করে। কাজেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। একদিন তিনি সুরাপানে বিভোর হইয়া চলিয়াছেন, এমন সময়ে একখানি ঘরের নিকটে কোনও প্রয়োজনে বসিলেন, ঘরের ভিতরে তখন কয়েকজন লোক এই গানটি গাহিতেছিল :—

ওহে দীননাথ, কর আশীর্ব্বাদ
এই দীনহীন দুর্ব্বল সন্তানে।
যেন এ-রসনা করে হে, ঘোষণা
সত্যের মহিমা জীবনে-মরণে॥

মহেন্দ্রক্ষণে পদগুলি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ভগবানের কৃপা হইল,

সুরার মত্ততা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গেল। তখনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—"আর না, এই সময় হইতে নূতন জীবনের পত্তন করিতে হইবে, আর সে ঘৃণিত অভ্যাসগুলিকে স্থান দেওয়া হইবে না।" বাস্তবিক সেই শুভমুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার জীবন নূতন ভাব ধারণ করিল, আর সে কলঙ্কগুলি নাই। তিনি কবিরাজী ব্যবসায় করিতেছেন। একটাকা কি তদূর্দ্ধ যাহা পান, তাঁহা ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়া থাকেন। একটাকার কম যাহা পান, তাহার দ্বারা নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

এইরূপ জগাই, মাধাই প্রভৃতি কত যে মহাপাপী ভগবৎকৃপায় নিমিষের মধ্যে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জগাই-মাধাই মহতের—নিত্যানন্দের কৃপায় পবিত্র জীবন লাভ করেন। কিন্তু মহতের কৃপাও ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। তিনি কৃপা না করিলে কি নিত্যানন্দ তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইতেন এবং ভক্তের যে কি মহিমা, তাঁহাদিগের চ'ক্ষে পড়িত ?

কিন্তু ভগবানের কৃপা ত দিবানিশি অবিরত বর্ষিত হইতেছে, যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি দেখিতে পান। 'দয়ার তাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরতধারে।' তিনি বৎসহারা গাভীর ন্যায় আমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সর্ব্বদা ধাবিত, আমরা স্বাধীনতার বলে দূরে পলায়ন করি। 'মানুষ কেবল পাপের ভাগী নিজ স্বাধীনতার ফলে।' যে ব্যক্তি তাঁহার কৃপা অনুভব করিতে চাহেন, তিনিই দেখিতে পান, 'সেই করুণা বরষে শতধারে'। তিনি ত আমাদিগের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল, আমরা তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইলেই পাপ চলিয়া যায়, পাপ দূর হইলে হৃদয়ধন অমনি ভক্তের হৃদয় আলো করিয়া প্রকাশিত হন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় বলিতেন—"চুম্বক পাথর যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনি তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন।"

যে লৌহদণ্ড কাদামাখান, তা চুম্বকে লাগিয়া যাইতে পারে না। আমরা কাদামাখান বলিয়া তাঁহাতে লাগিতে পারিতেছি না, কাঁদিতে কাঁদিতে যেই কাদা ধুইয়া যাইবে, অমনি টুক্ করিয়া তাঁহাতে লাগিয়া যাইব। তাঁহাকে ডাকিতে হইবে ও পাপের জন্য কাঁদিতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহার কৃপার অনুভূতি হইবে।

যে তাঁহাকে ডাকে, তাহারই প্রতি তাঁহার কৃপা হয় অর্থাৎ সেই তাঁহার কৃপা অনুভব করে ও তাঁহার স্বরূপ দেখিতে পায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাতে বিদ্যা, ধন ও মানের প্রয়োজন নাই। শ্রুতি বলিতেছেন :—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥

কঠোপনিষদ্—২।২৩

"এই আত্মাকে অনেক বেদাধ্যয়ন দ্বারা পাওয়া যায় না; অনেক গ্রন্থার্থধারণ করিলেও পাওয়া যায় না; অনেক শাস্ত্র শ্রবণ করিলেও পাওয়া যায় না; তবে কিসে পাওয়া যায়? ইনি যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনি ইঁহাকে পান, তাঁহারই নিকটে ইনি স্বরূপ প্রকাশিত করেন।"

চতুর্থ অধ্যায়

ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায়

ভগবান্‌কে ডাকিবার ও তাঁহার কৃপা উপলব্ধি কিংবা তাঁহাতে প্রাণ সমর্পণ করিবার পথে কতকগুলি বাধা আছে, তাহা অপসারিত করা নিতান্ত প্রয়োজন। ভক্তিপথের কণ্টকগুলি দূর না করিলে সেপথে অগ্রসর হইব কি প্রকারে? কতকগুলি বাহিরের কণ্টক, কতকগুলি ভিতরের কণ্টক। বাহিরের কণ্টকগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কুসংসর্গ।

দুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ।

নারদভক্তিসূত্র—৪৩

"কুসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।" কুসঙ্গ বলিতে কেবল কুচরিত্র ব্যক্তিগণের সহিত মিলন ও আলাপ-ব্যবহার বুঝিবেন না। কুগ্রন্থ-অধ্যয়ন, কুচরিত্র-দর্শন, কুবাক্য কিংবা কুসঙ্গীত শ্রবণ, সমস্তই কুসঙ্গের মধ্যে পরিগণিত। যাঁহারা পবিত্র হইতে চেষ্টা করিতেছেন, আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদিগের পক্ষে মিথুনীভূত ইতর প্রাণী পর্য্যন্তও দেখা নিষিদ্ধ। যাহা দর্শন করিলে, যাহা শ্রবণ করিলে, যাহা উচ্চারণ করিলে, অথবা চিন্তা করিলে মনে কুভাবের উদয় হয়, তাহা সমস্তই বর্জ্জনীয়। স্পর্দ্ধা করিলে কি হইবে? অনেক লোক আছে, যাহাদিগের এমন কি কোন ইতরপ্রাণীর অবস্থা-বিশেষ দর্শন করিলে মন পৈশাচিকভাবে কলুষিত হইয়া থাকে। কুচিত্র-দর্শন, কুসঙ্গীত-শ্রবণ, কিংবা কুগ্রন্থ-অধ্যয়নে ত চিত্ত কলঙ্কিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। যদি সুগ্রন্থ পড়িলে মন উন্নত হয়, তবে কুগ্রন্থ পড়িলে কেন অবনত হইবে না? যদি সুচিত্র-দর্শনে মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়, তবে কুচিত্র-দর্শনে কেন অপবিত্র ভাবের উদ্রেক হইবে না?

যদি সুসঙ্গীত কিংবা সুবাক্য-শ্রবণে হৃদয় মধুরভাবে বিহ্বল হয়, তবে কুসঙ্গীত কিংবা কুবাক্য-শ্রবণে কেন কুৎসিতভাবে চিত্ত বিভ্রান্ত হইবে না? আমি একটি অতি-সুন্দরচরিত্র যুবকের বিষয় জানি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিবার সময়ে কোন সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের অশ্লীল পদগুলি তাঁহার মনে এরূপভাবে ক্রিয়া করিয়াছিল যে, তিনি তাহারই উত্তেজনায় অনেক সময়ে অতি জঘন্য স্বপ্ন দেখিতেন। যাঁহার কথা বলিলাম, তাঁহার ন্যায় বিশুদ্ধচরিত্র ও পবিত্রাকাঙ্ক্ষী যুবক অতি অল্পই দেখিয়াছি। কুসঙ্গীতের শক্তি ইহা অপেক্ষাও গুরুতর। সকলেই স্বীকার করিবেন, পাঠ অপেক্ষা সঙ্গীত-শ্রবণ অধিকতর উন্মাদক।

কুসঙ্গের ন্যায় সর্ব্বনাশক আর কিছুই নাই। যেসকল ব্যক্তির অধঃপতন হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করুন, বোধ হয় প্রায় তাহাদের সকলের মুখেই শুনিতে পাইবেন, কুসংসর্গই অধঃপতনের কারণ। মন্দপথে চালাইবার ব্যক্তির অন্ত নাই, সুপথের সহযাত্রী অতি অল্প। সংসার এমনই নষ্ট হইয়াছে যে, কাহারও যদি ভাল হইবার ইচ্ছা হয়, অমনি শত-শত লোক তাহার প্রতিকূলে দাঁড়ায়। কত ঠাট্টা, কত বিদ্রূপ, কত উপহাস চলিতে থাকে। এ-রাজ্যে শয়তানের শিষ্য অসংখ্য। ইহারা কুকথা বলিয়া, কুদৃশ্য দেখাইয়া, কু-আচরণ করিয়া বহুপ্রকারে লোককে পতনের পথে সতত প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে। এমন কি পিতামাতা পর্য্যন্ত সন্তানকে কুপথে চালাইবার জন্য নানাপ্রকারের উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। এ-সংসারে হিরণ্যকশিপুর অন্ত নাই। একটি বালককে যদি কিছুমাত্র ভগবৎপদে ভক্তিস্থাপন করিতে দেখা যায়, অমনি তাহার পিতামাতা যাহাতে তাহার মতি সেই দিক্ হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারেন, যাহাতে তাহার মন এই পূতিগন্ধময় বিষয়-সুখে আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা আরম্ভ করেন। এইরূপ কত দৃষ্টান্ত

দেখান যাইতে পারে। হায় হায়, আমরা যে একেবারে উৎসন্নে গিয়াছি। যেস্থলে পিতামাতা পর্য্যন্ত এমন শত্রু হইয়া দাঁড়ান, সে-স্থলের নাম করিলেও বোধ হয় পাপ হয়।

যতদূর সাধ্য দুঃসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে হইবে। কুসংসর্গের ন্যায় ভক্তিবিরোধী যে আর কি আছে, জানি না। ইহা হইতেই সমস্ত পাপের উদ্ভব। কেন "দুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ"? নারদ বলিয়াছেন:—

কামক্রোধমোহস্মৃতিভ্রংশবুদ্ধিনাশসর্ব্বনাশকারণত্বাৎ।

নারদভক্তিসূত্র—৪৪

"কুসংসর্গ কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ ও সর্ব্বনাশের কারণ।" দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের সংসর্গে, তাহাদিগের দৃষ্টান্তে ও প্ররোচনায় এবং কুসঙ্গীত-শ্রবণ, কিংবা মন্দগ্রন্থাদিপাঠ ও আলোচনা দ্বারা হৃদয়ে কামের উৎপত্তি হয়, ভোগলালসা বলবতী হয়। ভোগেচ্ছা পরিতৃপ্ত করিতে কোন বাধা পাইলেই ক্রোধের উদ্রেক হয়।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২।৬২

"বিষয় ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়।" স্বয়ং বিষয়-ধ্যান করিবে না, ঘোর বিষয়ীর সংসর্গও করিবে না। সংসারের কার্য্য ভগবদাদেশে করিতেছি, এইভাবে করিয়া যাইবে। ভগবান্‌কে ভুলিয়া 'কি খাব, কি খাব; কোথায় টাকা, কোথায় টাকা; কিরূপে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিব', এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কখনও সংসারে

কার্য্য করিবে না। চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের নাম ভ্রমেও বলা হয় না, কেবল সংসার-চক্রে ঘূর্ণ্যমান—এইভাবে যাহারা দিন কাটায়, তাহাদিগেরও সংসর্গ করিবে না। এইরূপ বিষয়-ভোগ করিলে ও এইরূপ বিষয়ীর সংসর্গে থাকিলে বিষয়সুখে লোকের আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইলে ভোগের বাসনা হয়, বাসনা হইলেই তাহা হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। যেখানে বাসনা চরিতার্থ করিবার কোনরূপ বাধা জন্মে, সেইখানেই ক্রোধের উদয় হয়।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২।৬৩

ক্রোধ হইতে মোহের উৎপত্তি হয়। ক্রোধ হইলেই চিত্ত অন্ধকারাবৃত হইয়া পড়ে। চিত্ত অন্ধকারাবৃত হইলেই স্মৃতিবিভ্রম উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যাহা কিছু জ্ঞানসঞ্চয় হইয়াছিল, যে-সকল চিন্তা করিয়া, কি দৃষ্টান্ত দেখিয়া, কিংবা যে-সকল বাক্য শুনিয়া মনে সৎপথানুগামী হইবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল, তাহা তখন আর মনে পড়ে না—সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। এইরূপ স্মৃতিবিভ্রম হইলেই বুদ্ধিনাশ হয় অর্থাৎ সদসৎ বিবেচনা করিবার ক্ষমতা থাকে না, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান থাকে না। বুদ্ধিনাশ হইলেই —নৌকার হাল ভাঙ্গিয়া গেলে যাহা হইবার, তাহা হয়—একেবারে সর্ব্বনাশ? পৃথিবীতে যে ভয়ানক হত্যাকাণ্ডগুলি হইতেছে, দায়রার আদালতে যে ভীষণ মোকদ্দমাগুলির বিচার হয়, তাহার কি প্রায় সমস্তই বুদ্ধিনাশের ফল নহে? প্রথমে কামোদ্ভূত ক্রোধ জন্মিয়াছে। কোথাও বা ধনলালসা, কোথাও বা ইন্দ্রিয়লালসা ক্রোধের হেতু হইয়াছে। ক্রোধে চিত্তকে মোহে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তখন কি করিলে কি হইবে, কোন্

কার্য্যের কি ফল, তাহা আর মনে নাই, সুতরাং বুদ্ধিনাশ হইয়াছে—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান লোপ পাইয়াছে—যেই সে জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়াছে, অমনি একব্যক্তি অপর একব্যক্তির প্রাণবিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভোগলালসায় মানুষের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে। সেই ভোগলালসা কুসঙ্গী হইতে বৃদ্ধি পায়। যাহা দ্বারা এইরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, তাহাকে বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বেও স্থান দিতে নাই।

একেই ত মানুষ আপনা হইতেই কামক্রোধের দৌরাত্ম্যে অস্থির, তাহাতে আবার এইরূপে উত্তেজনা নিকটে আসিতে দিলে আর রক্ষা কোথায়?

তরঙ্গায়িতাপীমে সঙ্গাৎ সমুদ্রায়ন্তি।

নারদভক্তিসূত্র—৪৫

কামক্রোধের তরঙ্গ না আছে কোন্ হৃদয়ে? সকলেই কামক্রোধ দ্বারা সময়ে অভিভূত হন; কিন্তু সেই তরঙ্গ দুঃসঙ্গের বাতাস পাইলে একেবারে সমুদ্রের আকার ধারণ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ যখন উঠিতেছিল, তখন তাহাকে দমন করা তত কঠিন ছিল না; সমুদ্রের মূর্ত্তি ধারণ করিলে তাহাকে দমন করা যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপের প্রলোভনের নিকট উপস্থিত হন। তাঁহারা গম্ভীরভাবে বলিয়া থাকেন :—

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে।
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥

কুমারসম্ভব—১।৫৯

"বিকারের হেতু থাকিতেও যাঁহাদের চিত্ত বিকৃত হয় না, তাঁহারাই ধীর। পাপের নিকট হইতে পলায়ন করিব কেন? পাপে বেষ্টিত থাকিয়া পাপ জয় করিতে পারিলে তবে ত বলি বীর।" কেহ যেন এমন বীর হইতে না চাহেন। মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টও শয়তান-কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ শাক্যসিংহকেও কত ঘোর তপস্যার মধ্যে পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। যোগীশ্বর মহাদেবের পর্য্যন্ত সমাধির মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। আর কীটানুকীট যে আমরা, তাঁহাদের দাসানুদাসের পদধূলি লইবার যোগ্য নই যে আমরা, আমরা কিনা পাপের দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমূলে পাপকে বিনাশ করিব !!! আমরা ইঁহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক বল ও বীর্য্যশালী কিনা, আমরা প্রলোভন আহ্বান করিয়া তাহাকে জয় করিব! কুহকের দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল গলায় পরিয়া, পায়ে জড়াইয়া অঙ্গুলির আঘাতে তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিব! এইরূপ তেজ প্রদর্শন করিতে কেহ যেন স্বপ্নেও চিন্তা না করেন। যীশু তাঁহার ভক্তদিগকে এই প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন—"আমাদিগকে প্রলোভনের মধ্যে লইয়া যাইও না, পাপ হইতে রক্ষা কর।" দুর্ব্বল সর্ব্বদা প্রলোভন হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে। কিছুতেই যেন কোন পাপকে ইন্ধন দেওয়া না হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ—ইহাদিগকে ইন্ধন দিলে আর রক্ষা থাকিবে না। এইজন্য নারদ-ঋষি এবং সকল ভক্তগণই দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যাহাতে এই সর্ব্বনাশ কোনরূপ প্রশ্রয় না পায়, এইজন্য বিধি হইয়াছে—

স্ত্রীধননাস্তিকবৈরিচরিত্রং ন শ্রবণীয়ম্।

নারদভক্তিসূত্র—৬৩

স্ত্রীলোকের রূপ, যৌবন, হাবভাব প্রভৃতির বর্ণনা শ্রবণ করিবে না; তাহাতে মন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। এরূপ লোক অতি বিরল, যাঁহারা কোন কুৎসিত-বর্ণনা শুনিয়াও হৃদয়কে নির্ব্বিকার রাখিতে পারেন। অনেকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিবার ছল করিয়া 'Mysteries of the Court of London' পাঠ করিয়া থাকেন। তার ভিতর যেরূপ কুৎসিত রূপবর্ণনাদি আছে, তাহা পাঠ করিয়া মনের বিকার হয় নাই, এরূপ পাঠক ক'জন আছে, বলিতে পারি না। মন্দ-স্ত্রীচরিত্র-শ্রবণে পৈশাচিক প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইবে, সুতরাং তাহার শ্রবণ নিষিদ্ধ।

ধনিচরিত্রও শ্রবণ করিবে না। "অমুক ব্যক্তি ধন উপার্জ্জন করিয়া যেমন জাঁকজমকের কার্য্য করিয়াছে, এদেশে আর কেহ ওরূপ করিতে পারে নাই। ঐ ব্যক্তি প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করে, তাহার বাড়ীখানি দেখিলে ইন্দ্রের অমরাবতী বলিয়া বোধ হয়, ঘরের দ্বারে দ্বারে সাটিনের পরদা—সেগুলি আবার আতর-গোলাপের গন্ধে পরিপূর্ণ, ভিতরে যে ছবিগুলি, প্রত্যেকখানির মূল্য বোধ হয় হাজার টাকার উর্দ্ধে, সে যে কি অপূর্ব্ব ছবি, তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। বাবু বসিয়া আছেন, কত-শত লোক তাঁহার গুণগান করিতেছে"—এইরূপ বর্ণনা শুনিতে শুনিতে হৃদয় ধনোপার্জ্জনের জন্য মাতিয়া উঠে, প্রাণের ভিতর বাসনানল প্রজ্বলিত হয়, ধনতৃষ্ণায় মন একেবারে অস্থির হইয়া পড়ে, সদসদ্-বিবেচনা থাকে না। যেরূপে হউক, যতটুকু পারি, ঐরূপ সুখ-সম্ভোগ করিতে হইবে, লোকে ধনী বলিবে, যশস্বী বলিবে, কত পণ্ডিত আসিয়া আমার স্তুতিবন্দনা করিবে, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কত লোক অধর্ম্মাচরণ ও অপরের সর্ব্বনাশসাধন করিয়া ধনসংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হয়—অবশেষে পতঙ্গের ন্যায় নিজের দেহমন লোভাগ্নিতে বিসুর্জ্জন দেয়। ধনিচরিত্র শ্রবণ করিবে না বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন;

সদুপায় অবলম্বন করিয়া কে কিরূপে ধনী হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করাও নিষিদ্ধ।

নাস্তিকের চরিত্র শ্রবণ করিবে না। নাস্তিকের চরিত্র শুনিতে শুনিতে ভগবদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়, চিত্ত অস্থির হইয়া পড়ে, মন মোহাচ্ছন্ন হয়। জন ষ্টুয়ার্ট মিল, আগষ্ট কোমৎ প্রভৃতির চরিত্র শ্রবণ করিয়া নাস্তিক হইলেই বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় ভাবিয়া অনেক নির্ব্বোধ স্বীয় বুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য নাস্তিক হইয়াছেন।

শত্রুচরিত্রও শ্রবণ করা নিষিদ্ধ। শত্রুর চরিত্র শুনিতে শুনিতে হৃদয়ে ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, আসুরিক প্রবৃত্তি জাগরিত হয়, মন প্রতিহিংসায় দগ্ধ হইতে থাকে। ইহার ন্যায় ভক্তিপরিপন্থী আর কি আছে? অপ্রেমের ন্যায় প্রেমের বিরোধী আর কি হইতে পারে?

যাহাতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি উত্তেজিত হয়, তাহা কখনও দেখিবে না, শুনিবে না, স্পর্শ করিবে না। সুতরাং কুরুচিপূর্ণ নাটক ও উপন্যাস-পাঠের দ্বার রুদ্ধ হইল। কুদৃশ্য, কুৎসিত ছবি, যাহাতে কোনরূপ দুষ্প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহা কখনও দেখিবে না। কুবাক্য, কুসঙ্গীত কখনও শুনিবে না। এইজন্যই শ্রুতির ভিতর দেখিতে পাই, শিষ্যবৃন্দ লইয়া ঋষিগণ প্রার্থনা করিতেছেন :—

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষিভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ॥

যজুর্ব্বেদ—২৫।২১

"হে দেবগণ, আমরা যেন কর্ণে সর্ব্বদা ভদ্রশব্দই শ্রবণ করি এবং চ'ক্ষে সর্ব্বদা ভদ্রবস্তুই দর্শন করি। স্থির-অঙ্গবিশিষ্ট শরীর দ্বারা তোমাদিগকে

স্তব করিয়া যেন দেবতাদিগের উপযুক্ত আয়ু প্রাপ্ত হই।" অর্থাৎ অভদ্র কিছু কর্ণ ও চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত না হইলে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য জন্মিবে না ; তাহা হইলেই জিতেন্দ্রিয় হইতে পারিবেন; জিতেন্দ্রিয় হইলেই অঙ্গ স্থির হইবে; সুতরাং ইন্দ্রিয়জয়ের ফলস্বরূপ দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারিবেন।

এখন ভিতরের কণ্টকগুলি কি কি এবং কিরূপে তাহা দূর করা যাইতে পারে, তাহারই আলোচনা করিব। ভিতরের সমস্ত কণ্টকগুলি যখন নিঃশেষিত হইয়া যায়, তখন আর বাহিরের কণ্টক কোন ক্ষতি করিতে পারে না ; কিন্তু সে অবস্থায় উন্নত হওয়া সহজ নহে—অনেক সাধন-সাপেক্ষ। ভিতরের কয়েকটি প্রধান কণ্টকের নাম করিতেছি—(১) কাম, (২) ক্রোধ, (৩) লোভ, (৪) মোহ, (৫) মদ, (৬) মাৎসর্য্য ও তদনুচর, (৭) উচ্ছৃঙ্খলতা, (৮) সাংসারিক দুশ্চিন্তা, (৯) পাটওয়ারী বুদ্ধি অর্থাৎ কৌটিল্য, (১০) বহ্বালাপের প্রবৃত্তি, (১১) কুতর্কেচ্ছা, (১২) ধর্ম্মাড়ম্বর।

কামজনিত যে দশটি দোষ মনকে বিশেষভাবে তরল করে, তাহাদের নামোল্লেখ করিতেছি :—

মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ॥

মনুসংহিতা—৭।৪৭

"মৃগয়া অর্থাৎ পশুপক্ষি-শিকার, তাসপাশা-খেলা, দিবানিদ্রা, পরের দোষকীর্ত্তন, স্ত্রীসঙ্গ, সুরাপান, নৃত্য, গীত, বাদ্য, বৃথাভ্রমণ—এই দশটি কামজ দোষ।" নৃত্য, গীত ও বাদ্য বলিতে ভগবদ্বিষয়ক নৃত্য, গীত ও বাদ্য এখানে আলোচ্য বিষয় নহে।

ক্রোধজনক যে আটটি দোষ চিত্তকে বিকৃত করে, তাহাদিগের নাম করিতেছি :—

পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণম্ ।
বাগ্দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ ॥

মনুসংহিতা—৭।৪৮

"খলতা, হঠকারিতা (গোঁয়ারতমি), পরের অনিষ্টচিন্তা ও আচরণ, অন্যের গুণসম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা, পরের গুণের মধ্য হইতে দোষ বাহির করা, যাহা দেওয়া উচিত, তাহা না দেওয়া ও দত্তপদার্থ অপহরণ করা, কঠোর ও কটুবাক্য-প্রয়োগ এবং নিষ্ঠুর আচরণ এই আটটি ক্রোধজ দোষ।"

কামজ ও ক্রোধজ দোষগুলি যাহাতে নিকটে আসিতে না পারে ও আসিলে যাহাতে তাহাদিগকে অবিলম্বে দূর করিয়া দেওয়া যায়, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

পৃথিবীতে যত প্রকারের দোষ আছে, তাহাদিগকে দূরে রাখিবার, কি দূরীভূত করিবার জন্য কতকগুলি সাধারণ উপায় আছে, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দোষসম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ উপায় আছে।

সকল প্রকার দোষসম্বন্ধেই সাধারণ উপায় কয়েকটি মনে রাখা ও যিনি যেটি, কিংবা যে-কয়েকটি সহায় মনে করেন, তাঁহার সেইটি, কিংবা সেই কয়েকটি দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সাধারণ উপায়গুলি বলিতেছি :—

(১) যে পাপ কিংবা যে দোষ আপনা হইতেই মনে উদিত না হয়, তাহাকে কিছুতেই নিকটে আসিতে না দেওয়া।

ন খল্বপ্যরসজ্ঞস্য কামঃ ক্বচন জায়তে।
সংস্পর্শাদ্দর্শনাদ্বাপি শ্রবণাদ্বাপি জায়তে॥
অপ্রাশনমসংস্পর্শমসংদর্শনমেব চ।
পুরুষস্যৈষ নিয়মো মন্যে শ্রেয়ো ন সংশয়ঃ॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব—১৮০।৩০,৩৩

ভীষ্মদেব একটি গল্পের উল্লেখ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—"যে ব্যক্তি যে বিষয়ের রসজ্ঞ নহে, তাহার তাহাতে কামনা জন্মে না—স্পর্শন, দর্শন কিংবা শ্রবণ হইতেই জন্মিয়া থাকে। অতএব যাহাতে কোন দূষিত বাসনা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা স্পর্শ, কি দর্শন অথবা শ্রবণ করিবে না, মনুষ্যের ইহাই শ্রেয়স্কর নিয়ম সন্দেহ নাই।"

যাহাতে মন কোনরূপে প্রলুব্ধ কি বিকৃত হইতে পারে, তাহার ত্রিসীমায়ও কখন মন কিংবা সেই বিষয়োপযোগী কোন ইন্দ্রিয়কে যাইতে দেওয়া নিতান্তই নিষিদ্ধ। সমস্ত কুবিষয়ের প্রলোভন হইতে দূরে থাকিতে হইবে।

(২) যিনি যে পাপে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহার কুফল আলোচনা ও চিন্তা করা। কামের কি কুফল, ক্রোধের কি কুফল, কামক্রোধ হইতে উদ্ভূত দোষগুলির কোন্‌টার কি কুফল, এইভাবে দোষমাত্রেরই কুফল এবং প্রত্যেক পাপের জন্য ইহলোকে হউক, পরলোকে হউক, বিধিনির্দ্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে—এই সত্যটির আলোচনা ও স্থিরভাবে চিন্তা করিলে সেই দোষের দিকে মন অগ্রসর হইতে পারে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি উৎকট পাপের ফল ইহলোকেই ভোগ করিতে হইবে।

ত্রিভির্বর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে ॥

হিতোপদেশ ।

"অত্যুৎকট যে পাপ ও পুণ্য, তাহার ফল তিনদিনেই হউক, তিন পক্ষেই হউক, তিন মাসেই হউক, তিন বৎসরেই হউক, যখনই হউক, ইহলোকেই ভোগ করিতে হইবে।" ইহা মনে হইলে সহজেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি মন হইতে বিদূরিত হইবে।

কোন গ্রন্থ পড়িয়া, কি কোন সদ্‌ব্যক্তির উপদেশ পাইয়া অথবা দৃষ্টান্ত দেখিয়া কিংবা আপন মনে চিন্তা করিয়া যিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরে দৃঢ়রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করিবে, তাহার ফলে তাহার নানাবিধ উৎকট ও ঘৃণার্হ রোগ জন্মিবে, মস্তিষ্ক নিস্তেজ হইবে, স্নায়ু দুর্ব্বল হইবে, স্মৃতিশক্তি কমিয়া যাইবে, শারীরিক বল ও সৌন্দর্য্য নাশ পাইবে, প্রাণের প্রফুল্লতা কিছুতেই থাকিবে না ; যত সেই পথে অগ্রসর হইবে, ততই মৃত্যুকে আহ্বান করা হইবে, ইহকালেও তাহার দুর্গতি, পরকালেও তাহার দুর্গতি—যিনি প্রকৃতই বুঝিতে পারিয়াছেন, "Chastity is Life, Sensuality is Death."

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ ।

শিবসংহিতা

তিনি কখনও ইন্দ্রিয়লালসা পরিতৃপ্ত করিতে সাহসী হইবেন না। অন্যান্য সকল পাপসম্বন্ধেও এইরূপ অপকার চিন্তা করিলে সেই পাপ করিতে ভয় হইবে। কাম ও ক্রোধের কুফল-সম্বন্ধে পরে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইবে।

(৩) পাপীর দুঃখ ও পুণ্যাত্মার সুখ-পর্য্যালোচনা। পাপী আপাত-মধুর পাপ করিতে যাইয়া চরমে কিরূপ ক্লিষ্ট হয় ও পুণ্যাত্মা কিরূপে ক্রমাগত আনন্দের দিকেই অগ্রসর হন, ইতিহাসে ও জীবন-চরিতে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পাপপ্রবৃত্তি কিরূপ সর্ব্বনাশ ঘটায় ও পুণ্যেচ্ছা কি অমৃতময় শুভফল উৎপন্ন করে, প্রত্যেকে নিজের জীবনের অতীতভাগ চিন্তা করিলেই বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন। কিঞ্চিন্মাত্র অন্তর্দ্দৃষ্টি করিলেই পাপের অন্তর্দ্দাহ ও পবিত্রতার উৎসবানন্দ হৃদয়ের অভ্যন্তরে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সামান্য একটি নগণ্য ব্যক্তি জীবন পুণ্যময় করিয়াছে বলিয়া কত কত মহারাজার রাজমুকুট তাঁহার চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইয়াছে; আবার কোন মহাসাম্রাজ্যের অধিপতি পাপের স্রোতে শরীর ও মন ভাসাইয়াছে বলিয়া সকলের ঘৃণার ও তাচ্ছিল্যের পাত্র হইয়াছে—ইতিহাসের পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে তাহার জলন্ত প্রমাণ দেখিতে পাই। পাপের ফল দুঃখ, পুণ্যের ফল সুখ—যে-কোন জাতির উন্নতি ও অবনতির বিষয় চিন্তা করিলে এই সত্যটি প্রতিভাত হইবে। একমাত্র পুণ্যের প্রভাবেই যে ভারত একদিন শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল, আর একমাত্র পাপের কুফলেই যে আজ অপর সকল জাতির পদানত, তাহা কি কাহারও বুঝিতে বাকি আছে? যে-কোন ব্যক্তির অথবা যে-কোন জাতির অতীত কি বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিলেই ইহা দেখিতে পাইবেন।

দুর্ভিক্ষাদেব দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ভয়ম্।
মৃতেভ্যঃ প্রমৃতং যান্তি দরিদ্রাঃ পাপকারিণঃ ॥
উৎসবাদুৎসবং যান্তি স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখম্।
শ্রদ্দধানাশ্চ দান্তাশ্চ ধনাঢ্যাঃ শুভকারিণঃ ॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব—১৮১।৩,৪

"দরিদ্র পাপাচারী ব্যক্তিগণ দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, ক্লেশ হইতে ক্লেশে, ভয় হইতে ভয়ে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে পতিত হয়। ধনী, জিতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবান্, পুণ্যাচারী ব্যক্তিগণ উৎসব হইতে উৎসবে, স্বর্গ হইতে স্বর্গে, সুখ হইতে সুখে গমন করেন।" ভীষ্মদেব পাপাচারিগণকে দরিদ্র ও পুণ্যাচারীদিগকে ধনী আখ্যা দিয়াছেন। বাস্তবিকও পাপাচারীর ন্যায় কৃপার পাত্র দরিদ্র আর কোথায়? মনের ভিতরে যাতনা, বাহিরে গঞ্জনা, ইহলোকও নষ্ট, পরলোকও নষ্ট। কেহ কেহ হয়ত বলিবে—"কেন? ইহলোকেও অনেককে পাপাচরণ করিয়া সুখী হইতে দেখিলাম।" তাহাদিগকে এইমাত্র বলিতে চাই—"যাহাদিগকে বাহিরে সুখী বলিয়া মনে করিতেছ, একবার তাহাদের অন্তরে সুখ আছে কিনা, অনুসন্ধান করিয়া দেখ—পাপ করিয়া মনের শান্তিতে আছে, এমন একটি প্রাণীও দেখাইতে পারিবে না।" পুণ্যাত্মা ব্যক্তি যে প্রকৃত ধনী, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যিনি ভোগলালসাবিহীন, পুণ্যে অবস্থিত, তিনি ত্রৈলোক্য-রাজ্যকেও গ্রাহ্য করেন না। কোন একজন যতি এক রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

বয়মিহ পরিতুষ্টা বল্কলৈস্ত্বং দুকূলৈঃ
সম ইহ পরিতোষো নির্ব্বিশেষো বিশেষঃ।
স তু ভবতু দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা,
মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রঃ॥

বৈরাগ্যশতকম্—৫৩

"আমরা সামান্য বল্কল পরিধান করিয়াই সন্তুষ্ট, আর তুমি সন্তুষ্ট বহু-মূল্য দুকূল পরিধান করিয়া, পরিতোষ উভয়েরই সমান; প্রভেদ এই যে, আমরা দুকূলেও যেমন সন্তুষ্ট, বল্কলেও তেমনি সন্তুষ্ট; তোমার বল্কল

পরিতে মনে কষ্ট হইবে, কেননা তোমার বিলাসভোগেচ্ছা আছে। দরিদ্র সে, যাহার তৃষ্ণার বিরাম নাই; মন যদি সন্তুষ্ট থাকিল, তবে দরিদ্রই বা কে, আর ধনীই বা কে?" মন সন্তুষ্ট থাকিলে সকলেই ধনী। পুণ্যাত্মার মনে সর্ব্বদা সন্তোষ বিরাজমান, তাই তিনি প্রকৃতই ধনী; আর পাপাচারী ব্যক্তি সম্রাট্ হইলেও তৃষ্ণাপীড়িত, তাই দরিদ্র। দরিদ্র কে? যাহার চারিদিকে কেবল অভাব। ধনী কে? যাহার কোন বিষয়ে অভাব নাই। যাহার যত তৃষ্ণা, তাহার তত অভাবের জ্ঞান। অভাব-বোধ না থাকিলে তৃষ্ণা থাকিবে কেন? যাহার যে-বিষয়ে অভাববোধ নাই, তাহার সে-বিষয়ে তৃষ্ণাও নাই। যদি ভোগের দ্বারা তৃষ্ণানিবৃত্তি হইত, তাহা হইলেও একদিন দরিদ্রতা-মোচনের আশা থাকিত; কিন্তু

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

মনুসংহিতা—২।৯৪

"কামভোগ দ্বারা কখনও কামের নিবৃত্তি হয় না, বরং অগ্নি যেমন ঘৃতাহুতি পাইলে আরও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, কামও সেইরূপ ভোগের দ্বারা বৃদ্ধি পায়।"

(৪) মৃত্যুচিন্তা। মৃত্যুচিন্তা বিশেষরূপে পাপ-নিবারক। তুমি যখন পাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এমন সময়ে যাহার কথায় তুমি বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পার, এমন কেহ যদি বলে যে, "তোমার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হইবে", তাহা হইলে ইহা শুনিয়া তুমি কি কখনও সেই পাপের দিকে ধাবিত হইতে পার? যাঁহার সর্ব্বদা মনে হয়, এই মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার মৃত্যু হইতে পারে, তাহার কখনও পাপেচ্ছা থাকিতে পারে না। "মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম-ক্রোধ-রিপুগণ।" এ-বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে—

কোন এক রাজা নানাবিধ সাজ্যাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া একেবারে মৃতবৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন ; শরীর নিতান্তই বলহীন হইয়াছিল। এক সাধু তাঁহাকে সবল করিবার জন্য কোন বৃক্ষপত্রের রস প্রচুর পরিমাণে পান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। রাজা তাঁহার উপদেশানুসারে সেই রস প্রত্যহ পান করিতেন। সাধুও রাজা যতটুকু পান করিতেন, তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তাহার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, কোনদিন বা চতুর্গুণ রস পান করিতেন। রাজা সবল হইতে লাগিলেন, শরীর তেজঃপূর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু তেজোবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ঐ রসের শক্তিতে তাঁহার মনের ভিতরে অতি অপবিত্র ভাবের উদয় হইতে লাগিল। রাজা সেই অপবিত্র ভাব দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িলেন। দিন-দিন যতই সেই রস পান করিতে লাগিলেন, ততই প্রাণ কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় অস্থির হইতে লাগিল। একদিন সেই রস পান করিতেছেন, এমন সময় সাধুকে বলিলেন—"ভগবন্, আমি আপনার উপদেশানুসারে এই রস পান করিয়া যে দিন-দিন নাশের পথে অগ্রসর হইতেছি ; আমার মন অপবিত্র ভাবের প্রণোদনায় যে একেবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি যে আমা অপেক্ষা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, কোনদিন বা চতুর্গুণ রস পান করেন, আপনার ব্রহ্মচর্য্য অটুট থাকে কি প্রকারে ?" সাধু বলিলেন—"মহারাজ, এই প্রশ্নের উত্তর পরে দিব ; ইতিমধ্যে তোমায় একটি কথা বলার প্রয়োজন হইতেছে—মহারাজ, আজ হইতে যে দিবসে একমাস পূর্ণ হইবে, সেই দিবসে তোমার মৃত্যু। এই রসের মাত্রা এই কয়েকদিনের জন্য তোমার সাতগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।" রাজাকে সকলে সেইদিন হইতে রস সাতগুণ বৃদ্ধি করিয়া পান করাইতে আরম্ভ করিল, শরীর যেন তেজে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু মনে আর কুভাব স্থান পায় না, মন

মৃত্যুচিন্তায় ব্যতিব্যস্ত। দুই-একদিন পরে সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন— "মহারাজ, এখন কুপ্রবৃত্তি কিরূপ অত্যাচার করিতেছে?" রাজা উত্তর করিলেন—"আর ভগবন্, যে মৃত্যুচিন্তা আমার মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, ইহার নিকটে কুপ্রবৃত্তি কিরূপে উপস্থিত হইবে?" সাধু বলিলেন—"মহারাজ, তোমার মৃত্যু আসিতে এখনও প্রায় একমাস বাকী আছে, ইহার মধ্যেই মনের কুভাব বিলীন হইয়া গিয়াছে। যদি তোমার মনের ভিতরে সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা থাকিত যে, হয়ত এই মুহূর্ত্তে মৃত্যু তোমাকে গ্রাস করিবে, তাহা হইলে কি কখনও কুপ্রবৃত্তি নিকটে আসিতে পারিত? আমি ত মৃত্যুকে সর্ব্বদা সম্মুখে দেখি। তবে আর কুপ্রবৃত্তি স্থান পাইবে কি প্রকারে?"

বাস্তবিক পাপ দমন করিতে মৃত্যুচিন্তার ন্যায় এমন মহোপকারী ঔষধ অতি কম আছে। মৃত্যুচিন্তার নামে সকল প্রকার পাপেরই আস্ফালন থামিয়া যায়।

(৫) পাপজয়ী মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত পাঠ ও শ্রবণ এবং কি উপায়ে তাঁহারা পাপ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার অনুধাবন ও পাপবিরোধিগণের সঙ্গ। যাঁহাদিগের জীবন অগ্নিময়, কোনরূপে তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিলে যাহার প্রাণে যতটুকু তেজ থাকে, তাহা তৎক্ষণাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। যীশুখ্রীষ্ট শয়তান-কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া যে ভাবে "Get thee behind me, Satan—দূর হ, আমার নিকট হইতে শয়তান"—বলিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া কাহার না মনে হয়, আমিও যেন ঐভাবে শয়তানকে দূর করিয়া দিতে পারি। মারের (পাপ-প্রলোভনের) সহিত শাক্যসিংহের যখন সংগ্রাম হয়, তখন তাঁহার সেই দুর্দ্দমনীয় তেজোবিকাশ, সেই অপ্রতিহত শক্তিচালনা, সেই সিংহগর্জ্জন-সম হুঙ্কারধ্বনি মনে করিলে কাহার না প্রাণে অভূতপূর্ব্ব বলের সঞ্চার

হয়? যেমন কাম তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিবার উদ্যোগ করিল, অমনি ধর্ম্মবীর বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন—

মেরু পর্ব্বতরাড্‌ স্থানতু চলে সর্ব্বং জগন্নো ভবেৎ
সর্ব্বে তারকসজ্ঘ ভূমি প্রপতে সজ্যোতিযেন্দু নভাৎ॥
সর্ব্বে সত্ত্বা করেয়ুরেকমতয়ঃ শুষ্যেন্মহাসাগরো
ন ত্বেব দ্রুমরাজমূলুপগতশ্চাল্যেত অস্মদ্বিধঃ॥

ললিতবিস্তর—২১ অঃ

"বরং পর্ব্বতরাজ মেরু স্থানভ্রষ্ট হইবে, সমস্ত জগৎ শূন্যে মিলাইয়া যাইবে, আকাশ হইতে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি খণ্ড-খণ্ড হইয়া ভূমিতে পতিত হইবে, এই বিশ্বে যত জীব আছে, সকলে একমত হইবে, মহাসাগর শুকাইয়া যাইবে, তথাপি এই বৃক্ষমূলে আমি বসিয়া আছি, এস্থল হইতে আমাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারিবে না।"

মার যেরূপ আমাদিগকে নিষ্কোষিত তরবারি লইয়া আক্রমণ করে, সেইরূপ যখন তাঁহাকেও আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বল জীব ভাবিয়া আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল, অমনি তিনি সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল বিকম্পিত করিয়া বলিলেন—"তুমি কেন,

সর্ব্বেয়ং ত্রিসাহস্রমেদিনী যদি মারৈঃ প্রপূর্ণা ভবেৎ
সর্ব্বেষাং যথ মেরুপর্ব্বতবরঃ পাণিষু খড়্গো ভবেৎ।
তে মহ্যং ন সমর্থা লোম চলিতুং প্রাগেব মাং ঘাতিতুং
কুর্য্যাচ্চাপি হি বিগ্রহে স্ম বর্ম্মিতেন দৃঢ়ম্॥

ললিতবিস্তর—২১ অঃ

"এই তিনসহস্র পৃথিবী যদি সমস্তই মার-কর্ত্তৃক পরিপূর্ণা হয়, আর

প্রত্যেক মার যদি মেরুপর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড খড়্গ হস্তে লইয়া উপস্থিত হয়, তথাপি তাহারা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিলেও এই যে আমি দৃঢ়রূপে বর্ম্মিত হইয়া রহিয়াছি, আমাকে আঘাত করা দূরে থাকুক, কিঞ্চিন্মাত্র টলাইতেও পারিবে না।" সত্য-সত্যই মার পরাস্ত হইয়া গেল।

আমরা সকলেই যেন মারের দাসানুদাস হইয়া রহিয়াছি। এইরূপ তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষদিগের জীবনী উপর্য্যুপরি পাঠ করিলে, কিংবা যাঁহারা অটলভাবে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া আপনাদিগের বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিতেছেন, তাঁহাদিগের চরণধূলি মস্তকে লইলে আমরাও বলীয়ান্ হইতে পারি—পাপের দৃঢ় নিগড় ছিন্ন করিতে সাহসী হই।

পুণ্যপথের সহযাত্রী ধর্ম্মবন্ধুদিগের সহবাস এবং তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা ও তাঁহাদিগের বিষয় চিন্তা করা পাপদমনের বিশেষ সহায়। যাঁহারা বাল্যাবস্থা হইতে ধার্ম্মিক পিতামাতা-কর্তৃক সৎপথে চালিত, তাঁহারা পরম সৌভাগ্যশালী। যাঁহারা সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত, তাঁহাদিগের মধ্যে যে-কেহ ধর্ম্মবন্ধু-সহবাস সম্ভোগ করিয়াছেন, তিনিই জানেন—সেই বন্ধুমিলন তাঁহার জীবনের কত উপকার সাধন করিয়াছে। ধর্ম্মবন্ধু বলিতে কেহ কেবল এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত বন্ধু বুঝিবেন না। ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেও অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হইতে পারে। পবিত্রভাবে যাঁহাদিগকে ভালবাসা যায়, তাঁহারা পাপপথে অগ্রসর হইবার বিশেষ অন্তরায়। এই বাক্যের যাথার্থ্য বোধ হয় অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি কোন পাপ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় যদি তাহার হৃদয়ের বন্ধুকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পার, তাহা হইলে সে কখনই সেই পাপ করিতে পারিবে না। যে দিবস হইতে কোন ব্যক্তি অপর কোন্ ব্যক্তিকে প্রকৃত ধর্ম্মভাবে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে আরম্ভ করিবে, সেই দিবস

হয়? যেমন কাম তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিবার উদ্যোগ করিল, অমনি ধর্ম্মবীর বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন—

মেরু পর্ব্বতরাঙ্ স্থানতু চলে সর্ব্বং জগন্নো ভবেৎ
সর্ব্বে তারকসঙ্ঘ ভূমি প্রপতে সজ্যোতিযেন্দু নভাৎ॥
সর্ব্বে সত্ত্বা করেয়ুরেকমতয়ঃ শুষ্যেন্মহাসাগরো
ন ত্বেব দ্রুমরাজমূলুপগতশ্চাল্যেত অস্মদ্বিধঃ॥

ললিতবিস্তর—২১ অঃ

"বরং পর্ব্বতরাজ মেরু স্থানভ্রষ্ট হইবে, সমস্ত জগৎ শূন্যে মিলাইয়া যাইবে, আকাশ হইতে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি খণ্ড-খণ্ড হইয়া ভূমিতে পতিত হইবে, এই বিশ্বে যত জীব আছে, সকলে একমত হইবে, মহাসাগর শুকাইয়া যাইবে, তথাপি এই বৃক্ষমূলে আমি বসিয়া আছি, এস্থল হইতে আমাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারিবে না।"

মার যেরূপ আমাদিগকে নিষ্কোষিত তরবারি লইয়া আক্রমণ করে, সেইরূপ যখন তাঁহাকেও আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বল জীব ভাবিয়া আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল, অমনি তিনি সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল বিকম্পিত করিয়া বলিলেন—"তুমি কেন,

সর্ব্বেয়ং ত্রিসাহস্রমেদিনী যদি মারৈঃ প্রপূর্ণা ভবেৎ
সর্ব্বেষাং যথ মেরুপর্ব্বতবরঃ পাণিষু খড়্গো ভবেৎ।
তে মহ্যং ন সমর্থা লোম চলিতুং প্রাগেব মাং ঘাতিতুং
কুর্য্যাচ্চাপি হি বিগ্রহে স্ম বর্ম্মিতেন দৃঢ়ম্॥

ললিতবিস্তর—২১ অঃ

"এই তিনসহস্র পৃথিবী যদি সমস্তই মার-কর্ত্তৃক পরিপূর্ণা হয়, আর

প্রত্যেক মার যদি মেরুপর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড খড়্গ হস্তে লইয়া উপস্থিত হয়, তথাপি তাহারা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিলেও এই যে আমি দৃঢ়রূপে বর্ম্মিত হইয়া রহিয়াছি, আমাকে আঘাত করা দূরে থাকুক, কিঞ্চিন্মাত্র টলাইতেও পারিবে না।" সত্য-সত্যই মার পরাস্ত হইয়া গেল।

আমরা সকলেই যেন মারের দাসানুদাস হইয়া রহিয়াছি। এইরূপ তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষদিগের জীবনী উপর্য্যুপরি পাঠ করিলে, কিংবা যাঁহারা অটলভাবে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া আপনাদিগের বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিতেছেন, তাঁহাদিগের চরণধূলি মস্তকে লইলে আমরাও বলীয়ান্ হইতে পারি—পাপের দৃঢ় নিগড় ছিন্ন করিতে সাহসী হই।

পুণ্যপথের সহযাত্রী ধর্ম্মবন্ধুদিগের সহবাস এবং তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা ও তাঁহাদিগের বিষয় চিন্তা করা পাপদমনের বিশেষ সহায়। যাঁহারা বাল্যাবস্থা হইতে ধার্ম্মিক পিতামাতা-কর্ত্তৃক সৎপথে চালিত, তাঁহারা পরম সৌভাগ্যশালী। যাঁহারা সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত, তাঁহাদিগের মধ্যে যে-কেহ ধর্ম্মবন্ধু-সহবাস সম্ভোগ করিয়াছেন, তিনিই জানেন—সেই বন্ধুমিলন তাঁহার জীবনের কত উপকার সাধন করিয়াছে। ধর্ম্মবন্ধু বলিতে কেহ কেবল এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত বন্ধু বুঝিবেন না। ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেও অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হইতে পারে। পবিত্রভাবে যাঁহাদিগকে ভালবাসা যায়, তাঁহারা পাপপথে অগ্রসর হইবার বিশেষ অন্তরায়। এই বাক্যের যাথার্থ্য বোধ হয় অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি কোন পাপ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় যদি তাহার হৃদয়ের বন্ধুকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পার, তাহা হইলে সে কখনই সেই পাপ করিতে পারিবে না। যে দিবস হইতে কোন ব্যক্তি অপর কোন্ ব্যক্তিকে প্রকৃত ধর্ম্মভাবে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে আরম্ভ করিবে, সেই দিবস

হইতে সেই বন্ধুর সংসর্গে যে তাহার পাপলালসা ক্রমেই কমিতে থাকিবে, ইহা ধ্রুব সত্য। ইহার তিনটি কারণ আছে ঃ—

১। কাহারও চরিত্রে মুগ্ধ না হইলে তাহার সহিত প্রকৃত বন্ধুত্ব হয় না। মুগ্ধ হওয়া শ্রদ্ধাসাপেক্ষ। যাহার চরিত্র আমার চরিত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নিষ্পাপ মনে না করি, কিংবা যাহার চরিত্রে কোন বিশেষ মধুর পবিত্র ভাব না দেখি, তাহার প্রতি আমার কখনও শ্রদ্ধা হইতে পারে না এবং সে আমাকে ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ করিতে পারে না। মুগ্ধ হইলেই অনুকরণ করিবার ইচ্ছা হয়। অনুকরণ করিতে গেলেই পুণ্য ও পবিত্রতায় দিন-দিন উন্নত হওয়া ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল। বন্ধুর গুণ যতই মধুরতর বোধ হইবে, নিজের দোষ ততই অধিকতর ঘৃণিত বোধ হইবে ; সুতরাং তাহা ত্যাগ করিয়া বন্ধুর গুণ আয়ত্ত করিতে প্রবল ইচ্ছা জন্মিবে।

২। বন্ধুদিগের মধ্যে সর্ব্বদা সদালোচনা হইয়া থাকে ; অসদালোচনা হইতে পারে না। সর্ব্বদা সদালোচনা যে কত উপকারী, তাহা সকলেই জানেন।

৩। পরস্পর সাধুচিন্তা ও সদ্‌ভাবের বিনিময়ে পরস্পরের হৃদয়ে বলের সঞ্চার হয় এবং 'আমার প্রাণের বন্ধু যাহা ঘৃণা করে,তাহা আমি কি করিয়া করিব ? তাহা করিলে কি সে আমাকে ভালবাসিবে ?'—এইরূপ চিন্তার উদয় হয়। এতদ্ভিন্ন হৃদয় খুলিয়া কিছুই গোপন না করিয়া যতই নিজের পাপের বিষয় বন্ধুদিগকে বলা হয়, ততই পাপ দমন করিতে তাহাদিগের সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া যায়। যেস্থলে একাকী দুর্ব্বলচিত্ত হইয়া সংগ্রাম করিয়াছিলাম, সেই স্থলে বন্ধুগণের প্রাণের বল যোগ করিলে কি পরিমাণ শক্তির বৃদ্ধি হয় এবং পাপ-পরাজয় কতদূর সহজ হইয়া আইসে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

বন্ধুতা যে এইরূপ অমৃতময় ফল প্রসব করে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি অতি সামান্য ঘটনার উল্লেখ করিব। একটি বালক চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময়ে পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন স্থলে বাস করিতেছিল। সে সেই স্থলে যাহাদিগের বাড়ীতে থাকিত, তাহারা প্রায় সকলেই ইন্দ্রিয়াসক্ত ও সুরাপায়ী। কেহ কেহ তাহার সম্মুখে বসিয়াই অনেক সময় নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া সুরাপান করিত। গৃহস্বামী বাড়ীতে বেশ্যা আনিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না। একদিবস কতকগুলি লোক সুরাপান করিতেছে ও বালকটির নিকটে সুরার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ পান করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছে। তাহাদিগের বাক্য শুনিতে শুনিতে বালকটির সুরাপানে ইচ্ছা জন্মিল এবং সুরাপাত্র ধরিবার জন্য হস্ত বাড়াইবার উপক্রম করিল; যেমনি হস্ত বাড়াইতে যাইতেছে, অমনি তাহার একটি বিদেশস্থ প্রাণের বন্ধুর ছবি তাহার মানসপটে উদিত হইল। সেই বন্ধুটির প্রতি ইহার গাঢ় অনুরাগ; দু'জনে একত্র অনেক সময়ে সুরাপানের বিরুদ্ধে আলোচনা করিয়াছে। তাহার মনে হইল—"আমি কি করিতে যাইতেছি! আমি আজ সুরাপান করিলে কি বন্ধুর নিকট গোপন রাখিতে পারিব? যদি গোপন রাখি, তাহা হইলে ত আমার ন্যায় বিশ্বাসঘাতক আর কেহ হইতে পারে না। যাহাকে এত ভালবাসি, যাহার নিকট কিছুই গোপন রাখা কর্ত্তব্য নহে, তাহার নিকটে ইহা প্রকাশ না করিয়া কিরূপে থাকিব? প্রকাশ করিলে সে কি আর আমায় ভালবাসিবে? তাহার সহিত কতদিন সুরাপানের বিরুদ্ধে কত আলোচনা করিয়াছি। সে আমাকে কখনও ভালবাসিবে না। তবে এখন সুরাই পান করি, কি তাহার ভালবাসার মর্য্যাদা রক্ষা করি?" এইরূপ চিন্তায় বালকটির হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল; একদিকে সুরার মোহময় প্রবল

প্রলোভন, অপরদিকে প্রেমের পবিত্র গাঢ় আকর্ষণ। কিয়ৎকাল সংগ্রামের পর প্রেমেরই জয় হইল। পবিত্র বন্ধুতার উপকারিত্ব দেখাইবার জন্য এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যাইতে পারে। ধর্ম্মবন্ধুগণ প্রকৃতই অতি আদরের সামগ্রী এবং পাপদমনের বিশেষ সহায়।

(৬) ভগবানের স্বরূপ-চিন্তন ও তাঁহার নিকটে প্রার্থনা। প্রত্যেক দিন অন্ততঃ একবার ভগবানের নিকটে নিজের বিশেষ বিশেষ পাপ লক্ষ্য করিয়া তাহা দূর করিবার জন্য প্রার্থনা ও তদ্বিরোধী তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করিলে তাঁহার কৃপায় এবং নিজের অন্তর্দ্দৃষ্টিবলে সেই সেই পাপের প্রণোদনা ক্রমেই কমিয়া আইসে। এই উপায়টি অতি সহজ, অতি মধুর ও অতি উপকারী। এক-একটি পাপকে বিশেষভাবে ধরিয়া ভগবানের নিকটে তাহা অপসারিত করিবার জন্য প্রার্থনা করিবে। সাধারণভাবে মোটামুটি পাপক্ষালনের প্রার্থনা তত উপকারী হয় না। "আমি পিশাচ, দেখ পৈশাচিক প্রবৃত্তি আমার ভিতরে কিরূপ সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছে—সে-দিবস কি কাণ্ডটা করিলাম, আজ অমুক সময়ে কিভাবে কুচিন্তা উপস্থিত হইল। নিষ্কলঙ্ক দেব! আমাকে পবিত্র কর—আমি অসুর, ক্রোধ আমার জীবনকে কিরূপ বিকৃত করিতেছে, অমুক ঘটনায় আমি কি জঘন্য ভাবের পরিচয় দিয়াছি—হে শান্তির আধার! আমার ক্রোধ দূর কর"—এই প্রণালীতে ভগবানের নিকট এক-একটা বিশেষ পাপ ধরিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা ও তদ্বিরোধী স্বরূপ-চিন্তা করিলে সেই পাপ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; অনেকে আপনার জীবন হইতে ইহার সাক্ষ্য দিতে পারেন। ভগবানের স্বরূপ-চিন্তন ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা দ্বারা সহস্র-সহস্র পাপী পরিত্রাণ পাইয়াছে।

(৭) ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব হৃদয়ঙ্গম করা। ভগবান্ বিশ্বতশ্চক্ষু, এমন স্থান নাই, যেখানে তাঁহার চক্ষু নাই। কি বাহ্যজগতে, কি অন্তর্জ্জগতে—কোথাও এমন স্থান নাই, যেস্থলে তিনি নাই। অতিদূরে যাহা ঘটিতেছে, তাহাও তিনি যেমন দেখিতেছেন, অতিনিকটে যাহা ঘটিতেছে, তাহাও তিনি তেমনই দেখিতেছেন। মনুষ্যের চক্ষু হইতে লুকাইতে পারি, কিন্তু তাঁহার চক্ষু হইতে কিছুতেই লুকাইবার সাধ্য নাই। বাহিরের কার্য্য ত তিনি দেখিতেছেনই, অন্তরে—হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে কখন কোন্ চিন্তাটির উদয় হইল, মানুষ তাহা জানিল না বটে, কিন্তু তিনি তন্ন-তন্ন করিয়া তাহার প্রত্যেকটি দেখিলেন। পাপের শাস্তিদাতা তিনি, তাঁহার নিকট অন্য সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। অন্তর্দ্দর্শী তিনি সমস্তই দেখিতেছেন, প্রত্যেক পাপচিন্তা, পাপবাক্য, পাপকার্য্য তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতেছেন। ধর্ম্মরাজ বিচারপতি পাষণ্ডদলনকারী তিনি ; পাপ করিলে নিস্তার নাই, তাহার দণ্ডবিধান তিনি নিশ্চয়ই করিবেন ; পলায়ন করিয়া কোথায় যাইব ? যেখানেই যাই, ওই বিশ্বতশ্চক্ষু ! নির্জ্জন কান্তারে, গিরিকন্দরে, সাগরগর্ভে—যেখানেই যাই, ওই বিশ্বতশ্চক্ষু ! কোথায় পলাইব ? কোথায় লুকাইব ? কোথায় মস্তক রাখিব ? বাহিরে বিশ্বতশ্চক্ষু—ভিতরে বিশ্বতশ্চক্ষু ; কাহার সাধ্য ঐ চক্ষুর দৃষ্টির বাহিরে যায় ? পাপি, ঐ যে তুমি দ্বাররুদ্ধ করিয়া নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে পাপের আয়োজন করিতেছ—একবার ঊর্দ্ধদিকে দেখ—ঐ গৃহের সমস্ত ছাদময় ও কি ? ও কাহার দৃষ্টিবাণ তোমার অন্তস্তল ভেদ করিতেছে ! ঐ দেখ প্রাচীরের প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর হইতে ও কাহার দৃষ্টি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তোমার দিকে ধাবমান ! আবার গৃহের মেঝে ঐ কাহার দৃষ্টিতে ছাইয়া গেল ? তুমি যে ঐ কারাগারে বন্দী হইয়া পড়িয়াছ ; কোথায় সে দৃষ্টি নাই ! ঊর্দ্ধে ঐ দেখ—

বিশ্বতশ্চক্ষু, নীচে দেখ—বিশ্বতশ্চক্ষু, দক্ষিণে বিশ্বতশ্চক্ষু, বামে বিশ্বতশ্চক্ষু। কেবল চারিদিকে কেন—ঐ দেখ তোমার দেহময় ও কি? প্রত্যেক রোমকূপে ও কাহার দৃষ্টি? সমস্ত অস্থিমজ্জা-মাংসময় ও কি দেখিতেছ? ঐ যে ভাবিয়াছিলে, যেখানে কাহারও প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই—হৃদয়ের সপ্ততল ভেদ করিয়া ঐ কাহার দৃষ্টি সেই গুহ্যতম গুহার ভিতরেও প্রবেশ করিতেছে? এখন উপায়? ঐ যে চিন্তার উদয় হইতে না হইতে সমস্ত দেখিয়া লইল, ও কাহার দৃষ্টি? সেই ভীষণ হইতেও ভীষণতর বজ্রধারী দণ্ডবিধাতা ধর্ম্মরাজ, যাঁহার বজ্রাঘাতে তোমার পাষণ্ড হৃদয় চূর্ণ হইয়া যাইবে—তিনি সমস্ত দেখিয়া লইতেছেন!!

> একোঽহমস্মীতি চ মন্যসে ত্বং
> ন হৃচ্ছয়ং বেৎসি মুনিং পুরাণম্।
> যো বেদিতা কর্ম্মণঃ পাপকস্য
> তস্যান্তিকে ত্বং বৃজিনং করোষি॥
> মন্যতে পাপকং কৃত্বা ন কশ্চিদ্বেত্তি মামিতি।
> বিদন্তি চৈনং দেবাশ্চ যশ্চৈবান্তরপূরুষঃ॥

মহাভারত, আদিপর্ব্ব—৭৪.২৮,২৯

"তুমি যদি মনে কর, আমি একাকী আছি, তাহা হইলে সেই যে হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত পাপপুণ্যদর্শী পুরাণপুরুষ, তাঁহাকে তুমি জান না। যিনি এক-একটি করিয়া তোমার সমস্ত পাপকর্ম্ম দেখিয়া লইতেছেন, জানিতেছেন; তুমি তাঁহার সম্মুখেই পাপ করিতেছ! পাপী পাপ করিয়া মনে করে, তাহার পাপচেষ্টা কেহ জানিল না; কিন্তু

তাহা দেবতারাও জানিলেন, আর অন্তরপুরুষ ধর্ম্মরাজও জানিলেন।”

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে ভগবানের অন্তর্দ্দর্শিত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব সর্ব্বদা যাহার মনে জাগরূক থাকে, সে কখনও পাপ করিতে সাহসী হয় না।

(৮) নিজের বলসামর্থ্য চিন্তা করিয়া ভিতরে ব্রহ্মশক্তির উদ্দীপন ও তেজের সহিত পাপদমনে অগ্রসর হওয়া। ‘আমরা সকলেই সর্ব্বশক্তিমানের সন্তান, তিনি আমাদিগের পরম সহায়’, ইহা চিন্তা করিলে নিতান্ত নির্জীব যে ব্যক্তি, তাহারও প্রাণ ব্রহ্মতেজে পূর্ণ হইবে। ‘আমি দুর্ভেদ্য ব্রহ্মকবচে আবৃত, আমাকে পরাভূত করিবে কাম কি ক্রোধ !! পাপের এমন সাধ্য আছে যে, এই ব্রহ্মদুর্গ ভেদ করিবে ? আমি কি মৃত ? মহাশক্তিসমুদ্ভূত আমি, আমি কেন ক্ষুদ্র পাপকে ভয় করিব ? প্রবল বাত্যা যেমন তৃণগুচ্ছ উড়াইয়া লইয়া যায়, আমি একবার হুঙ্কার করিলে পাপ তেমনই উড়িয়া যাইবে। আমি কেশরিশাবক হইয়া শৃগালকে ভয় করিব ?’ পুনঃপুনঃ মনের ভিতরে এই ভাব উপস্থিত করিলে পাপজয় অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠে। রামপ্রসাদ এইরূপ ভাবে উত্তেজিত হইয়া গাহিয়াছিলেন :—

মন, কেন রে ভাবিস্ এত মাতৃহীন বালকের মত ?
ফণী হ’য়ে ভেকে ভয়—এ যে বড় অদ্ভুত !
ওরে, তুই করিস্ কারে ভয় হ’য়ে ব্রহ্মময়ী-সুত ?

মহাত্মা কার্লাইল এই ভাবে উজ্জীবিত হইয়াছিলেন বলিয়া সাংসারিক নানা দুঃখকষ্টকে তৃণজ্ঞানও করেন নাই। কোনরূপ প্রলোভন তাঁহাকে স্খলিতপদ করিতে পারে নাই। সাংসারিক ঘোর বিপদে পড়িয়াছেন ; যাহা-কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ফুরাইয়া গিয়াছে ;

কাল কি আহার করিবেন, তাহার সংস্থান নাই ; সত্য হইতে কিঞ্চিন্মাত্র বিচ্যুত হইলেই প্রভূত অর্থের আগম হয় ; কিন্তু তিনি ভিতরের ব্রহ্ম-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। যিনি আপনার ভিতরে সর্ব্বদা ব্রহ্মতেজ প্রজ্বলিত দেখিতে পান, কোন প্রকারের পাপ কখনও তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারে না।

সর্ব্বপ্রকার পাপদমনের সাধারণ উপায়গুলি বলা হইল। এখন যে কয়েকটি প্রধান প্রধান কণ্টকের নাম করা হইয়াছে, তাহার এক-একটির উন্মূলনের বিশেষ উপায় বলা যাইতেছে।

১। কাম

(১) কাম যে সর্ব্বনাশ ঘটায়, তাহা বারংবার মনে করা কর্ত্তব্য। প্রধানপ্রধান শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, রক্তের চরম সারভাগ শুক্ররূপে পরিণত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদ ডাক্তার লুই লিখিয়াছেন—"All eminent physiologists agree that the most precious atoms of the blood enter into the composition of the semen." *

সম্যক্ পক্বস্য ভুক্তস্য সারো নিগদিতো রসঃ।

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জ্ঞঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥

* 'Chastity'-নামক পুস্তক।

স্বাগ্নিভিঃ পচ্যমানেষু মজ্জান্তেষু রসাদিষু।
ষট্‌ষু ধাতুষু জায়ন্তে মলানি মুনয়ো জগুঃ॥
যথা সহস্রধাধ্মাতে ন মলং কিল কাঞ্চনে।
তথা রসে মুহুঃ পক্বে ন মলং শুক্রতাং গতে॥

ভাবপ্রকাশ।

"ভুক্তপদার্থ সম্যগ্‌রূপে পরিপাকপ্রাপ্ত হইলে তাহার সারকে রস কহে। রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়।"

মুনিগণ বলিয়াছেন—"স্বকীয় উদরস্থ অগ্নি দ্বারা পচ্যমান রসে মজ্জা অবধি ছয় ধাতুতে মল জন্মে; কিন্তু যেমন সহস্রবার দগ্ধ স্বর্ণে মল থাকে না, তেমনি রস বারংবার পক্ব হইয়া শুক্রে পরিণত হইলে তাহাতে মল থাকে না।"

যে ব্যক্তি কুচিন্তা ও কুক্রিয়া দ্বারা কামের সেবা করে, তাহার সেই শুক্র নষ্ট হইয়া যায়। রক্তের পরমোৎকৃষ্টাংশ ব্যয়িত ও নষ্ট হওয়া অপেক্ষা মানুষের অধিকতর কষ্টের কারণ আর কি হইতে পারে? যিনি ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সেই তেজ রক্ষা করেন, তাঁহার মনের ও শরীরের শক্তি বিশিষ্টরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ডাক্তার নিকল্‌স্‌ এ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"It is a medical—a physiological fact, that the best blood in the body goes to form the elements of reproduction in both sexes. In a pure and orderly life, this matter is re-absorbed. It goes back into the circulation ready to form the finest brain, nerve

and muscular tissue. This life of man, carried back and diffused through his system makes him manly, strong, brave and heroic. If wasted, it leaves him effeminate, weak and irresolute, intellectually and physically debilitated and a prey to sexual irritation, disordered function, morbid sensation, disordered muscular movement, a wretched nervous system, epilepsy, insanity and death." *

"চিকিৎসাশাস্ত্র এবং শারীর-বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শরীরের রক্তের সারাংশই নরনারীর জনয়িত্রীশক্তির মূল উপাদান। যাঁহার জীবন পবিত্র ও নিয়ন্ত্রিত, তাঁহার শরীরে এই পদার্থ মিলাইয়া যায় এবং পুনরায় রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক, স্নায়ু এবং মাংসপেশী গঠিত করিয়া থাকে। মানবের এই জীবনীশক্তি রক্তের মধ্যে পুনরায় গৃহীত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে সমধিক মনুষ্যত্বসম্পন্ন, দৃঢ়কায়, সাহসী ও উদ্যমশীল এবং বীর্য্যশালী করে। আর এই বস্তুর ব্যয় মানুষকে হীনবীর্য্য, দুর্ব্বল এবং চঞ্চলমতি করিয়া ফেলে; তাহার শারীরিক ও মানসিক-শক্তির হ্রাস হয়, রিপুর উত্তেজনা বলবতী হয়, শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়া বিপর্য্যস্ত হয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিকৃত হইয়া পড়ে, মাংসপেশীর ক্রিয়া বিশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়, স্নায়বীয় যন্ত্র নিতান্ত হীনশক্তি হইয়া যায়; মূর্চ্ছা, উন্মাদ এবং মৃত্যু ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে।" ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় মৃত্যু ও ব্রহ্মচর্য্যে জীবন। শিবসংহিতাও এই মহাতত্ত্বের সাক্ষ্য দিতেছেন:—

* 'Esoteric Anthropology'-নামক পুস্তক।

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ। ৪।৬০

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগস্থত্রে বলিয়াছেন :—

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ। ২।৩৮

"যিনি অবিচলিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহার শারীরিক ও মানসিক বীর্য্যলাভ হয়।"

ডাক্তার নিকল্‌স্ অন্য একস্থলে লিখিয়াছেন :—"The suspension of the use of the generative organs is attended with a noticeable increase of bodily and mental vigour and spiritual life.—জননেন্দ্রিয়ের ব্যবহার স্থগিত রাখিলে শারীরিক ও মানসিক তেজ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ উৎকর্ষলাভ হয়।" যিনি পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহার সম্বন্ধে সেণ্ট পল ও স্যার আইজাক নিউটনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ডাক্তার লুইস্ বলিয়াছেন—"তাঁহার শরীরের পবিত্রতম রক্তবিন্দুগুলি যাহা তেজোরূপে পরিণত হয়, প্রকৃতিই তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন।" "She finds use for them all in building up a keener brain and more vital and enduring nerves and muscles. প্রকৃতিদেবী সেই রক্তবিন্দুগুলি দ্বারা মস্তিষ্কের শক্তি সুতীক্ষ্ণতর এবং স্নায়ু ও মাংসপেশী দৃঢ়তর এবং অধিকতর জীবনীশক্তিপূর্ণ করিয়া থাকেন।" জ্ঞানসঙ্কলনীতন্ত্রে শ্রীসদাশিব বলিতেছেন—

ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥

"পণ্ডিতগণ তপস্যাকে তপস্যা বলেন না, ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা। যিনি ঊর্দ্ধরেতা, তিনি দেবতা, মানুষ নহেন।" যিনি যে পরিমাণে ব্রহ্মচারী হইবেন, তাঁহার সেই পরিমাণে হৃদয় প্রফুল্ল, মস্তিষ্ক সবল, শরীর শক্তিমান্, মন ও মুখশ্রী স্নিগ্ধ ও সুন্দর হইবে এবং যাহার যে পরিমাণে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব হইবে, তাহার সেই পরিমাণে হৃদয় বিষণ্ণ, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, শরীর নিস্তেজ এবং মুখশ্রী রুক্ষ ও লাবণ্যশূন্য হইবেই। কোন-কোন ভ্রষ্টচরিত্র ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, তাহারা নানাপ্রকার অতি পুষ্টিকর দ্রব্যাদি আহার করিয়া বাহিরে শরীর সতেজ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিলেও প্রকৃতপক্ষে সতেজ রাখিতে সমর্থ হয় না, অন্তঃসারবিহীন হইয়া পড়ে। মানসিক দুর্ব্বলতা-সম্বন্ধে ডাক্তার ফ্যাসরেট্ লিখিয়াছেন :—"Debility of intellect and especially of the memory characterizes the mental alienation of the licentious. ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগের মানসিক বিকৃতি বুদ্ধিবৃত্তির, বিশেষতঃ স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা দ্বারা লক্ষিত হয়।" ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব-নিবন্ধন অনেক যুবককে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, ধারণাশক্তির অভাব, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মনের ঔদাস্য, চিত্তের চাঞ্চল্য, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, হৃৎকম্প, অরুচি ও শিরঃপীড়া প্রভৃতি নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতে দেখা যায়।

স্ত্রীলোকাদি প্রলোভনের বস্তু হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে। কামদমন করিতে হইলে কুচিন্তার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে হইবে। ভিতরে কুচিন্তাকে স্থান দিলে আর পাপের বাকী রহিল কি? ইহাই ত পাপের ভিত্তি। কুচিন্তা দূর করিতে পারিলে চারিদিক্ পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা কোন কুক্রিয়া

করেন না, কিন্তু কুচিন্তা দ্বারা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। তাহা দূর করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু কিছুতেই যেন তাহা ছাড়াইতে পারিতেছেন না। একব্যক্তি এইরূপ কুচিন্তা-পীড়িত হইয়া ডাক্তার লুইসের নিকট চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হন; তিনি তাঁহাকে কয়েকটি উপদেশ দেন :—

"মনে স্থির-সিদ্ধান্ত করিবে যে, কুচিন্তা নিতান্তই ভয়াবহ ও অনিষ্ট-জনক; তাহা হইলে যখনি কুচিন্তার উদয় হইবে, অমনি চকিত হইবে। চেষ্টা করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্যবিষয়ে মনকে নিযুক্ত করিবে। কুচিন্তা দূর করিতে প্রকৃতই ব্যাকুল হইলে মনের ভিতরে এমন একটি ভয় জন্মাইতে পারিবে যে, নিদ্রিতাবস্থায়ও কুচিন্তা উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তুমি জাগরিত হইবে। কতকগুলি লোক ইহার সাক্ষ্য দিয়াছে। জাগরিত-অবস্থায় শত্রু প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ সচকিত হইবে এবং বিশেষ কষ্ট না করিয়াও দূর করিয়া দিতে সমর্থ হইবে। যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও দূর করিয়া দিতে পারিবে না বলিয়া সন্দেহ হয়, লম্ফ দিয়া উঠিয়া অমনি শারীরিক কোন বিশেষ পরিশ্রমের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিবে। প্রত্যেক বারের চেষ্টাই পরের চেষ্টা সহজ করিয়া দিবে এবং দুই-এক সপ্তাহ পরেই চিন্তাগুলি আয়ত্তাধীন হইবে।

এতদ্ব্যতীত স্বাস্থ্যের বিধিগুলি পালন করিবে। অলস ও অতিরিক্তাহারী ব্যক্তিগণই ইন্দ্রিয়লালসা হইতে কষ্ট পায়। অধিক পরিশ্রম করিবে কিংবা ব্যায়াম অথবা ভ্রমণ দ্বারা দিনের মধ্যে দুই-তিনবার বিশেষরূপে ঘর্ম্ম বাহির করিবে। লঘুপাক, পুষ্টিকর ও অনুত্তেজক পদার্থ আহার করিবে। রাত্রি অধিক না হইতে নিদ্রিত হইবে এবং প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিবে। নিদ্রার পূর্ব্বে এবং গাত্রোত্থানের সময়ে প্রভূত পরিমাণে শীতল জল পান করিবে এবং নির্ম্মল বায়ুপূর্ণ স্থানে নিদ্রা যাইবে।"

এই উপদেশ-অনুসারে কার্য্য করিয়া সেই ব্যক্তি এবং অনেক ব্যক্তি এই পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

(২) কামের হস্ত হইতে যাঁহারা রক্ষা পাইতে চাহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে শরীর-সম্বন্ধীয় কি কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। আহারাদি-সম্বন্ধেও কতকগুলি নিয়ম রক্ষা করা উচিত। কাম রজোগুণসমুদ্ভূত।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩।৩৭

স্নুতরাং রাজস আহার পরিত্যাজ্য।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৭।৯

"অত্যন্ত তিক্ত, অত্যন্ত অম্ল, অতি লবণ, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ (মরিচাদি), অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী (সর্ষপাদি) পদার্থ রাজস ব্যক্তিদিগের বাঞ্ছনীয় আহার; ইহার দ্বারা দুঃখ, শোক ও রোগ উপস্থিত হয়।"

এইরূপ আহার ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ডাক্তার লুইস্ বলিয়াছেন যে, ডিম্ব, কর্কট, মৎস্য, মাংস, পলাণ্ডু, সর্ষপ, মরিচ, লবণ, অতি মিষ্ট ও গুরুপাক পদার্থ এবং অধিক মশলা দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য জিতেন্দ্রিয়ত্ব-সাধনের পক্ষে বিশেষ প্রতিকূল।

যে পদার্থগুলি আমাদের দেশের বিধবাগণের আহার করা নিষিদ্ধ, সেগুলি কামদমনের প্রতিকূল। তাঁহারা ব্রহ্মচারিণী, স্নুতরাং

তাঁহাদিগের আহার-সম্বন্ধে ঋষিগণ যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই পবিত্রতা-সাধনের অনুকূল। বিধবাগণের খাদ্য কি কি, অনুসন্ধান করিয়া তাহাই আহার করা কর্ত্তব্য।

সৈন্ধবং কদলী ধাত্রী পনসাম্রহরীতকী।
গোক্ষীরং গোঘৃতঞ্চৈব ধান্যমুদ্গতিলা যবাঃ॥

"সৈন্ধব, কদলী, আমলকী, পনস (কাঁটাল), আম্র, হরীতকী, গোদুগ্ধ, গোঘৃত, ধান্য, মুগ, তিল ও যব বিশেষ প্রশস্ত।" আহারান্তে হরীতকী-ভক্ষণ অতি উপকারী, তাম্বুল-চর্ব্বণ নিষিদ্ধ। তাম্বুল উত্তেজক। ডালের মধ্যে মুগ ও ছোলা ভাল; মাষকলাই ও মসূর উত্তেজক।

ডাক্তার লুইস্ বলেন—"রাত্রে নিদ্রার পূর্ব্বে ও প্রত্যূষে জলপান উপকারী। অতি নির্ম্মল জল পান করা বিধেয়; ফিল্‌টার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

কোষ্ঠপরিষ্কার না থাকা তাঁহার মতে বিশেষ অপকারী। রাত্রে ও প্রত্যূষে প্রচুর-পরিমাণে জলপান করিলে এই দোষ অনেকটা দূরীভূত হয়।

কঠিন শয্যা ও কঠিন উপাধান উপকারী। তূলার গদি অপকারী। বেশভূষা-সম্বন্ধে বিলাসেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবে।

রাত্রিজাগরণ অপকারী। শয়নের পূর্ব্বে সদ্‌গ্রন্থপাঠ ও ভগবানে আত্মসমাধান করিবে।

মধ্যে মধ্যে উপবাস উপকারী। একাদশীর উপবাস শরীরের রস-বৃদ্ধির অন্তরায় বলিয়া শরীর ও মনের বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার রাত্রিতে ভাত না খাওয়াই বিধেয়।

প্রত্যেকদিবস বিশিষ্টরূপে শরীর-চালনার দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ব্যায়াম ও মুক্তবাতাসে দ্রুতপদে ভ্রমণ কামদমনের সহায়। শারীরিক পরিশ্রমে দিনে দুই-তিনবার ঘর্ম্ম নির্গত করাইলে অনেক উপকার হয়। হিন্দুযোগীদের আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়াম কাম দূর করিবার বিশেষ পন্থা। জিতেন্দ্রিয়ত্বসাধনের জন্যই আর্য্য-ঋষিগণ আসনাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। পদ্মাসন কি সিদ্ধাসন করিয়া প্রাণায়াম করিলে কি উপকার হয়, কিছুদিন অভ্যাস করিলে সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই দুইটি আসন ইন্দ্রিয়-নির্য্যাতনের প্রকৃষ্ট উপায়; বসিবার যে প্রণালী তদ্দ্বারাই উহা নিগৃহীত হয়। প্রাণায়াম মনকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে একাগ্র করিয়া দেয়; সুতরাং উহা নিকৃষ্ট রিপু-উত্তেজনার ঘোর শত্রু। যখনই মনে কোন কুচিন্তার উদয় হয়, তৎক্ষণাৎ পদ্মাসন কি সিদ্ধাসন করিয়া প্রাণায়াম করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়। যাঁহারা এই উপায় অসাধ্য কিংবা অকর্ত্তব্য মনে করেন, তাঁহারা, যেমন ঐরূপ চিন্তার উদয় হইবে, অমনি অবিলম্বে বিশেষ কোন শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। ঐরূপ সময়ে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম-জপ কিংবা গান করিলে উপকার পাইবেন।

কৌপীনধারণ দ্বারা ইন্দ্রিয়জয়ে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়।

অনাতুরঃ স্বানি খানি ন স্পৃশেদনিমিত্ততঃ।
রোমাণি চ রহস্যানি সর্ব্বাণ্যেব বিবর্জ্জয়েৎ॥

মনু—৪।১৪৪

"পীড়িত না হইলে এবং কারণ ব্যতীত স্বীয় ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রসকল এবং উপস্থকক্ষাদিগত রোম স্পর্শ করিবে না।"

শরীর-সম্বন্ধে যতগুলি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল, মনে ভাল হইবার ইচ্ছা না থাকিলে ইহার কোনটিই কার্য্যকর হইবে না। পবিত্র হইবার

ইচ্ছা লইয়া এই নিয়মানুসারে যিনি কার্য্য করিবেন, তিনিই ফল পাইবেন।

(৩) সর্ব্বদা কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকা কামদমনের প্রকৃষ্ট উপায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত, তাহার ইন্দ্রিয়বিকার অতি অল্পই হইয়া থাকে। শুনিতে পাই, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"মহাশয়, আপনার কি ইন্দ্রিয়বিকার উপস্থিত হয়?" তিনি নাকি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—"আমি সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি, তাই আমার নিকট ইন্দ্রিয়বিকার আসিতে পারে না।"

(৪) আপনার জীবনে যেসমস্ত ঘটনায় ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইয়াছে, কিংবা ভয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে, অথবা প্রাণ দয়ায় কি পবিত্র ভালবাসায় প্লাবিত হইয়াছে, কিংবা জীবনের অনিত্যতা বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, সেই সমস্ত ঘটনাস্মারক কতকগুলি কথা একখানি কাগজে লিখিয়া যখনই কোন কুচিন্তার উদয় হয়, তখনই তাহা সম্মুখে রাখিলেই সেই ঘটনাগুলি মনোমধ্যে যে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করে, তদ্দ্বারা কুচিন্তা দূরীভূত হইয়া যায়। এই উপায়ে অনেকে উপকার পাইয়াছেন।

(৫) আর একটি উপায়—সর্ব্বদা 'পবিত্রতা', 'পবিত্রতা' জপ করা; মুখে ও মনের মধ্যে বারংবার 'পবিত্রতা', 'পবিত্রতা' এই শব্দটি উচ্চারণ করা; কাগজে এই শব্দটি সর্ব্বদা লেখা; আহারে, বিহারে, পথে, ঘাটে, সর্ব্বদা এই শব্দটি মনে আনা; পবিত্রতায় শরীর ও মন-সম্বন্ধে কত উপকার হয়, পবিত্রতার বলে মানুষ কিরূপ সুন্দর হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করা এবং পবিত্রতা-সম্বন্ধে সর্ব্বদা আলোচনা করা। পবিত্রতায় ভগবদ্ভাবে যে মানুষ সুন্দর হয়, যোগবাশিষ্ঠে তাহার দৃষ্টান্ত আছে—শিখিধ্বজ রাজার রাণী চুড়ালা বৃদ্ধবয়সে—

স্ববিবেকঘনাভ্যাসবশাদাত্মোদয়েন সা।
শুশুভে শোভনা পুষ্পলতেবাভিনবোদ্গতা ॥

যোগবাশিষ্ঠ, নির্ব্বাণ—৭১।৯

"পবিত্র কি, সুন্দর কি, ভাল কি—প্রাণের মধ্যে ইহারই বারংবার আলোচনা করায় যখন তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ হইলেন, তখন তাঁহার ভিতরে সেই তেজের আবির্ভাব হইল; তখন সেই বৃদ্ধবয়সে তিনি নবমুকুলিতা পুষ্পলতার ন্যায় সৌন্দর্য্যশোভান্বিতা হইলেন।"

পবিত্রতা দ্বারা মুখশ্রী কিরূপ সুন্দর হয়, কাশীতে বা হরিদ্বারে এক-একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

ক্রমাগত 'পবিত্রতা', 'পবিত্রতা' এই শব্দটির জপ ও পবিত্রতার চিন্তা করিলে অপবিত্রতা দূরে পলায়ন করে। এইরূপ করিলে কোন কোন সময়ে সুন্দর তামাসা দেখা যায়—আমি যেন বসিয়া আছি, আমার ভিতরে একদিকে একটি অপবিত্র ভাব উঁকি দিতেছে ও মস্তক উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে আর একদিক্ হইতে কে যেন 'পবিত্রতা', 'পবিত্রতা' ধ্বনি করিতে লাগিল, অমনি অপবিত্র ভাবটি জড়সড় হইয়া বায়ুতে বিলীন হইয়া গেল।

(৬) 'এই শরীর ভগবানের মন্দির'—মনের মধ্যে পুনঃপুনঃ এইরূপ চিন্তা করিলে কাম প্রবেশ করিতে পারে না। বাহিরের মন্দির যেমন আমরা সর্ব্বদা শুচি রাখিতে যত্নবান্ হই, 'এই শরীর তাঁহার মন্দির' এইরূপ চিন্তা আসিলে শরীর ও মন যাহাতে শুদ্ধ থাকে, স্বতঃই তাহার জন্য চেষ্টা জন্মিবে। এই শরীর, এই মন ভগবানের অধিষ্ঠানে পবিত্র, উহার ভিতরে যেন কোনরূপ অপবিত্রতা স্থান না পায়, সর্ব্বদা এইভাব মনে জাগরূক থাকিবে।

হিন্দুশাস্ত্র ষট্‌চক্র প্রভৃতি দেখাইয়া সমস্ত শরীরময় ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন, এই ভাবটি উপস্থিত করিয়া সকলকে সতর্ক করিতেছেন। বাইবেলে সেণ্ট পল পাপীদিগকে সম্বোধন করিয়া সিংহবিক্রমে বলিতেছেন—

"Know ye not, that ye are the temple of God and that the spirit of God dwelleth in you ?

If any man defile the temple of God, him shall God destroy ; for the temple of God is holy, which temple ye are."

Corinthians, Ch. 3, Verses 16 & 17.

"তোমরা কি জান না যে, তোমরা ভগবানের মন্দির এবং ভগবানের শক্তি তোমাদিগের মধ্যে বিরাজ করিতেছে ?

যদি কেহ ভগবানের মন্দির অপবিত্র করে, ভগবান্ তাহাকে বিনাশ করিবেন ; কারণ ভগবানের মন্দির পবিত্র এবং তোমরাই সেই মন্দির।"

ইহা শুনিয়া অপবিত্রতা আহ্বান করিতে কাহার সাহস হয় ? এই ভাবটি মনের ভিতরে সর্ব্বদা কার্য্য করিতে থাকিলে পিশাচ আর নিকটে আসিতে পারে না।

(৭) যাহারা কুচিন্তা-পীড়িত, তাহাদিগের প্রায় সর্ব্বদা লোকের মধ্যে থাকা কর্ত্তব্য, নির্জ্জনে বাস করা কর্ত্তব্য নহে। কিঞ্চিৎ ভক্তির সঞ্চার হইলে নির্জ্জনে বাস করিয়া ভগবানের নাম করা বিশেষ উপকারী ; কিন্তু প্রথমাবস্থায় নির্জ্জনে বাস করিলে কুচিন্তা আসিবার বিশেষ সম্ভাবনা।

(৮) কোন দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক কি অন্য কোন গভীর বিষয়ের চিন্তায় সর্ব্বদা মগ্ন থাকাও কামদমনের সুন্দর উপায়। এইরূপ বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে মন উর্দ্ধদিকে ধাবমান হয়, নিম্নগামী হইতে চাহে না। আমি একজন পণ্ডিতকে জানি, তিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ; অহর্নিশ প্রায় তাহাতে ডুবিয়া থাকিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি কখন আমার জীবনে স্ত্রীলোকের বিষয় চিন্তা করি নাই।" হিন্দুশাস্ত্রে একটি উৎকৃষ্ট উপদেশ আছে—

আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েৎ বেদান্তচিন্তয়া ।
দত্তান্নাবসরং কঞ্চিৎ কামাদীনাং মনাগপি ॥

পঞ্চদশী

"যে পর্য্যন্ত নিদ্রায় অভিভূত না হও এবং যে পর্য্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত না হও, সে পর্য্যন্ত সর্ব্বদা বেদান্ত-চিন্তায় কালহরণ করিবে, কাম প্রভৃতিকে বিন্দুমাত্র অবসর দিবে না।" বেদান্তালোচনায় 'আমি কে ? জগৎ কি ? তাহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ ? পরমাত্মার স্বরূপ কি ?' এইরূপ সূক্ষ্মচিন্তায় মন ডুবিয়া গেলে কামাদি দূর হইতে পলায়ন করে। যাঁহাদিগের নিকট শরীর নিতান্ত তুচ্ছপদার্থ হইয়া দাঁড়ায়, যাঁহারা দেহকে আত্মচিন্তার শত্রু মনে করেন, তাঁহারা কোনরূপে দেহের ভোগাভিলাষ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন না। সক্রেটিসকে মৃত্যুর পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—"তুমি মৃত্যুকে কিঞ্চিন্মাত্রও ভয় করিতেছ না কেন ?" তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন—"আমার আনন্দ হইতেছে যে, আমার আত্মা অদ্য দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। যে দেহ সর্ব্বদা আমার

জ্ঞানালোচনায় নানাপ্রকারে বাধা দিয়াছে, যাহার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য আমার মন স্থির করিবার বিশেষ প্রতিকূল ছিল, আজ সেই দেহ যে আর আমার আত্মাকে কোনরূপে স্পর্শও করিতে পারিবে না, ইহাই আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয়।” বাস্তবিকই পণ্ডিতগণ দেহ হইতে আত্মাকে যত দূরে রাখিতে পারেন, ততই আনন্দিত হন। আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, কোন বিষয়ে গভীর চিন্তা করিতে গেলে ইন্দ্রিয়বিক্ষেপ সেই চিন্তার নানারূপ বিঘ্ন ঘটায়; যতক্ষণ না শরীরটা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাওয়া যায়, ততক্ষণ কোন সদ্বিষয়ের চিন্তা পূর্ণমাত্রায় করা যায় না। ভগবানের চিন্তায় সমাধি তখন, শরীর আছে বলিয়া জ্ঞান নাই যখন। যে পণ্ডিতের বিষয় এইমাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার নিকট আমাদের কোন ছোটলাট-সাহেব উদ্ভিদ্‌বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। শুনিয়াছি যে, কোন কোন সময়ে এরূপ হইয়াছে যে, ছোটলাট-সাহেব উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিলেন, কিন্তু তিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যার আলোচনায় এমনি সমাধিস্থ হইয়া আছেন যে, দুই-তিনবার খবরের পর তাঁহার শরীর ধরিয়া বিশেষরূপে নাড়া না দিলে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইত না এবং লাট-সাহেব তাঁহার দর্শন পাইতেন না। এরূপ ব্যক্তির উপরে কামের আধিপত্য বিস্তার করা সহজ নহে। স্যার আইজাক্ নিউটন যে ইহার দৌরাত্ম্য হইতে মুক্ত ছিলেন, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন।

(৯) মাতৃচিন্তা কামদমনের বিশেষ সহায়ক। এই জগতে মা'র ন্যায় মধুর ও পবিত্র সামগ্রী কিছুই নাই। মা বলিতেই প্রাণে কত পবিত্র ভাবের উদয় হয়, মা সকলের নিকটেই পবিত্র, ভালবাসার আধার। যত মা'র বিষয় মনে করিবে, ততই অপবিত্র ভাব দূরে যাইবে। মা নামটি এইরূপ পবিত্র বলিয়া ভগবান্‌কে মা বলিয়া

ডাকিতে যত আনন্দ হয়, তত আনন্দ আর প্রায় কোন নামেই পাওয়া যায় না। যাঁহার প্রাণে ভগবানের মাতৃভাব সর্ব্বদা উদ্দীপ্ত থাকে, তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা সরল থাকে, অথচ কোনরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবার আশঙ্কা থাকে না। জগন্ময় চারিদিকে মাতৃভাবের উন্মেষ হইলে সমস্ত পৃথিবী পবিত্রতামাখা বলিয়া প্রতিভাত হয়। স্ত্রীলোক দেখিবামাত্র যাঁহার মাকে মনে পড়ে, তাঁহার হৃদয়ে আর অপবিত্র ভাব স্থান পাইবে কি প্রকারে? যিনি জ্ঞানী, তাঁহার নিকট স্ত্রীলোকমাত্রেই মাতৃস্বরূপা, স্ত্রীলোক দেখিলেই তাঁহার চিত্ত পবিত্রতায় ভরিয়া উঠে, সে চিত্তে আর কামের অধিকার কোথায়? সকলেই জানেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের সহিত তাঁহার স্ত্রীর কোনরূপ শারীরিক সম্বন্ধ ছিল না। তিনি বলিয়াছেন—একদিবস তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সহিত রাত্রিযাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তিনি তাহাতে সম্মত হন। রাত্রিতে যখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার পাদসংবাহন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি তাঁহার আরাধ্যা দেবতাকে বলিতে লাগিলেন—"মা, তুমি চালাকি করিয়া আমার স্ত্রীর মূর্ত্তি ধরিয়া আমার নিকটে আসিয়াছ? এস, এস, তুমি আসিবে, তার ভয় কি?" রাত্রি কাটিয়া গেল, কোনরূপ মন্দভাব অর্দ্ধমুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না।

(১০) কোন কোন ব্যক্তি শরীরের জঘন্যত্ব উপলব্ধি করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। শরীর জঘন্য, তাহা চিন্তা করিলে কাহারও ভোগবিলাসের দিকে মন যাইতে পারে না।

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে স্বভাবদুর্গন্ধিবিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

যোগোপনিষদ্।

"অপবিত্রতায় পরিপূর্ণ, কৃমিজালসঙ্কুল, স্বভাবদুর্গন্ধি, মূত্রপুরীষপূর্ণ এই কলেবরে মূর্খগণই ভোগের লালসা করিয়া থাকে, পণ্ডিতগণ তাহা হইতে নিরস্ত হন।" নবদ্বার দিয়া যে নানারূপে ক্রমাগত মল নির্গত হইতেছে, তাহা মনে করিলেই এই শরীরটা কিরূপ বীভৎস, তাহা প্রতীয়মান হয়। একে এইরূপ ঘৃণার্হ, তাহাতে নিতান্ত অস্থায়ী, মৃত্যুর পরে শরীরটা কিরূপ দেখায়, একবার মনে করিয়া দেখ, ইহার আবার সৌন্দর্য্য কি? যোগবাশিষ্ঠে রামচন্দ্র বলিতেছেন—

ত্বঙ্মাংসরক্তবাষ্পাম্বু পৃথক্‌কৃত্বা বিলোচনম্।
সমালোকয় রম্যং চেৎ কিং মুধা পরিমুহ্যসি।

যোগবাশিষ্ঠ, বৈরাগ্য—২১।২

কোন যুবতীর "চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, বাষ্প, বারি পৃথক্ করিয়া যদি কোন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও, তবে দেখিতে থাক, নচেৎ মিথ্যা মুগ্ধ হও কেন?"

ইতো মাংসমিতো রক্তমিতোঽস্থীনীতি বাসরৈঃ।
ব্রহ্মন্ কতিপয়ৈরেব যাতি স্ত্রী বিশরারুতম্॥

যোগবাশিষ্ঠ, বৈরাগ্য—২১।২৫

"হে ব্রহ্মন্, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য কয়েক দিবসের মধ্যেই কোন স্থানে রক্ত, কোন স্থানে মাংস ও কোন স্থানে অস্থিগুলি—এইরূপে বিশীর্ণ হইয়া যায়।"

যোগোপনিষদে শুকদেব বলিতেছেন—

ব্রণমুখমিব দেহং পূতিচর্ম্মাবনদ্ধং
কৃমিকুলশতপূর্ণং মূত্রবিষ্ঠানুলেপম্।

বিগতবহুলরূপং সর্ব্বভোগাদিবাসং
ধ্রুবমরণনিমিত্তং কিন্তু মোহপ্রসক্ত্যা ॥
ইদমেব ক্ষয়দ্বারং ন পশ্যসি কদাচন।
ক্ষীয়ন্তে যত্র সর্ব্বাণি যৌবনানি ধনানি চ ॥

"এই যে শরীর, দেখিতে কি পাও না—ইহা ব্রণমুখ, দুর্গন্ধ-চর্ম্মজড়িত, শত-শত-কৃমিপূর্ণ, মূত্রবিষ্ঠালিপ্ত, ভিন্ন-ভিন্ন বয়সে ভিন্ন-ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে ; যদিও সকল প্রকার ভোগের বাস, কিন্তু মোহপ্রসক্তি দ্বারা নিশ্চয়ই মরণের কারণ হইয়া রহিয়াছে ; ইহাই ক্ষয়ের দ্বার, যদ্দ্বারা সর্ব্ব-প্রকারের যৌবন ও ধন একেবারে সমূলে বিনষ্ট হয়।" এমন শরীরকেও আর প্রশ্রয় দিতে হয় ! এইরূপ জুগুপ্সিত শরীরকে সুন্দর ভাবিয়া যাহারা তাহাতে মুগ্ধ হয়, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। যাহা কতকগুলি রক্ত, মাংস, ক্লেদ প্রভৃতির সমষ্টি, তাহাতে যাহার আসক্তি হয়, তাহার রুচি যৎপরোনাস্তি জঘন্য। ইহাই যাহার নিকট বড় আদরের সামগ্রী, যে ক্লেদ, কলঙ্ক, মল, মূত্র ও শ্লেষ্মার ভিতরে আরামের বস্তু পায়, যে আস্তাকুঁড়কে ফুলবাগান মনে করে, যে বিষ্ঠার কৃমির ন্যায় ঘৃণিত বিষয়ের মধ্যে সন্তরণ করিতে ভালবাসে, তাহাকে পিশাচ বই আর কি বলিব ? এইরূপ পিশাচকে লক্ষ্য করিয়াই শিহ্লনমিশ্র বলিতেছেন—

সমাশ্লিষ্যত্যুচ্চৈর্ঘনপিশিতপিণ্ডং স্তনধিয়া
মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চষকং সাসবমিব।
অমেধ্যক্লেদার্দ্রে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকো
মহামোহান্ধানাং কিমপি রমণীয়ং ন ভবতি॥

শান্তিশতক—২৯

আর যে বস্তুতে এইরূপ আসক্তি জন্মে, তাহার শেষ পরিণতি কি, তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—

কৈতদ্বক্ত্রারবিন্দং ক্ব তদধরমধু ক্বায়তাস্তে কটাক্ষাঃ
ক্বালাপাঃ কোমলাস্তে ক্ব চ মদনধনুর্ভঙ্গুরো ভ্রূবিলাসঃ ?
ইত্থং খট্টাঙ্গকোটৌ প্রকটিতদশনং মঞ্জুগুঞ্জৎসমীরং
রাগান্ধানামিবোচ্চৈরুপহসতি মহামোহজালং কপালম্ ॥

শান্তিশতক—২৭

"শ্মশানে খট্টাঙ্গের প্রান্তে মহামোহের ফাঁদ একটি যুবতার মাথার খুলি পড়িয়া রহিয়াছে, দাঁতগুলি বাহির হইয়া রহিয়াছে, বায়ু তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া কামান্ধ ব্যক্তিদিগকে তীব্র উপহাস করিবার জন্য যেন মধুর গুঞ্জন করিতে করিতে বলিতেছে, 'সেই যে মুখপদ্ম, তাহা এখন কোথায় ? সেই যে অধরমধু, তাহাই বা কোথায় ? সেই সমস্ত বিশাল কটাক্ষ, তাহারা এখন কোথায় গেল ? সেই সমস্ত কোমল আলাপ, তাহারাই বা এখন কোথায় ? আর সেই যে মদনধনুর ন্যায় কুটিল ভ্রূবিলাস, তাহাই বা এখন কোথায় গেল' ?" এই পরিণাম মনে হইলে ভোগবাসনা থাকে কি না, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

শাক্যসিংহের মহাভিনিষ্ক্রমণের পূর্ব্বে তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য কতকগুলি সুন্দরী রমণী তাঁহার প্রমোদ-প্রাসাদে নিযুক্ত হইয়াছিল। একদিবস সেই রমণীগুলি নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময়ে তিনি তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন—কাহারও মস্তক নিতান্ত বিকৃতভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে; কাহারও মস্তক বা শরীর এমন ভাবে রহিয়াছে যে, দেখিলেই অতি বিকটমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়; কাহারও বা মুখ হইতে অবিশ্রান্ত

লালাস্রাব হইতেছে; কাহারও দন্তে কড়মড় শব্দ হইতেছে; কেহ বা স্বপ্নে এরূপ বিকৃত হাসি হাসিতেছে যে, তাহা দেখিলেই প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়; কেহ বা এমন বীভৎস ভাব ধারণ করিয়াছে যে, তাহা মনে করিলেও ঘৃণা হয়; এই দৃশ্যগুলি দেখিতে দেখিতে শাক্যসিংহের মনে হইল—"এ যে শ্মশান, ইহাদিগের সহিত আবার প্রমোদক্রীড়া কি?" মন একেবারে—যাহা কখনও বিকৃত হয় না, যাহার সৌন্দর্য্য নিত্যস্থায়ী—সেইদিকে ধাবিত হইল।

(১১) সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়, কাম দ্বারা কামদমন। যেমন কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ মাদকদ্রব্যের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলে কিংবা কাহারও তাহার বশবর্ত্তী হইবার আশঙ্কা থাকিলে অন্য কোন মাদক দ্রব্য দ্বারা তাহাকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়, সেইরূপ যাহার কাম মন্দদিকে ধাবমান হইয়াছে, কি হইবার আশঙ্কা আছে, তাহাকে কোন উৎকৃষ্ট মিষ্টবস্তু দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া তাহার গতি ভাল দিকে ফিরাইতে পারা যায়। যে রসপ্রিয়, সে রস চাহিবেই। যদি সে কোন পবিত্র উন্মাদক রস না পায়, অমনি অপবিত্র রসে ডুবিয়া যাইবে। যে ব্যক্তি কুৎসিত-রসপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে, সে তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন রস না পাইলে তাহার পক্ষে সে রস ত্যাগ করা কষ্টকর। তবে কুৎসিত রসের পরিবর্ত্তে পবিত্র রস পাইলে এবং আনন্দ অনুভব করিতে পারিলে অকিঞ্চিৎকর যে কুৎসিত রস, তাহার দিকে টান কমিয়া আসিবে। ভগবৎকীর্ত্তনাদির রস যে পাইয়াছে, তাহার পুনঃপুনঃ ঐ রস উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়। উপর্য্যুপরি তাহা উপভোগ করিতে পারিলে কুৎসিত ভাব আপনা হইতেই বিদায় লয়। সর্ব্বদা সৎপ্রসঙ্গের রস পান করিতে করিতে বিহ্বল হইলেই আনন্দেরও সীমা থাকে না, কুভাবও আর নিকটে স্থান পায় না। যাহার মন সেই দিব্যধামের

আদিরসের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহার নিকটে আর বটতলার আদিরস কেমন করিয়া স্থান পাইবে? এদিকের সুরাপানে আমোদের পরে খোঁয়াড়ি, ওদিকের সুরাপানে কেবল ঢেউয়ের পর ঢেউ, আনন্দের পরে আনন্দ, যে আনন্দলহরীর বিরাম নাই, শেষ নাই, যত পান করিবে, ততই আনন্দ, অনন্তকাল আনন্দ-সম্ভোগ করিবে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও অবসাদ আসিবে না ; এদিকের সুরাপানে শরীর বিনাশপ্রাপ্ত হয়, ওদিকের সুরাপানে শরীর তেজ ও বীর্য্যে অপূর্ব্বকান্তি ধারণ করে ; এদিকের সুরাপানে আত্মগ্লানির মর্ম্মান্তিক দাহ উপস্থিত করে, ওদিকের সুরাপানে আত্মপ্রসাদের অমৃতকৌমুদী শরীর ও মন মধুময় করিয়া তোলে ; এদিকের কাম দুইদিনের মধ্যে পুষ্পোদ্যানকে শ্মশানে পরিণত করে, ওদিকের প্রেম মুহূর্ত্তের মধ্যে শ্মশানকে পুষ্পোদ্যান করিয়া দেয় ; এদিকের কাম দেবতাকে পশু করে, ওদিকের প্রেম পশুকে দেবতা করে ; এদিকের কাম শরীর ও মন কলঙ্কিত করিয়া আমাদিগকে মৃত্যুর হস্তে নিক্ষেপ করে, ওদিকের প্রেম শরীর ও মন পবিত্র করিয়া আমাদিগকে দেবভোগ্য অমৃতসম্ভোগের অধিকারী করে ; এদিকের কামে সদা হাহাকার, 'গেল-গেল-ধ্বনি', ওদিকের প্রেমে নিত্য নব উৎসবানন্দ, 'জয়-জয়-ধ্বনি'।

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্ ।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং যদুত্তমঃ শ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥

ভাগবত—১২।১২।৫০

"প্রিয়তমের যশোগান—সে যে রম্য, রুচির, নব নব, 'নিতুই নব', সে যে নিত্য মনের মহোৎসব, সে যে মনুষ্যদিগের শোকার্ণবশোষণ ; আহা ! তেমন কি আর আছে !"

এই স্বর্গীয় প্রেমের মাহাত্ম্য যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি কি আর পৈশাচিক কামকে আহ্বান করিতে পারেন? কাম যতই প্রলোভন লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হউক না কেন, তিনি তাহার ভিতরে বিন্দুমাত্রও আকর্ষণের পদার্থ দেখিতে পান না।

প্রাচীন আখ্যায়িকার জেসন্ এবং ইউলিসিসের বৃত্তান্ত হইতে বড়ই সুন্দর উপদেশ গ্রহণ করিতে পারা যায়। ভূমধ্যসাগরমধ্যে একটি দ্বীপ ছিল, সেই দ্বীপে তিনটি স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহাদিগের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলে এমন লোক ছিল না, যে মোহিত না হইত। তাহারা বংশীধ্বনি দ্বারা লোকদিগকে আকৃষ্ট করিয়া অবশেষে তাহাদের সর্ব্বনাশসাধন করিত। তাহাদিগের নাম সাইরেণ। ইউলিসিস্ সেই দ্বীপের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন; তাঁহার জাহাজের নাবিকগণ সেই বংশীধ্বনি যাহাতে শুনিতে না পায়, সেইজন্য তাহাদিগের কানে মোম ঢালিয়া দিলেন, আর স্বয়ং আকৃষ্ট হইয়া যাহাতে সেই দ্বীপে উপস্থিত না হন, সেইজন্য আপনাকে রজ্জু দ্বারা দৃঢ়ভাবে মাস্তুলের সহিত বাঁধিলেন। যেই বংশীধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, আর সাধ্য কি যে, তিনি আপনাকে রক্ষা করেন। তিনি বংশীর স্বরে অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং দ্বীপে উপস্থিত হইবার জন্য কতপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাগ্যে আপনাকে রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, তাঁহার লাঞ্ছনার আর অবধি রহিল না; শেষে যৎপরোনাস্তি কষ্টে কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। আর জেসন্ তাঁহার আর্গোনটীক-যাত্রার সময়ে দেখিলেন যে, সাইরেণদিগের দ্বীপের নিকট দিয়াই তাঁহাকে যাইতে হইবে। তাহাদিগের বংশীধ্বনি শুনিলে কোনরূপে আপনাকে কি নাবিকদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া গায়কচূড়ামণি অরফিউস্‌কে বলিলেন—"তুমি

আমার সঙ্গে চল; যেমন সাইরেণদিগের দ্বীপের নিকটে যাইবে, অমনি তুমি গান ধরিবে, দেখি তাহাদিগের বংশীধ্বনি কিরূপে আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে?" অরফিউসের গানে পাষাণ গলিয়া যাইত, নদীর জল উজান বহিত। যেখানে অরফিউস্ গান করিতেন, সেস্থলে পশুপক্ষী নীরব হইয়া তাঁহার গানে প্রাণটি ঢালিয়া দিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিত। সেই অরফিউস্‌কে লইয়া জেসন্ যাত্রা করিলেন। যখন দেখিলেন, সাইরেণদিগের দ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, তখনই তিনি অরফিউস্‌কে গান ধরিতে অনুরোধ করিলেন। অরফিউস্ গান ধরিলেন, সকলের প্রাণে আনন্দপ্রবাহ বেগে বহিতে লাগিল, নাবিকগণ গানের তালে-তালে আনন্দে মাতিয়া দাঁড় ফেলিয়া চলিল। সাইরেণদিগের বংশীধ্বনি যখন তাহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন অরফিউসের কোকিলকণ্ঠের তুলনায় তাহা ভেকের ধ্বনির ন্যায় কর্কশ ও বিরস বোধ হইতে লাগিল। তাহারা বুক ফুলাইয়া চলিয়া গেল, সাইরেণদিগের মোহিনীশক্তি পরাস্ত হইয়া গেল।

যে প্রলোভনে ইউলিসিসের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল, সেই প্রলোভন জেসনের নিকটে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল—একমাত্র অরফিউসের সঙ্গীতই তাহার কারণ। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এইরূপ অরফিউসের সঙ্গীত শ্রবণ করে, তাহার নিকটে কামাদির আকর্ষণ নিতান্ত অপকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আর আপনার উপরে নির্ভর রাখিয়া নানা উপায় অবলম্বন করিয়া যিনি পাপদলনে অগ্রসর হন, তিনি ইউলিসিসের মত যাতনা ভোগ করেন।

ক্ব নিরোধো বিমূঢ়স্য যো নির্ব্বন্ধং করোতি বৈ।
স্বারামস্যৈব ধীরস্য সর্ব্বদাসাবকৃত্রিমঃ ॥

অষ্টাবক্রসংহিতা—৪১

"যে মূর্খ ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর না করিয়া নিজে তেজ দেখাইতে যায়, তাহার ইন্দ্রিয়দমন হয় কই? আর যে জ্ঞানী আত্মাকে লইয়া আনন্দক্রীড়া করেন, তাহাতে সর্ব্বদা অকৃত্রিম ইন্দ্রিয়নিরোধ দেখা যায়।"

ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তদিগের সহিত যিনি প্রণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়েন, যিনি দিবারাত্র তাঁহার এবং ভক্তদিগের সহিত প্রেমালাপে মুগ্ধ হইয়া থাকেন, তাঁহার বাড়ীর সাতক্রোশের মধ্যেও কাম আসিতে সাহস পায় না। হাফেজ যে আদিরসে ডুবিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে কি কেহ অপবিত্র আদিরস উপস্থিত করিতে পারিত? যিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরে ভগবানের বংশীধ্বনি শুনিয়া মহাপ্রেমে মজিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে কি কখন পাপের বংশীধ্বনি আকৃষ্ট করিতে পারে? যাঁহার স্বয়ং প্রেমস্বরূপকে লইয়া নৃত্য, গীত, লীলা ও কৌতুক, তিনি ত রসের সাগরে ডুবিতেছেন, ভাসিতেছেন, সন্তরণ করিতেছেন; রসের বিকার আর তাঁহাকে স্পর্শ করিবে কিরূপে? যিনি নির্ম্মল অমৃতরস আস্বাদন করিতেছেন, তিনি আর মরীচিকা দেখিয়া ভুলিবেন কেন?

অনেকে ভগবানের নাম করিতে পেচকবদন হইয়া বসেন, যেন ভগবান্ তাঁহাদিগকে ফাঁসির হুকুম শুনাইবেন। হায়, কি মূর্খ! তাঁহার ন্যায় কৌতুকী লীলারসামোদী আর কে আছে? আমোদের ভাণ্ডার তিনি। তাঁহাকে লইয়া আমোদ করিব না ত কাহাকে লইয়া করিব? তাঁহার অপেক্ষা ত কিছুই মিষ্টতর নাই, তাঁহার সহবাস-সুখের সঙ্গে কি বাহিরের পৃথিবীর কোন সুখ তুলনীয়? সে সুখের কণিকামাত্র যে সম্ভোগ করিতে পারিয়াছে, সে অবশ্যই বলিবে—"বিষয়সুখে মন তৃপ্তি কি মানে? তব চরণামৃত-পান-পিপাসিত,

নাহি চাহি ধনজনমানে; মধুকর ত্যজি মধু চায় কি সে জলপানে ?" *
যে সুরাপায়ী, সে একবার এই সুখের বাতাস পাইলে অমনি সুরাপান ত্যাগ করিবে; যে লম্পট, সে একবার এই সুখের ছায়ামাত্র উপভোগ করিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অপবিত্র ভাব চিরদিনের তরে দূর হইয়া যাইবে। এমন সুখের, আনন্দের বিষয় ত আর কিছুই নাই, আর কিছুই হইতে পারে না। এইজন্যই কোন সুরাপায়ী রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের নিকটে যাতায়াত আরম্ভ করিলে যদি কেহ বলিতেন—"ও যে মদ খায়"; তাহা হইলে তিনি উত্তরে বলিতেন—"আহা খাক না, খাক না, ক'দিন খাবে ?" অর্থাৎ "উহার সম্মুখে যে সুরা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেই সুরার রস পাইলে আর ক'দিন ঐ সুরা পান করিবে ? ঐ সুরা সে অবশ্যই ত্যাগ করিবে।"

নারদ যখন তাঁহার মাতার মৃত্যুর পরে ভগবদন্বেষণে গৃহত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন এবং নানাস্থান অতিক্রম করিয়া এক অরণ্যের মধ্যে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে তাঁহার ধ্যান আরম্ভ করিলেন, তখন ধ্যান করিতে করিতে হঠাৎ ভগবানের রূপ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অমনি অন্তর্হিত হইল। ভগবান্ তখন তাঁহাকে বলিলেন—

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি ।
অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্ ॥

ভাগবত—১।৬।২২

"হায় ! এ জন্মে তুমি আমাকে দেখিবার যোগ্য হও নাই ! যাহারা কামাদিকে দগ্ধ করে নাই, সেই কুযোগিগণ আমাকে দেখিতে পায় না।"

* ব্রহ্মসঙ্গীত, ৭ম সংস্করণ, ২৪৩ পৃষ্ঠা।

তবে যে একবার বিদ্যুতের ন্যায় দেখা দিলেন, তাহার কারণ—

সকৃদ্ যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেঽনঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধু সর্ব্বান্মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্॥

ভাগবত—১।৬।২৩

"এ যে একবার দেখা দিলাম, এ কেবল আমার প্রতি তোমার কাম জন্মাইবার জন্য। আমার প্রতি যে সাধুর কাম জন্মিয়াছে, সে ধীরে-ধীরে তাহার হৃদয়ের যত বাসনা, সমস্ত বিসর্জ্জন দেয়।" তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইলে আর কি কোন কামনা থাকিতে পারে? তাঁহার রূপের ছায়া যেখানে পড়ে, সেস্থলও অতি মনোহর হইয়া দাঁড়ায়। চির-মনোমোহন তিনি, তাঁহার জন্য সাধুগণ সমস্ত ভুলিয়া পাগল হইয়া যান। আমাদিগের কাম সেই সৌন্দর্য্যের অনাদি নির্ঝরের দিকে ধাবিত হউক, কখনও যেন পিশাচের ক্রীড়াভূমি তাহার লক্ষ্যস্থল না হয়।

যে বিশেষ উপায়গুলি বলা হইল, ইহাদের উপর নির্ভর করিতে যাইয়া কেহ যেন সাধারণ উপায়গুলি ভুলিয়া না যান। এই উপায়গুলি যেরূপ কার্য্যকর, পাপদমনের সাধারণ উপায়গুলি ইহাদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্রও কম কার্য্যকর নহে।

পূর্ব্বে যে কামজনিত দশটি দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, সর্ব্বদা আপনাকে তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে যত্ন করিবে। সেইদিকে যেন দৃষ্টি থাকে।

যে প্রকারের দোষই হউক না কেন, সমদোষে দোষীদিগের সহিত তাহার সংস্কার-সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক উপকার আছে। 'দেখিকে কতদিন কিরূপ পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারি?' এরূপ ভাব লইয়া

কাহারও সঙ্গে আড়াআড়ি করিলে প্রাণে এমন একটা তেজের আবির্ভাব হয় যে, তদ্দ্বারা অনেকদিন ভাল থাকা যায়।

অপর লোককে পবিত্র করিবার চেষ্টা করিতে গেলেও অনেক লাভ আছে। যে অপর কোন ব্যক্তিকে কোন দোষ হইতে মুক্ত করিতে যত্নবান্ হয়, তাহার অবশ্য আপনার দিকে দৃষ্টি পড়ে, আপনার মধ্যে সেরূপ কোন কলঙ্ক থাকিলে তাহা অপসারিত করিবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা হয়। 'আমি অপরকে যে দোষ দূর করিতে বলিতেছি, আমার ভিতরে সে দোষ থাকিলে লোকে কি বলিবে?' অন্ততঃ ইহা মনে করিয়াও সেই দোষ দূর করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। এতদ্ব্যতীত অপরের মঙ্গলকামনায় কোন দোষের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা আলোচনা করিলে নিজের জীবনে তাহার ফল স্পষ্ট দেখা যায়। যাহার বিরুদ্ধে সর্ব্বদা বলা হয়, তাহার প্রতি অবশ্যই বিরক্তি জন্মে, বিরক্তি জন্মিলেই তাহা নাশ করা সহজ হইয়া পড়ে; কিন্তু অপরকে পবিত্র করিতে গিয়া অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। একটি অতি সুন্দরচরিত্র যুবক বেশ্যাদিগের উদ্ধার করিতে যাইয়া নিজে পতিত হইয়াছেন। মন্দচরিত্র লোকদিগের সংসর্গ বড়ই বিপৎপূর্ণ; যে পর্য্যন্ত প্রাণে প্রভূত বলের সঞ্চার না হয়, সে পর্য্যন্ত মন্দলোকের নিকটে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে; তবে আমা অপেক্ষা অধিকতর দোষী যে নয়, তাহার সঙ্গে মিশিয়া পরস্পর ভাল হইবার চেষ্টা ও সাহায্য করিতে পারি।

অনেকে বলেন, "গৃহস্থ জিতেন্দ্রিয় হইলে সংসার চলিবে কিরূপে?" তাঁহারা মনে করেন, গৃহস্থ হইবার জন্যই অজিতেন্দ্রিয় হওয়া প্রয়োজন। হায়! যে দেশে জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ গার্হস্থ্যাশ্রমের বিধিকর্ত্তা, সেই দেশে আজ এই কুৎসিত ভ্রম রাজত্ব করিতেছে! ইহা অপেক্ষা কষ্টের বিষয় আর কি হইতে পারে? আর্য্য-ঋষিগণের বিধি এই—

'জিতেন্দ্রিয় হইয়া তবে বিবাহ করিও, গৃহস্থ হইও।' পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, পরে গার্হস্থ্যাশ্রম। শৈশবের পরেই ব্রহ্মচর্য্য ; ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা জীবন পবিত্র হইয়া গেলে গার্হস্থ্য।

> এবং বৃহদ্‌ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
> মদ্ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্ম্মাশয়োঽমলঃ ॥
> অথানন্তরমাবেক্ষ্যন্ যথা জিজ্ঞাসিতাগমঃ।
> গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা স্নায়াদ্ গুর্ব্বনুমোদিতঃ ॥
> গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ।
> আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথা মৎপরশ্চরেৎ ॥
> গৃহার্থী সদৃশীং ভার্য্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাম্। ইত্যাদি।
>
> ভাগবত—১১।১৭।৩৬-৩৯

ভগবান্ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বর্ণন করিতে করিতে বলিতেছেন—"এইরূপে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী হইয়া তীব্র তপস্যা দ্বারা কর্ম্মের থলিটিকে (বিষয়-বাসনাকে) সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ নির্ম্মল জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্ম-তেজে অগ্নির ন্যায় যখন জ্বলিতে থাকিবেন, তখন ব্রহ্মচর্য্যের পরের কোন আশ্রমে প্রবেশের ইচ্ছুক হইলে বেদের পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়া পরে গুরুকে দক্ষিণা দিয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে স্নান করিবেন। তৎপরে দ্বিজোত্তম তাঁহার ইচ্ছানুসারে হয় গৃহস্থ হইবেন, অথবা বনচারী হইবেন, কিংবা পরিব্রাজক হইবেন ; ইচ্ছা হইলে এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে গমন করিবেন, আর আমাগত প্রাণ হইয়া অন্যথা আচরণ করিবেন না। যিনি গৃহস্থ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অনিন্দিতা আপনার সদৃশী ভার্য্যাকে বিবাহ করিবেন।"

বিষয়-বাসনা দগ্ধ করিয়া তবে বিষয়ভোগ, জিতেন্দ্রিয় হইয়া তবে স্ত্রীগ্রহণ। ছাগ-ছাগীর ন্যায় জীবনযাপন করিবার জন্য আর্য্য মহাত্মগণ গার্হস্থ্যাশ্রমের বিধি করেন নাই। মহাভারতের বনপর্ব্বে যখন পড়িল্লাম সাবিত্রীর পিতা

অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ।
কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

মহাভারত, বন—২৯২।৮

"অপত্য উৎপাদনের জন্য তীব্র নিয়ম অবলম্বন করিলেন, সময়মত নিয়মিতাহারী হইলেন, ব্রহ্মচারী হইলেন, জিতেন্দ্রিয় হইলেন"; তখনই বুঝিলাম, প্রকৃত গার্হস্থ্যাশ্রম কাহাকে বলে। সন্তানোৎপাদনে কি দায়িত্ব, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। অজিতেন্দ্রিয় অবস্থায় সেই গুরুতর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া কি সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া পড়ে। জিতেন্দ্রিয় না হইলে গৃহস্থ গৃহস্থই নয়। যে জিতেন্দ্রিয় নয়, তাহাতে আর পশুতে প্রভেদ কি?

আমরা যেন সর্ব্বদা কামদমনের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করি এবং বন্ধুবর্গকে পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইবার জন্য সর্ব্বদা অনুরোধ করি, পরস্পর সর্ব্বদা সহায় হই; অবশ্য কামকে পরাভূত করিয়া ভগবদ্ভক্তি দ্বারা জীবন ধন্য করিতে পারিব।

২। ক্রোধ

(১) ক্রোধ হইতে কি কি কুফল উৎপন্ন হয় এবং ক্রোধদমনে কি উপকার, তাহা পুনঃপুনঃ মনে আলোচনা করিয়া 'আমি কখনও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইব না', এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা কর্ত্তব্য।

ক্রোধ দ্বারা কোন কোন মনুষ্য ও কোন কোন জাতি কিরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিবে।

মহাভারতে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বলিতেছেন ঃ—

ক্রোধমূলো বিনাশো হি প্রজানামিহ দৃশ্যতে।
ক্রুদ্ধঃ পাপং নরঃ কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধো হন্যাদ্ গুরূনপি ॥
ক্রুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা শ্রেয়সোঽপ্যবমন্যতে।
বাচ্যাবাচ্যে হি কুপিতো ন প্রজানাতি কর্হিচিৎ।
নাকার্য্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যং বিদ্যতে তথা ॥
হিংস্যাৎ ক্রোধাদবধ্যাংস্তু বধ্যান্ সম্পূজয়েত চ।
আত্মানমপি চ ক্রুদ্ধঃ প্রেষয়েদ্ যমসাদনম্ ॥
ক্রুদ্ধো হি কার্য্যং সুশ্রোণি ন যথাবৎ প্রপশ্যতি।
ন কার্য্যং ন চ মর্য্যাদাং নরঃ ক্রুদ্ধোঽনুপশ্যতি ॥

মহাভারত, বন—২৫।৩-৬, ১৯

"ইহলোকে ক্রোধ জীবের বিনাশের মূল ; ক্রুদ্ধব্যক্তি পাপকার্য্য করে ; ক্রুদ্ধব্যক্তি গুরুকেও বধ করিয়া থাকে ; ক্রুদ্ধব্যক্তি কর্কশ বাক্য দ্বারা যাহা শ্রেয়ঃ, তাহার অবমাননা করে। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইলে লোকের আর বাচ্যাবাচ্য-জ্ঞান থাকে না ; ক্রুদ্ধব্যক্তি না করিতে পারে, এমন কর্ম্ম নাই ; না বলিতে পারে, এমন বাক্য নাই ; ক্রোধের উত্তেজনায় যাহারা অবধ্য, তাহাদিগকে বধ করে, আর যে বধ্য, তাহাকে পূজা করিয়া থাকে ; ক্রুদ্ধব্যক্তি আপনাকেও যমালয়ে প্রেরণ করে। ক্রোধান্ধ হইলে কোন্ কার্য্যের কি ফল, তাহা মনে উপস্থিত হয় না ;

উচিত কার্য্য কি, মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাহা ক্রুদ্ধব্যক্তি বুঝিতে পারে না।"

ক্রোধ মনুষ্যের পরম শত্রু। ক্রোধ মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষণ কাণ্ডগুলি পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মূলে ত ক্রোধই। ক্রোধ যে মনুষ্যকে পশুভাবাপন্ন করে, তাহা একবার ক্রোধের সময় ক্রুদ্ধব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানি তোমার নিকট বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়, যাহার মুখখানি সর্ব্বদা হাসিমাখা, যাহা তুমি দেবভাবে পরিপূর্ণ মনে কর, যাহা দেখিলেই তোমার প্রাণে আনন্দ ধরে না ; একবার ক্রোধের সময় তাহার সেই মুখখানির দিকে তাকাও, দেখিবে, স্বর্গের সে সুষমা আর নাই ; নরকাগ্নিতে বিকটরূপ ধারণ করিয়াছে ; চক্ষু আরক্ত, অধর কম্পিত, নাসিকা বিস্ফারিত, ঘন ঘন ত্রস্ত-শ্বাস বহিতেছে, সমস্ত মুখ কি এক কালিমার ছায়ায় ঢাকিয়া গিয়াছে, কি এক আসুরিকভাবে পূর্ণ হইয়াছে ; তখন তাহাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তাহার নিকটেও যাইতে ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্ত্তমধ্যে কুৎসিত করিতে ক্রোধের ন্যায় অন্য কোন রিপুই কৃতকার্য্য হয় না।

ক্রোধে যে-সমস্ত রোগের উৎপত্তি হয়, তাহা মনে করিতে গেলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রপারদর্শী স্বদেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—অপস্মার, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, নাসিকা, হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব, রক্তবমন প্রভৃতি রোগ অনেক সময়ে ক্রোধের অনুচর হইতে দেখা যায়। কোন কোন সময়ে ক্রোধের উত্তেজনায় মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। শুনিয়াছি, এই বাখরগঞ্জ জেলার কোন প্রসিদ্ধ গ্রামে দুইটি স্ত্রীলোক বিবাদ করিতেছিল। একটি অপরটিকে প্রহার করিবার জন্য তাড়াইয়া গিয়াছে, তাড়িত স্ত্রীলোকটি

একখানি ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া যে স্ত্রীলোকটি প্রহার করিতে গিয়াছিল, সে বারংবার দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎ পরে বসিয়া পড়িল, সমস্ত শরীর ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, ক্ষণেকের মধ্যে মূর্চ্ছা, তাহার কিছুকাল পরেই মৃত্যু। কি ভয়ানক! একজন ইউরোপীয় ডাক্তার বলিয়াছেন, "ক্ষিপ্ত কারাগারের রিপোর্টে জানা যায়, ক্রোধ উন্মাদের এক প্রধান কারণ। ক্রোধের উচ্ছ্বাসের পরে যে আহার করিতে ইচ্ছা হয় না, ক্ষুধা কমিয়া যায়, ইহা বোধ হয় অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। ক্রোধের আবেগের সময় রক্ত যেরূপ দ্রুতবেগে শরীরের নানাস্থানে সঞ্চালিত হয়, তাহা বিশেষ অপকারী। ক্রোধে মস্তিষ্কে আঘাত লাগে এবং মস্তিষ্কে বিশেষরূপে আঘাত লাগিলেই উন্মাদের সূচনা হয়। ক্রোধের ফলে পরিপাকশক্তিরও হ্রাস হয়।"

যে ব্যক্তি ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়, তাহার নিজের সম্বন্ধে কিরূপ ভীষণ কুফল উৎপন্ন হয়, তাহার আলোচনা করা গেল ; আর যাহার প্রতি পরুষ-বাক্য প্রভৃতি দ্বারা ক্রোধ করা হয়, তাহার মনে কিরূপ কষ্ট হয়, তাহা একবার চিন্তা করুন।

রোহতে সায়কৈর্বিদ্ধং বনং পরশুনা হতম্।
বাচা দুরুক্তং বীভৎসং ন সংরোহতি বাক্‌ক্ষতম্॥

মহাভারত, উদ্যোগ—৩৪।৭৮

"বাণবিদ্ধ কিংবা পরশুচ্ছিন্ন বৃক্ষ পুনরায় অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু দুর্ব্বাক্য দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যে ভীষণ হৃদয়-ক্ষত হয়, তাহা পুনর্ব্বার সংরূঢ় হয় না।"

ক্রোধ দুর্ব্বলতা-পরিচায়ক। যিনি তেজস্বী, তাঁহার মন কখনও ক্রোধ দ্বারা বিচলিত হয় না।

তেজস্বীতি যমাহুর্বৈ পণ্ডিতা দীর্ঘদর্শিনঃ।
ন ক্রোধোঽভ্যন্তরস্তস্য ভবতীতি বিনিশ্চিতম্ ॥

মহাভারত, বন—২৯।১৬

"দীর্ঘদর্শী পণ্ডিতগণ যাঁহাকে তেজস্বী বলিয়া থাকেন, তাঁহার অন্তরে নিশ্চয়ই কখনও ক্রোধ হয় না।"

যস্তু ক্রোধং সমুৎপন্নং প্রজ্ঞয়া প্রতিবাধতে।
তেজস্বিনং তং বিদ্বাংসো মন্যন্তে তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

মহাভারত, বন—২৯।১৭

"যিনি সমুৎপন্ন ক্রোধকে প্রজ্ঞা দ্বারা বশীভূত করেন, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ তাঁহাকে তেজস্বী বলিয়া মনে করেন।"

ক্রোধের কুফল এবং ক্রোধজয়ের মহত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে যিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করিবেন, 'আমি কখন ক্রোধের বশবর্ত্তী হইব না' এবং বারংবার এই প্রতিজ্ঞাটি মনের ভিতরে আন্দোলন করিবেন, যখনই কোন ক্রোধের অবকাশ উপস্থিত হইবে, তখনই তাঁহার মনে এই প্রতিজ্ঞা জাগরূক হইবে। যিনি 'আমি অমুক কার্য্য করিব না' পুনঃপুনঃ মনে এইরূপ আলোচনা করেন, সেই কার্য্যের সময় উপস্থিত হইলে প্রায়ই তাঁহার প্রতিজ্ঞা আপনা হইতেই উদিত হয় এবং সেই কার্য্য করিতে বাধা দেয়।

যে ব্যক্তি কিংবা যে বিষয় ক্রোধোদ্রেকের কারণ হয়, তাহা হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে। যাঁহার কোন ব্যক্তিকে দেখিলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়, তিনি সেই ব্যক্তির নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিবেন। যাঁহার কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে গেলে হৃদয়ে ক্রোধসঞ্চার হইবার সম্ভাবনা, তিনি সেই বিষয়ের কোনরূপ সংস্পর্শে

যাইবেন না। যখন মন প্রশান্ত হইবে, ক্রোধ পরাস্ত হইয়া যাইবে, তাহার পরে আর সেই ব্যক্তি কি সেই বিষয়ের নিকটে যাইতে কোন বাধা থাকিবে না। যে পর্য্যন্ত তাহা না হইবে, সেই পর্য্যন্ত দূরে থাকা বিধেয়।

(২) ক্রোধদমন করিতে হইলে প্রথমে যাহাতে ক্রোধ স্থায়ী না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ক্রোধ স্থায়ী হইতে না পারিলে ক্রমে কমিয়া যায়।

বাইবেলে একটি অতি সুন্দর কথা আছে—"Let not the sun go down upon your wrath *—তোমার ক্রোধ থাকিতে সূর্য্যকে অস্ত যাইতে দিও না"—এই মহাবাক্যটি বড়ই উপকারী। একটি গল্প আছে—দুইজন ইংরেজের মধ্যে কি কারণে বিবাদ হইয়াছিল, দুইয়েরই ভয়ানক ক্রোধ হইয়াছিল; অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় দুইজন দুই দিকে চলিয়া গেলেন। পরে যখন সন্ধ্যার সময় উপস্থিত, সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ, তখন একজন অপরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। যেমন দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিলেন, অমনি প্রথম ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়া উঠিলেন— "ভাই, সূর্য্য ত অস্ত যায়, আর কতক্ষণ?" তখন উভয়ে পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন; ক্রোধ কোথায় চলিয়া গেল। ইহা অপেক্ষা আর মধুর দৃশ্য কি হইতে পারে? দেখুন ঐ মহাবাক্যটি উভয়ের প্রাণে কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল। এইরূপ কোন কোন মহাবাক্য সর্ব্বদা মনে রাখিলে সময়ে সময়ে বড়ই উপকার হয়।

যীশুখ্রীষ্টের একটি উপদেশ আছে, "যদি তুমি তোমার নৈবেদ্য নিবেদন করিবার জন্য বেদীর নিকটে আনিয়া থাক এবং সেই সময়ে

* Ephesians, Ch. 4, Verse 26.

তোমার মনে পড়ে, কোন ভ্রাতা তোমার প্রতি কোন কারণে বিরক্ত হইয়াছেন, আগে যাও, তাঁহার সহিত মিলন করিয়া আইস, পরে তোমার নৈবেদ্য নিবেদন করিও *।" ইহা দ্বারা একব্যক্তির কি উপকার হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি :—

একস্থানে দুইটি যুবক বাস করিত। একটি স্কুলে পড়িত, অপরটি কোন কলেজের উচ্চশ্রেণীতে পাঠ করিত। একদিবস কোন কারণবশতঃ উভয়ের মধ্যে বিবাদ হয়। পরদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক কোনরূপে তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার স্কুলের ছাত্রটিকে কলেজের ছাত্রটির নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। সে বলিল, "আমি কোন অপরাধ করি নাই; যদি করিয়া থাকি, ক্ষমাপ্রার্থনা করি।" এই বলিয়া সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল। এই ছাত্রটি প্রায় প্রত্যেকদিন অপর যুবকটির বাড়ীতে আসিত; কিন্তু বিবাদ হওয়ার পর হইতে আর সে তাহার নিকট আসে না। ইহাতে অপরটির যারপরনাই কষ্ট হইতে লাগিল। সে যখনই উপাসনা করিতে বসিত, তখনই যীশুখ্রীষ্টের এই মহাবাক্যটি তাহার মনে হইত। সে ভাবিত, যতক্ষণ না সে অপর যুবকটির সহিত মিলন করিবে, ততক্ষণ ভগবান্ তাহার প্রার্থনা কি স্তবস্তুতি গ্রাহ্য করিবেন না। তিনি প্রেমময়, হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অপ্রেম থাকা পর্য্যন্ত ভগবানের নিকট উপস্থিত হইবার অধিকার নাই। ইহা ভাবিয়া সে অধীর হইয়া পড়িল। এদিকে তাহার জ্বর হইয়াছে, সুতরাং সে অপর যুবকটির নিকট উপস্থিত হইতে পারিল না। যেই জ্বরের উপশম হইল, অমনি সে ছুটিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"ভাই, আমাদিগের মধ্যে মিলন হওয়া প্রয়োজন, কেন এরূপ অপ্রেমের ভাবকে

* **Matthew, Ch. 5, Verses 23 and 24.**

স্থান দিব ?" অপর যুবকটি নিতান্ত বিরস-বদন হইয়া উত্তর করিল—"তাহা হইবে না। কাচ ভাঙ্গিলে আর কি তাহা যোড়া লাগে ?"

এই বাক্য শুনিয়া সে দিবস তাহাকে নিরস্ত হইয়া ফিরিতে হইল, বলিয়া আসিল, "আমি পুনরায় কাল উপস্থিত হইব ; প্রত্যেকদিন আসিব, যে পর্য্যন্ত না পুনরায় মিলন হয়।" তাহার পরদিন সে পুনরায় তাহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত; কিন্তু এ-দিবস আর তাহাকে বাড়ীতে পাইল না। পরদিন যে স্কুলে সেই ছাত্রটি পড়িত, সেই স্কুলে একটি সভা ছিল ; ছাত্রদিগের অনুরোধে অপর যুবকটি তথায় উপস্থিত হইল। একটি ছাত্র রচনা পাঠ করিল। তাহার পাঠ শেষ হইলে যেই সেই রচনা-সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ করা হইল, অমনি একটি ছাত্র দাঁড়াইয়া বলিল—"অদ্য আমরা এস্থলে রচনা শুনিতে কি তৎসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে উপস্থিত হই নাই ; আমাদিগের কোন বন্ধুর অনুরোধে সভায় উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার নাকি কি বক্তব্য আছে।" এই ছাত্রটির বাক্য শেষ হইবামাত্র পূর্ব্বোক্ত ছাত্রটি উঠিয়া বলিতে লাগিল—"ইঁহারা সকলে আমার অনুরোধে এস্থলে উপস্থিত। সেদিন হয়ত কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, আমি—বাবুর নিকট ক্ষমা চাহিয়াছি ; তাহা আমি চাহি নাই এবং চাহিবার কোন কারণও নাই।" এইরূপ বলিয়া তাহার প্রতি কতকগুলি কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে শাস্তি দিবেন ভাবিলেন ; কিন্তু সেই কলেজের ছাত্রটি তাঁহাকে বারংবার নিষেধ করায় আর তাহা পারিলেন না। আজ সে দৃঢ় হইয়া বসিয়াছে—মিলন করিবেই করিবে। মিলন না হইলে ভগবান্ তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন না, প্রেমের দেবতা অপ্রেম থাকিতে কোন কথা শুনিবেন না। প্রাণের মধ্যে এইরূপ ভাব উপস্থিত হইলে সে কি আর মিলন না করিয়া থাকিতে পারে ?

কোন কটূক্তিতেই আজ আর সে উত্তেজিত নহে, কিছুতেই তাহার মন বিচলিত হইতেছে না। যেমন স্কুলের ছাত্রটি বসিল, অমনি কলেজের ছাত্রটি উঠিয়া পুনরায় মিলন প্রার্থনা করিল। স্কুলের ছাত্রটি ঘন-ঘন শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল—"মিলন! মিলন হইতে পারে না।—Reconciliation! Reconciliation cannot take place." এই কথায় বিন্দুমাত্র সংক্ষোভিত না হইয়া কলেজের ছাত্রটি প্রেমের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিল ও তাহার নিকটে ক্ষমা চাহিতে লাগিল। তাহার প্রাণস্পর্শী কথাগুলি ক্রমেই সকলকে আকুল করিয়া তুলিল। বক্তা ও শ্রোতা প্রায় সকলেরই চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ। স্কুলের ছাত্রটি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া আপনার পুস্তকগুলি টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইল। তখন কলেজের ছাত্রটি আরও মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়া বারংবার "কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, চলিয়া যাইও না, আমার এই কয়েকটি কথা শুনিয়া যাও, আমাকে ক্ষমা কর, নির্দ্দয় হইও না"—এইরূপ করুণস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কত কি বলিতে লাগিল। সে মনে করিয়াছিল, স্কুলের ছাত্রটি বুঝি আর তাহার কথা শুনিতে চাহে না বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া সভা হইতে চলিল; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রেম সর্ব্বজয়ী, তাহার সেই মিলনের মিষ্টি কথাগুলি বন্ধুর প্রাণে লাগিয়াছে, আর সে থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া বক্তার নিকটে যাইয়া তাহার দু'খানি হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে "আমায় ক্ষমা করুন" বলিতে বলিতে অস্থির হইয়া পড়িল। সে দৃশ্য স্বর্গের দৃশ্য, তখন যে কি শোভা হইয়াছিল, তাহা কে বর্ণন করিবে? কলেজের ছাত্রটি তৎক্ষণাৎ স্কুল হইতে প্রস্থান করিল। সেই দিবস অপরাহ্নে স্কুলের ছাত্রটি আবার সেই পূর্ব্বের মত তাহার বাটীতে উপস্থিত। তখন কলেজের ছাত্রটি হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল—

"কাচ নাকি যোড়া লাগে না? মিলন নাকি হইতে পারে না?" দেখুন যীশুখ্রীষ্টের এই মহাবাক্য কতদূর এই ছাত্রটির প্রাণে কার্য্য করিয়াছিল।

(৩) যাহার প্রতি ক্রোধ হইয়াছে, ক্রোধের অবসান হওয়ামাত্র অমনি তাহার নিকট আত্মদোষ স্বীকার কিংবা তাহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আপনার প্রতি এমনি ধিক্কার আসে যে, আর ক্রোধ করিতে ইচ্ছা হয় না। ভৃত্যের প্রতি ক্রোধ করিলে তাহার নিকটেও আপনার দোষ স্বীকার করিতে হইবে। অনেকে ভৃত্যদিগকে মনুষ্যের মধ্যে গণনা করেন না; কিন্তু ভগবানের চ'ক্ষে প্রভুও যেমন মনুষ্য, ভৃত্যও তেমনই মনুষ্য। আজ যে ব্যক্তি তোমার চরণ ধোয়াইয়া অতি হীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে, হয়ত পরকালে তুমি সেই ব্যক্তিরই চরণ স্পর্শ করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে। অতএব পৃথিবীতে কাহাকেও ক্ষুদ্র মনে না করিয়া সকলের নিকটে আপনার দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া পুণ্যপথে অগ্রসর হইবে।

(৪) নিজের দোষস্মারক কোন কথা লিখিয়া সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিলে তদ্দ্বারা উপকার হয়। শুনিয়াছি, আমাদিগের এই বঙ্গদেশেরই কোন জেলার একটি প্রধান উকীল অত্যন্ত ক্রোধপরবশ ছিলেন। একদিন একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে অনেক কটূক্তি করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং এই অনুতাপের সময়ে আপনার গৃহের ভিতরে চারিদিকে কয়েকখণ্ড কাগজে 'আবার' এই কথাটি লিখিয়া রাখেন। ইহার পরে যখনই ক্রোধের উদয় হইত, তখন যেমন সেই 'আবারের' প্রতি দৃষ্টি পড়িত, অমনি লজ্জায় অবনত থাকিতেন।

যখনই ক্রোধের উদয় হইবে, তখনই আপনার দুর্ব্বলতা স্মরণ

করাইয়া দিবে, এইরূপ একটি লোক নিযুক্ত করিলে ক্রোধ হইতে অনেক সময়ে রক্ষা পাওয়া যায় এবং তাহার আধিপত্যের ক্রমে হ্রাস হয়। ক্রোধের সময়ে মানুষ আত্মহারা হয়; সেই সময়ে যদি কেহ আপনার দোষ মৃদুভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা বিকৃত মনের ভাব প্রকৃতিস্থ হইতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি এই কার্য্যে নিযুক্ত হন, তিনি রুক্ষস্বভাবের হইলে উপকার না হইয়া বরং অপকার ঘটিবে; ক্রোধের সময় যদি কেহ কর্কশভাবে কাহারও ক্রোধের দোষ দেখাইয়া দেয়, তাহাতে ক্রোধের উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকে।

ক্রোধের সময়ে সম্মুখে দর্পণ থাকিলে আপনার সেই সময়ের আসুরিক মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ে আঘাত লাগে এবং তদ্দ্বারা ক্রোধের নিবৃত্তি হইতে পারে।

(৫) ক্রোধের সময় চুপ করিয়া থাকা ক্রোধদমনের আর একটি উপায়। প্লেটো এই উপায় অবলম্বন করিয়া ক্রোধ দমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ক্রোধের উদ্রেক হইলে তিনি নীরব থাকিতেন; পরে ক্রোধ তিরোহিত হইলে যাহার প্রতি যেরূপ শাস্তি বিধান করা কর্ত্তব্য, করিতেন। একদিবস প্লেটো ক্রোধান্বিত হইয়া নীরবে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার একটি বন্ধু তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্লেটো, কি করিতেছ?" প্লেটো বলিলেন—"আমি একটি ক্রুদ্ধব্যক্তিকে শাসন করিতেছি।" কোন ব্যক্তিকে কোনরূপ শাস্তি দিতে হইলে ক্রোধের সময় শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; সে সময় কিছু করিতে গেলেই মাত্রা স্থির থাকে না; ক্রোধের আবেগ থামিয়া গেলে প্রশান্তহৃদয়ে দণ্ড-বিধান করা কর্ত্তব্য। ক্রোধের সময় স্থান-পরিবর্ত্তন উপকারী।

আমাদের দেশে একটি প্রচলিত উপদেশ আছে—ক্রোধের উদয় হইলে একশত পর্য্যন্ত গণিয়া পরে ক্রোধ প্রকাশ করিবে। এই উপদেশটিও ক্রোধদমনের সুন্দর উপায়। ১ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত গণিতে গেলে ইহার মধ্যেই ক্রোধের বেগ থামিয়া যাইবে। উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নাম জপ করিলেও এইরূপ ফল পাইবে। কোনওরূপে মনকে অন্যমনস্ক করিতে পারিলেই ক্রোধের উপশম হইবে।

(৬) উপেক্ষা ক্রোধের ভয়ানক শত্রু। যিনি উপেক্ষা সাধন করিয়াছেন, তাঁহার প্রাণে ক্রোধের তরঙ্গ উত্থিত হইতে পারে না। 'অমুক ব্যক্তি আমার নিন্দা করিয়াছে, অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহাতে আমার কি হইয়াছে? অমুক ব্যক্তি আমার অপমান করিয়াছে, তাহাতেই বা কি?'

সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি॥

মনু—২।১৬৩

"অবমানিত যে ব্যক্তি, সে সুখে শয়ন করে, সুখে জাগরিত হয়, সুখে বিচরণ করে; আর যে অপমান করে, সে নাশপ্রাপ্ত হয়।" যে অন্যায় করিয়াছে, সে তাহার ফলভোগী হইবে। অমুক ব্যক্তি অন্যায় করিয়াছে বলিয়াই আমি ভগবদ্বিধি-অনুসারে নিস্তরঙ্গ-হৃদয়ে যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহা করিব। এইরূপ চিন্তা করিলে মন স্থির হইয়া যায়, সুতরাং ক্রোধ পলায়ন করিতে অবসর পায় না।

(৭) কাম, লোভ, অহঙ্কার এবং পরদোষের আলোচনা যত কমাইতে পারিবে, ততই ক্রোধ কমিয়া যাইবে। কাম, লোভ, কি

অভিমানে আঘাত পড়িলে এবং পরদোষ দর্শন ও কীর্ত্তন করিলে ক্রোধের উদয় হয়।

লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি পরদোষৈরুদীর্য্যতে।
ক্ষময়া তিষ্ঠতে রাজন্ ক্ষময়া বিনিবর্ত্ততে॥

মহাভারত, শান্তি—১৬৩।৭

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—"লোভ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয় এবং পরদোষ দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়; ক্ষমা দ্বারা নিবদ্ধ ও নিবৃত্ত হইয়া থাকে।"

ক্ষমা, শান্তি ও দয়ার যত অধিক সাধন হইবে, ক্রোধের ততই হ্রাস হইবে। তত্ত্বজ্ঞানের যত বৃদ্ধি হইবে, ক্রোধ ততই লঘু হইয়া যাইবে। পরগুণকীর্ত্তনের বিমল আনন্দরস যত অনুভব করিতে পারিবেন, ক্রোধের বহ্নিশিখা ততই নির্ব্বাপিত হইবে।

পরাসূয়া ক্রোধলোভাবন্তরা প্রতিমুচ্যতে।
দয়য়া সর্ব্বভূতানাং নির্ব্বেদাদ্বিনিবর্ত্ততে।
অবদ্যদর্শনাদেতি তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ ধীমতাম্॥

মহাভারত, শান্তি—১৬৩।৯-১০

"ক্রোধ ও লোভের মধ্য হইতে অসূয়ার আবির্ভাব হয়। সর্ব্বভূতে দয়া দ্বারা তাহা নিরস্ত হয়। নীচ ও নিন্দনীয় কিছু দেখিলেও অসূয়া জন্মিয়া থাকে; তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অসূয়া নিবৃত্ত হয়।"

যাহা কিছু মন্দ, তাহা দু'দিনের মধ্যেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে; সৎ যাহা, তাহাই থাকিয়া যাইবে; ইহা মনে করিলে অসূয়াদি দূর হইয়া যায়।

প্রতিকর্ত্তুং ন শক্তা যে বলস্থায়াপকারিণে।
অসূয়া জায়তে তীব্রা কারুণ্যাদ্বিনিবর্ত্ততে॥

মহাভারত, শান্তি—১৬৩।১৯

"যাহারা বলশালী অপকারকের প্রতিকার করিতে সমর্থ হয় না, তাহাদিগের তীব্র অসূয়া জন্মিয়া থাকে, কারুণ্যের দ্বারা তাহা নিবৃত্ত হয়।" 'যে শত্রু ভগবদ্দত্ত বলের এইরূপ অপব্যবহার করিল, সে নিতান্তই কৃপাপাত্র'—এই চিন্তা করিলে অসূয়া চলিয়া যায়।

যাহা বলা হইল, ইহা দ্বারা কেহ যেন মনে না করেন যে, অন্যায়ের, কি অসত্যের, কি অপবিত্রতার কেহ প্রতিবাদ করিবেন না; তাহা নহে। ইহাদের প্রতিকার করিতে না পারিলেও প্রতিবাদ করিতে হইবে। যেখানে অন্যায়, কি অসত্য, কি অপবিত্রতার লেশমাত্র দেখিতে পাইবেন, সেইখানে তারস্বরে তাহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিবেন; যাহাতে তাহা বিলুপ্ত হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন; অসত্য, অন্যায় ও অপবিত্রতার বিরুদ্ধে পৃথিবী বিকম্পিত করিয়া ফেলিবেন; তবে সাবধান থাকিবেন, যেন কোন প্রকারে আপনার মনে বিকারের উদয় না হয়। প্রশান্তভাবে তরবারি লইয়া পাপের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবেন; শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, সেইভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে। কর্ত্তব্যানুরোধে ভগবদ্বিধির মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য আমরা অসত্য, অন্যায় ও অপবিত্রতার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু মনের ভিতরে ক্রোধের চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। যে ব্যক্তি এইরূপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হয়, সে অসুরের প্রজা, অসুরমর্দ্দিনীর প্রজা নহে; সে ভগবদ্বিরোধী।

জোসেফ্ ম্যাট্‌সিনি বলিয়াছেন—

"Whensoever you see corruption by your side

and do not strive against it, you betray your duty. যখনই তুমি তোমার পার্শ্বে কোনরূপ অপবিত্রতা দেখ এবং তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না কর, তখনই তুমি বিশ্বাসঘাতক হইয়া দাঁড়াও।" যে ব্যক্তি পাপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হয়, সে ভগবানের নিকটে বিশ্বাসঘাতক।

মহাভারতে কশ্যপ প্রহ্লাদকে বলিতেছেন—

বিদ্ধো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মেণ সভাং যত্রোপপদ্যতে।
ন চাস্য শল্যং কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ॥
অর্দ্ধং হরতি বৈ শ্রেষ্ঠঃ পাদো ভবতি কর্ত্তৃষু।
পাদশ্চৈব সভাসৎসু যে ন নিন্দন্তি নিন্দিতম্॥
অনেনা ভবতি শ্রেষ্ঠো মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ।
এনো গচ্ছতি কর্ত্তারং নিন্দার্হো যত্র নিন্দ্যতে॥

মহাভারত, সভাপর্ব্ব—৬৮।৭৭-৭৯

"অধর্ম্ম-কর্ত্তৃক শেলবিদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম সমাজের নিকটে প্রতিকারের প্রার্থনায় উপস্থিত হন—ভোলা তাঁতি একটি নরহত্যা করিল—অধর্ম্ম-কর্ত্তৃক ধর্ম্ম বিদ্ধ হইল, অমনি সমাজের নিকটে ধর্ম্ম শেলোদ্ধারের জন্য উপস্থিত—সমাজস্থ লোকমণ্ডলী জানিয়াও যদি সেই শেল উদ্ধার করিতে সচেষ্ট না হন, তাহা হইলে সেই পাপের অর্দ্ধেক সমাজের নেতা যিনি তিনি ভোগ করিবেন; চতুর্থাংশ সমাজের যাঁহারা সেই নিন্দিত বিষয়ে নিন্দা না করেন, তাঁহাদিগের ভাগে পড়িবে; অপর চতুর্থাংশ যে পাপ করিয়াছিল, তাহার স্কন্ধে বর্ত্তিবে। ভোলা ষোল আনা পাপ করিয়া মাত্র চতুর্থাংশের জন্য দায়ী হইল। যখন নিন্দার্হের

নিন্দা করা হইবে, অর্থাৎ ভোলার উপযুক্ত শাসনের চেষ্টা হইবে, তখন শ্রেষ্ঠ নিষ্পাপ হইবেন, সমাজস্থ লোকমণ্ডলীও মুক্ত হইবেন, সমস্ত পাপ—ষোল আনা—ভোলার স্কন্ধে পতিত হইবে।" সমাজের পাপ দূর করিবার জন্য আমরা যে এতদূর দায়ী, তাহা কি আমাদের জ্ঞান আছে?

(৮) ক্রোধদমনের জন্য কতকগুলি শারীরিক নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য। যে পদার্থগুলি আহার করিলে ক্রোধের পুষ্টি হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা বিধেয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ক্রোধ রজোগুণসমুদ্ভব। অতএব রাজস আহার বর্জ্জনীয়। যাঁহারা ক্রোধন-স্বভাব, তাঁহারা যাহাতে শরীর শীতল রাখিতে পারেন, যাহাতে পিত্তবৃদ্ধি না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। প্রতিদিন কয়েকবার পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত, হাতে কনুই পর্য্যন্ত ও কানের পার্শ্বে ও ঘাড়ে জল দিলে স্বভাবের উগ্রতা ক্রমে কমিয়া যাইবে। মুসলমানগণ নামাজের পূর্ব্বে যে এইরূপে ওজু করিয়া থাকেন, বোধ হয় মনকে প্রশান্ত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বে যে আট প্রকার ক্রোধজ দোষ বলা হইয়াছে, তাহা হইতে সর্ব্বদা আপনাকে রক্ষা করিবেন। ক্রোধদমন-সম্বন্ধে কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন—"ক্রোধ দূর করিলে চলিবে কেন? সংসারে যে ক্রোধের প্রয়োজন, ক্রোধ দমন করিলে সংসার কি প্রকারে চলিবে? সংসারে ক্রোধ অপেক্ষা মৃদুতা দ্বারা যে অধিক ফল লাভ হয়, তাহা বোধ হয় তাঁহারা জানেন না। কোন একটি বালককে মন্দপথ হইতে সুপথে আনিতে হইলে মৃদুতা যেরূপ কার্য্যকর হইবে, ক্রোধ তেমন কার্য্যকর হইবে না। শিক্ষকমাত্রেই এ-সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন। কঠোর শাসনে যদি কোন ফল হয়, মধুর শাসনে যে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ

অধিক ফল হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আবার কোন ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হইয়া তোমাকে আঘাত করিতে আসিলে তুমি যদি মৃদু হও, দেখিবে, তাহার ক্রোধ তোমার মৃদুতার সম্মুখে পরাস্ত হইয়া যাইবে।

মৃদুনা দারুণং হন্তি মৃদুনা হন্ত্যদারুণম্।
নাসাধ্যং মৃদুনা কিঞ্চিত্তস্মাত্তীব্রতরং মৃদু॥

মহাভারত, বন—২৮।৩১

"মৃদুতা দ্বারা কঠোর ও মৃদু উভয়কেই বশ করা যায়, মৃদুতার অসাধ্য কিছুই নাই ; অতএব মৃদুতা কঠোরতা অপেক্ষাও তীব্রতর।" সুতরাং মৃদুতাকেই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যখন দেখিতে পাও, মৃদুতা দ্বারা ফল হইল না, তখন 'সাধুদিগের ক্রোধ' প্রকাশ করিবে।

সাধোঃ প্রকোপিতস্যাপি মনো নায়াতি বিক্রিয়াম্।
ন হি তাপয়িতুং শক্যং সাগরাম্ভস্তৃণোল্কয়া॥

হিতোপদেশ, মিত্র—৮৭

"সাধুব্যক্তি প্রকোপিত হইলেও তাঁহার মন কখনও বিকৃত হয় না। সাগরের জল তৃণোল্কা দ্বারা কখনও উষ্ণ করা যায় না।" সাধুগণ যে ক্রোধের ভাব প্রদর্শন করেন, তাহা ক্রোধ নহে, বাহিরে অন্যায়ের শাসনের জন্য ক্রোধের ভানমাত্র ; তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মনে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় না।

প্রয়োজন হইলে সাধুদিগের ন্যায় অবিকৃতমনে ক্রোধ প্রকাশ করিতে পার। ফোঁস ফোঁস করিতে পার, কখনও দংশন করিবে না। এক দিবস দেবর্ষি নারদ বীণা বাজাইতে বাজাইতে বৈকুণ্ঠে চলিয়াছেন। পথে

এক সর্পের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সর্প তাঁহাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"দেবর্ষি, মোক্ষের পন্থা কি?" দেবর্ষি বলিলেন—"কাহাকেও দংশন করিও না, মোক্ষ পাইবে।" সর্প তাঁহার উপদেশ পাইয়া নিতান্ত প্রশান্তভাবে জীবন-যাপন করিতে আরম্ভ করিল। রাখাল-বালকগণ তাহার গায়ে ঢিল ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল, সে আর মস্তকোত্তোলন করে না। তাহাদিগের অত্যাচারে সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, তথাপি তাহাদিগের প্রতি বিন্দুমাত্র ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিল না। সর্প অতিকষ্টে কাল কাটাইতে লাগিল। ভেকেরা পর্য্যন্ত তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। দৈবাৎ নারদ-ঋষি পুনরায় একদিন সেই পথে চলিয়াছেন। সর্পকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"সর্প, কেমন আছ?" সর্প উত্তর করিল—"আর ঠাকুর, তোমার উপদেশ লইয়া আমার যাহা হইয়াছে, একবার শরীরের দিকে তাকাইয়া দেখ, রাখালবালকদিগের যন্ত্রণায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। ভেকেরা পর্য্যন্ত উপহাস করে। এভাবে কিরূপে জীবন কাটাইব? আমি ত মড়ার ন্যায় পড়িয়া আছি, আর ইহারা আমাকে কষ্ট দিবার জন্য যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছে, এখন কি করি?" নারদ বলিলেন—"কেন? আমি ত তোমাকে ফোঁস ফোঁস করিতে নিষেধ করি নাই, কেবল দংশন করিতেই নিষেধ করিয়াছি।" সেইদিন অবধি সর্প পুনরায় ফোঁস ফোঁস করিতে আরম্ভ করিল; ভয়ে সকল শত্রু দূর হইয়া গেল। পৃথিবীতে কোন কোন সময়ে এইরূপ ফোঁস ফোঁসের প্রয়োজন হইতে পারে, দংশনের প্রয়োজন হয় না।

আমরা যেন কখনও কাহাকেও দংশন না করি। ভগবানের কৃপায় যেন আমরা হৃদয় হইতে ক্রোধ দূর করিয়া দিতে সমর্থ হই।

৩। লোভ

(১) 'আমার লোভের বিষয়টা কি? লোভ চরিতার্থ করিলে তাহার সুখ থাকে কতক্ষণ? এবং লোভের পরিণাম কি? এইরূপ চিন্তা করিলেই লোভ কমিয়া যাইবে। ভোগের অস্থিরত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেই লোভ দূর হইবে।'

অজ্ঞানপ্রভবো লোভো ভূতানাং দৃশ্যতে সদা :
অস্থিরত্বঞ্চ ভোগানাং দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা নিবর্ত্ততে ॥

মহাভারত, শান্তি—১৬৩।২১

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—"লোভ অজ্ঞানপ্রসূত, ভোগের অস্থিরত্ব দেখিলেই, বুঝিলেই লোভ নিরস্ত হয়।"

সাধারণতঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা. জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির কোন সাক্ষাৎ ভোগ্যবস্তু, অথবা ধন, মান ও যশ লোভের বিষয় হইয়া থাকে। এই বিষয়গুলি যে নিতান্ত অস্থির ও অকিঞ্চিৎকর, যে কিঞ্চিৎকাল স্থিরভাবে চিন্তা করে, সে-ই বুঝিতে পারে। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলির ত কথাই নাই। যশ, মান, সম্ভ্রম প্রভৃতিই বা কি এবং ক'দিন স্থায়ী? ইহাদিগের অসারত্ব এবং অস্থায়িত্ব প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াই বুদ্ধদেব ছন্দককে বলিয়াছিলেন—

"অলং ছন্দক, অনিত্যাঃ খল্বেতে কামা অধ্রুবা অশাশ্বতা বিপরিণামধর্ম্মাণঃ প্রদ্রুতাশ্চপলা গিরিনদীবেগতুল্যাঃ ; অবশ্যায়বিন্দুবদ-চিরস্থায়িন উল্লাপনাঃ রিক্তমুষ্টিবদসারাঃ কদলিস্কন্ধবদ্দুর্ব্বলা আমভোজন-বদ্বেদনাত্মকঃ শরদভ্রনিভাঃ ক্ষণাভূত্বা ন ভবন্তি ; অচিরস্থায়িনো বিদ্যুত ইব নভসি সবিষভোজনমিব বিপরিণামদুঃখা মালুতালতেবাসুখদা অভিলিখিতা বালবুদ্ধিভিরুদকবুদ্বুদোপমাঃ ক্ষিপ্রং বিপরিণামধর্ম্মাণঃ ;

মায়ামরীচিসদৃশাঃ সংজ্ঞাবিপর্য্যাসমুত্থিতাঃ ; মায়াসদৃশাশ্চিত্তবিপর্য্যাস-বিধাপিতাঃ ; স্বপ্নসদৃশা দৃষ্টিবিপর্য্যাসপরিগ্রহযোগেনাতৃপ্তিকরাঃ ; সাগর ইব দুষ্পূরাঃ লবণোদক ইব তৃষাকরাঃ ; সর্পশিরোবদ্দুঃস্পর্শনীয়া মহাপ্রপাতবৎ পরিবর্জ্জিতাঃ পণ্ডিতৈঃ ; সভয়াঃ সরণাঃ সাদিনবাঃ সদোষা ইতি জ্ঞাত্বা বিবর্জ্জিতাঃ প্রাজ্ঞৈঃ বিগর্হিতাঃ বিদ্বদ্ভিঃ জুগুপ্সিতা আর্য্যৈঃ বিবর্জ্জিতা বুধৈঃ পরিগৃহীতা অবুধৈঃ নিষেবিতাঃ বালৈঃ ॥

বিবর্জ্জিতাঃ সর্পশিরাঃ যথা বুধৈর্বিগর্হিতা মীঢ়ঘটো যথাহশুচিঃ।
বিনাশকাঃ সর্ব্বসুখস্য ছন্দক জ্ঞাত্বা হি কামান্ন মি জায়তে রতিঃ ॥

ললিতবিস্তর, অভিনিষ্ক্রমণ—১৫ অঃ

"হে ছন্দক, এই যে ভোগ্য-বিষয়গুলি ইহারা সমস্তই অধ্রুব, অনিত্য। ইহাদিগের পরিণতি নিতান্তই দুঃখজনক ; ইহারা ক্ষণস্থায়ী ; চপল ; গিরিনদীর ন্যায় বেগে ছুটিয়া যাইতেছে ; শিশিরবিন্দুর ন্যায় অচিরস্থায়ী ; গভীর শোকের উৎপাদয়িতা। একজন হস্তের ভিতরে কিছু না লইয়া মুষ্টিবদ্ধ করিয়াছে, দেখিলে বোধ হয়, যেন মুষ্টির ভিতরে কি পদার্থই না আছে ; কিন্তু মুষ্টি খুলিলেই দেখি, আহা ! সব ফাঁকি, তেমনি ফাঁকি ; কদলীবৃক্ষের স্কন্ধের ন্যায় দুর্ব্বল ; কাঁচা-দ্রব্য-আহারের ন্যায় বেদনাদায়ক ; শরৎকালের মেঘের ন্যায় এই আছে, এই নাই ; আকাশে বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল ; সবিষভোজনের ন্যায় দুঃখই ইহাদিগের পরিণতি ; মালুতলতার ন্যায় অসুখদা ; বালকের অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় অসার ; জলবুদ্‌বুদোপম অতি অল্পসময়ের মধ্যেই নাশপ্রাপ্ত হয় ; মায়ামরীচিসদৃশ জ্ঞানের বিপর্য্যয় হইতে উৎপন্ন হয় ; মায়াসদৃশ চিত্তবিভ্রম উদ্দীপ্ত করিয়া দেয় ; স্বপ্নসদৃশ জ্ঞানচক্ষুর বিপর্য্যয়হেতু ভোগে অতৃপ্তিকর, তথাপি লোকে ইহাদিগের অনুসরণ করিয়া থাকে ; ইহারা সাগরের ন্যায়

দুষ্পূরণীয় ; লবণাম্বুর ন্যায় তৃষ্ণাবর্দ্ধক,—যত ভোগ করিবে, ততই লালসার বৃদ্ধি হইবে ; সর্পশিরের ন্যায় দুস্পর্শনীয় ; ভীষণ জল-প্রপাতের ন্যায় পণ্ডিতগণ-কর্তৃক পরিবর্জ্জিত ; ভয়, বিষাদ, অভিমান ও দোষপরিপূর্ণ বলিয়া প্রাজ্ঞগণ-কর্তৃক বিবর্জ্জিত ; বিদ্বান্‌গণ-কর্তৃক বিগর্হিত ; আর্য্যগণ-কর্তৃক জুগুপ্সিত ; বুধগণ-কর্তৃক পরিত্যক্ত ; মূর্খগণ-কর্তৃক পরিগৃহীত ; বালবুদ্ধি ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিসেবিত।

সর্পমস্তকের ন্যায় বুধগণ-কর্তৃক বিবর্জ্জিত, অপবিত্র মূত্রভাণ্ডের ন্যায় বিগর্হিত। হে ছন্দক, সর্ব্বসুখের বিনাশক জানিয়া কামের বিষয়গুলিতে আমার রতি জন্মে না।”

বুদ্ধদেব যে বিষয়গুলিকে এইরূপ জঘন্য ও সর্ব্বনাশক বলিয়া বর্ণন করিলেন, তাহাদিগকে সম্ভোগ করিলেই বা তাহার সুখ থাকে কতক্ষণ ? মহাকবি ভারবি বলিয়াছেন—

শ্বস্ত্বয়া সুখসংবিত্তিঃ স্মরণীয়াধুনাতনী।
ইতি স্বপ্নোপমান্ মত্বা কামান্মা গাস্তদঙ্গতাম্॥

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্—১১।৩৪

“আজ যে সুখ অনুভব করিতেছ, কাল আর তাহার অনুভূতি কোথায় ? মাত্র স্মরণটুকু অবশিষ্ট থাকিবে। ইহা দেখিয়া কামের বিষয়গুলিকে স্বপ্নবৎ জানিয়া কখনও তাহাদিগের অধীন হইবে না।”

আর সেই যে ক্ষণস্থায়ী সুখ, ইহাই বা কি প্রকারের সুখ ! আপাতমধুর হইলেও পরিণামে যে এ সুখ বিষময়।

লোভের বিষয়গুলি-সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—“সবিষভোজনমিব বিপরিণামদুঃখাঃ—সবিষভোজনের ন্যায় দুঃখই ইহাদিগের পরিণতি।”

শ্রদ্ধেয়া বিপ্রলব্ধারঃ প্রিয়া বিপ্রিয়কারিণঃ।
সুদুস্ত্যজাস্ত্যজন্তোঽপি কামাঃ কষ্টা হি শত্রবঃ॥

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্—১১।৩৫

"কামের বিষয়গুলি আপাততঃ তাহাদিগের প্রলোভনে বিশ্বাস জন্মায় বটে, কিন্তু অবশেষে নিতান্ত প্রতারণা করিয়া থাকে; আপাততঃ প্রীতি উৎপাদন করে বটে, কিন্তু পরিণামে নিতান্ত অনিষ্টকারক হইয়া দাঁড়ায়; এগুলি ছাড়িতেছে ছাড়িতেছে মনে করিলেও যেন কিছুতেই ছাড়ান যায় না; ইহারা ঘোর শত্রু।"

আমাদিগের দেশে কথায় বলে 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' একটু চিন্তা করিলেই ইহা যে কি গভীর সত্য, তাহা প্রতীয়মান হইবে।

লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে।
লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্য কারণম্॥

হিতোপদেশ।

"লোভ হইতে ক্রোধের উদয় হয়, লোভ হইতে কাম জন্মে, লোভ হইতে মোহ ও বিনাশ উপস্থিত হয়, লোভই পাপের কারণ।" লোভ চরিতার্থ করিতে কোন ব্যাঘাত হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়; লোভ হইলেই যে বিষয়ে লোভ হইয়াছে, তাহার প্রতি মনের প্রবল টান হয়; সেই টানে মানুষকে একেবারে মোহান্ধ করিয়া ফেলে। কি প্রকারে সেই বিষয় আয়ত্ত করিব, ইহা ভাবিতে ভাবিতে আর সদসৎ-জ্ঞান থাকে না; তাহা না থাকিলেই নাশের কারণ উপস্থিত হয়।

ধনলোভ, মানলোভ, কি যশোলোভ মানুষকে এমনই আত্মহারা করিয়া ফেলে যে, তাহাতে তাহার বুদ্ধি বিচলিত হয় এবং সে নানা অসদুপায় অবলম্বন করিয়া তাহার লোভ পরিতৃপ্ত করিবার জন্য চেষ্টিত হয়।

লোভঃ প্রজ্ঞানমাহন্তি প্রজ্ঞা হন্তি হতা হ্রিয়ম্।
হ্রীর্হতা বাধতে ধর্ম্মং ধর্ম্মো হন্তি হতঃ শ্রিয়ম্॥

মহাভারত, উদ্যোগ-পর্ব্ব।

"লোভ প্রজ্ঞাকে নষ্ট করে, প্রজ্ঞা নষ্ট হইলে হ্রী (লজ্জা) নষ্ট হয়, হ্রী নষ্ট হইলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, ধর্ম্ম নষ্ট হইলে শ্রী—যাহা কিছু শুভ—সমস্তই নষ্ট হয়।"

লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাম্।
তৃষ্ণার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥

হিতোপদেশ, মিত্রলাভ—৬

"লোভের দ্বারা বুদ্ধি বিচলিত হয়, লোভে তৃষ্ণা জন্মে, তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই দুঃখ প্রাপ্ত হয়।"

যদি বুঝিতাম, আমার লোভের বিষয় হস্তগত হইলেই লোভের নিবৃত্তি হইবে, তাহা হইলেও না হয় লোভকে চরিতার্থ করিতে উদ্যোগী হইতাম। এ যে দেখিতে পাই—প্রত্যেকের জীবনেই দেখিতে পাই—যতই ভোগ দ্বারা লোভ দূর করিতে চাই, ততই লোভাগ্নিকে ইন্ধন দেওয়া হয়। রাজা যযাতি বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া মনে করিলেন, পুনরায় যৌবন আনিতে পারিলে ভোগ দ্বারা লোভের নিবৃত্তি করিতে পারিবেন। তাই তিনি তাঁহার পুত্রদিগের নিকটে যৌবন প্রার্থনা করিলেন।

পুরু তাঁহার যৌবন অর্পণ করিলেন। সেই যৌবন লইয়া তিনি একদিন নয়, দুইদিন নয়, সহস্র বৎসর নানাবিষয়ে নানাপ্রকারে লোভ চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেখিলেন, এ লোভের শেষ নাই। সহস্রবৎসরান্তে পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—

যথাকামং যথোৎসাহং যথাকালমরিন্দম।
সেবিতা বিষয়াঃ পুত্র! যৌবনেন ময়া তব ॥
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্মাত্তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ ॥
যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্ ॥
পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ।
তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা মমৈতেষ্বভিজায়তে ॥
তস্মাদেনামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যাধায় মানসম্।
নির্দ্বন্দ্বো নির্ম্মমো ভূত্বা চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ ॥

মহাভারত, আদি—৮৫।১১-১৬

"হে অরিন্দম পুত্র, যখন মনে যেরূপ অভিরুচি হইয়াছে, কিংবা যেরূপ উৎসাহ হইয়াছে, যে সময়ে যেরূপ বিষয় ভোগ করা যাইতে পারে, তোমার যৌবন লইয়া সেইরূপ বিষয়ই ভোগ করিয়াছি। কামভোগ দ্বারা কখনও কামের নিবৃত্তি হয় না, বরং অগ্নি যেমন ঘৃতাহুতি

পাইলে আরও প্রজ্বলিত হয়, কামও সেইরূপ ভোগ দ্বারা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীতে যত ধান্য, যব, সুবর্ণ, পশু ও স্ত্রী আছে, তাহা সমস্ত একত্র করিলেও মাত্র একটি ব্যক্তিরও তৃষ্ণা মিটে না, অতএব তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিবে। দুর্ম্মতিগণ যাহা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, শরীর সম্পূর্ণ জীর্ণ হইয়া গেলেও যাহা কখনও জীর্ণ হয় না, সে যে প্রাণান্তিক মহারোগ-তৃষ্ণা; তাহাকে যিনি ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সুখী। আজ পূর্ণ সহস্র বৎসর বিষয়াসক্তচিত্ত হইয়া রহিয়াছি, তথাপি দিন-দিন এই লোভের বিষয়গুলিতে তৃষ্ণা জন্মিতেছে। সুতরাং আমি এই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মেতে মন স্থির রাখিয়া, সুখদুঃখের অতীত ও মমতারহিত হইয়া মৃগদিগের সহিত বিচরণ করিব।"

তৃষ্ণার ন্যায় এমন রোগ আর নাই। যাহার ক্রমাগত লোভের বৃদ্ধি, তাহার মনে শান্তি কোথায়? লোভশূন্য হইয়া বিষয় ভোগ করিলে তবে শান্তি; নতুবা শান্তির আশা নাই।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২।৭০

"যেমন চারিদিকের নদ-নদী হইতে ক্রমাগত জল আসিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে, অথচ তাহাতে সমুদ্রের বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস নাই, সেইরূপ যিনি কামনার বিষয় উপভোগ করিতেছেন, অথচ বিন্দুমাত্র কাম দ্বারা বিচলিত হইতেছেন না, তিনিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন; ভোগ-কামশীল ব্যক্তি কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না।"

(২) যেদিকে লোভের উৎপত্তি হইবে, সেইদিক্ হইতেই মনকে দূরে লইয়া যাইবে।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৬।২৬

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"যেদিকে চঞ্চল ও অস্থির মন ধাবিত হইবে, সেইদিক্ হইতে ইহাকে সংযত করিয়া স্বীয় বশে আনয়ন করিবে।" ইহা অপেক্ষা আর লোভদমনের উৎকৃষ্টতর উপায় নাই। যখনই কোন একটি বৈষয়িক পদার্থের জন্য মন বিশেষ চঞ্চল হইবে, তখনই তদভিমুখে তাহাকে ধাবিত হইতে না দিলে, তাহার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ না করিলে লোভ অনেক কমিয়া যায়। কোন খাদ্যদ্রব্য, কি কোন পরিধেয় বস্ত্র, কি অন্য কোন পদার্থ, যাহা পাইবার জন্য মন বিশেষভাবে ব্যাকুল হয়, তাহা আহরণ করিবে না; তাহা হইলেই লোভ পরাস্ত হইয়া যাইবে। কোন দ্রব্য সাধারণ নিয়মে রাখিতে হয়, তাই রাখি; কি কোন পরিধেয় বস্ত্র ভদ্রসমাজে পরিতে হয় বলিয়া পরি, এইরূপ ভাবে কোন দ্রব্য উপভোগ করায় দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা কম; কিন্তু কোন দ্রব্য দেখিয়া তাহা রাখিতে, কি কোন ফ্যাসানের বস্ত্র পরিতে মন বিচলিত হইয়াছে জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ মনকে শাসন করা প্রয়োজন। আজ আমার বাজী দেখিবার বড় সাধ হইয়াছে, তবে কখনই দেখিব না; আজ আমার কোন সুমিষ্ট দ্রব্য আহার করিতে সাধ হইয়াছে, তবে আজ কখনই তাহা আহার করিব না। যশ,

মান প্রভৃতির সম্বন্ধেও যখন হৃদয়ে কোন প্রকারের কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইবে, কখনও সেই কণ্ডূয়নকে প্রশ্রয় দিবে না।

যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে উপদেশ দিতেছেন—

মনাগভ্যুদিতৈবেচ্ছা ছেত্তব্যানর্থকারিণী।
অসংবেদনশস্ত্রেণ বিষস্যেবাঙ্কুরাবলী॥

যোগবাশিষ্ঠ, নির্ব্বাণ, পূর্ব্বার্দ্ধ—১২৬।৮৮

"বিন্দুমাত্র অনর্থকারিণী ইচ্ছা মনে উদিত হইলে অমনি যেমন বিষবৃক্ষের অঙ্কুর উৎপন্ন হওয়া মাত্র ছেদন করা কর্ত্তব্য, তেমনই ভাবে অননুভূতিরূপ অস্ত্র দ্বারা উহাকে ছেদন করিবে।" অর্থাৎ সেই ইচ্ছাকে সম্পন্ন করিতে না দিয়া বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে।

তাং প্রত্যাহারবড়িশেনেচ্ছামৎসীং নিযচ্ছত।

যোগবাশিষ্ঠ, নির্ব্বাণ, পূর্ব্বার্দ্ধ—১২৬।৯০

"প্রত্যাহার বড়িশের দ্বারা সেই ইচ্ছা-মৎসীকে দমন করিবে।"

যখন যেদিকে ইচ্ছা ধাবিত হইবে, সেইদিক্ হইতে তাহাকে টানিয়া ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

যাহাতে আকৃষ্ট হইবে, তাহা হইতে যত দূরে থাকিতে পার, ততই ভাল। যাহা হস্তগত হয় নাই, তাহা অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিবে না, আর যাহা হস্তগত হইয়াছে, তাহার আকর্ষণ অনুভব করিলেই তাহা হইতে দূরে থাকিতে যত্নবান্ হইবে। প্রলোভনের বিষয় হইতে যত দূরে থাকিতে পারিবে, ততই উপকার। এক কৃপণ প্রত্যেকদিন তিন-চারিবার তাহার মৃত্তিকাপ্রোথিত ধনরাশি দেখিত, আর আনন্দে উল্লম্ফন করিত। এমনি তাহাতে আকৃষ্ট

হইয়াছিল যে, যেদিন কোন কারণবশতঃ তাহা দেখিবার অবকাশ হইত না, সেইদিন ছট্‌ফট্‌ করিত। বাসনানলে আহুতি দিবার জন্য সে কত যে মন্দ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা ছিল না। কোন সময়ে নিতান্ত প্রয়োজনে তাহার অন্যত্র যাইতে হইয়াছিল। বন্ধুগণ ইতিমধ্যে তাহার সমস্ত ধনভাণ্ডার অপসারিত করিল। কৃপণ বাড়ী আসিয়া দেখে, একটি কপর্দ্দকও নাই। তখন তাহার মনের ভাব যে কি হইয়াছিল, সহজেই বুঝিতে পারেন। শিরে করাঘাত করিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। বন্ধুগণ এই সময়ে আসিয়া তাহার গৃহসামগ্রী যাহা কিছু ছিল, সমস্তই বলপূর্ব্বক লইয়া গেল। অবশেষে তাহার পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইল। কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ কৃপণের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। 'যাহা গিয়াছে, ভালই হইয়াছে, ধনভাণ্ডার ও অপরাপর বস্তুগুলি যদি আমার হইত, তবে আমার থাকিত। আমার কি? আমার যাহা, তাহা ত আমার সঙ্গে চিরকাল থাকিবে। আমার মৃত্যুসময়ে ত কিছুতেই আমার ধনরাশি এবং গৃহসজ্জা আমার সঙ্গে যাইবে না। লোভ-প্রলুব্ধ হইয়া প্রাণ এই বিষয়গুলিতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; মৃত্যুসময়ে এত ভালবাসার পদার্থ কিছুই সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না বলিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে এবং ইহাদিগের মোহে মজিয়া নিত্যধন—যাহা চিরদিনের সঙ্গী, তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। হায়, হায়! আমার কি হইবে? আমার কি হইবে?' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার হৃদয় বৈরাগ্যালোকে আলোকিত হইয়া গেল। আর তাহাকে পায় কে! সেইদিন হইতে সে সমস্ত বন্ধন কাটিয়া প্রফুল্লচিত্তে বৈরাগ্যের ঘোষণা করিতে লাগিল। বন্ধুগণ তাঁহাকে তাহার আদরের ধন ও অন্যান্য

পদার্থগুলি প্রত্যর্পণ করিতে লাগিল, সে আর তাহা গ্রহণ করিল না। বন্ধুগণ প্রলোভনের বিষয়গুলি তাহার নিকট হইতে অন্তর করিয়াছিল বলিয়া তাহার এই উপকার হইল, নতুবা লালসাবর্ত্তে সে যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল, আর তাহার উঠিবার শক্তি থাকিত না।

লোভের বিষয় হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে। তাই বলিয়া যে সংসারে কার্য্য করিবে না, তাহা নহে। সংসারে থাকিতে হইলে অনেক সময়ে কর্ত্তব্যানুরোধে এমন কার্য্য করিতে হয়, যাহার সঙ্গে-সঙ্গে ধন, মান, কি যশের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিংবা অন্য ভোগের বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হয়। জগৎকর্ত্তার আদেশে কর্ত্তব্য করিতেই হইবে। 'আমি তাঁহার দাস, তাঁহার কার্য্য করিব ; যশ চাই না, মান চাই না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন চাই না ; তবে যশ হইলে, মান হইলে, কি অতিরিক্ত ধনাগম হইলে আমি কি করিব ? হে ভগবান্, আমি যেন স্ফীত না হই, আবদ্ধ না হই, আমার হৃদয়ে যেন কোন বিকার উপস্থিত না হয়।' এইরূপ ভাব মনে রাখিয়া লোভের বিষয়-সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া নিজের উন্নতি ও পরিবারের উন্নতি এবং পৃথিবীর উন্নতি সাধন করিতে যত্নবান্ হইবে।

(৩) পৃথিবীতে আমরা কতকগুলি কল্পিত অভাবের সৃষ্টি করিয়া লোভের আয়তন এত বর্দ্ধিত করিয়াছি। একবার স্থিরভাবে যদি চিন্তা করি 'আমার কি না হইলে চলে না ? আমার কি কি বিষয়ের বাস্তবিকই প্রয়োজন আছে ?' তাহা হইলেই দেখিতে পাই, কত অল্প বিষয়ের প্রকৃত প্রয়োজন। চারিদিকে লোভের জাল আমরা যেরূপভাবে ফাঁদিয়া বসি, তাহাতে আমাদিগের অভাব কত কম, একবার মনে ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। তোমার কি ভাই চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ সুস্বাদ খাদ্য না হইলে চলে না ? ঐ যে কৃষক, সে ত তোমা অপেক্ষা

বলশালী কম নহে। তোমার কি ভাই দুগ্ধফেননিভ শয্যা ও নেটের মশারি না হইলে নিদ্রা হয় না? ঐ যে ফকির, তোমার অপেক্ষা উহার হৃদয়ে শান্তি ত অধিক দেখিতে পাই, ঐ ব্যক্তি ত বৃক্ষমূলে মৃত্তিকা-শয্যায় তোমা অপেক্ষা সহস্রগুণ সুখে নিদ্রা যাইতেছে। তোমার দ্বিতল ত্রিতল গৃহ না হইলে উপযুক্ত বাসস্থান হয় না; কত গৃহস্থ যে দেখিলাম, যাঁহাদিগের চরণধূলি গ্রহণ করিবার তুমি যোগ্য নও, তাঁহারা সামান্য পর্ণকুটীরে স্বর্গের হাসিতে কুটীর আলোকিত করিয়া পরম আনন্দে গান করিতেছেন। হয়ত বলিবে—"আমি বড়লোক, আমার অভ্যাস এই; আমি কি প্রকারে এই অভ্যাস ছাড়িব?" হে অভাবের দাস, ভর্ত্তৃহরি তোমা অপেক্ষা রাজসুখ কি কম ভোগ করিয়াছিলেন? তিনি কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর—

ভূঃ পর্য্যঙ্কো নিজভুজলতা কন্দুকং খং বিতানম্
দীপশ্চন্দ্রো বিরতিবনিতালব্ধসঙ্গপ্রমোদঃ।
দিক্কান্তাভিঃ পবনচমরৈর্বীজ্যমানঃ সমন্তাৎ
ভিক্ষুঃ শেতে নৃপ ইব ভুবি ত্যক্তসর্ব্বস্পৃহোঽপি ॥

বৈরাগ্যশতকম্—৮৫

দেখ, "ভিক্ষু সমস্ত স্পৃহা ত্যাগ করিয়া রাজার ন্যায় শয়ন করিয়াছেন—মৃত্তিকা তাঁহার পর্য্যঙ্কের কার্য্য করিতেছে, নিজের হস্ত উপাধান হইয়াছে, আকাশ চন্দ্রাতপের ন্যায় মস্তকোপরি বিস্তৃত রহিয়াছে, চন্দ্র প্রদীপের ন্যায় আলোক প্রদান করিতেছে, সংসারে অনাসক্তি বনিতার ন্যায় তাঁহার সঙ্গিনী হইয়াছে, পবনরূপ চামরের দ্বারা দশদিক্ তাঁহার শরীরে ব্যজন করিতেছে।"

এই ব্যক্তি ত মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া রাজার ন্যায় সুখভোগ করিতেছে, আর তুমি কেন 'এ বস্তুটি না হইলে চলে না, ঐ বস্তুটি না হইলে বাঁচি কই?' এইরূপ প্রলাপ বকিতে বকিতে উন্মাদের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছ? মহাজনগণ বলিবেন—

স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ ॥

হিতোপদেশ।

"বনজাত শাক প্রভৃতির দ্বারাই যখন ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তখন এই দগ্ধ (পোড়া) উদরের জন্য কে মহাপাতক করিবে?"

আর তোমার ছাগ, মেষ প্রভৃতি বধ না করিলে আহারের ব্যবস্থা হয় না। তোমার কি বনজাত শাক, ফলমূল, নিরামিষ আহার করিয়া উদর পূর্ণ হয় না? তাহা অবশ্যই হয়; তবে কি না তুমি কতকগুলি কল্পিত অভাব সৃষ্টি করিয়া 'ইহা না হইলে হইবে না, উহা না হইলে হইবে না', এইরূপ চীৎকার করিতেছ। মাত্র বিলাস-লিপ্সাটি ত্যাগ করিয়া অনায়াসলভ্য স্বাস্থ্যজনক খাদ্য আহার, স্বাস্থ্যকর শয্যায় শয়ন, স্বাস্থ্যপূর্ণ গৃহে বসতি করিলে দেখিবে, লোভ কত সঙ্কুচিত হইবে। মন, প্রাণ, শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য, কি সংসারের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য আমাদিগের যে-যে বিষয়ের প্রয়োজন, তাহা অতি সামান্য, তাহা সংগ্রহ করিতে লোভ বিশেষ প্রশ্রয় পায় না।

তোমার কল্পিত অভাব তোমার সর্ব্বনাশের মূল। যে বিষয়গুলির অভাব বোধ করিয়া তুমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছ, জিজ্ঞাসা করি, সেগুলিই তুমি ভোগ করিবে ক'দিন? প্রকৃতপক্ষে—

"Man wants but little here below
Nor wants that little long."

'Hermit'—Goldsmith

"এই মর্ত্ত্যভূমিতে মানুষের অভাব অতি কম এবং সেই অভাবও অধিক দিনের জন্য নহে।" এই সত্যটি মনে করিয়া 'এ চাই, ও চাই, তা চাই', এরূপ কেবল চাই-চাই করিও না। অতি অল্পতেই সন্তুষ্ট হইও।

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥

হিতোপদেশ, মিত্রলাভ—৬৩

"সন্তোষামৃততৃপ্ত শান্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের যে সুখ, ধনলুব্ধ এবং ইহা চাই, উহা চাই বলিয়া যাহারা ইতস্ততঃ ধাবিত, তাহাদিগের সে সুখ কোথায় ?"

৪। মোহ

সকল পাপের মূল মোহ ; মোহ এবং অজ্ঞান এক। মোহ যাহার নাম, অবিদ্যাও তাহার নাম। মোহ বলিতে অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি বুঝায়। ইহা দ্বারা নষ্টচিত্ত হইয়া যাহা অস্থায়ী, অধ্রুব, কষ্ট, তাপ ও শোকের উপাদান, তাহাকে স্থায়ী, ধ্রুব ও পরমানন্দের নিদান মনে করি এবং যাহা কখন আমার নয়, যাহার প্রতি আমার কিছুই অধিকার নাই, তাহাকে আমার, আমার বলিয়া তাহার অভাবে অস্থির হইয়া পড়ি। এ দেহ কি আমার ? যদি আমার হইত, তাহা হইলে কি ইহার একটি শুভ্র কেশ কৃষ্ণ করিবার আমার অধিকার থাকিত না ? এই গৃহ কি আমার ? যদি আমার হইত, তাহা হইলে আমিই কেন চিরদিন ইহাতে বাস

করিতে পারি না? আমার ত কিছুই না, আমার বাড়ীর প্রাঙ্গণের একটি ধূলিকণাও আমার নয়, অথচ দিবারাত্র ক্রমাগত চারিদিকে যাহা দেখি, তাহাই যেন আমার, এইরূপ মনে উদয় হইতেছে। আমার পিতাও আমার নন, আমার মাতাও আমার নন, আমার স্ত্রীও আমার নন, আমার পুত্রও আমার নন, অথচ প্রাণের মধ্যে সর্ব্বদা কে যেন 'আমার আমার' বলিয়া ধ্বনি করিতেছে। যে এই ভ্রম জন্মাইয়া দিতেছে, তাহারই নাম মোহ।

মম পিতা মম মাতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহম্।
এবম্বিধং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

পদ্মপুরাণ।

"আমার পিতা, আমার মাতা, আমার গৃহিণী, আমার গৃহ, এইরূপ যে 'আমার, আমার' জ্ঞান, ইহারই নাম মোহ।"

মোহ সকল পাপের উৎপাদয়িতা। মোহ না থাকিলে অসার অনিত্য বিষয়ে কাহারও লোভ হইত না, এই পৃথিবীর ধন-মান লইয়া কাহারও গর্ব্ব হইত না, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি দোষ আমাদিগের জীবন জর্জ্জরিত করিতে পারিত না, কাম অতি জঘন্য, অতি বিগর্হিত পিশাচের রঙ্গভূমিকে সুবর্ণরঙ্গে রঞ্জিত করিতে পারিত না। সমস্ত পাপই এই মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে জন্মগ্রহণ করে।

(১) অজ্ঞানকে নাশ করিতে জ্ঞানই ব্রহ্মাস্ত্র। জ্ঞান জন্মিলে অজ্ঞান আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারকে বলিয়া দিতে হয় না, 'তুমি এখন চলিয়া যাও।' অন্ধকার আপনা হইতেই বিদায় লয়। জ্ঞানসূর্য্যের উদয় হইলে মোহান্ধকার আপনা হইতেই চলিয়া যায়। জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে তত্ত্বচিন্তা ও শাস্ত্রালোচনা আবশ্যক।

আমি কি? আমার কি? বন্ধন কি? মোক্ষ কি? এইরূপ বিষয় লইয়া যত বিচার করিবে, ততই মোহ দূর হইয়া যাইবে। 'আমার শরীর আমি নহি; যাহাতে আমি বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, ইহা মায়ামাত্র'—এইরূপ তত্ত্বালোচনায় যত অগ্রসর হইবে, ততই মোহ বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে।

কৃশোঽতিদুঃখী বদ্ধোঽহং হস্তপদাদিমানহম্।
ইতি ভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ বধ্যতে॥
নাহং দুঃখী ন মে দেহো বন্ধঃ কস্যাত্ময়ি স্থিতঃ।
ইতি ভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ মুচ্যতে॥
নাহং মাংসং নচাস্থীনি দেহাদন্যঃ পরো হ্যহম্।
ইতি নিশ্চয়বানন্তঃক্ষীণাবিদ্যো বিমুচ্যতে॥
কল্পিতৈবমবিদ্যেয়মনাত্মন্যাত্মভাবনাৎ।
পুরুষেণাপ্রবুদ্ধেন ন প্রবুদ্ধেন রাঘব॥

যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি—১১৪।২৯-৩১।৩৪

মহর্ষি বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন—" 'আমি কৃশ, আমি অতি দুঃখী, আমি বদ্ধ, আমি হস্তপদাদিমান্ জীব'—এই ভাবের অনুরূপ ব্যবহার দ্বারা মনুষ্য মোহপাশে বদ্ধ হয়। 'আমি দুঃখী নহি, আমার দেহ নাই, আমার বন্ধন হইবে কিরূপে?' এই ভাবের অনুরূপ ব্যবহার দ্বারা মনুষ্য মোহপাশ হইতে মুক্ত হয়। 'আমি মাংস নহি, আমি অস্থি নহি, আমি দেহ হইতে ভিন্ন, আমি আত্মা'; এইরূপ নিশ্চয় বোধ দ্বারা যাঁহার অন্তর হইতে অবিদ্যা ক্ষয় পাইয়াছে, তিনি মুক্ত হইয়া থাকেন।

হে রাঘব, অনাত্মবস্তুতে আত্মভাবনা দ্বারা অজ্ঞানব্যক্তি অবিদ্যার কল্পনা করিয়া থাকে, জ্ঞানিগণ তাহা করেন না।"

শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

মোহমুদ্গর।

"কে তোমার স্ত্রী? কে তোমার পুত্র? এই সংসার অতীব বিচিত্র। তুমি কার? কোথা হইতে আসিয়াছ? হে ভ্রাতঃ, এই তত্ত্ব চিন্তা কর।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানের উদয় হইলে আর মোহ থাকিতে পারে না। মোহ দূর হইলে পরমানন্দের নিবাস ব্রহ্মনিষ্ঠার উৎপত্তি হয়। মহর্ষি বশিষ্ঠ এই জ্ঞানের দ্বারা কিরূপে মোহ নষ্ট হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার উদয় হয়, তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—

ইমাং সপ্তপদাং জ্ঞানভূমিমাকর্ণয়ানঘ!।
নানয়া জ্ঞাতয়া ভূয়ো মোহপঙ্কে নিমজ্জসি॥

যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি—১১৮।১

"হে অনঘ, এই সাতটি জ্ঞানভূমি বলিতেছি, শ্রবণ কর; ইহা জ্ঞাত হইলে আর মোহপঙ্কে নিমজ্জিত হইবে না।"

জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা।
বিচারণা দ্বিতীয়া স্যাত্তৃতীয়া তনুমানসা॥
সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাত্ততোঽসংসক্তিনামিকা।
পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তূর্য্যগা গতিঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি—১১৮।৫।৬

"শুভেচ্ছা প্রথম জ্ঞানভূমি ; বিচারণা দ্বিতীয় জ্ঞানভূমি ; তনুমানসা তৃতীয় ; সত্ত্বাপত্তি চতুর্থ ; অসংসক্তি পঞ্চম ; পদার্থাভাবনী ষষ্ঠ এবং তূর্য্যগা গতি সপ্তম।"

স্থিতঃ কিং মূঢ় এবাস্মি প্রেক্ষ্যেঽহং শাস্ত্রসজ্জনৈঃ।
বৈরাগ্যপূর্ব্বমিচ্ছেতি শুভেচ্ছেত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি—১১৮।৮

"আমি কেন মূঢ় হইয়া আছি, আমি বৈরাগ্যের ভাব লইয়া শাস্ত্রালোচনা করিব ও সজ্জনের সহিত মিশিব, এই প্রকার যে ইচ্ছা, পণ্ডিতগণ তাহাকেই প্রথম জ্ঞানভূমি শুভেচ্ছা বলিয়া থাকেন।"

শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কবৈরাগ্যাভ্যাসপূর্ব্বকম্।
সদাচারপ্রবৃত্তির্যা প্রোচ্যতে সা বিচারণা॥

যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি—১১৮।৯

"শাস্ত্রানুশীলন ও সজ্জনসঙ্গতি দ্বারা বৈরাগ্যাভ্যাসপূর্ব্বক সত্য কি? অসত্য কি? স্থায়ী কি? অস্থায়ী কি? আত্মা কি? অনাত্মা কি? কর্ত্তব্য কি? অকর্ত্তব্য কি? বন্ধন কি? মোক্ষ কি? এইরূপ সদাচারপ্রবৃত্তিপূর্ণ যে বিচার, তাহার নাম বিচারণা।"

বিচারণাশুভেচ্ছাভ্যামিন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্ততা।
যাত্র সা তনুতাভাবাৎ প্রোচ্যতে তনুমানসা॥

যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি—১১৮।১০

"প্রথমে শুভেচ্ছা জন্মিলে পরে সদসদ্-বিচারণা দ্বারা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে যে অরতি জন্মে, তাহার নাম তনুমানসা" অর্থাৎ মন তখন আর

বিষয়ের দিকে ধাবিত হইতে চাহে না, মনের স্থূলত্ব ঘুচিয়া সূক্ষ্মত্বপ্রাপ্তি হয়।

ভূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাচ্চিত্তেঽর্থে বিরতের্বশাৎ।
সত্যাত্মনি স্থিতিঃ শুদ্ধে সত্ত্বাপত্তিরুদাহৃতা॥

যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি—১১৮।১১

"শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানসা এই তিন জ্ঞানভূমি অভ্যাস করিয়া চারিদিকে প্রলোভনের বিষয়ে বিরক্তিবশতঃ যে-সময়ে বিমল আত্মাতে মন স্থিত হয়, সেই অবস্থার নাম সত্ত্বাপত্তি।"

দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসঙ্গফলেন চ।
রূঢ়সত্ত্বচমৎকারাৎ প্রোক্তাঽসংসক্তিনামিকা॥

যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি—১১৮।১২

"শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা ও সত্ত্বাপত্তি এই চতুষ্টয় জ্ঞানভূমি অভ্যাস করায় যে চমৎকার সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, যাহা দ্বারা বিষয়ে আসক্তি সমূলে বিনষ্ট হয়, তাহার নাম অসংসক্তি।"

ভূমিকাপঞ্চকাভ্যাসাৎ স্বাত্মারামতয়া দৃঢ়ম্।
আভ্যন্তরাণাং বাহ্যানাং পদার্থানামভাবনাৎ॥
পরপ্রযুক্তেন চিরং প্রযত্নেনার্থভাবনাৎ।
পদার্থাভাবনানাম্নী ষষ্ঠী সঞ্জায়তে গতিঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি—১১৮।১৩।১৪

"শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি ও অসংসক্তি এই পঞ্চজ্ঞানভূমির দৃঢ়রূপে অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মেতে নিবৃত্তি লাভ করিলে ভিতরের ও

বাহিরের পদার্থের চিন্তা দূর হইয়া যায়। এইসমস্ত চিন্তা দূর হইয়া গেলে যে যত্নের সহিত প্রকৃত আত্মতত্ত্বের চিন্তা হয়, তাহার নাম পদার্থাভাবনা।”

ভূমিষট্‌কচিরাভ্যাসাদ্ভেদস্যানুপলম্ভতঃ।
যৎ স্বভাবৈকনিষ্ঠত্বং সা জ্ঞেয়া তূর্য্যগা গতিঃ।

যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি—১১৮।১৫

“পূর্ব্বোক্ত ছয়টি জ্ঞানভূমির অভ্যাসবশতঃ আত্মপর-ভেদজ্ঞান চলিয়া গেলে ব্রহ্মেতে যে স্বাভাবিক নিষ্ঠার উদয় হয়, তাহারই নাম তূর্য্যগা গতি।”

যে হি রাম মহাভাগাঃ সপ্তমীং ভূমিকাং গতাঃ।
আত্মারামা মহাত্মানস্তে মহৎপদমাগতাঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি—১১৮।১৭

“হে রামচন্দ্র, যে-সকল মহাভাগ জ্ঞানভূমির সপ্তম অবস্থা অর্থাৎ তূর্য্যগা গতি প্রাপ্ত হন, সেই মহাত্মগণ ভগবানের সহিত ক্রমাগত রমণ করিতে থাকেন এবং ব্রহ্মপদ লাভ করেন।”

ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর পদবী কি আছে? যাঁহার হৃদয় হইতে জ্ঞানের প্রভাবে মোহজনিত সঙ্কল্প তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহার কি আর আনন্দের সীমা আছে?

সঙ্কল্পসংক্ষয়বশাদ্ গলিতে তু চিত্তে,
সংসারমোহমিহিকা গলিতা ভবন্তি।
স্বচ্ছং বিভাতি শরদীব খমাগতায়াং,
চিন্মাত্রমেকমজমাদ্যমনন্তমন্তঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি—১২২।৫৬

"বাসনা-ক্ষয় হইলে যেমন চিত্তের বিকার নষ্ট হয়, অমনি সংসারের মোহনীহার বিলীন হইয়া যায়; তখন শরৎকালের আকাশের ন্যায় হৃদয়ে স্বচ্ছ, চিৎস্বরূপ, অদ্বিতীয়, আদ্য, অনন্ত, জন্মরহিত পরব্রহ্ম দৃষ্ট হন। মেঘনির্ম্মুক্ত বিমল শরদাকাশে যেমন পূর্ণচন্দ্র শোভা পায়, তেমনি মোহনির্ম্মুক্ত জ্ঞানীর বিমল হৃদয়ে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম শোভা পান।"

কেহ মনে করিবেন না, এ-অবস্থায় আর সংসারের কার্য্য করিতে হইবে না। 'মোহ চলিয়া গেলে সংসারের কার্য্যে কি প্রয়োজন?' এমন কথা কেহ ভ্রমেও বলিবেন না। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাঽসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৩।২৫

"হে অর্জ্জুন, অজ্ঞানব্যক্তি যেমন মোহাভিভূত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি মোহমুক্ত হইয়া লোকসমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্য তেমনি কর্ম্ম করিবেন।"

আমরা যখন সংসারে প্রেরিত হইয়াছি, তখন অবশ্য সংসারের কার্য্য করিব। তবে বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে যেভাবে সংসারে বিচরণ করিতে বলিয়াছেন, সেইভাবে বিচরণ করিতে হইবে।

অন্তঃ সংত্যক্তসর্ব্বাশো বীতরাগো বিবাসনঃ।
বহিঃ সর্ব্বসমাচারো লোকে বিহর রাঘব॥

যোগবাশিষ্ঠ, উপশম—১৮।১৮

"হে রাঘব, অন্তরের সকল আশা, আসক্তি ও বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে সংসারের সমস্ত কার্য্য করিতে থাক।"

বহিঃ কৃত্রিমসংরম্ভো হৃদি সংরম্ভবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তর্লোকে বিহর রাঘব॥

যোগবাশিষ্ঠ, উপশম—১৮।২২

"হে রাঘব, অন্তরে আবেগবর্জ্জিত হইয়া অথচ বাহিরে কৃত্রিম আবেগ দেখাইয়া, ভিতরে অকর্ত্তা থাকিয়া, বাহিরে কর্ত্তা হইয়া সংসারে বিচরণ কর।"

ত্যক্তাহংকৃতিরাশ্বস্তমতিরাকাশশোভনঃ।
অগৃহীতকলঙ্কাঙ্কো লোকে বিহর রাঘব॥

যোগবাশিষ্ঠ, উপশম—১৮।২৫

"হে রাঘব, 'আমি করিতেছি', এই অভিমান পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যের ফলাফল-সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া প্রশান্তচিত্তে আকাশ যেমন সর্ব্বত্রই শোভা পাইতেছে, কোনরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতেছে না, তুমি সেইরূপ সংসারের সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত অথচ নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া বিচরণ কর।"

অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

হিতোপদেশ।

"ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিরা এইরূপ গণনা করিয়া থাকেন ; কিন্তু উদারপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের পৃথিবীস্থ সকলেই কুটুম্ব।"

(১) কি মধুর উপদেশ! পৃথিবীর সকলকে বন্ধু ভাবিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের বিধিপালনের জন্য সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিতে হইবে। বাহিরে যাহাকে শত্রু বলি, তাহাকেও বন্ধুভাবে দেখিতে হইবে ; কেবল ধর্ম্মের অনুরোধে দুর্নীতির শাসনের জন্য তাহার প্রতিকূলাচরণ করিব। বাহিরে যাহাকে বন্ধু বলি, তিনিও সেইরূপ কোন অন্যায়াচরণ করিলে তাঁহারও অবশ্য প্রতিকূলাচরণ করিব। আমাদিগের শত্রু—পাপ ও দুর্নীতি, কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে।

(২) "অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি" এই কবিতাটির মর্ম্মানুধাবন করিলে মোহ-দমনের আর একটি সুন্দর উপায় পাওয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মোহান্ধকার যেরূপ দূরীভূত হয়, সার্ব্বজনিক প্রেমের দ্বারা মোহকালকূট তেমনি নির্ব্বীর্য্য হইয়া যায়।

সঙ্কীর্ণতা যেখানে, মোহ সেইখানে ; সঙ্কীর্ণতার বিনাশ হইলে মোহ স্থান পায় না। আমি কোন একব্যক্তির সম্বন্ধে মোহান্ধ ততদিন, যতদিন তেমন আর একটি না পাই। সঙ্কীর্ণ প্রেমে মোহের জন্ম। যেখানে আমি একব্যক্তি ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসি না, সেইখানে আমি তাহার জন্য চঞ্চল হই। আমরা প্রাণের সহিত ভালবাসিব, অথচ মোহাসক্ত হইব না।

সাধারণতঃ মাতার পুত্রের প্রতি যে ভালবাসা দেখিতে পাই, তাহা প্রায়ই মোহপরিপূর্ণ। ক'টি মা দেখিতে পাই, যাঁহারা স্বগর্ভজাত পুত্র ও প্রতিবেশী অন্য বালকগুলিকে সমানচ'ক্ষে দেখিয়া থাকেন? 'আমার পুত্র', 'আমার পুত্র' বলিয়া কাহার পিতা, কাহার মাতা না ব্যতিব্যস্ত? কোন পিতা, কি কোন মাতাকে যখন দেখিব যে,

যেই কোন বালককে দেখিতেছেন, অমনি তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন, আপনার পুত্রের ন্যায় তাহাকে চুম্বন করিতেছেন এবং আপনার পুত্রের প্রতি ও জাতিনির্ব্বিশেষে অন্য কোন বালকের প্রতি ব্যবহারের বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, তখনই বলিব, এই পিতার, এই মাতার প্রাণ হইতে অপত্যস্নেহজনিত মোহ দূরীভূত হইয়াছে।

পারিবারিক সম্পর্ক ভিন্ন বন্ধুত্বেও মোহের উৎপত্তি হয়। আমি একব্যক্তিকে অত্যন্ত ভালবাসি, তাহার অভাবে প্রাণ যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হয়, মনের শান্তি দূরীভূত হয়, চিত্ত চঞ্চল হয়, নিয়মিত কর্ত্তব্যকার্য্যগুলি করিতে মনোযোগের ত্রুটি হয়—ইহা সমস্তই মোহঘটিত। এই রোগের মহৌষধ—উদার প্রেম।

যতই বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যতই প্রকৃত প্রেমের বিস্তার হয়, ততই মোহের হ্রাস হইতে থাকে। কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন—"বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কি প্রকারে? প্রেমের বিস্তার হয় কিরূপে?"

পবিত্র প্রেম যত অধিক পরিচালনা করিতে থাকিবেন, ততই প্রেমের বৃদ্ধি হইবে। প্রেমের বৃদ্ধি হইলেই প্রাণ মধুময় হয়; ভিতরে প্রাণ মধুময় হইলেই কুৎসিত বস্তুও সুন্দর হইতে থাকে। একটি সামান্য বৃক্ষকে প্রেমিক যে চ'ক্ষে দেখেন, আমরা সে চ'ক্ষে দেখিতে পারি না। তাঁহার নিকটে নীরস পদার্থ সরস হইয়া দাঁড়ায়; আমাদের নিকটে সরস পদার্থও নীরস বলিয়া পরিগণিত হয়। যত তোমার প্রাণে প্রেম বৃদ্ধি পাইবে, তত অপর লোক তোমাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইবে এবং তুমিও তত অপরের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। ভগবানের এই নিয়ম। যতই প্রাণে মধুসঞ্চয় হয়, ততই মানুষ মধুলোভী হয়; সুতরাং চারিদিকে মধু অন্বেষণ করিতে থাকে; পৃথিবীতে মধুগর্ভ কুসুমের অন্ত নাই; যে পদার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই পদার্থেই কিছু-না-কিছু মধু নিহিত

আছে দেখিতে পাইবে। প্রেমিক ভ্রমর সকল পদার্থ হইতেই মধু আহরণ করেন। নিতান্ত পাপী যে জীব, তাহার প্রাণের ভিতরেও ভগবান্ মধু ঢালিয়া রাখিয়াছেন, যে অন্বেষণ করে, সেই পায়।

যত অধিক পরিমাণে প্রাণের ভিতরে অমৃত ঝরিতে থাকিবে, ততই যে মোহজনিত আসক্তি কমিয়া যাইবে—ইহা ত ধ্রুব কথা। যে-কোন বিষয় মোহে প্রাণ আচ্ছন্ন করে এবং সঙ্কীর্ণতা আনয়ন করে, সেই বিষয়ে উদারতা যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই মোহ বিনাশ পাইবে। যাঁহারা ধর্ম্মমত লইয়া সঙ্কীর্ণ ভাব পরিপোষণ করেন, তাঁহারাও মোহবিভ্রান্ত হইয়া বিবাদ করিয়া থাকেন; কিন্তু যখনই প্রাণে সার্ব্বভৌমিক উদারতা প্রবেশ করে, তখনই তাঁহারা সকল সম্প্রদায়ের লোককেই আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হন এবং তখনই মোহের শান্তি।

এই বিশ্বজনীন প্রেমপীযূষধারায় সমগ্র হৃদয় প্লাবিত হইয়াছিল বলিয়া শাক্যসিংহ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকে ত্যাগ করিয়া জগদুদ্ধারের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া বাহির হইয়াছিলেন। মহাপ্রেমে মজিয়াছিলেন বলিয়াই ক্ষুদ্র মোহের মস্তকে পদাঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এডুইন্ আরনল্ডের (Light of Asia) 'লাইট অব এসিয়া'-নামক মহাকাব্যে শাক্যসিংহ গৃহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে নিশীথসময়ে তাঁহার স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে উদার প্রেমের এই মোহদমনী মহাশক্তির পরিচয় উৎকৃষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বুদ্ধদেব প্রথমে বলিলেন—

> "I loved thee most
> Because I loved so well all living souls." *

---

* এইটি ও পরবর্ত্তী ইংরেজী কবিতা কয়টি Edwin Arnold-কৃত 'Light of Asia'-নামক পুস্তক হইতে গৃহীত।

"আমি ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত জীবকে এত ভালবাসিয়াছি বলিয়াই তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসিয়াছি।" জগতের সমস্ত জীবকে যে ভাল না বাসে, তাহার ভালবাসা ভালবাসা নহে, তাহাই মোহ। বুদ্ধদেবের ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা, মোহ নহে। মোহ ব্যক্তিবিশেষ, কি বিষয়বিশেষের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, ভালবাসা জগন্ময় ছড়াইয়া পড়ে। সেই ভালবাসায় মনুষ্যের প্রাণে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা তাঁহার নিদ্রিত স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় শাক্যসিংহ যাহা বলিলেন, তাহার দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়।

"I will depart", he spoke, "the hour is come!
"Thy tender lips, dear sleeper, summon me
"To that which saves the earth but sunders us."

"হে নিদ্রাভিভূতা প্রিয়তমে, মহাভিনিষ্ক্রমণের সময় উপস্থিত, আমায় প্রস্থান করিতে হইবে। যাহাতে সমস্ত পৃথিবী উদ্ধার পাইবে, অথচ তোমাতে ও আমাতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, সেই মহাব্রত-সাধনের জন্য তোমার সুকোমল অধর আমাকে আহ্বান করিতেছে।" অর্থাৎ তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা, তাহাই আমাকে বলিতেছে—"আমার নাম তবে ভালবাসা, যদি তুমি এই যে তোমার হৃদয়ের পরম আনন্দ-প্রতিমা, জীবনের চিরসঙ্গিনী, ইহাকেও ত্যাগ করিয়া এই পাপক্লিষ্ট দুঃখজর্জ্জরিত পৃথিবীকে মোহনিগড় হইতে মুক্ত করিবার জন্য অগ্রসর হও। যদি ইহার ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া এই জগতের মঙ্গলসাধনে ব্রতী না হও, তবে আমার নাম ভালবাসা নহে, আমার নাম মোহ।"

ছন্দক যখন বলিলেন—"তুমি ত জগতের প্রেমে মত্ত হইয়াছ, কিন্তু তুমি চলিয়া গেলে তোমার পিতার মনে কি কষ্ট হইবে, একবার

ভাবিয়া দেখ, তাঁহাকে এবং পরিবারের অপর সকলকে এই ত কষ্ট দিতে প্রস্তুত হইয়াছ, তবে আর তাঁহাদের জন্য তোমার প্রেম কোথায়?" সিদ্ধার্থ উত্তর করিলেন—

"Friend, that love is false
"Which clings to love for selfish sweets of love.
"But I, who love these more than joy of mine—
"Yea, more than joy of theirs—depart to save
"Them and all flesh if utmost love avail."

"হে বন্ধু, সে প্রেম প্রেমই নহে, যে প্রেম নিজের সুখলালসা-তৃপ্তির জন্য প্রেমের আস্পদকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। আমি কিন্তু আমার পরিবারস্থ লোকদিগকে আমার নিজের সুখভোগ অপেক্ষা, এমন কি তাঁহাদিগেরও সুখভোগ অপেক্ষা অধিক ভালবাসি; তাই তাঁহাদিগের প্রকৃত সুখ যাহাতে হইবে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে এবং এই বিশ্বে যত প্রাণী আছে, সকলকেই যদি প্রেমের চরমসাধন করিলে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়, তাহা করিবার জন্য চলিলাম।" মোহকে পদদলিত করিয়া প্রেমের দ্বারা বিশ্বের উদ্ধার করিবার জন্য প্রেমাবতার শাক্যসিংহ ক্ষুদ্র সংসার ত্যাগ করিয়া মহাসংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভগবান্ করুন, আমরাও যেন জ্ঞানের আলোকে হৃদয় আলোকিত করিয়া, প্রেমামৃতে আপাদমস্তক অভিষিঞ্চিত হইয়া, মোহকে চিরকালের তরে বিদায় দিয়া পরিবারে, সমাজে, সমস্ত জগতে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করিতে পারি।

৫। মদ

(১) আত্মপরীক্ষার অভাবনিবন্ধন মদের উৎপত্তি। স্থিরভাবে যে ব্যক্তি 'আমি কি? আমার জ্ঞান কতটুকু? আমার ক্ষমতা কতটুকু?' চিন্তা করে, সে কখনও অহঙ্কারে স্ফীত হইতে পারে না। জ্ঞানের অহঙ্কার যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কে বলিতে পারেন—আমি কি? আমার অঙ্গগুলি কি? কিরূপে সৃষ্ট? যে ধাতু দ্বারা সৃষ্ট, সে ধাতুগুলি কি? আমরা হস্ত দ্বারা ধরিতে পারি কেন? চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই কেন? মনের চিন্তা-শক্তি কোথা হইতে আসিল? আমি কি, তাহাই যদি না বুঝিলাম, তবে আর 'আমি, আমি' করিয়া বেড়াই কেন? যিনি যে বিষয়ের অহঙ্কার করেন, তিনি সেই বিষয়ের কি জানেন এবং তাঁহার ক্ষমতায় সেই বিষয়ে কতদূর কি করিতে পারিয়াছেন, একবার প্রশান্ত-হৃদয়ে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিয়া দেখুন; এইরূপে চিন্তা করিয়া বলুন—অহঙ্কারের কোন কারণ পান কিনা!

জ্ঞানি, তুমি জ্ঞানের অহঙ্কার করিতেছ—তুমি সকলই জান—প্রথমে আমাকে উত্তর দাও, তুমি তোমাকে জান কি না! আত্মার কথা দূরে থাকুক, তোমার শরীরের একটি রক্তবিন্দু কি, তাহা বলিতে পার? তুমি যে পদার্থবিদ্যায় মহাজ্ঞানী বলিয়া অভিমান করিতেছ, একটি বালুকণা কোথা হইতে আসিল, কি ধাতুতে গঠিত, বলিতে পার? চুম্বক লৌহকে টানে কেন, বলিতে পার? 'কে আছে এমন জ্ঞানী এ ভুবনে চুম্বক লৌহকে টানে কেন, জানে।' এই যে চারিদিকে দৃশ্যমান জগৎ, ইহার একটি ধূলিরেণু, একটি জলবিন্দুর প্রকৃত তথ্য যদি বলিয়া দিতে পার, তবে বুঝিব- তুমি জ্ঞানী।

যাঁহারা ক্ষমতার বড়াই করেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করি—"তোমার কি ক্ষমতা আছে? তুমি কি করিতে পার?"

যিনি সুবক্তা, তিনি হয়ত বলিবেন—"আমি বক্তৃতার দ্বারা এ সংসারকে মোহিত করিতে পারি।" তোমার বক্তৃতা-শক্তির স্রষ্টা কি তুমি? তবে সকল সময়ে মনোহারিণী বক্তৃতা করিতে পার না কেন? কাল তুমি সহস্র সহস্র মনুষ্যকে তোমার বাগ্মিতায় উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলে, আজ সেই তুমি, সেই স্থলে, সেই বিষয়ে বক্তৃতা করিতে উপস্থিত হইয়াছ; আজ কই একটি প্রাণীও ত আকৃষ্ট হইতেছে না।

কবি হয়ত বলিবেন—"আমার কবিতা শুনিলে কে না মুগ্ধ হয়?" তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি—"এই কবিত্বশক্তি কি তুমি সৃষ্টি করিয়াছিলে, না অপর কেহ তোমাকে দিয়াছেন? আর এই কবিত্বশক্তির উপরে কি তোমার কোন অধিকার আছে? কাল সেই ত এক মিনিটও চিন্তা না করিয়া অজস্র মধুময় কবিতা লিখিয়া গেলে, আজ এই যে বসিয়া বসিয়া কত মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতেছ, একটি ভাব পাইবার জন্য শত-বার ঊর্দ্ধদিকে তাকাইতেছ, আর এক-একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইতেছ, কই তেমন একটি কবিতাও কেন লিখিতে পারিতেছ না?"

অঙ্কবিদ্যাপারদর্শি, তুমি ত বল—"আমার এমন এক নৈসর্গিক শক্তি আছে যে, আমি অঙ্কশাস্ত্রের অতি জটিল প্রশ্নগুলির সমাধান অনায়াসে করিতে পারি।" যদি থাকেই শক্তি, তাহার কর্ত্তা কি তুমি? আর সেই শক্তিই বা তোমার করায়ত্ত কই? এক-এক সময়ে ত দেখি, তোমার শিষ্যানুশিষ্য তোমাকে পরাস্ত করিয়া দেয়।

সমর-বিজয়ি, বিজয়-নিশান তুলিয়া তুমি বলিতেছ—"সামরিক কৌশল আমার ন্যায় কে জানে?" বলি সেই কৌশল শিক্ষা করিবার

শক্তি কি তুমি তোমাকে দিয়াছ? আর সেই শক্তিই কি সর্ব্বদা তোমার আজ্ঞাবহ? যদি তোমার আয়ত্তাধীন হইত, তবে ত প্রত্যেক যুদ্ধেই তুমি জয়ী হইতে। কাল তুমি লক্ষাধিক সৈন্য জয় করিয়া আসিলে, আর আজ কেন মাত্র তিন শত সেনা তোমার অক্ষৌহিণী পরাভূত করিয়া ফেলিল?

প্রত্যেক বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইব, যাহার অহঙ্কার করি, তাহা আমার কিছুই নয় এবং তাহার উপরে আমার বিন্দুমাত্র অধিকার নাই। এই হস্ত সম্মুখস্থ পদার্থকে ধরিবার জন্য প্রসারণ করিতেছি, হয়ত ইতিমধ্যে বাতব্যাধি আসিয়া হস্তকে অসাড় করিয়া দিল, আর ধরা হইল না। এই জিহ্বা দ্বারা এত বাক্য বলিতেছি, হয়ত আর একটি বাক্য উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে আড়ষ্ট হইয়া যাইবে, আর জিহ্বা আমার আদেশ মানিবে না।

এই বরিশালে একটি বৃদ্ধ বলিতেন—

"আমি কভু আমার নয়, এক ভাবি আর হয়।"

কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। আমি যদি আমারই হইতাম, তবে আমার ক্ষমতাধীন যাহা করিব ভাবিতাম, তাহা ত করিতেই পারিতাম। অনেক সময় যাহা আমি নিশ্চয় করিতে পারিব ভাবিয়াছিলাম, এমন ঘটনাচক্র আসিয়া পড়িল যে, আর তাহা করিতে পারিলাম না।

আমরা যাহা কিছু করি, যাহা কিছু বুঝি, কি যাহা কিছু ভাবি, তাহা সমস্তই ভগবানের শক্তি লইয়া। আমাদিগের কোন শক্তি নাই। তিনি যে শক্তি দিয়াছেন, তাহা যদি প্রত্যাহার করেন, তবে আমাদিগের কিছুই করিবার ক্ষমতা থাকে না, আমরা একেবারে উপায়হীন হইয়া পড়ি। তিনি সহায় না হইলে আমাদিগের

একটি তৃণও উত্তোলন করিবার ক্ষমতা হয় না। কেনোপনিষদে* একটি আখ্যায়িকা এই তত্ত্বটি অতি মনোহরভাবে প্রকাশ করিতেছে।

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি।

ব্রহ্ম দেবাসুরসংগ্রামে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত দেবতাদিগকে বিজয়ী করিলেন। সেই ব্রহ্মের জয়েতে অগ্নি, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবগণ মহিমান্বিত হইলেন এবং মনে করিলেন, 'আমাদিগেরই এ জয়, আমাদিগেরই মহিমা।' ব্রহ্মকে ভুলিয়া আপনাদিগের শক্তিতে জয়লাভ করিয়াছেন, মনে করিলেন।

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যোহয়ং প্রাদুর্ব্বভূব তন্ন ব্যজানন্ত কিমিদং যক্ষমিতি।

সেই অন্তর্য্যামী ব্রহ্ম দেবতাদিগের এই বৃথাভিমান জানিলেন ও তাহা দূর করিবার জন্য তাঁহাদিগের নিকট অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাঁহারা এই বরণীয় ব্যক্তি কে, তাহা জানিতে পারিলেন না। ইনি যে ব্রহ্ম, তাহা জানিতে পারিলেন না।

তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্‌যক্ষমিতি তথেতি।

দেবতারা ইনি কে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া অগ্নিকে বলিলেন—"হে জাতবেদ, এই বরণীয় ব্যক্তি কে, তাহা তুমি জানিয়া আইস।" অগ্নি বলিলেন—"তাহাই হউক।"

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীতি অগ্নির্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি।

অগ্নি তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তিনি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে?" অগ্নি কহিলেন—"আমি অগ্নি, জাতবেদা।"

* তৃতীয় খণ্ড।

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিত্যপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং সর্ব্বং পৃথিব্যামিতি।

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি শক্তি আছে?" অগ্নি বলিলেন—"এই পৃথিবীতে যে কিছু বস্তু আছে, আমি সমস্তই দগ্ধ করিতে পারি।"

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্। ন তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌যক্ষমিতি।

তখন তিনি অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ রাখিয়া বলিলেন—"তুমি ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিতে পার, এই তৃণটিকে দগ্ধ কর দেখি।" অগ্নি তাঁহার সমুদয় শক্তি দ্বারা তৃণটিকে দগ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই দগ্ধ করিতে পারিলেন না। অবশেষে পরাস্ত হইয়া দেবতাদিগের নিকটে আসিয়া বলিলেন—"এই যে বরণীয়রূপ, ইনি কে, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না।"

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্‌যক্ষমিতি তথেতি।

অনন্তর দেবতাগণ বায়ুকে বলিলেন—"বায়, তুমি জানিয়া আইস, এই বরণীয় ব্যক্তি কে?" বায়ু বলিলেন—"তাহাই হউক।"

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীতি। বায়ুর্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি।

বায়ু তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তিনি বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে?" বায়ু কহিলেন—"আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা।"

তস্মিংস্তয়ি কিং বীর্য্যমিত্যপীদং সর্ব্বমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি।

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি শক্তি আছে?" বায়ু উত্তর করিলেন—"এই পৃথিবীতে যত কিছু বস্তু আছে, আমি সমুদয় আহরণ করিতে পারি।"

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌যক্ষমিতি।

তখন তিনি বায়ুসম্মুখে একটি তৃণ রাখিয়া বলিলেন—"তুমি ত ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু আহরণ করিতে পার, এই তৃণটি আহরণ কর দেখি।" বায়ু তাঁহার সমুদয় শক্তির দ্বারা তৃণটি আহরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই পারিলেন না। অবশেষে নিরস্ত হইয়া দেবতাদিগের নিকটে আসিয়া বলিলেন—"এই বরণীয় ব্যক্তি কে, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না।"

অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্‌যক্ষমিতি তথেতি।

অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন—"ইন্দ্র, এই বরণীয় ব্যক্তি কে, তাহা তুমি জানিয়া আইস।" ইন্দ্র বলিলেন—"তাহাই হউক।"

তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে।

ইন্দ্র তাঁহার নিকটে যেমন উপস্থিত হইলেন, অমনি তাঁহার অন্তর্দ্ধান, ইন্দ্র একেবারে অপ্রস্তুত।

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং প্রোবাচ কিমেতদ্‌যক্ষমিতি।

তখন তিনি সুশোভনা সুবর্ণভূষিতা বিদ্যারূপিণী উমাদেবীকে সেই আকাশে দেখিতে পাইলেন। উপায়ান্তর না পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই যে পূজনীয় মহাপুরুষ, যিনি এইমাত্র অন্তর্হিত হইলেন, ইনি কে?"

স ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ততোহৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।

তিনি বলিলেন—"ইনি ব্রহ্ম, ইনি তোমাদিগকে জয় দিয়াছিলেন বলিয়া তোমরা মহিমান্বিত হইয়াছ। তোমরা গর্ব্ব করিয়াছ,

তোমাদিগের নিজের শক্তিতে জয়লাভ করিয়াছ। প্রকৃতপক্ষে ইনি শক্তি না দিলে তোমাদের কাহারও কিছুমাত্র শক্তি থাকে না; তাহাই দেখাইবার জন্য ইনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।” ইন্দ্র তখন জানিলেন—ইনি ব্রহ্ম।

কাহারও গর্ব্ব করিবার কিছু নাই। সেই ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন এই হস্তদ্বয় গ্রহণ করিতে পারে না, এই চক্ষু দর্শন করিতে পারে না, এই কর্ণ শ্রবণ করিতে পারে না, জিহ্বা আস্বাদন করিতে পারে না, মন মনন করিতে পারে না, বুদ্ধি স্বকার্য্যসাধনে অক্ষম হয়। সেই শক্তি

> শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং
> স উ প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষুঃ ॥

কেনোপনিষদ্—১।২

“শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। সেই ব্রহ্মশক্তির অভাবে প্রাণ, মন, বাহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত শক্তিহীন হইয়া পড়ে।”

> কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্—২।৭।২

“কে বা শরীর-চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি আনন্দ-স্বরূপ আকাশরূপী ব্রহ্ম বিদ্যমান না থাকিতেন?”

সমস্তই যদি সেই শক্তির উপর নির্ভর করিল তবে আর তোমার অহঙ্কার করিবার রহিল কি? মহাজনের মাল লইয়া তোমার গর্ব্ব করিবার আছে কি? মহাজন যদি তাঁহার মাল ফিরাইয়া নেন, তবে তোমার থাকে কি? তাহা হইলে ত তুমি যে ফকির, সেই ফকির।

আর ফিরাইয়া নেওয়া থাকুক, তোমার নিকটে তিনি যাহা ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন, তাহার যদি নিকাশ তলব করেন, একবার ভাবিয়া দেখ, তুমি কিরূপ নিকাশ উপস্থিত করিতে পার? তহবিলতসরুপ কর নাই কি? নিকাশের নামে বল দেখি, প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয় কি না, তোমার হৃদয়ের শোণিত শুকাইয়া যায় কি না? আমি ত একটি প্রাণীও দেখিতে পাই না, যিনি বলিতে পারেন—"আমার নিকাশ উপস্থিত করিতে ভয়ের কারণ নাই।" কবীর ইহা দেখিয়াই বলিয়াছিলেন—

চল্‌তি চক্কি দেখ্ কর্ দিয়া কবীরা রো।
দুপাটনকে বিচ আ সাবেত গিয়া ন কো॥

"এই যে ব্রহ্মাণ্ডের যাঁতা ঘুরিতেছে, ইহা দেখিয়া কবীর কাঁদিতে লাগিলেন, একটি জীবও পেষণযন্ত্রের দুই পাটের ভিতরে পড়িয়া অক্ষত গেল না।"

তুমি যদি বল—"আমি অমুক অপেক্ষা কম ক্ষত, আর আমার যাহা গর্ব্বের বিষয় আছে, তাহা অমুকের নাই।" ইহার উত্তরে আমি বলিব—"তুমি অপেক্ষাকৃত কম ক্ষত, ইহা বলিবার তোমার অধিকার নাই। এই তুলনা করিবার তোমার ক্ষমতা নাই। প্রথমতঃ, তুমি যাহার সঙ্গে তোমার তুলনা করিতেছ, তাহার অন্তরে কি তুমি প্রবেশ করিয়াছ? দ্বিতীয়তঃ, থাক্ তাঁহার অন্তঃকরণ, তোমার নিজের অন্তঃকরণই কি তুমি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছ? আত্মদৃষ্টির অভাবে আমরা যে অনেক সময়ে আপনাদিগের পাপসম্বন্ধে অন্ধ হইয়া বসিয়া থাকি। যখনই অনুসন্ধান করি, অমনি কত পাপ হৃদয়ের ভিতর কিল্‌বিল্ করিতেছে, দেখিতে পাই। আমাদিগের

গর্ব্বের বিষয়গুলি কি এবং তাহাদের মূল কি—ইহা স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে অনেক সময় বুঝিতে পারি, যাহা লইয়া অহঙ্কার করিতেছিলাম, তাহা অহঙ্কারের নহে, প্রত্যুত লজ্জার কারণ।"

একটি মুসলমান সাধকের অত্যন্ত অহঙ্কার হইয়াছিল। তিনি প্রত্যেক রজনীতে মনে করিতেন, তাঁহাকে একটি উষ্ট্র আসিয়া স্বর্গধামে লইয়া যায়। সমস্ত রাত্রি স্বর্গভোগ করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিতেন যে, তিনি তাঁহার নিজের গৃহেই রহিয়াছেন। জুনিদ নামে একটি সাধু তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রত্যেক নিশিতে স্বর্গে উপস্থিত হইয়া কত সুখভোগ করিয়া আসেন, তাহা বড়ই জাঁকের সহিত বলিতে লাগিলেন। জুনিদ কোরানের একটি বচনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আজ তুমি স্বর্গে উপস্থিত হইলে তিনবার এই বচনটি উচ্চারণ করিবে।" তিনি তাহা করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেইদিন রজনীতে তিনি যেমন স্বর্গে উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি সেই বচনটি তিনবার উচ্চারণ করিলেন। তাহা শুনিবামাত্র অপ্সরী, গায়ক, বাদক, সেবক প্রভৃতি যাহারা তাঁহার সুখভোগের উপকরণ লইয়া আসিয়াছিল, সকলে চীৎকার করিয়া পলায়ন করিল। ভোগ্যপদার্থগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। সেই অহঙ্কারী সাধক একাকী পড়িয়া রহিলেন। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন, তিনি এক মহাকদর্য্য স্থানে আসিয়াছেন, রাশি-রাশি মৃতাস্থি তাঁহার চারিধারে স্তূপীকৃত রহিয়াছে।

আমরা অনেকে কল্পনায় এইরূপ স্বর্গভোগ করি কি না, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। বাহিরে চাকচিক্য, ধূমধাম, যশ, মান, সুখ্যাতি, ভিতরের পদার্থ বাহির হইয়া পড়িলেই দেখিতে পাই মৃতাস্থি। মোহন্তমহাশয়, প্রচারকমহাশয়, তুমি ত ধর্ম্মের ঢোল হইয়া বসিয়া

আছ; কত শিষ্য, কত সেবক তোমার স্তুতিগান করিতেছে; একটু নিজের ভিতরে প্রবেশ কর, দেখিতে পাইবে—তোমার সমস্ত ভেল্কি, তোমার ধ্যান, সমাধি ও প্রচারের মধ্যে ফাঁকিবাজী, চাতুরী, মৃতাস্থি। তুমি একটি প্রকাণ্ড পট্টবস্ত্রাবৃত মীঢ়ঘট। হাইকোর্টের জজবাহাদুর, তুমি ত পদগৌরবে অধীর হইয়া পড়িয়াছ, দৈবাৎ কতকগুলি কারণের সমবায়ে এ পদ অধিকার করিয়াছ। তোমার পদতলে তোমা অপেক্ষা কতগুণে শ্রেষ্ঠ কত লোক আছে, একবার তাকাইয়া দেখ না। তুমি কত লোকের বিচার কর, একবার তোমার নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও সাধুতা কতটুকু, আপনার নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া ভগবানের নাম লইতে লইতে বিচার করিয়া দেখ দেখি, তুমি যাহা তোমার মনে করিয়াছিলে, তাহা প্রকৃতই তোমার কিনা—ততখানি তুমি তোমাকে ডিক্রী দিতে পার কিনা। হয়ত তুমিই বলিয়া উঠিবে—"হায়, কিসের গর্ব্ব করিতেছিলাম, আজ যে দেখিতে পাইলাম, আমি শ্বেতমর্ম্মরমণ্ডিত ভস্মরাশিমাত্র,—মৃতাস্থি—মৃতাস্থি।"

আমরা প্রত্যেকেই কতকগুলি মৃতাস্থি বুকের ভিতরে রাখিয়া সেইগুলি স্বর্গভোগের উপাদান মনে করিতেছি। আমাদিগের অহঙ্কারের বিষয়—মৃতাস্থি।

আত্মপরীক্ষার দ্বারা স্বীয় দোষগুলি সর্ব্বদা মনের সম্মুখে উপস্থিত করিলে অহঙ্কার চূর্ণ হয়। আমরা আমাদিগের দোষ না দেখিয়া সর্ব্বদা গুণের দিকে দৃষ্টি করি বলিয়াই অহঙ্কারী হই। আত্মদৃষ্টি দ্বারা একটি-একটি করিয়া দোষগুলি ধরিতে হইবে। যে দোষগুলি গুণ বলিয়া মনে করিতেছিলাম, সূক্ষ্মানুসন্ধানে সেইগুলি টানিয়া বাহির করিতে হইবে এবং স্থূল-স্থূল দোষগুলিরও তালিকা করিতে হইবে। নিজের দোষগুলি সর্ব্বদা মনে থাকিলে অহঙ্কার উপস্থিত

হইবার অবকাশ পায় না। যাহার নিজের দোষগুলি সর্ব্বদা মনে জাগরূক থাকে, সে দীনাত্মা না হইয়া পারে না। সে ব্যক্তি মহাত্মা ফকির বায়েজিদের ন্যায় বলিবে—"একটি ধূলিকণাকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে যে, বায়েজিদ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে।" একদিবস কোন সাধু একটি রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। একজন গৃহস্থ ছাদের উপর হইতে কতকগুলি অঙ্গার তাঁহার মস্তকে নিক্ষেপ করে। সহচরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই গৃহস্থকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। সাধু তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া প্রসন্নবদনে বলিলেন—"তোমরা এ কি কর? যাহার মস্তকে জ্বলন্ত-অগ্নিবর্ষণ হওয়া উচিত, তাহার মস্তকে কতকগুলি শীতল অঙ্গার পতিত হইল, ইহা ত তাহার সৌভাগ্যের বিষয়!" যে ব্যক্তি আপনার দোষগুলি সর্ব্বদা দেখেন, তিনি সাধুর ন্যায় দীনাত্মা না হইয়া পারেন না। তাঁহার হৃদয়ে অহঙ্কারের লেশমাত্র স্থান পাইতে পারে না। প্রত্যেকে নিজের কত শত দোষ আছে, একবার তালিকা করিয়া দেখুন, অহঙ্কার নিকটে আসিতে পারে কি না। যেভাবে আত্মপরীক্ষার পথ প্রদর্শিত হইল, এইভাবে আত্মপরীক্ষা অহঙ্কার-বিনাশের প্রধান উপায়।

(২) অহঙ্কারের কুফল চিন্তা করিলে মন তাহা হইতে ভীত হয়। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে কৌমারব্রহ্মচারী সনৎসুজাত ধৃতরাষ্ট্রকে অহঙ্কারের অষ্টাদশ দোষ দেখাইতেছেন—

মদোঽষ্টাদশদোষঃ স্যাৎ পুরা যঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ।
লোকদ্বেষ্যং প্রাতিকূল্যমভ্যসূয়া মৃষাবচঃ॥
কামক্রোধৌ পারতন্ত্র্যং পরিবাদোঽথ পৈশুনম্।
অর্থহানিবিবাদশ্চ মাৎসর্য্যং প্রাণিপীড়নম্॥

ঈর্ষ্যামোহোঽতিবাদশ্চ সংজ্ঞানাশোঽভ্যসূয়িতা ।
তস্মাৎ প্রাজ্ঞো ন মাদ্যেত সদা হ্যেতদ্বিগর্হিতম্ ॥
মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব—৫৫।৯-১১

যে ব্যক্তি মদ দ্বারা আক্রান্ত হয়, সে লোকের বিদ্বেষভাজন হয়। অহঙ্কারী ব্যক্তিকে কেহ দেখিতে পারে না। অনেক সময়ে সে তাহার অভিমানে আঘাত পড়িবে কি পড়িয়াছে, কল্পনা করিয়া নানাবিষয়ে লোকের প্রতিকূল আচরণ করে, কাহারও গুণের প্রশংসা শুনিতে পারে না, সুতরাং গুণিগণের প্রতি দোষারোপ করিতে ব্যস্ত হয়। আপনাকে উচ্চস্থান দিবার জন্য অন্য কেহ তাহার সমান আদরণীয় না হইতে পারে, তজ্জন্য মিথ্যা কথা বলিতে সঙ্কুচিত হয় না। যে বিষয় লইয়া অহঙ্কার, তাহাতে তাহার নিতান্ত আসক্তি জন্মে, কেহ বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি অভিমানে ইন্ধন দেয়, তাহারই দাস হইয়া থাকে। পরের দোষকীর্ত্তনে অহঙ্কারীর জিহ্বা নৃত্য করিতে থাকে, নানাপ্রকার খলতা আশ্রয় করা তাহার প্রয়োজন হয়, সে অহঙ্কারের বিষয়গুলি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অনর্থক ব্যয় করে, অপর লোকের সঙ্গে তাহার বিবাদ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। পরশ্রীকাতরতা অহঙ্কারীর হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া থাকে; প্রাণিপীড়ন তাহার স্পর্দ্ধার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। ঈর্ষ্যায় তাহার প্রাণ জর্জ্জরিত হয়, চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া যায়। লোকের মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া বাক্য প্রয়োগ করা অহঙ্কারীর একটি প্রধান লক্ষণ। অহঙ্কারে স্ফীত ব্যক্তির কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না এবং অভ্যসূয়িতা অর্থাৎ পরদ্রোহশীলতা তাহার মজ্জাগত হইয়া থাকে।

কোন অহঙ্কারী ব্যক্তির জীবন পর্য্যালোচনা করিলে এই অষ্টাদশ দোষ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এতগুলি দোষ যাহার স্কন্ধে

আরোহণ করে, তাহার কি মনুষ্যত্ব থাকে? অহঙ্কারীর ন্যায় কৃপাপাত্র আর কেহই নাই। সে মনে করিতেছে, আমি উর্দ্ধে উঠিতেছি; কিন্তু বাস্তবিক ক্রমাগত নিম্নে পড়িতেছে। তাহার ন্যায় দুঃখী এ-জগতে কে? তাহার অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়।

অহঙ্কারের অবশ্যম্ভাবী ফল পতন। কিছুতেই অহঙ্কারী উর্দ্ধে উঠিতে পারিবে না। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন—"দীনাত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদিগের।"* দীনাত্মা না হইলে স্বর্গে প্রবেশ করিবার কাহারও অধিকার নাই। একটি সঙ্গীতে শুনিয়াছি, ভগবান্ বলিতেছেন—

"অহঙ্কারী পাপী যারা, আমার দেখা পায় না তারা,
দীনজনের সখা আমি সকলে জানে।"

প্রকৃতই তিনি দীনজনের সখা; অহঙ্কারী ব্যক্তি কখনও তাঁহার দেখা পায় না। যতদিন হৃদয়ে কোন প্রকারের অহঙ্কার স্থান পাইবে, ততদিন ঈশ্বরকে তথায় পাইবে না। একটি মুসলমান সাধক বলিয়াছেন—"যখন প্রভু প্রকাশিত হন, তখন আমি থাকি না এবং আমি উপস্থিত হইলে প্রভু থাকেন না। আমার অপ্রকাশে তাঁহার প্রকাশ, আমার প্রকাশে তাঁহার অপ্রকাশ; এই প্রকার ত্রিশ বৎসর চলিতেছে। আমি যত আর্ত্তনাদ করি, তিনি ততই বলেন—'হয় আমি থাকিব, নয় তুমি থাকিবে।' 'আমি' ও 'তিনি' এই দুইয়ের একস্থলে থাকিবার স্থান নাই। 'আমি' বিদায় না হইলে 'তিনি' আসিবেন না। যে পর্য্যন্ত 'আমি' না যাইবে, সে পর্য্যন্ত যতই ধর্ম্মসাধন করুন না কেন, স্বর্গের দ্বার অর্গলরুদ্ধ থাকিবে।" মহাভারতের মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্বে পঞ্চ পাণ্ডবের স্বর্গারোহণের আখ্যান † ইহার প্রমাণ। যুধিষ্ঠির, ভীম,

* Matthew V, 3.

† মহাভারত, মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্ব, ২য় অধ্যায়।

অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব স্বর্গের পথে চলিতেছেন। প্রথম সহদেব ভূতলে পতিত হইলেন। ভীম যুধিষ্ঠিরকে সহদেবের পতনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্মরাজ উত্তর করিলেন—

'আত্মনঃ সদৃশং প্রাজ্ঞং নৈষোঽমন্যত কঞ্চন।
তেন দোষেণ পতিতস্তস্মাদেষ নৃপাত্মজঃ॥

"এই নৃপনন্দন কোন ব্যক্তিকেই আপনার সদৃশ প্রাজ্ঞ বলিয়া মনে করিতেন না, সেই দোষে পতিত হইলেন।"

এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ ও তাঁহার অবশিষ্ট তিন ভ্রাতা অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিঞ্চিৎকাল পরে নকুল পতিত হইলেন।

ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন—"নকুলের পতনের কারণ কি?" যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন—

রূপেণ মৎসমো নাস্তি কশ্চিদিত্যস্য দর্শনম্।
অধিকশ্চাহমেবৈক ইত্যস্য মনসি স্থিতম্।
নকুলঃ পতিতস্তস্মাদাগচ্ছ ত্বং বৃকোদর॥

"ইনি মনে করিতেন, রূপে আমার তুল্য কেহ নাই, আমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপবান্,—সুতরাং পতিত হইয়াছেন; হে বৃকোদর, তুমি আগমন করিতে থাক।"

নকুলের পর অর্জ্জুন পড়িলেন। অর্জ্জুনের পতনের কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে ধর্ম্মরাজ বলিলেন—

একাহ্না নির্দহেয়ং বৈ শত্রূনিত্যর্জ্জুনোঽব্রবীৎ।
ন চ তৎকৃতবানেষ শূরমানী ততোঽপতৎ॥

অবমেনে ধনুর্গ্রাহানেষ সর্ব্বাংশ্চ ফাল্গুনঃ।
তথা চৈতন্ন তু তথা কর্ত্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা॥

"এই শৌর্য্যাভিমানী অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—'আমি একদিবসের মধ্যে শত্রুগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব', তাহা ইনি করিতে পারেন নাই এবং ধনুর্দ্ধারিগণের অগ্রগণ্য ছিলেন বলিয়া অপর ধনুর্দ্ধারীদিগকে অবজ্ঞা করিতেন, তাই ইনি পতিত হইলেন। যিনি আপনার মঙ্গল কামনা করিবেন, তিনি কখনও এরূপ করিবেন না।"

পঞ্চ পাণ্ডবের এখন অবশিষ্ট যুধিষ্ঠির ও ভীম; তাঁহারা কয়েক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই ভীম পতিত হইলেন। পতিত হইয়া ভীম কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন—

অতিভুক্তঞ্চ ভবতা প্রাণেন তু বিকত্থসে।
অনবেক্ষ্য পরং পার্থ তেনাসি পতিতঃ ক্ষিতৌ॥

"তুমি অতিরিক্ত ভোজন করিতে এবং অন্যের বল গ্রাহ্য না করিয়া আপনার বলের শ্লাঘা করিতে, সেইজন্যই ভূতলে পতিত হইয়াছ।"

একমাত্র নিরহঙ্কার যুধিষ্ঠির স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইলেন। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের গর্ব্বই পতনের কারণ। ইহাদিগের প্রত্যেকে নানাগুণে বিভূষিত হইয়াও হৃদয়ে অহঙ্কারকে স্থান দিয়াছিলেন বলিয়া স্বর্গ হইতে বঞ্চিত হইলেন। অহঙ্কারের ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল। যত সুকৃতি, সমস্ত অহঙ্কারে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

অহঙ্কারীর হৃদয়ে যাতনার অবধি নাই। ইংরেজিতে একটি প্রবচন আছে "Pride is the bane of happiness.—অহঙ্কার সুখের গরল।" যে অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দেয়, তাহার প্রাণে সুখ থাকিতে পারে না।

প্রথমতঃ যে ব্যক্তি আপনাকে উচ্চ মনে করে, তাহার হৃদয়ে এই

বিশ্বাস যে, অপর সকলে অবশ্য তাহার চরণতলে মস্তক অবনত করিবে; কিন্তু এই পৃথিবীতে দেখিতে পাই, যতই কেহ অহঙ্কারে পূর্ণ হয়, ততই সকলে তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করে; সুতরাং অহঙ্কারী আশানুযায়ী সম্মান না পাইয়া অন্তরে জ্বলিতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, অহঙ্কারী অপর কোন ব্যক্তিকে আদর ও সম্মান পাইতে দেখিলে তাহার প্রাপ্য আদর ও সম্মানের লাঘব হইতেছে, মনে করিয়া ঈর্ষ্যায় অস্থির হইয়া পড়ে এবং কিরূপে সে ব্যক্তির প্রতিপত্তির নাশ করিবে, বিষপূর্ণ-হৃদয়ে তাহারই মন্ত্রণা করিতে থাকে।

তৃতীয়তঃ, কে তাহার গুরুত্ব উপযুক্তরূপে বুঝিল না, কে তাহার মহিমাকাহিনীশ্রবণে বিমুখ হইল, কে তাহার বিরুদ্ধে কি বলিল, কে তাহার সঙ্গে তুলনায় আপনার ক্ষুদ্রত্ব স্বীকার করিল না, কে তাহার সম্মুখে যতদূর অবনত হওয়া উচিত ছিল, ততদূর হইল না; ইত্যাদি চিন্তায় অহঙ্কারীর নিদ্রা হয় না, তাহার প্রাণের শান্তি লোপ পায়।

এরূপ দুঃখের জীবন পৃথিবীতে আর কাহার? অহঙ্কারের এইরূপ কুফল চিন্তা করিয়া সর্ব্বদা আপনাকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিবে।

(৩) অহঙ্কার-দমনের একটি বিশেষ উপায়—উর্দ্ধদৃষ্টি এবং অপরব্যক্তি-গণের গুণানুসন্ধান ও অভ্রান্তচিত্তে তাঁহাদিগের সহিত আত্মতুলনা।

যিনি যে বিষয় লইয়া অহঙ্কার করুন না, উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে তাঁহা অপেক্ষা সেই বিষয়ে উচ্চ অনেককে দেখিতে পাইবেন। ধন, মান, জ্ঞান, ধর্ম্ম, শৌর্য্য,—কোন বিষয়েই কেহ বলিতে পারে না, 'আমা অপেক্ষা এই পৃথিবীতে কেহ শ্রেষ্ঠ নাই' এবং কোন বিষয়ে কেহ পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও অপর শত-শত বিষয়ে তিনি অনেক লোক অপেক্ষা নিকৃষ্ট, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া অনেকে মনে করেন, 'আমা অপেক্ষা উচ্চ

কেহ নাই' ; কিন্তু গণ্ডীর বাহির হইলে দেখিতে পান, তাঁহা অপেক্ষা উচ্চব্যক্তির অন্ত নাই। গ্রামে যিনি আপনাকে অতি উচ্চ মনে করেন, কোন নগরে আসিলে তাঁহার উচ্চত্ব লোপ পায় ; কোন রাজধানীতে উপস্থিত হইলে দেখিতে পান—তিনি সেখানে অতি সামান্য নগণ্য ব্যক্তি। গ্রামে বসিয়া যে বিষয়ের অহঙ্কার করিতেছিলেন, তাহার ক্ষুদ্রত্ব মনে হইলে মন লজ্জায় অভিভূত হয়।

আমরা প্রতিবেশিবর্গের গুণানুসন্ধান করি না বলিয়া অনেক সময়ে আমাদিগকে বড় মনে করি। যাঁহাকে নিতান্ত নিকৃষ্ট মনে করিতেছি, তাঁহার ভিতরে কি কি গুণ আছে, একবার অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলে আমাদিগের মধ্যে নাই অথচ তাঁহার মধ্যে আছে, এইরূপ এত গুণ দেখিতে পাই যে, তাহা দেখিয়া পূর্ব্বে তাঁহাকে ক্ষুদ্র মনে করিবার জন্য অনুতপ্ত হইতে হয়। অনেক সময়ে যাহাকে স্পর্শ করা পাপ মনে করিতাম, তাহার গুণের দিকে দৃষ্টি করিয়া এমনি মোহিত হইয়া গিয়াছি যে, তাহার পাদস্পর্শ করিতে পারিলে জীবন ধন্য মনে করিয়াছি। দোষ না আছে কাহার? পৃথিবীতে সকলেরই দোষ আছে এবং সকলেরই গুণ আছে ; আমাতে যে দোষ নাই, তাহা তোমাতে আছে, আবার তোমাতে যে গুণ আছে, তাহা আমাতে নাই। এ-জগতে প্রত্যেক মানুষের চরিত্র বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কাহাকেও আমা অপেক্ষা অধম বলিয়া স্থির করিতে পারি না ; সকলেই কোন-না-কোন বিষয়ে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাই। কোন ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র বলিবার অধিকার ভগবান্ কাহাকেও দেন নাই।

আমরা অনেক সময় অপরের কার্য্যের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া দোষারোপ করিয়া থাকি ও তাহা অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে

করি। কে কি ভাবে কোন্ কার্য্য করিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে বুঝি না; কিন্তু উচ্চকণ্ঠে দোষ ব্যাখ্যা করিতে ত্রুটিও করি না। তথ্যানুসন্ধান না করিয়া দোষকীর্ত্তন করিয়া বেড়ান আমাদিগের একটি প্রধান দোষ, আমরা প্রত্যেকেই বোধ হয় শত-শত বার অপরের দোষ দেখাইয়া নিজের বাহাদুরি ঘোষণা করিয়াছি, অবশেষে যখন প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তখন মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছিলাম চিন্তা করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়াছি। কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে শুনিয়া কি দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যাকারী পাষণ্ড বলা কর্ত্তব্য নহে। যাহাকে তুমি পাষণ্ড বলিতে উদ্যত হইয়াছ, হয়ত তিনি স্বর্গের দেবতা। কোন নরাধম নিঃসহায়া একটি সাধ্বী মহিলার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সাধ্বীকে আর কোন উপায়ে রক্ষা করিতে না পারিয়া অবশেষে তিনি সেই নরপিশাচকে যমসদনে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তুমি ভ্রমান্ধ হইয়া যাহাকে পাষণ্ড বলিতে উদ্যত হইয়াছিলে, সেই হত্যাকারী পাষণ্ড না দেবতা? এইরূপ ভ্রমসম্বন্ধে তাপসমালায় একটি মনোহর গল্প আছে।

একদা তাপস হোসেন বসোরী দজলানদীর তীর দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, একজন কাফ্রি কোন স্ত্রীলোকের সহিত বসিয়া বৃহৎ বোতল হইতে কি পান করিতেছে। ইহা দেখিয়া হোসেন মনে-মনে ভাবিতে লাগিলেন—"এই ব্যক্তি অপেক্ষা অবশ্য আমি শ্রেষ্ঠ, আমি ত ইহার ন্যায় কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসিয়া সুরা পান করি না।" হোসেন এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় একখানি নৌকা তথায় উপস্থিত হইল। অকস্মাৎ নদীর তরঙ্গাভিঘাতে নৌকাখানি মগ্ন হইল। কাফ্রি ইহা দেখিবামাত্র জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং নৌকারোহীদিগের মধ্যে ছয়জনকে উদ্ধার করিল। হোসেন

দেখিয়া অবাক্; কাফ্রির হৃদয়ের স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া তিনি তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে জানিতে পারিলেন যে, যে স্ত্রীলোকটি তাহার সঙ্গে বসিয়াছিল, সে তাহার মাতা ও বোতলের মধ্যে যাহা ছিল, তাহা সুরা নয়, নির্ম্মল জল। কাফ্রি বলিল—"আমি দেখিতেছিলাম, তুমি অন্ধ না চক্ষুষ্মান্; দেখিলাম তুমি অন্ধ।" হোসেন লজ্জিত হইয়া তাহার চরণ ধরিয়া বলিলেন—"আমায় ক্ষমা কর, সত্য-সত্যই আমি অন্ধ। ভাই, তুমি ত ঐ নদীর তরঙ্গ হইতে ছয়জনকে উদ্ধার করিলে, এখন দয়া করিয়া আমাকে অহঙ্কার-নদের আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার কর।" এই ঘটনার পরে হোসেন আর কখনও আপনাকে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন না। একদিন একটি কুকুরকে দেখাইয়া তাঁহাকে একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তুমি শ্রেষ্ঠ, না এই কুকুর শ্রেষ্ঠ?" তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—"যদি আমার ধর্ম্মজীবন রক্ষা পায়, তবে আমি কুকুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অন্যথা আমার ন্যায় একশত হোসেন অপেক্ষা কুকুর শ্রেষ্ঠ।" আমাদিগের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি বলিতে পারেন, আমার ধর্ম্ম অক্ষত রহিয়াছে।

(৪) জগতের সহিত নিজের দায়িত্ব চিন্তা করিয়া আপনার শরীর ও মন, পরিবার, সমাজ, স্বদেশ ও জগৎ-সম্বন্ধে আমাদিগের কি কর্ত্তব্য ও তাহা সম্পাদন করিতে কি কি বিষয় আয়ত্ত করার প্রয়োজন, মনে হইলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, লম্ফ-ঝম্প থামিয়া যায়। যখন মানবজন্ম গ্রহণ করিয়াছি, ভগবান্ মানবত্ব-সাধনের কতকগুলি শক্তি দিয়াছেন, তখন মানব-নামের উপযুক্ত কার্য্য করিবার জন্য দায়ী; তাহা কতদূর করিয়াছি ও তাহা কতদূর করিতে পারিব, স্থিরচিত্তে ভাবিলে আপনার ক্ষুদ্রত্ব এমনি চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হয়, আর অহঙ্কার নিকটেও

আসিতে পারে না। কত মহাশক্তিশালী ব্যক্তি—সাগরের ন্যায় যাঁহাদিগের জ্ঞান, প্রেম ও প্রতাপ—স্বীয় দায়িত্ব চিন্তা করিয়া আপনার শক্তিবিকাশ ও কার্য্যকলাপের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া "হায়, আমি কিছুই নই, আমার কিছুই হইল না, কিছুই করিলাম না", এইরূপ কত খেদোক্তি করিয়া গিয়াছেন। আর তুমি কূপমণ্ডুক হইয়া কোন্ মুখে আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞান, ক্ষুদ্র প্রেম ও ক্ষুদ্র প্রতাপের বড়াই করিতে পার?

মানিলাম, তুমি তোমার দায়িত্বানুযায়ী কার্য্য করিয়া উঠিতে পার। তাহাতেই বা অহঙ্কারের বিষয় কি? কর্ত্তব্য কার্য্য করাতে আর পৌরুষ কি? না করিলে বেত্রাঘাত। পিতার পুত্রের ভরণপোষণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ কর্ত্তব্য করিয়া কি কোন পিতা কখন অহঙ্কার করিয়াছেন? স্ত্রী যে স্বামীর সেবা করেন, তাহা কি কখনও তাঁহার অহঙ্কারের বিষয় হইয়া থাকে? কোন্ পুত্র বৃদ্ধ পিতার অন্নসংস্থান করিয়া মনে করেন, বড়ই গৌরবের কার্য্য করিয়াছেন? যাহা কর্ত্তব্য, তাহা না করা অন্যায়; করিলে গর্ব্ব করিবার কি আছে? জ্ঞান ও প্রেমধর্ম্মে যতদূর উন্নত হওয়া কর্ত্তব্য, কি জগতের উপকার যতদূর করা কর্ত্তব্য, তাহা করিতে পারি না বলিয়া মনস্তাপ হইতে পারে, করিতে পারিলে তাহার স্পর্দ্ধার বিষয় ত কিছুই দেখি না। আমাদিগকে ভগবান্ যে শক্তিগুলি দিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত ব্যবহার না করিলে দণ্ডনীয় হইবার কথা, করিলে মাত্র কর্ত্তব্যসাধন হইল, অহঙ্কারের কিছুই হইল না।

অতীত জীবনে নিজের স্খলন বা পতন চিন্তা করিলে সকলের দর্প চূর্ণ হয়। এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না, যিনি নিজের অতীত জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া সগর্ব্বে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন।

(৫) অহঙ্কারের বিষয়গুলি ক'দিন স্থায়ী, ইহা চিন্তা করিলে অহঙ্কারের হ্রাস হয়। পৃথিবীতে যিনি যাহারই অহঙ্কার করুন, মৃত্যু একদিন সমস্ত অহঙ্কার দূর করিয়া দিবে। আর মৃত্যুর নামই বা লইবার প্রয়োজন কি? মৃত্যুর পূর্ব্বেই ত দেখিতে পাই, কত জ্ঞানী মূর্খ হইয়া গেল, কত ধনী পথের ভিখারী হইল, কত মানী অবমানিত হইল, কত প্রতাপী পরপদানত হইয়া রহিল। প্রতাপে অদ্বিতীয় নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সেণ্টহেলেনায় বন্দী হইয়া রহিলেন; মানদৃপ্ত কার্ডিনাল্ উল্সী বৃদ্ধবয়সে কত অপমান সহ্য করিলেন; জ্ঞানীর শিরোমণি অগস্ত্য কোমৎ বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া পড়িলেন। ধনীর দরিদ্র হওয়ার দৃষ্টান্তের ত অন্ত নাই। রূপ ত দু'দিনেই বিরূপ হইয়া যায়। অহঙ্কারের এমন বিষয় দেখি না, যাহার স্থিরত্বে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। তবে আর কি লইয়া অহঙ্কার করিবে?

(৬) যে-স্থলে আপনার গুণকীর্ত্তন হয়, সে-স্থল হইতে প্রস্থান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। স্বীয় গুণগান-শ্রবণ অহঙ্কারের প্রধান পোষক। সাধুগণ যেস্থলে আপনার গুণের আলোচনা শ্রবণ করেন, সে স্থল হইতে দূরে গমন করেন।

নিজের দোষকীর্ত্তন মহোপকারী। 'আমার অমুক অমুক বিষয়ে অহঙ্কার আছে', লোকের নিকট যত প্রকাশ্যভাবে বলিবে, ততই অহঙ্কার মস্তক লুকাইবার চেষ্টা করিবে। দীনতা অবলম্বন করিয়া ও লোকের নিকট অহঙ্কারের বিষয় খ্যাপন করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সমুচিত দণ্ডপ্রার্থনা অহঙ্কার-দমনের মহৌষধ। একদিবস এক সাধক তাপস বায়েজিদের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আমি ত্রিশ বৎসর প্রতিদিন রোজাপালন করিতেছি ও রাত্রিজাগরণ করিয়া তপস্যা করিতেছি, তথাপি জীবনে অধ্যাত্মতত্ত্বের কোন আভাস

পাইতেছি না, ইহার কারণ কি ?" বায়েজিদ উত্তর করিলেন—"ত্রিশ বৎসর কেন, ত্রিশ শত বৎসরও এইরূপ সাধন করিলে কিছু ফল পাইবে না।" সাধক বলিলেন—"কেন ?" বায়েজিদ বলিলেন—"যেহেতু তুমি আপন জীবন একপ্রকার আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া রাখিয়াছ।" সাধক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহার প্রতিবিধান কি ?" বায়েজিদ বলিলেন—"যাও, মস্তক মুণ্ডন কর, সৌন্দর্য্য-উদ্দীপক যাহা কিছু আছে, অঙ্গ হইতে উন্মোচন কর। এই পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া কম্বল পর। নগরের যে-স্থলে তোমাকে সকলে চিনে, এইরূপ কোন পল্লীতে যাইয়া ব'স ও কতকগুলি ক্রীড়ার দ্রব্য নিকটে রাখ। বালকদিগকে আহ্বান করিয়া বল, 'যে আমার গলায় একটি ধাক্কা দিবে, তাহাকে একটি খেলনা দিব, যে দুইটি ধাক্কা দিবে, তাহাকে দুইটি খেলনা দিব।' এইভাবে বালকদিগের দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্র পাইতে পাইতে নগরের প্রত্যেক পল্লী ভ্রমণ করিবে। যে গ্রামে তোমার বিশেষ অপমান হইবে, সেই গ্রামে বসতি করিবে। ইহাই তোমার সম্বন্ধে মহৌষধ।" বাস্তবিক অহঙ্কারের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ঔষধ আর নাই। গর্ব্বের পরিচ্ছদ দূর করিয়া দীনভাবে সর্ব্বসমক্ষে আপনার দোষকীর্ত্তন করিতে করিতে যাহাদিগের নিকটে অহঙ্কার করিয়াছ, তাহাদের নিকট হইতে তাচ্ছিল্য আহ্বান করিলে অহঙ্কার দূরে পলায়ন করে। হয়ত সরলভাবে কাহারও নিকটে নিজের দোষ বলিতে বলিতে মনে অহঙ্কার হইবে—"আমি কি সরল! যাহার নিকটে আমি আমার দোষগুলি বলিতেছি, সে আমাকে কত সরল মনে করিতেছে।" যদি এইরূপ ভাব হয়, অমনি এই ভাবটি তাহার নিকটে প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। ক্রমাগত এইরূপ করিলে অহঙ্কার প্রাণের ভিতর থাকিবার আর সুবিধা পাইবে না, হৃদয় নির্ম্মল হইবে, জীবন ধন্য হইবে।

অহঙ্কার-দমনের জন্য কতকগুলি বিশেষ উপায় বলিলাম ; কিন্তু কেহই যেন সকলপ্রকারের পাপজয়-সম্বন্ধে যে সাধারণ উপায়গুলি বলা হইয়াছে, তাহা বিস্মৃত না হন। অহঙ্কারকে পরাস্ত করিবার জন্য সেইগুলিও সর্ব্বদা মনে রাখিবেন।

৬। মাৎসর্য্য

(১) অপরের প্রতি প্রেমের বিস্তার মাৎসর্য্যের পরম ঔষধ। যে যাহাকে ভালবাসে, সে কখনও তাহার শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া কাতর হইতে পারে না ; ভালবাসার পাত্রের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে আনন্দের বৃদ্ধি হয়, কখনও প্রাণে মাৎসর্য্য স্থান পাইতে পারে না। অতএব যাহার শ্রী দেখিলে কাতর হই, তাহার সদ্‌গুণ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া যদি কোনপ্রকারে হৃদয়ে তাহার প্রতি ভালবাসার ভাব আনিতে পারি, তবে কখনও তাহার প্রতি মাৎসর্য্যের দ্বারা ক্লিষ্ট হইব না। এইরূপে যতই ভালবাসা অপর লোকের উপরে ছড়াইয়া পড়িবে, ততই মাৎসর্য্যের হ্রাস হইবে। এইজন্য যাহাদিগের প্রতি কোনরূপ মাৎসর্য্যের ভাব হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তাহাদিগের সহিত সর্ব্বতোভাবে সৌহার্দ্দ-স্থাপনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

(২) সঙ্কীর্ণতা মাৎসর্য্যের প্রধান পোষক। যে মনে করে—সুখ, সম্ভ্রম, সম্পদ্, যাহা কিছু ছিল, অমুক ব্যক্তি ভোগ করিয়া লইল, আমার জন্য ত কিছুই রহিল না, সে পরের সুখ, সম্ভ্রম, সম্পদ্ দেখিলে প্রাণে কষ্ট পাইতে পারে ; কিন্তু যাহার মনে হয়, এই প্রকাণ্ড পৃথিবী পড়িয়া রহিয়াছে, অন্তর্জ্জগতে ও বহির্জ্জগতে লোকের সুখী, সম্ভ্রান্ত অথবা সম্পদ্‌শালী হওয়ার পথের অন্ত নাই, প্রত্যেকেরই পৃথিবীতে কোন-না-কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠ হইবার অধিকার আছে, তাহার হৃদয়ে

মাৎসর্য্য রাজত্ব করিতে পারে না। যতই উদারতার বৃদ্ধি, ততই মাৎসর্য্যের নাশ।

(৩) পরনিন্দা মাৎসর্য্যের প্রধান সহচর। প্রাণের ভিতর যত মাৎসর্য্যের অধিকার বিস্তৃত হয়, তত পরনিন্দায় জিহ্বা নৃত্য করিতে থাকে। পরনিন্দার অভ্যাস ও প্রবৃত্তি যত কমাইতে পারিবে, মাৎসর্য্য তত আঘাত পাইবে। পরনিন্দার অভ্যাস ও প্রবৃত্তি-দমনের জন্য দুইটি উপায় উৎকৃষ্ট—(ক) নিন্দক আপনার স্বীয় জীবনের দোষগুলি সর্ব্বদা মনের সম্মুখে রাখিবেন। যে ব্যক্তি আপনার দোষগুলির সম্বন্ধে সর্ব্বদা জাগরিত, সে ব্যক্তি পরের নিন্দা করিতে কখনও আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারে না। নিজের দিকে তাকাইয়া তাহার মুখ শুকাইয়া যায়, সে আর পরের দোষের আলোচনা করিবে কি? (খ) পরের দোষানুসন্ধান না করিয়া পরের গুণানুসন্ধান করিতে করিতে তাহাদিগের গুণকীর্ত্তন করিবার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস যত বৃদ্ধি পাইবে, পরনিন্দার প্রবৃত্তি তত কমিয়া যাইবে। সর্ব্বদা পরের গুণকীর্ত্তন যাঁহারা করেন, সেইরূপ লোকের সংসর্গ এ-সম্বন্ধে বিশেষভাবে উপকারী। নিতান্ত নিকৃষ্ট পাপীর জীবনেরও গুণানুসন্ধান করিয়া তাহার গুণকীর্ত্তন করিলে প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়। যাঁহার নিন্দা করিতে তোমার মন উৎসুক হইবে, তাঁহার চরিত্রে ক্রমাগত গুণানুসন্ধান করিতে থাকিবে, কতকগুলি গুণ পাইবেই পাইবে। বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে যখনই আলাপ হইবে, তখনই সেই গুণগুলির বিশেষ উল্লেখ করিবে ও তাঁহার মহত্ত্ব ঘোষণা করিবে। এইরূপ করিতে থাকিলে ক্রমেই পরনিন্দার ইচ্ছা দূর হইবে ও পরগুণালোচনার অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে পারিবে।

(৪) যাহাতে প্রাণে ভাল হইবার জন্য প্রগাঢ় আবেগ জন্মে, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভাল হইতে যাঁহার বলবতী ইচ্ছা আছে,

ঈর্ষ্যা তাঁহার ভিতরে কার্য্য করিবার অবকাশ পায় না। ভাল হইবার জন্য যাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হয়, তিনি সর্ব্বদা পরের গুণকাহিনী শুনিয়া, পরের ভাল দেখিয়া আপনাকে উন্নত করিবার চেষ্টা করেন। পরের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকাইবার তাঁহার সময় থাকে না ও পরের মন্দচিন্তা যে নিজের ভাল হইবার পথে কণ্টক, তাহা তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যে অপর কোন ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত, তাহার মন সর্ব্বদা সেই ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার জন্য ধাবিত হয়, তাহার আর ভাল হইবার অবসর থাকে কোথায়? যাঁহার হৃদয়ে ভাল হইবার ইচ্ছা প্রবল, তিনি পরের ভাল দেখিলে অমনি সেই ভালটুকু নিজের জীবনে আয়ত্ত করিতে সচেষ্ট হন। তাঁহার মনে অপরকে অবনত করিয়া আপনার সমান না করিয়া, নিজে উন্নত হইয়া অপরের সমান হইবার জন্য যত্ন হয়। যে ব্যক্তি মাৎসর্য্যের দাস, সে নিজের উন্নতি ভুলিয়া পরের অবনতি কামনা করে। যাঁহার প্রাণে মাৎসর্য্য নাই, তিনি মনে করেন, 'অন্যকে নামাইয়া আমার সমান না করিয়া আমি কেন উঠিয়া তাঁহার সমান না হই?' তাঁহার ঈর্ষ্যার নাম শুনিতেও লজ্জা হয়।

(৫) মাৎসর্য্যের কুফল-চিন্তা মাৎসর্য্য-দমনের প্রধান উপায়। যে ব্যক্তি ঈর্ষ্যাগ্নিতে আপনার প্রাণটি আহুতি দেয়, তাহার অবস্থা শোচনীয়। যাহা দেখিলে মনুষ্যের প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়, ঈর্ষ্যী তাহাই দেখিয়া যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা পাইতে থাকে। সৌন্দর্য্য, সুখ, সাহস, সদ্‌গুণ দেখিলে কাহার না মনে আনন্দের সঞ্চার হয়? ঈর্ষ্যীর প্রাণে তাহাই নরকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। ভাল যাহার নিকটে মন্দ, সুধা যাহার নিকটে বিষ, স্বর্গ যাহার নিকটে নরক, পূর্ণচন্দ্রের আলোক যাহার নিকটে অমানিশার অন্ধকার, তাহার যে কি দুঃখের অবস্থা, তাহা কে বর্ণনা করিবে? সহস্র ব্যক্তি একজনের গুণগান করিয়া

আপনাদিগকে ধন্য মনে করিল, ঈর্ষ্যীর কর্ণে যেই সেই ধ্বনি প্রবেশ করিল, অমনি তাহার প্রাণ যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল; বল, ইহার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে?

যাহার দোষ-চিন্তা ও দোষ-দর্শনই ব্যবসায়, সে যে কিরূপ হতভাগ্য, তাহা মনে করিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। যে ব্যক্তি চন্দ্রে কলঙ্ক ভিন্ন আর কিছু দেখে না, কুসুমে কীট ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারে না, মৃণালে কণ্টক ভিন্ন আর কিছু বুঝে না, তাহার ন্যায় দুঃখী এ-জগতে আর কে? ঈর্ষ্যীর প্রাণ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন, কণ্টকাকীর্ণ, ক্লেদপূর্ণ। ভগবান্ সকলকে ঈর্ষ্যার হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

ঈর্ষ্যা হলাহলের ন্যায় অস্থি পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে। ঈর্ষ্যীর দিবানিশি প্রাণে অসুখ। সর্ব্বদা তাহার প্রাণে কষ্ট। তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কর্ত্তব্য-কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না, হৃদয়ের স্বাচ্ছন্দ্য চলিয়া যায়। এ-জগতে বিবাদ-বিসংবাদ প্রায় ঈর্ষ্যামূলক দেখিতে পাই। কত কত ব্যক্তি, কত কত জাতি ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

(৬) আর একটি কথা মনে রাখিলে ঈর্ষ্যাকে হৃদয়ে স্থান দিতে অনেকেরই লজ্জা বোধ হইবে। লর্ড বেকন বলিয়াছেন—"যাহার নিজের গুণ নাই, সে অপরের গুণ দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হয়। যাহার অপরের গুণ আয়ত করিবার ভরসা নাই, সেই অপরকে টানিয়া নামাইয়া তাহার সমান করিতে চেষ্টা করে।" বাস্তবিক নিতান্ত নিকৃষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন কেহ ঈর্ষ্যাকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না। যাহার নিজের ভাল হইবার শক্তি নাই, অথচ পরের ভাল সহ্য হয় না, এরূপ ব্যক্তি ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া থাকে। যে ভাল হইতে পারে, সে অপরের ভাল দেখিয়া অবশ্য ভাল হইয়া তাহার সমান হইবার চেষ্টা করে। সে অপরের কখনও কোন মন্দ কামনা করে না। আর যে আপনার মধ্যে ভাল হইয়া অপরের

সমান হইবার শক্তি দেখিতে পায় না, তাহার মনে ইচ্ছা হয় যে, সেই ব্যক্তি ক্রমে নিম্নে আসিয়া তাহার সমান হউক। দুর্ব্বল, ইতর হৃদয় ঈর্ষ্যার ভিত্তি—ইহা যাঁহার উপলব্ধি হইবে, তিনি কখনও ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তী হইবেন না।

৭। উচ্ছৃঙ্খলতা

(১) মন নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় উচ্ছৃঙ্খলতার উৎপত্তি। যাহাতে মন নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহারই চেষ্টা করিলে উচ্ছৃঙ্খলতার হ্রাস হয়। মন নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রধান উপায়—কোন ব্রত কিংবা কতকগুলি নিয়ম অবলম্বন করিয়া অটুটভাবে তাহা রক্ষা করার অনবরত চেষ্টা। দৈনিক কোন্ সময় কি কার্য্য কতক্ষণ কিরূপে করিতে হইবে, স্থির করিয়া কিছু-কাল সেই নিয়মগুলি অবিচলিতভাবে রক্ষা করিলে মন সংযত হইবে, উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হইবে। যখন যাহা মনে হইল, তখন তাহা করিলাম, কোন কার্য্য করিবার জন্য একটি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম, কিন্তু অপর কোন কার্য্যানুরোধে তাহা অবহেলা করিলাম, কোন্ সময় কোন্ কার্য্য করা হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, এইরূপ ভাবে যাঁহারা জীবন-যাপন করেন, তাঁহাদিগের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হওয়া সুকঠিন। দৈনিক কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া অক্ষতভাবে তাহা পালন করা নিতান্ত প্রয়োজন। কর্ত্তব্যসাধনের নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহা করিতে হইবে, এই ভাব সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখিতে হইবে। অদ্য অপরাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময়ে আমার কোন একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-কার্য্য করিতে হইবে ; ৬টার সময়ে কাহারও সহিত আমোদ-প্রমোদ কিংবা কোন প্রকার সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনে এমনি উন্মত্ত হইয়া পড়িলাম যে, ৮টার সময়ে আর তাহা করা হইল না—ইহা অপেক্ষা উচ্ছৃঙ্খলতাবর্দ্ধক কিছুই নাই। সঙ্কীর্ত্তনাদিতে উন্মত্ত হইয়া আপনার কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাওয়া

বাঞ্ছনীয় নহে। কেহ হয়ত বলিবেন—"ভগবানের নাম করা অপেক্ষা কি তোমার কর্ত্তব্যসাধন গুরুতর হইয়া পড়িল?" আমি তাহার উত্তরে বলিব—"কর্ত্তব্যসাধনও যে ভগবৎমহিমা-প্রচার, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছেন?" কর্ত্তব্যসাধন অপেক্ষা সঙ্কীর্ত্তন বিন্দুমাত্র শ্রেষ্ঠতর নহে। যাহাতে সুচারুরূপে কর্ত্তব্যসাধন করা যাইতে পারে, সঙ্কীর্ত্তনাদি মনকে প্রফুল্ল ও ভক্তিপূর্ণ করিয়া তাহারই সহায়তা করিয়া থাকে। তবে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় সঙ্কীর্ত্তনাদিই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। আমাদিগের এই দেশের কোন একজন বিখ্যাত ভগবদ্ভক্তের সহিত একদিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে কেহ সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। পরস্পর ভগবৎকথা আরম্ভ করিলে উভয়েরই প্রাণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল; উভয়েই সেই প্রসঙ্গে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন; উভয়েরই ইচ্ছা যে অন্ততঃ রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত সেই প্রাণোন্মাদিনী কথা চলিতে থাকে; কিন্তু ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উপস্থিত। সন্ধ্যার সময়ে যিনি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, কাহারও প্রতি কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহার বিদায়গ্রহণ করার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভক্তের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন, ভক্তের তাঁহাকে ছাড়িবার ইচ্ছা নাই; কিন্তু কর্ত্তব্য মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে বিদায় দিলেন এবং বলিলেন—"তুমি যে কর্ত্তব্যানুরোধে এই নেশা ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলে, ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম।"

কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া তাহা সযত্নে যাঁহারা পালন করিয়াছেন, তন্মধ্যে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি নিজের জীবনচরিতে তাঁহার যে সমস্ত দৈনিক কার্য্যপ্রণালী দেখাইয়াছেন, তাহা হইতে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়।

ফ্রাঙ্কলিনের দৈনিক কার্য্যাবলী

	সময়	
প্রাতঃকাল।	৫	গাত্রোত্থান।
প্রশ্ন। আমি আজ	৬	প্রাতঃকৃত্য-সমাপন; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।
কি সৎকার্য্য করিব?	৭	কর্ত্তব্য স্থির করা; পাঠ; প্রাতের আহার।
	৮ ৯ ১০ ১১	কার্য্য।
মধ্যাহ্ন।	১২	পাঠ; জমাখরচের হিসাব দেখা।
	১	দ্বিপ্রহরের আহার।
অপরাহ্ণ।	২ ৩ ৪ ৫	কার্য্য।
সন্ধ্যাকাল।	৬	দ্রব্যাদি যথাস্থানে রাখা; সন্ধ্যার আহার;
প্রশ্ন। আমি আজ কি	৭ ৮	গান; বাদ্য; আমোদ-প্রমোদ; আলাপ;
সৎকার্য্য করিয়াছি?	৯	দিনের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে আত্মপরীক্ষা।
রাত্রি।	১০ ১১ ১২ ১ ২ ৩ ৪	নিদ্রা।

এই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়া আমাদিগেরও স্ব-স্ব অবস্থা ও সাংসারিক কার্য্য-অনুযায়ী একটি কার্য্যপ্রণালী প্রস্তুত করিয়া তাহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। দৃঢ়ভাবে ইহা করিলে উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হইবে।

(২) যে গুণগুলি দ্বারা হৃদয় প্রস্তুত না করিলে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় না, সেইগুলি আয়ত্ত করিবার পথে উচ্ছৃঙ্খলতা ঘোর অন্তরায়। উচ্ছৃঙ্খলতার দাস বলিয়া আমরা কোন্ গুণটি কতদূর জীবনে আয়ত্ত করিয়াছি, তাহা দৈনিক আত্মপরীক্ষা দ্বারা জানিতে চেষ্টা করি না। ফ্রাঙ্কলিন কতকগুলি গুণের তালিকা প্রস্তুত করিয়া কোন্ দিবসে কোন্‌টি কিরূপ পালন করিলেন, কোন্ দিবসে কোন্‌টি হইতে বিচ্যুত হইলেন, তাহা দেখিবার জন্য একটি সুন্দর নিয়ম করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উপায়টি সকলেরই অনুসরণীয়। উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিয়া চিত্ত সদ্-গুণালঙ্কৃত করিবার উহা প্রশস্ত উপায়। তিনি ত্রয়োদশটি গুণের নাম করিয়া তাহার এক-একটি গুণ সাধন করিবার জন্য এক-একটি সপ্তাহ নির্দ্দিষ্ট রাখিতেন। সে-সপ্তাহে সেইগুলির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া অপর গুণগুলির সম্বন্ধে উদাসীন হইতেন না।

একখানি ক্ষুদ্রপুস্তকের এক-এক পৃষ্ঠায় বড়-বড় অক্ষরে এক-একটি গুণের নাম লিখিত থাকিত। সেই পৃষ্ঠায় এক সপ্তাহের সাতটি দিনের নাম লিখিয়া পার্শ্বে কতকগুলি গুণের নাম লিখিতেন। যে সপ্তাহের উপরে যে গুণটির নাম বড় অক্ষরে লেখা থাকিত, সেই সপ্তাহে তাহার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য থাকিত। সন্ধ্যার সময় আত্মপরীক্ষা করিয়া যেদিন যে গুণটির সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারেন নাই, সেই দিনের নামটির নীচে সেই গুণটির সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন অঙ্কিত করিতেন। তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিত হইতে এই পুস্তকে একটি পৃষ্ঠার নমুনা দেওয়া যাইতেছে—

পরিমিত পানাহার

	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
পরিমিত পানাহার।							
বাক্‌সংযম।	*	*		*		*	
সুশৃঙ্খলা।	*	*			*	*	*
কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।		*				*	
মিতব্যয়িতা।						*	
পরিশ্রম ও সময়ের সদ্ব্যয়।			*				
অকপটতা।							
ন্যায়পরায়ণতা।							
ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা।							
ইন্দ্রিয়সংযম।							
বিনয়।							

(৩) উচ্ছৃঙ্খলতার এক প্রধান কারণ নিরঙ্কুশভাবে বিহার। যাহাদিগের কেহ নেতা ও শাস্তা নাই, তাহারাই নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া

থাকে। তাই কোন ভক্তিভাজন শ্রেষ্ঠব্যক্তির আদেশানুসারে চলা উচ্ছৃঙ্খলতানাশের একটি প্রধান উপায়। সৈনিক যেমন সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশের সম্পূর্ণ অধীন থাকে, তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করে না, তেমনি কোন শ্রেষ্ঠব্যক্তির আজ্ঞাধীন হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করিলে উচ্ছৃঙ্খলতা কমিয়া যায়। স্বেচ্ছাচার দমন করা নিতান্ত আবশ্যক।

(৪) ত্রাটকসাধন অর্থাৎ প্রতিদিন নির্নিমেষনয়নে একদিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকা অভ্যাস করিলে ও প্রাণায়াম করিলে মনের উচ্ছৃঙ্খলতার হ্রাস পায়। যে যে উপায়ে একাগ্রভাগ বৃদ্ধি পায়, তাহা সমস্তই উচ্ছৃঙ্খলতানাশক।

(৫) এই সৌরজগৎ কিরূপ বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন থাকিয়া সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে, তাহা চিন্তা করিলে উচ্ছৃঙ্খল জীবন নিয়মিত হয়। চারিদিকে এই প্রকাণ্ড বিশ্ব কি সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে! সূর্য্য প্রত্যেকদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে উদিত হইতেছে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে অস্ত যাইতেছে; চন্দ্রের ষোল কলা নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ক্ষয় পাইতেছে; অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রাদি যাহার যেদিন যেভাবে যতটুকু চলিবার নিয়ম, সে সেইদিন সেইভাবে ততটুকু চলিতেছে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, ছয় ঋতু নির্দ্দিষ্ট চক্রে ঘুরিতেছে; অগ্নি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে তাপ দিতেছে; বায়ু নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বহিতেছে; মেঘ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সঞ্চারিত হইতেছে; ইহা চিন্তা করিলে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ত্যাগ করিয়া কর্ণহীন তরণীর ন্যায় কে আপনার জীবনকে শৃঙ্খলাহীন করিবে? যিনি কিঞ্চিন্মাত্র অনুধাবন করিয়া দেখেন, তিনিই দেখিতে পান, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডময় একটি সুন্দর বিধি কার্য্য করিতেছে, সেই বিধির নিকটে

মস্তক অবনত করিয়া যিনি আপনার জীবন নিয়মিত করেন, তিনিই ভাগ্যবান্; তাঁহার যত বয়স বৃদ্ধি পায়, তিনি ততই আনন্দ সঞ্চয় করিতে থাকেন। আর যিনি তাহা না দেখিয়া তরঙ্গতাড়িত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় আপনার জীবন উচ্ছৃঙ্খল করিয়া ফেলেন, তিনি হতভাগ্য; তাঁহার যত বয়স বৃদ্ধি পায়, ততই তিনি অনুতাপে দগ্ধ হইতে থাকেন ও ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়েন। আমরা যেন সকলে ইচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিয়া এ-জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি।

৮। সাংসারিক দুশ্চিন্তা

যাহাদিগের অন্তঃকরণ সাংসারিক দুশ্চিন্তায় সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকে, তাহাদের ভক্তিসাধন সহজ নহে। সর্ব্বতোভাবে সাংসারিক দুশ্চিন্তা দূর করা কর্ত্তব্য।

(১) অভাববোধ ও লোকনিন্দাভয় যত কম হইবে, তত সাংসারিক দুশ্চিন্তা দূর হইবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত অভাব অতি কম; আমাদিগের কল্পিত অভাবই আমাদিগের সর্ব্বনাশের মূল। যাহা না হইলে দিন চলে না, এমন পদার্থের সংখ্যা অতি অল্প, আমাদিগের ইহা মনে হয় না। 'আমার এ বস্তুটি না হইলে কিরূপে চলিবে? ও বস্তুটি না হইলে লোকসমাজে কিরূপে উপস্থিত হইব?' ইহা চিন্তা করিয়াই আমরা অস্থির হইয়া পড়ি। যে ব্যক্তি মনে করেন, 'দিন একরূপ চলিয়া যাইবে, এ পৃথিবীতে খাটিতে আসিয়াছি, খাটিতে থাকি; অন্নসংস্থান যাঁহার করিবার তিনিই করিবেন; লোকসমাজের অনুরোধে অভাব কল্পনা করা মূর্খের কার্য্য'—এরূপ ব্যক্তির হৃদয়ে সাংসারিক দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিতে পারে না। আমাদিগের

দেশে দেখিতে পাই, সহস্র সহস্র লোক আপনার স্ত্রীর উপযুক্ত গহনা কিরূপে যোগাড় করিবেন, অথবা পিতৃশ্রাদ্ধে সাধ্যাতীত টাকাব্যয়ের জন্য কিরূপে অর্থের সংস্থান করিবেন, তাহারই চিন্তায় যৎপরোনাস্তি প্রপীড়িত। ইঁহারা নিতান্তই দয়ার পাত্র। ইঁহাদিগের অভাববোধ ও কাল্পনিক লোকনিন্দাভয় দেখিলে প্রাণে কষ্ট হয়।

(২) কোন ভাল বিষয়ে মন ডুবাইতে পারিলে সাংসারিক দুশ্চিন্তার হ্রাস হয়। যাঁহারা সর্ব্বদা সাধুদিগের সংসর্গে থাকেন, কিংবা পবিত্র আমোদ-প্রমোদে সময় যাপন করিবার সুযোগ পান অথবা ভগবদ্বিষয়ক, কি বিদ্যাবিষয়ক কোন সাধুচিন্তায় মগ্ন হন, তাঁহাদিগের নিকটে সাংসারিক দুশ্চিন্তা স্থান পায় না। অনেকেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের 'সে কাল আর এ কাল' এবং 'বুনো রামনাথের' গল্প পড়িয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় ইনি এমনিভাবে ডুবিয়া গিয়াছিলেন যে, সাংসারিক দুশ্চিন্তা ইঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিবার অবসর পায় নাই; সাংসারিক অভাব তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল। তিনি অতি দরিদ্রভাবে দিনযাপন করিতেন। প্রতিবেশীরা বলিত—"ইঁহার ন্যায় কষ্টের অবস্থা কাহারও নাই।" রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একদিন ইঁহার অভাব মোচন করিবার জন্য ইঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়ের কিছু অনুপপত্তি আছে?" ন্যায়শাস্ত্রে অনুপপত্তির অর্থ 'যাহার কোন সিদ্ধান্ত হয় না'। রামনাথ মনে করিলেন, রাজা ন্যায়শাস্ত্রসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। উত্তরে বলিলেন—"কৈ না, আমি ত কিছুই অনুপপত্তি দেখিতেছি না।" রাজা আরও স্পষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়ের কিছুর অসঙ্গতি আছে?" ন্যায়শাস্ত্রে অসঙ্গতি শব্দের অর্থ 'অসমন্বয়'। রামনাথ বলিলেন—"না, কিছুরই অসঙ্গতি নাই, সকলই সমন্বয় করিতে

সমর্থ হইয়াছি।” রাজা মহাবিপদে পড়িলেন; দেখিলেন, ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন আর যে কিছু চিন্তার বিষয় আছে, রামনাথের সে জ্ঞান নাই। তখন একেবারে স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“মহাশয়, সাংসারিক বিষয়ে আপনার কোন অনটন আছে?” রামনাথ উত্তর করিলেন—“না, কিছুই অনটন নাই; আমার কয়েক বিঘা ভূমি আছে, তাহাতে যে ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট; আর ঐ যে সম্মুখে তিন্তিড়ীবৃক্ষ দেখিতেছেন, ব্রাহ্মণী ইহার পত্র দ্বারা অম্বল রন্ধন করেন, আমি মহাসুখে তদ্দ্বারা ভোজন করিয়া থাকি। অনটন ত কিছুই দেখি না।” এইরূপ সন্তোষ কে না চান? রামনাথের ন্যায় যিনি কোন সাধু-বিষয়ে মজিয়া থাকেন, তাঁহার চিত্তে সাংসারিক দুশ্চিন্তা রাজত্ব করিতে পারে না।

(৩) নিম্নদিকে দৃষ্টি করিয়া অন্য কত লোক অপেক্ষা নিজের অবস্থা ভাল, ইহা চিন্তা করিলে মন স্থির ও আপনার অবস্থাতে সন্তুষ্ট হইবার পথ পরিষ্কার হইয়া আইসে। ‘সদ্ভাবশতকে’ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই সম্বন্ধে যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহার ভাব সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

একদা ছিল না ‘জুতো’ চরণ-যুগলে,
দহিল হৃদয়বন সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুলমনে,
গেলাম ভজনালয়ে ভজন-কারণে।
দেখি তথা একজন, পদ নাহি তার,
অমনি ‘জুতোর’ খেদ ঘুচিল আমার।
পরের অভাব মনে করিলে চিন্তন,
আপন অভাবক্ষোভ রহে কতক্ষণ?

'হায় ! আমি এলাম এ কি ঘোর কাননে,
নিশির আন্ধারে পথ না দেখি নয়নে।
শীতের দাপটে কাঁপে থর থর কায়,
নাহি তায় গায়ে কিছু, উহু ! প্রাণ যায়।'
এইরূপে পথহারা পান্থ একজন
নিশিথে করিতেছিল কাননে রোদন।
এমন সময়ে তারে এমন সময়
জলদ-গম্ভীর-নাদে ডেকে কেহ কয়,—
হে পথিক, চুপ কর, ক'রো না রোদন,
একবার এসে মোরে কর দরশন।
বটে তুমি শীতে অতি যাতনা পেতেছ,
কিন্তু তবু মৃত্তিকার উপরে র'য়েছ।
পড়িয়াছি আমি এই কূপের ভিতরে,
রহিয়াছি দুটি চাক ধরিয়া দু'করে ;
গলাবধি জলে ডোবা সকল শরীর,
রাখিয়াছি কোনরূপে উঁচু করি শির।
দেও তুমি ঈশ্বরেরে কৃতজ্ঞ-অন্তরে
ধন্যবাদ, পড়নি যে কূপের ভিতরে।

ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া যাঁহারা আপন হইতে বড়, তাঁহাদের দায়িত্ব ও বিপদের আশঙ্কা কত অধিক, তাহা ভাবিলেও আপনার দুরবস্থাজনিত দুঃখতাপের লাঘব হয়।

(৪) যাঁহারা সাংসারিক দুশ্চিন্তাপীড়িত, তাঁহারা কখনও নির্জ্জনে থাকিবেন না। নির্জ্জনে থাকিলে চিন্তার বৃদ্ধি হয়। সাধু সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তিদিগের সংসর্গে যত অধিক থাকিবেন, ততই তাঁহাদিগের উপকার হইবে।

এমন অনেক লোক পৃথিবীতে দেখিতে পাইতেছি, যাহার কল্যকার আহারের সংস্থান নাই; কিন্তু তথাপি মুখখানি হাসিমাখা। এইরূপ লোকের দৃষ্টান্ত যত মনে রাখিবেন, ততই সাংসারিক দুশ্চিন্তা দূর হইবে।

(৫) সাংসারিক দুশ্চিন্তা-সম্বন্ধে যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছুই নাই।*

"তোমরা তোমাদিগের জন্য 'কি আহার করিব, কি পান করিব?' কিংবা তোমাদিগের শরীরের জন্য 'কি পরিধান করিব?' এইরূপ চিন্তা করিও না। আহার অপেক্ষা জীবন এবং পরিধেয় বস্ত্রাপেক্ষা কি শরীর গুরুতর নহে?

"আকাশচারী পাখীদিগকে দেখ, ইহারা বীজ বুনে না, ফসল কাটে না, গোলা করিয়া ধান্যও রাখে না, তথাপি তোমাদিগের স্বর্গীয় পিতা ইহাদিগকে আহার করাইয়া থাকেন। তোমরা কি ইহাদিগের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শ্রেষ্ঠতর নও?

"তোমাদিগের মধ্যে কে ভাবিয়া ভাবিয়া শরীর একহাত বাড়াইতে পার?

"পরিধেয় বস্ত্রের জন্য বা চিন্তা কর কেন? স্থলপদ্মগুলির বিষয়ে চিন্তা কর; তাহারা কি প্রকারে জন্মায়; তাহারা পরিশ্রম করে না, কাপড় বুনে না, তথাপি তোমাদিগকে বলিতেছি, সোলেমান বাদসা তাঁহার সাজসজ্জার চরম সীমায়ও ইহাদিগের একটিরও ন্যায় সাজিতে পারেন নাই।

"তাই হে অবিশ্বাসিগণ, ভগবান্ যদি সামান্য মাঠের ঘাস, যাহা আজ আছে, কাল তুন্দুরের ভিতরে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাই সাজাইলেন, তবে কি তোমাদিগকে আরও বেশী করিয়া সাজাইলেন না?

* **Matthew, Ch. 6, Verses 25-34.**

"অতএব, তোমরা 'কি আহার করিব ? অথবা কি পান করিব ?' এইরূপ চিন্তা করিও না ; কারণ তোমাদিগের স্বর্গীয় পিতা জানেন, তোমাদিগের এই সকল বিষয়ের প্রয়োজন আছে।

"তোমরা প্রথমে ভগবানের রাজ্য এবং তাঁহার ধর্ম্মবিধানের অন্বেষণ কর ; সমস্ত পদার্থ (আহার্য্য ও পরিধেয়-সামগ্রী) তোমাদিগকে আধ্যাত্মিক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া যাইবে।

"অতএব কল্যকার চিন্তা করিও না।"

৯। পাটওয়ারী বুদ্ধি

পাটওয়ারী বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত মানুষ ভগবানের সহিত রফা করিতে অগ্রসর হয়। পাটওয়ারী বুদ্ধি তাঁহাকে ষোল আনা প্রেম দিবার প্রধান বিরোধী। সাধুভাবে হউক, অসাধুভাবে হউক, বৈষয়িক স্বার্থ সমগ্র বজায় রাখিয়া সাধু বলিয়া লোকের মধ্যে প্রতিপত্তি হয়, পাটওয়ারী বুদ্ধি ইহারই ফন্দী দেখাইয়া দেয়। যাঁহারা পাটওয়ারী বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া চলেন, তাঁহারা বোধ হয় মনে করেন, ভগবান্ তাঁহাদিগের চাতুরী ভেদ করিতে পারিবেন না। ভাবের ঘরে চুরি করিয়া চতুরতা দ্বারা পোষাইয়া দেওয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্যের নিকটেই চলে না, ভগবানের নিকটে তাহা কিরূপে চলিবে ? God ও Mammon উভয়কে যে বুদ্ধিমান্ সন্তুষ্ট করিতে যান, তিনি নিতান্তই নির্ব্বোধ। ভগবান্‌কে লইয়া সংসার করা পৃথক্ কথা, কিন্তু ভগবান্ হৃদয়ের এক বিভাগে, বিষয় অপর বিভাগে, এইরূপে যে বুদ্ধিমান্ আপনার হৃদয় ভাগ করিতে যত্নবান্ হন, তিনি নিতান্ত মূর্খ।

"না দিলে প্রেম ষোল আনা কিছুতে মোর মন উঠে না,
সংসারের উচ্ছিষ্ট প্রেম দিস্ না আমারে।
যে দেয় প্রেম ক'রে ওজন, সে ত প্রেমিক নয় কখন,
সংসারের বণিক্ সেজন, থাকে সংসারে॥"

কেহ কেহ বলেন—"একদিকে বিষয়কার্য্যের অনুরোধে যে পাপ করিয়া থাকি, অপরদিকে পরোপকার প্রভৃতি দ্বারা যে পুণ্য উপার্জ্জন করি, উভয়ে কাটাকাটি হইয়া যে পুণ্য অতিরিক্ত থাকিবে, তাহারই ফলে দিব্যধামের অধিকারী হইব।" ইঁহারা একমণ দুগ্ধে এক ছটাক গোমূত্র নিক্ষেপ করিয়া বলিতে পারেন, কাটাকাটি হইয়া অবশ্য ৩৯ সের ১৫ ছটাক বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাইবেন। একটি জলপূর্ণ পাত্রের মুখে কাক আঁটিয়া বলিতে পারেন, যখন কাক আঁটিয়াছি, তখন তলায় সামান্য এক-আধটি ছিদ্র থাকিলেও জল পড়িবার সম্ভাবনা নাই। সাধন-সম্বন্ধে মনু যাহা বলিয়াছেন, ধর্ম্মরাজ্যে সকল বিষয়েই তাহা মনে রাখা প্রয়োজন।

ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্॥

মনু—২।৯৯

"সমুদয় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি একটি ইন্দ্রিয়ের স্খলন হয়, তদ্দ্বারাই মনুষ্যের প্রজ্ঞা নষ্ট হয়। কোন জলপূর্ণ পাত্রে একটি ছিদ্র থাকিলে তদ্দ্বারা সমুদয় জল বাহির হইয়া যায়।"

ভগবানের রাজ্যে গড়ে ধর্ম্ম করা চলে না। বিলাতে একব্যক্তি গড়ে ধর্ম্ম করিতেন, স্বকীয় সাংসারিক স্বার্থের জন্য অন্যায় অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতে ত্রুটি করিতেন না, অনেক প্রকারের পাপকার্য্য করিতেন, অথচ রবিবারে গির্জ্জায় নিয়মমত উপস্থিত হইতেন এবং গরীব-দুঃখীকে নানাপ্রকারে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিতেন। বন্ধুবান্ধবদিগের নিকটে বলিতেন—"যদিও ভাই, সংসাররক্ষার জন্য পাপ করিয়া থাকি, তা' যখন প্রত্যেক রবিবারে নিয়মমত গির্জ্জায় যাই এবং

অনেককে অনেক প্রকারে সাহায্য করিয়া থাকি, তখন পরিত্রাণ-সম্বন্ধে আমার কোন ভয় নাই, গড়ে আমার ধর্ম্ম ঠিক আছে, কাটাকাটি হইয়া পুণ্যই অতিরিক্ত হইবে ; এবং তাহারই বলে পরিত্রাণ পাইব।" এই ব্যক্তি একদিন একটি গরু চরাইবার স্থান বেঁড়া দিয়া ঘিরিবার জন্য স্কটলণ্ডবাসী একটি ঠিকাদার নিযুক্ত করিলেন। ঠিকাদার কয়েকদিন কাজ করিয়া একদিন ঐ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া বলিল—"মহাশয়, আমার প্রাপ্য টাকা দিন, বেড়া দেওয়া হইয়াছে।" নিযোক্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন হইয়াছে?" ঠিকাদার বলিলেন—"গড়ে খুব ভালই হইয়াছে।" নিযোক্তা ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, বলিলেন—"চল দেখে আসি।" বেড়ার নিকটে গিয়া দেখেন বেড়া চারিদিকে ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ফাঁক ; গরু সেই ফাঁক দিয়া অনায়াসে বাহির হইয়া যাইতে পারে। ঠিকাদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কেমন বেড়া দেওয়া হইয়াছে, মাঝে মাঝে ফাঁক রহিয়াছে ; আমার গরু ত এ ফাঁকের ভিতর দিয়া বাহিরে চলিয়া যাইবে।" ঠিকাদার বলিল—"তাহা কেন যাইবে? ফাঁকের ছু'দিকে তাকাইয়া দেখুন না, যদিও মাঝে মাঝে ফাঁক আছে, কিন্তু উহার ছু'দিকে দ্বিগুণ ত্রিগুণ করিয়া বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছি, গড়ে ঠিক আছে ; ঐ ফাঁকটুকু কি ছু'দিকের অতিরিক্ত বেড়া দ্বারা পোষাইবে না? মহাশয়, গড়ে ঠিক আছে।" ঠিকাদার ও নিযোক্তার মধ্যে মহাতর্ক উপস্থিত। অবশেষে ঠিকাদার বলিলেন—"মহাশয়, আমিও আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই জানিতাম, ফাঁক রাখিয়া ছু'দিকে চতুর্গুণ বেড়া দিলেও কোন লাভ নাই ; আপনার গড়ে ধর্ম্ম করার কথা শুনিয়া আমিও গড়ে বেড়া দিয়াছিলাম ; আপনি আপনার ধর্ম্মের ঘরের ফাঁক বন্ধ করুন, আমিও আমার বেড়ার ফাঁক

বন্ধ করিয়া দিতেছি।" নিযোক্তার পাটওয়ারী বুদ্ধি চূর্ণ হইয়া গেল। আমরা কেহ যেন ধর্ম্মের রাজ্যে এইরূপ গড়ে ভাল কাজ করিতে না যাই। ধর্ম্মে অধর্ম্মে কাটাকাটি হইতে পারে না। গরু মারিয়া ব্রাহ্মণকে জুতা দান করিলে কোন লাভ নাই।

কেহ কেহ পাটওয়ারী বুদ্ধির দাস হইয়া মনে করেন, প্রয়োজনানুসারে দ্ব্যর্থঘটিত কথা বলায় দোষ নাই। একটি বালক স্কুলে উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই স্কুলগৃহে যাইয়া বাড়ী আসিয়াছে। অভিভাবক জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্কুলে গিয়াছিলি?" বালক উত্তর করিল—"গিয়াছিলাম।" এই উত্তর কেহ কেহ সমর্থন করিয়া থাকেন; কিন্তু ভগবান্ বাক্য দেখেন না, তিনি দেখেন মনের ভাব "Equivocation is cousin-german to lie.—দ্ব্যর্থঘটিত কথা মিথ্যাকথার মাসতুতো ভাই।" "A lie that is half the truth is ever the blackest of lies.—যে মিথ্যা অর্দ্ধেক সত্য, তাহা অপেক্ষা জঘন্য মিথ্যা আর নাই।"

পাটওয়ারী বুদ্ধির প্রাণ—হিসাব। ধন, মান, যশ, প্রতিপত্তি কিসে বৃদ্ধি পায়, অথবা কিসে অক্ষুণ্ণ থাকে, ভগবান্‌কে ভুলিয়া ক্রমাগত তাহার হিসাব করা পাটওয়ারী বুদ্ধির কার্য্য। যাঁহার পাটওয়ারী বুদ্ধি নাই, তিনি ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া সংসারের কার্য্য করিয়া যান। রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় বলিতেন—"বাপু, তোমরা ত সংসারের কাজের জন্য বিশ্বাসী লোককে আম্‌মোক্তারনামা লিখে দাও; তবে ভগবান্‌কে একখানি আম্‌মোক্তারনামা লিখে দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে সংসারে থাক।" এই ভাবে সংসারে থাকিলে প্রকৃত সংসারে থাকা হইল। ইহার সঙ্গে ধন, মান, যশ—কিছুরই অভাব থাকে না। পাটওয়ারী বুদ্ধির দ্বারা ধন, মান, যশ-সম্বন্ধে যে হিসাব হয়, তাহাতে প্রাণে আশ

মিটে না, কেবল হিসাব হয়, হৃদয়ে সুখশান্তি থাকে না। পরমহংস মহাশয় পাটওয়ারী বুদ্ধির একটি বড় সুন্দর দৃষ্টান্ত দিতেন—এক আমবাগানে দুই ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছেন। বৃক্ষের শাখায় শাখায় সুন্দর সুন্দর আম পাকিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। একজন ঐ বাগানটিতে জমি কত, সেই জমিতে কতগুলি বৃক্ষের স্থান রহিয়াছে, প্রত্যেক বৃক্ষের কতগুলি শাখা, প্রত্যেক শাখায় কতগুলি আম, ইহার হিসাব করিতে বসিয়া গেলেন ; অপর ব্যক্তি যেমন বৃক্ষের নিকটে গিয়াছেন, অমনি আম পাড়ছেন আর খাচ্ছেন। যাঁহার বাগান, তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ইহাদিগকে বাগানে অধিকার দিয়াছিলেন ; যেমন সেই সময় অতীত হইয়াছে, অমনি মালী আসিয়া দুইজনকে বাগানের বাহিরে যাইতে বলিল—যিনি আম খাইয়াছিলেন, তিনি আশ মিটাইয়া খাইয়াছেন, অমনি বাহিরে যাইতে প্রস্তুত ; যিনি হিসাব করিতেছিলেন, তাঁহার হিসাব শেষ হয় নাই, সুতরাং বাহিরে যাইতে প্রস্তুত নন। ক্রমে বিবাদ, অবশেষে গলাধাক্কা। যাহাদিগের পাটওয়ারী বুদ্ধি প্রবল, তাহারা এইরূপ ক্রমাগত সাংসারিক বিষয়ে হিসাব করিতে থাকে ; হিসাব শেষ হইবার পূর্ব্বে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। আর ইহারা কেবল 'হায়! কি করিলাম', 'হায়! কি করিলাম' বলিয়া ক্রন্দন করিয়া থাকে। ইহারা প্রথমে আপনাকে বড় চতুর মনে করে ; পরে দেখিতে পায়, ইহাদিগের ন্যায় নির্ব্বোধ আর কেহ নাই।

যাহাতে স্বার্থপরতার হ্রাস হয়, মনের ঘোর কাটিয়া যায়, কৌটিল্য দূর হয়, প্রাণ সরল হয়, চতুরতার ইচ্ছা চলিয়া যায়, তাহারই উপায় অবলম্বন করিলে পাটওয়ারী বুদ্ধি নষ্ট নয়।

(১) বালকদিগের সঙ্গে মেশা প্রাণ সরল ও নিশ্চিন্ত করিবার একটি প্রধান উপায়। কূটবুদ্ধি বিষয়ী লোকদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া

সরলপ্রাণ বালকদিগের সঙ্গে যত মিশিবেন, তত পাটওয়ারী বুদ্ধি বিনষ্ট হইবে। এই পৃথিবীতে যাঁহাদিগেয় নাম প্রাতঃস্মরণীয়, তাঁহারা সকলেই বালকদিগের সহিত মিশিতেন। অনেকেই জানেন, যীশুখ্রীষ্ট কেমন মধুরভাবে বলিয়াছিলেন—"ক্ষুদ্র বালকবালিকাদিগকে আমার নিকটে আসিতে দাও—স্বর্গরাজ্য ইহাদিগেরই।"

পরমহংস তৈলঙ্গস্বামী বালকদিগকে বড় ভালবাসিতেন। তাহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া নানাপ্রকারের খেলা খেলিতেন; একখানি ছোট গাড়ী ছিল; কখনও তিনি তাহাতে বসিতেন, বালকগণ গাড়ীখানি টানিত; আবার কখনও তাহারা বসিত, তিনি টানিতেন। যোগিগণ বালকদিগের সঙ্গে মিশিয়া চরিত্র বালকের ন্যায় করিয়া লন। রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের কিরূপ বালকের ন্যায় চরিত্র ছিল, যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন। যখন যাহা মনে হইত, বলিয়া ফেলিতেন, লোকভয়ে তিনি কিছু লুকাইতেন না। সমাজের অনুরোধে, কি লোকভয়ে আমরা অনেক সময়ে যেরূপ কপটতা অবলম্বন করি, তাহার লেশমাত্র তাঁহাতে ছিল না। মহাদেব জ্ঞানসঙ্কলিনী-তন্ত্রে বলিয়াছেন—

বালভাবস্তথা ভাবো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে।

"বালকের ন্যায় ভাব হইলে, নিশ্চিন্ত হইলে যোগ পরিপক্ক হয়।" এই ভাবের যত বৃদ্ধি হয়, পাটওয়ারী বুদ্ধি তত বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

(২) প্রাণ খুলিয়া বন্ধুদিগের সঙ্গে মেশা ও কথা বলায় পাটওয়ারী বুদ্ধি কমিয়া আইসে।

(৩) প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর দৃশ্য-দর্শন ও পবিত্র মনোহর সঙ্গীত-শ্রবণ অর্থাৎ যাহাতে হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয় ও প্রাশস্ত্য লাভ করে, তাহাই

এ-বিষয়ে বিশেষ উপকারী। চন্দ্রদর্শন, পুষ্পোদ্যানে বিচরণ, নদীবক্ষে ভ্রমণ, গিরিশৃঙ্গে আরোহণ প্রভৃতি প্রাণ উদার ও সরল করিবার উৎকৃষ্ট উপায়।

(৪) যাঁহারা এই পৃথিবীর শিরোমণি, তাঁহাদিগের জীবন আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইব, তাঁহারা যদি পাটওয়ারী বুদ্ধির দাস হইতেন, তাহা হইলে কখনও জগৎপূজ্য হইতে পারিতেন না; নিঃস্বার্থ, উদারও সরল বলিয়াই তাঁহারা দেবতার ন্যায় ভক্তিভাজন হইয়াছেন। তাঁহাদিগের চরিত্রানুশীলন যত করিবে, ততই পাটওয়ারী বুদ্ধির প্রতি ঘৃণা জন্মিবে।

(৫) লোকনিন্দাভয় ত্যাগ করা নিতান্ত প্রয়োজন। লোকনিন্দাভয়ে আমরা অনেক সময়ে পাটওয়ারী বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া থাকি। সমাজে প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা পাটওয়ারী বুদ্ধির প্রধান উত্তেজক। লোকনিন্দাভয় দূর করিয়া যে ব্যক্তি সোজাসুজি বিবেকের আদেশানুসারে কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হন, তাঁহার পাটওয়ারী বুদ্ধি থাকিতে পারে না, অথচ তাঁহার সম্মান ও খ্যাতি হইয়া থাকে।

১০। বহ্বালাপের প্রবৃত্তি

বহ্বালাপ মনকে তরল করে। যোগিগণ তাই মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন। ক্রমাগত বক্‌বক্‌ করিলে হৃদয়ের তেজ নষ্ট হয়, ভাবের গাঢ়ত্ব কমিয়া যায়। যে ব্যক্তি যে পদার্থটি বড় ভালবাসে, সে সেই পদার্থটি কখনও বাজারে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করে না। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মধুর, তাহা প্রাণের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করে।

"হৃদয়ের অন্তস্তলে যে মণি গোপনে জ্বলে,
সে মাণিক কখনও কি বাজারে বিকায় ?"

এইজন্য গুরুমন্ত্র-প্রকাশ নিষিদ্ধ। পিথাগোরাস বাক্‌সংযমের একান্ত আবশ্যকতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, কোন ব্যক্তি পূর্ণ তিন বৎসর মৌনব্রত অবলম্বন না করিলে তাঁহার শিষ্য হইতে পারিত না।

সংযতবাক্ না হইলে ভক্ত হওয়া যায় না। ভক্তের লক্ষণের মধ্যে গীতার ১২শ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"যে ব্যক্তি মৌনী, সে আমার প্রিয়।"

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥

যে ব্যক্তি বহ্বালাপী, তাহার সব ফাঁকা। অতএব সংযতবাক্ হইতে হইবে। একটি মুসলমান-সাধক বলিতেন—"রসনারূপ উৎসকে বন্ধ করা আবশ্যক ; তাহা হইলে অন্তরের উৎস খুলিয়া যাইবে।"

(১) যিনি বহ্বালাপী, তাঁহার সংযতবাক্ হইবার জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সপ্তাহের মধ্যে একদিবস বিশেষ প্রয়োজন না হইলে মোটেই কথা কহিব না, এইরূপ কোন নিয়ম অবলম্বন করা ভাল।

(২) বহ্বালাপী অধিকাংশ সময়ে নির্জ্জনে থাকিতে চেষ্টা করিবেন। নির্জ্জনে কিছুদিন থাকিলে বহ্বালাপের অভ্যাস কমিয়া যাইবে।

(৩) ফ্রাঙ্কলিন কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট গুণ সাধন করিবার জন্য একটি তালিকা করিয়া কোন্‌টি কোন্ দিন কতদূর সাধন করিলেন, তাহা দেখিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহা দেখাইয়াছি ; সেই উপায় অবলম্বন করিলে অনেক উপকার হইবে।

১১। কুতর্কেচ্ছা

যে বিষয়গুলিরসম্বন্ধে কখনও কোন মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, সেইরূপ বিষয় লইয়া অথবা অসরলভাবে তর্ক করার নাম কুতর্ক। কুতর্ক ভক্তির নিতান্ত প্রতিকূল। কুতর্কে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায় ও বুদ্ধি বিচলিত হয়। যিনি প্রাণ সরল ও বুদ্ধি স্থির রাখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখনও কুতর্ক করিবেন না। রামানন্দ রায় জ্ঞানাভিমানী তার্কিক ও প্রেমিকহৃদয় ভক্তের সুন্দর তুলনা করিয়াছেন—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্বফলে ;
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে।
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান ;
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্।

চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য, ৮ অঃ

বাস্তবিক, "ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।"

তর্ক দ্বারা কখনও ঈশ্বর-উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। ঈশ্বর মনুষ্যবুদ্ধির অতীত বিষয়। তিনি 'অপ্রাপ্য মনসা সহ'।

অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথংস্তদুপলভ্যতে ?

কঠোপনিষদ্—২।১২

কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন—"আছেন তিনি, এই বলা ব্যতীত আর তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে কি প্রকারে ?" আমাদিগের মনের অনবগম্য বিষয় লইয়া তর্ক করিয়া কেহ কেহ ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছেন। কবিবর মিল্টন এইরূপ বিষয়সম্বন্ধে তর্ক করা নিতান্তই অসঙ্গত দেখাইবার জন্য শয়তানের অনুচরদিগকে এই প্রকারের অতি কূট বিষয়ে ঘোর তার্কিক সাজাইয়াছেন। তাহারা তর্কব্যূহের ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে বুদ্ধিহারা

হইয়া গেল। "In wandering mazes lost." নারদ তাঁহার 'ভক্তিসূত্রে' এইজন্য লিখিয়াছেন—

"বাদো নাবলম্ব্যঃ।"

৭৮ সূত্র

'কখনও তর্ক করিবে না।' কুতর্ককণ্ডূয়নে কেহ কেহ অস্থির হইয়া পড়েন। কলিকাতার ছাত্রনিবাসগুলিতে এই রোগ বিশেষ প্রবল। এই রোগাক্রান্ত বালকদিগের প্রধান কর্ত্তব্য, যে-স্থলে এইরূপ কুতর্ক হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই স্থল হইতে দূরে থাকা।

সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থপাঠ ও সদালোচনা দ্বারা মন যত সরল হয়, কুতর্কেচ্ছা ততই কমিয়া যায়। কুতর্কপ্রিয় ব্যক্তিদিগের সঙ্গীতাদি দ্বারা প্রাণ সরস করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

১২। ধর্ম্মাড়ম্বর

ধর্ম্মাড়ম্বর আমাদিগের একটি প্রধান রোগ। বাহিরে ধর্ম্মভাব দেখাইতে আমাদিগের বড়ই যত্ন। আমরা যতটুকু ধর্ম্ম সাধন করিতে পারি, তাহার দশগুণ দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হই। অপরে ভক্ত বলুক, সাধু বলুক, ধার্ম্মিক বলুক, এই ইচ্ছাটা লোকের বড়ই বেশী। ইহা দ্বারা বাহ্যিক ধর্ম্মভাব অবলম্বন করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়, ভিতরে ধর্ম্মভাবের ক্রমেই হ্রাস হয়, মনে অনেক প্রকার বিকার উপস্থিত হয়। এই কপটতার ঔষধ কপটতা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মদিগকে এই বিষয়ে একটি মধুর উপদেশ দিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, * "পৃথিবীর কপটধূর্ত্তদিগের অন্তরে কাল; কিন্তু সাধুবেশ পরিয়া বাহিরে দেখায় ভাল।

* সেবকের নিবেদন, ৩য় খণ্ড, ১৩০-১৩৩ পৃঃ (১৯১৫)।

হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমাদের অন্তরে থাকুক ভাল, বাহিরে দেখুক কাল। তোমরা প্রাণের ভিতরে অমৃত প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখ। * * হে ব্রহ্মসাধক, আত্মশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য যদি তুমি উপবাস করিয়া থাক, তবে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া এমনই ভাবে মুখের অবসন্নতা ঢাকিয়া রাখিবে, যেন কেহনা জানিতে পারে যে, তুমি উপবাস করিয়াছ। * * লোকের নিকটে কদাচ আপনাকে সাধু বলিয়া পরিচয় দিতে চেষ্টা করিও না। একটু সামান্য বাহ্যিক লক্ষণ দেখিলেই লোকে কাহাকেও শাক্যের ন্যায় বৈরাগী, কাহাকেও ঈশার ন্যায় পাপীর বন্ধু, কাহাকেও গৌরাঙ্গের ন্যায় ভক্ত মনে করে। যাহার অন্তরে কিছুমাত্র বৈরাগ্য নাই, তাহার স্কন্ধে একখণ্ড ক্ষুদ্র গৈরিক বস্ত্র দেখিলে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী সন্ন্যাসী বলিয়া লোকে তাহার পদধূলি গ্রহণ করে। যাহার পাঁচ পয়সা সম্বল নাই, লোকে তাহাকে লক্ষপতি বলে; পৃথিবীর এই রীতি। হে ভ্রান্ত মানব, লোকের স্তুতিনিন্দার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করিও না। ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য তুমি যে-সকল কষ্ট বহন কর, তাহা জানাইবার জন্য তুমি কাঁদিয়া দ্বারে-দ্বারে বেড়াইও না। উপবাস করিয়া গৃহে বসিয়া থাক, যেন লোকে না জানিতে পারে যে, তুমি উপবাস করিয়াছ। * * আমরা একদিন নিজহস্তে রাঁধিয়া খাইলাম, অথবা একদিন একটি উপাদেয় ফল খাইলাম না, অমনি সেই ব্যাপার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল এবং চারিদিকে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, কুটুম্ব, প্রতিবেশী—সকলে বলিয়া উঠিল—"ইহাদের কি বৈরাগ্য! ঈশ্বরের প্রতি ইহাদের কি গভীর অনুরাগ!" হে ব্রহ্মভক্তগণ, সাবধান, এসকল কথায় প্রবঞ্চিত হইও না; যখনই এই প্রকার কথা শুনিবে, তখনই কানে হাত দিবে।

* * "হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি আত্মসংগোপন কর, তুমি কোন প্রকার

বাহ্যিক-লক্ষণ দেখাইয়া লোকের প্রশংসা কিংবা অনুরাগ পাইতে ইচ্ছা করিও না। * * যদি তুমি মানুষের নিকটে তোমার ধর্ম্মের পরিচয় দিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার নিজের অনিষ্ট এবং জগতের অনিষ্ট হইবে।" যীশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে এইরূপ কপটতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। লোকে টের না পায়, এই ভাবে দান, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এবং উপবাস করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যাহা আদরের জিনিষ, কেহ তাহা কখনও বাজারে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করে না। ধর্ম্ম যাঁহার প্রিয়, তিনি কখনও বাহিরে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহার কার্য্যকলাপে, বাক্যে, চিন্তায় আপনা হইতে ধর্ম্মভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে। আগুন চাপিয়া রাখা যায় না। ধর্ম্মও চাপিয়া রাখা যায় না। 'অনুরাগীর নয়ন দেখ্‌লে চেনা যায়।' সুতরাং ধার্ম্মিক ধরা পড়েন, কিন্তু তিনি কখনও আমাদিগের ন্যায় চেষ্টা করিয়া ধর্ম্মভাব দেখান না। পাছে লোকে টের পায়, এইজন্য বোধ হয় অনেক সাধুসন্ন্যাসী একস্থলে ত্রিরাত্রির অধিক বাস করেন না। এই বরিশালে একটি সাধু আসিয়া কিছুদিন নদীতীরে ছদ্মবেশে পড়িয়াছিলেন; তখন কেহ তাঁহাকে সাধু বলিয়া জানিতে পারে নাই। তিনি দ্বারে-দ্বারে গান করিয়া বেড়াইতেন; বালকগুলি তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হৈ হৈ করিয়া বেড়াইত; যখন ধরা পড়িলেন, তখন আমরা তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিলাম; সকলেই তাঁহার আদর করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহার পর তিনি দুই দিন মাত্র এস্থলে ছিলেন। এই নগর ত্যাগ করিবার সময় এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কেন যাইতেছেন ?" তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন—"জায়গা গরম হইয়াছে, আর থাকিতে পারি

না" ; অর্থাৎ লোকে তাঁহাকে জানিতে পারিয়া চারিদিক্ গরম করিয়া তুলিয়াছে, আর তাঁহার থাকা কর্ত্তব্য নহে। অনেকেই লুকাইয়া থাকিতে ভালবাসেন। "শূন্য ঘড়ার শব্দ বেশী।" যাহাদিগের ভিতরে কিছু নাই, তাহারাই আড়ম্বর করিয়া বেড়ায় ; ধৰ্ম্মাড়ম্বর শূন্যহৃদয়ের পরিচায়ক।

অগাধজলসঞ্চারী বিকারী নৈব রোহিতঃ।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ সফরী ফর্‌ফরায়তে॥

সফরীর কখন চাঞ্চল্য যায় না, সুতরাং সে অগাধ জলের মীনের মত কখনও ভক্তিসিন্ধুমাঝে ডুবিয়া থাকিতে পারে না। একটি অগাধ জলের মীনের গল্প বলিব—কোনস্থলে এক ভক্তিমতী রাজকুমারী ছিলেন। তাঁহার স্বামী রাজকুমার কখনও 'রাম'নাম নিতেন না। রাজকুমারী পরম ভক্ত, স্বামী রামনাম লন না বলিয়া তিনি প্রাণে বড় কষ্ট পাইতেন ; অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া স্বামীকে রামনাম লইতে অনুরোধ করিতেন। স্বামী কোনই উত্তর দিতেন না। রাজকুমারী তাঁহার স্বামীকে সুমতি দিবার জন্য ভগবান্ রামচন্দ্রের নিকটে দিবারাত্র প্রার্থনা করিতেন। একদিবস প্রাতে রাজকুমারীর আনন্দ আর ধরে না। তিনি দেওয়ানকে ডাকাইয়া বলিলেন—"আজ আমার আনন্দের সীমা নাই, কেন তাহা বলিব না, আজ নগরময় আনন্দোৎসব হউক, সহস্র-সহস্র ব্রাহ্মণভোজন হউক, নহবৎ বাজিতে থাকুক, সহস্র-সহস্র ভিখারী-বিদায় হউক। আমার এই আদেশ আপনি পালন করুন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি কিছুই বলিব না।" দেওয়ান আদেশ পাইয়া বন্দোবস্ত করিলেন, নগরময় আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল। সকলেই বলেন—"মাইকা হুকুম।" কেন যে

এত আনন্দ হইতেছে, কেহই তাহা জানেন না। রাজকুমার ত আনন্দ-সংঘট্ট দেখিয়া অবাক্; তিনি কারণ কিছুই খুঁজিয়া পান না; যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনিই বলেন—"মাইকা হুকুম"; কেহই হেতু বলিতে পারেন না। অবশেষে তিনি রাজকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমারী কিছুতেই কিছু বলিতে চান না। ক্রমে যখন দেখিলেন, রাজকুমার নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহার উপর যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইতেছেন, তখন বলিলেন—"আজ আমার প্রাণে যে কি আনন্দ, তাহা তোমায় কি বলিব? আজ আমার প্রাণের চিরদিনের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। দেব, তোমায় কি বলিব? আমি তোমাকে এতদিন যে নাম লইতে সহস্র-সহস্র অনুরোধ করিয়াছি, কত তোমার পায়ে পড়িয়াছি, গতরাত্রে তুমি স্বপ্নে সেই নামটি, সেই অমৃতমাখা নামটি, সেই আমার প্রাণের প্রিয়তম নামটি কয়েকবার উচ্চারণ করিয়াছ; আজ আমার জীবন ধন্য; আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে; তাই এই আনন্দোৎসব হইতেছে।" রাজকুমার কিঞ্চিৎকাল স্থিরনেত্রে থাকিয়া রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি নাম উচ্চারণ করিয়াছি? কি নাম?" রাজকুমারী বলিলেন—"রামনাম।" শুনিবামাত্র রাজকুমার বলিয়া উঠিলেন—"আঃ, এৎনে রোজ্ যিস ধন্‌কো দিল্‌কে বিচ্ ছিপায়ে রাখা থা, উয়হি ধন্ মেরা নিকাল আয়া; আঃ—এতদিন আমি যে ধন হৃদয়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, সেই ধন আমার বাহির হইয়া গিয়াছে।" যেমনি বলা, অমনি পতন, অমনি মৃত্যু। রাজকুমারী ত অবাক্, তখন তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার স্বামী সামান্য লোক ছিলেন না। তিনি এতদিন মানবরূপী কোন দেবতার চরণসেবা করিয়া কৃতকৃত্যা হইয়াছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গাহিতেন—

"যতনে হৃদয়ে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন, তুমি দেখ আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

হাফেজ বলিয়াছেন—"সেই মোমের পুতুলের ন্যায় সুন্দর যে তোমার প্রিয়তম, তাঁহাকে লইয়া যেখানে জনমানব নাই, এমন কোন লুকান স্থলে সুখে ব'স এবং সেইখানে প্রাণের সাধ মিটাইয়া তাঁহার নিকট হইতে নব-নব চুম্বন গ্রহণ করিতে থাক।"*

বাজারে ধর্ম্মের ঢোল বাজাইতে ভক্ত কখনও ভালবাসেন না। তিনি অতি নির্জ্জনে, যেখানে পৃথিবীর সাড়া-শব্দটি নাই, সেই হৃদয়ের অন্তস্তলে তাঁহার প্রিয়তমকে নিকটে বসাইয়া প্রাণ খুলিয়া বলেন—

ইচ্ছা করে তোমায় নিয়ে দিবানিশি থাকি।
গোপনে লুকিয়ে তোমায় প্রাণে পূরে রাখি ॥

ধর্ম্মাড়ম্বর নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, তবে আমাদিগের ধর্ম্মকথা বলা কর্ত্তব্য নহে। রাজকুমারের প্রাণের মত যাহাদিগের প্রাণ ভক্তিপূর্ণ নয়, তাঁহারা পরস্পর ধর্ম্মকথা না বলিলে কতদূর ধর্ম্মভাব রাখিতে পারেন, বলিতে পারি না। আমাদিগের ভক্তিশূন্য প্রাণে ভক্তিসঞ্চারের জন্যই ধর্ম্মকথার প্রয়োজন। তবে সাবধান থাকিতে হইবে যে, আড়ম্বরের জন্য, বাহিরে দেখাইবার জন্য ধর্ম্মকথা না কহি, কি ধর্ম্মভাব অবলম্বন না করি। আর যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, তাঁহাদিগেরও অপরের প্রাণে ভক্তি জন্মাইবার জন্য ধর্ম্মকথা বলা কর্ত্তব্য। তাঁহারা মুখে না বলিলেও তাঁহাদিগের ভাবভঙ্গি এবং চ'ক্ষের দৃষ্টি ধর্ম্মভাব প্রচার করিয়া থাকে। রাজকুমারী বিশেষরূপে দৃষ্টি করিলে তাঁহার স্বামী যে পরমভক্ত, তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেন।

* ডক্টর শহীদুল্লাহ্-অনূদিত দেওয়ান-ই-হাফেজ, ১০১ পৃঃ।

১৩। লোকভয়

আর একটি প্রধান কণ্টকের নাম করিয়া এ বিষয় শেষ করিব। লোকভয় ভক্তিপথের বিশেষ প্রতিবন্ধক। আমরা অনেক সময়ে লোকনিন্দার ভয়ে অনেক সৎকার্য্য হইতে বিরত থাকি; লোকনিন্দার ভয়ে মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়ি। লোকনিন্দার ভয়ে মানুষ কতদূর নির্ব্বোধ হয়, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—আমাদিগের এই বঙ্গদেশের কোন একটি প্রধান নগরে একজন শিক্ষক ছিলেন। ইনি লোকনিন্দাকে বড় ভয় করিতেন। একদিন তিনি নিজের বাড়ীর কূপ হইতে জল তুলিতেছিলেন, এমন সময়ে কয়েকটি বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। যেমন তাঁহারা নিকটস্থ হইলেন, অমনি শিক্ষকমহাশয় দড়ি ও ঘটিটি আস্তে-আস্তে কূপের ভিতরে ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, কি করিতে-ছিলেন?" তিনি উত্তর করিলেন—"এমন কিছু নয়, কূপটির জল কেমন আছে, দেখিতেছিলাম।" এই ভদ্রলোক লোকনিন্দাভয়ে ঘটিটি হারাইলেন। আমরা অনেক সময়ে লোকনিন্দাভয়ে আমাদিগের ইহলোক ও পরলোকের সর্ব্বপ্রধান সম্বল পরমার্থ পর্য্যন্ত কূপজলে নিক্ষেপ করিয়া থাকি। ভগবানের নামকীর্ত্তন করিতে, কি দু'দণ্ড তাঁহার বিষয় আলোচনা করিতে, কি একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে ইচ্ছা করিলেও যেই মনে হয়, কেহ কেহ হয়ত উপহাস করিবে, কি উৎপীড়ন করিবে, অমনি তাহা হইতে সঙ্কুচিত হই।

সাধুভাবে চলিতে গেলে এ পৃথিবীতে অনেক সময়ে নিন্দাভাজন হইতে হয়, নানারূপ কষ্টে পড়িতে হয়। আমি কোন এক ব্যক্তিকে জানি, তিনি সরকারী কোন পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। নিয়ম আছে—২৫ বৎসর বয়স অতীত হইলে সরকারী কার্য্যে প্রবেশ করিবার অধিকার-

থাকে না। তাঁহাকে তাঁহার বয়স জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি তাঁহার প্রকৃত বয়স ২৬ বৎসর বলিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহাকে সত্যকথা বলায় 'পাগল' বলিতে লাগিল। যাঁহারা মানুষ অপেক্ষা ভগবান্‌কে অধিক ভয় করেন, তাঁহারা প্রায়ই আমাদিগের মধ্যে পাগল বলিয়া পরিচিত হন। যাঁহারা কোন কুনীতি, কি কুপ্রথা, অথবা কু-আচার সংস্কার করিতে যান, তাঁহারা কত কষ্ট পাইয়া থাকেন, পৃথিবীর প্রধান প্রধান সংস্কারকদিগের জীবনী আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইবেন। যীশুখৃষ্ট পাপের বিরুদ্ধে ভগবদ্বিধি প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই ক্রুশে হত হইয়াছিলেন। আজও চৈতন্যদেবকে কেহ কেহ ভণ্ড পাষণ্ড বলিয়া থাকে। কোন কোন সময় দেখিতে পাই, পিতামাতা পর্য্যন্ত সন্তানকে সাধু হইতে দেখিলে তাহার বিরুদ্ধে নানা উপায় অবলম্বন করেন। ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে!

কিন্তু যিনিই কেন বিরুদ্ধবাদী হউন না, যাঁহারা প্রকৃত সাধু, তাঁহারা ভগবৎপদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কখনও বিচলিত হন না। ধর্ম্মের জন্য যে কত মহাত্মা পাষণ্ডদিগের অত্যাচারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া এই পৃথিবীকে ধন্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত মনে হইলেও জীবন পবিত্র হয়। তাঁহাদিগের পদানুসরণ করিতে গেলে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে হইবে, লোকনিন্দার কষ্ট ত কিছুই নয়। রামপ্রসাদ গাহিতেন—

> "জয় কালী জয় কালী বল,
> লোক বলে বল্‌বে পাগল হ'ল।"

ভক্তমাত্রেরই এই কথা। আমাদের ত প্রাণনাশের আশঙ্কা নাই, তবে মানুষ দুই-একটি কথা বলিবে, ইহার ভয়ে কি পরমার্থ

ত্যাগ করিব ? যিনি ভগবানের মিলনসুখ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছুক, তিনি আর লোকের কথা গ্রাহ্য করিবেন কেন ? একটি ভক্ত পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন—

তেরি মেরি দোস্তী লাগল্ সব বদনামী কিয়া।
লোক সব্‌কো বক্‌নে দিজে তুমনে হাম্‌নে কাম কিয়া॥

"তোমাতে আমাতে বন্ধুত্ব হইয়াছে, লোকগুলি নিন্দা করিতেছে। বলুক, তাহাদিগের যাহা ইচ্ছা হয়, তুমি আমি কাজ হাসিল করিয়াছি। তুমি আমি যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিয়াছি—পরস্পর যে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি, অতি উত্তম হইয়াছে। যাহার যাহা বলিতে ইচ্ছা হয়, বলুক না, আমাদিগের তাহাকে কি আসে যায় ?

রাধিকা যখন দেখিলেন, কৃষ্ণের প্রতি যে তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেম, তাহা লইয়া তাঁহার ননদিনী বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছেন, তখন একদিন তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"ননদিনি, বল্‌গে যা তুই নগরে
ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কৃষ্ণকলঙ্কসাগরে।"

এই ভাব লইয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে হইবে। লোকে পাগল বলুক, নির্ব্বোধ বলুক, আর মতলবি বলুক, আর গায়ে ধুলা দিক্, কি অন্য রকমে উৎপীড়ন করুক, কিছুই গ্রাহ্য করিবে না।

(১) লোকভয় দ্বারা আমরা কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি ও সমাজকে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছি, একবার চিন্তা করা কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তি আদালতে মুহুরীর কার্য্য করিতেছেন, মাসিক ২০৲ টাকার অধিক বেতন পান না ; তিনিও মনে করেন, 'আমি নিজে বাজার করিলে লোকে কি বলিবে ? একটি চাকর না রাখিলে

চলে না।' মাসিক ৪৲ টাকা বেতনে একটি চাকর রাখেন; তাহার আহারের ব্যয় আর ৪৲ টাকা, বাকী ১২৲ টাকায় পরিবারের ভরণ-পোষণ হইতে পারে না; সুতরাং তাঁহার নিকটে কোন কার্য্যে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাই, তিনি কখনও তালাসী, কখনও দাখিলী, কখনও দর্শনী, কখনও বা জলখাবার বলিয়া বামহস্ত প্রসারণ করিয়া থাকেন। উৎকোচগ্রাহীদিগের মধ্যে অনেকের মুখেই শুনিতে পাইবেন—"মহাশয়, করি কি? ভদ্রলোকের সন্তান, যে বেতন পাই, তাহা ত জানেন। একটি ব্রাহ্মণ, একটি চাকর রাখিতে হইলে বলুন দেখি, পরিবারের ভরণপোষণ চলে কিরূপে—কাজে কাজেই আর কি করি?" এই ভদ্রলোকের সন্তান 'লোকে বলিবে কি' ভাবিয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেছেন। ইনি কেমন বুদ্ধিমান্!

অনেক সময়ে 'লোকে বলিবে কি' ভাবিয়া যৎপরোনাস্তি কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে, কুৎসিত কার্য্যে যোগ দিতে আমরা কুণ্ঠিত হই না। গ্রামের মধ্যে কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে খেমটা-নাচ, কি কোন কুৎসিত অভিনয় হইবে। আমি এইরূপ আমোদ-প্রমোদের বিরুদ্ধে দুই-একটি বক্তৃতাও করিয়াছি, কিন্তু কি করি, নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছে—না গেলে লোকে কি বলিবে? বিশেষ সেই আত্মীয়টিও হয়ত কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইবেন, সুতরাং যাওয়াই প্রয়োজন। তাই আমরা অনেক সময়ে এইরূপ মন্দকার্য্যে যোগদান করিয়া নিজের চিত্তও কলুষিত করিয়া থাকি। কোন ব্যক্তি বাল্যবিবাহের ঘোর শত্রু, কিন্তু 'লোকে কি বলিবে' ইহাই ভাবিয়া আপনার পুত্র কি কন্যার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না; অল্পবয়সে বিবাহ দিয়া তাহাদিগের ঘোর অনিষ্টসাধন করিলেন। এইরূপ লোকভয়ে আপনার ও পরের ক্ষতি করার অনেক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

(২) মহৎ ব্যক্তিদিগের জীবন আলোচনা করিয়া 'তাঁহারা যাহা খাঁটি বুঝিয়াছেন, তাহাই করিয়া গিয়াছেন, লোকভয়কে তৃণজ্ঞান করেন নাই'—এই ভাবটি হৃদয়ে যত দৃঢ় করিতে পারিবেন, ততই লোকভয় দূর হইবে। ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য তাঁহারা যে দুর্দ্দমনীয় তেজ দেখাইয়াছেন, তাহার একটি স্ফুলিঙ্গ কাহারও জীবন স্পর্শ করিলে তাহার লোকভয় থাকিতে পারে না। সুতরাং সেই মহাত্মাদিগের চরিত্র পুনঃপুনঃ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

(৩) আর একটি বিষয় মনে রাখিলে লোকভয় অনেক কমিয়া যাইবে। পৃথিবীতে সহস্র-সহস্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, যাহারা কোন সদ্বিষয়ের বিরোধী হইয়াছিলেন, তাঁহারাই শেষে সেই বিষয়ের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্ম্মের, সত্যের যাহা ভাল, তাহার চিরকালই জয়। এই জীবনে অনেকবার দেখিয়াছি, যাহারা কোন ব্যক্তির নিন্দা না করিয়া জলগ্রহণ করিত না, এমনই ঘটনা-চক্র আসিয়া পড়িল যে, তাহারাই আবার নিজেদের ভুল বুঝিয়া সেই ব্যক্তির পরম বন্ধু হইয়া দাঁড়াইল। অনেক 'সল' (Saul) এই পৃথিবীতে 'পলে' (Paul) পরিণত হয়। অনেক শত্রু ওমর মিত্র ওমর হইয়া পড়ে। কোন বিষয়ে, কি কোন ব্যক্তি-সম্বন্ধে পিতা খড়্গধারী ছিলেন; পুত্র সেই বিষয়ের, কি সেই ব্যক্তির পরম ভক্ত হইলেন; কোন সংস্কারের ইতিবৃত্ত দেখিলেই এইরূপ শত-শত পিতা ও পুত্র দেখিতে পাইবেন। সুতরাং কোন সদ্বিষয়ের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে নিন্দকগণ কি তাহাদিগের সন্তানগণ একদিন অবশ্য দলভুক্ত হইবেন, যিনি ইহা মনে করেন, তিনি কখনও কতকগুলি লোক আপাততঃ বিরোধী হইয়াছে দেখিয়া নিরুদ্যম হইতে পারেন না।

মনে করুন, এই পৃথিবীতে কেহই আপনার পক্ষসমর্থন করিবে

না, তাহাতেই বা আসে যায় কি? যাহা সত্য, যাহা ধর্ম্ম, তাহা যে ভগবানের অনুমোদিত, সে-বিষয়ে ত কোন সন্দেহ নাই। ধরুন, একদিকে ভগবান্, আর একদিকে সমস্ত পৃথিবী; তৌলে কোন্ দিক্ গুরুতর বোধ হয়? আপনি কোন্ দিকে যাইবেন?

প্রধান কণ্টকগুলির নাম করা হইল ও তাহা দূর করিবার উপায় যথাসাধ্য বলা হইল। উপায়গুলির মধ্যে সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন, মনের কার্য্যই অধিক। কুচিন্তা সুচিন্তা দ্বারা, কুভাব সুভাব দ্বারা দমন করা প্রয়োজন। সকল পাপেরই উৎপত্তি মনে এবং মনই উহাদের বিনাশসাধনে সমর্থ। যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে মন দ্বারা মনকে জয় করিতে হইবে, দেখাইবার জন্য বলিয়াছেন—

মন এব সমর্থঃ স্যাৎ মনসো দৃঢ়নিগ্রহে।
অরাজা কঃ সমর্থঃ স্যাদ্রাজ্ঞো রাঘব নিগ্রহে॥

যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি—১১২।১৯

"মনকে দৃঢ়রূপে শাসন করিতে একমাত্র মনই সমর্থ। হে রাম, যে স্বয়ং রাজা নয়, সে কি কখন কোন রাজাকে শাসন করিতে সমর্থ হয়?"

যে বৃত্তিগুলি অধোমুখী হইয়াছিল, মনের দ্বারা তাহাদিগকে ঊর্দ্ধমুখী করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি বাহিরে বিষয়ভূমিতে বিচরণ করিতেছিল, সুচিন্তা দ্বারা তাহাদিগকে অন্তর্ম্মুখ করিতে পারিলেই কণ্টক উন্মূলিত করা হইল।

মনস্ত্বেবেন্দ্রিয়াণ্যত্র মনশ্চাত্মনি যোজয়েৎ।
সর্ব্বভাববিনির্ম্মুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ॥
বহির্ম্মুখানি সর্ব্বাণি কৃত্বা চাভিমুখানি বৈ।
এতদ্ধ্যানং তথা জ্ঞানং শেষস্তু গ্রন্থবিস্তরঃ॥ দক্ষ

"সমস্ত বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া মনেতে যোজনা করিবে, মনকে আত্মায় যোজনা করিবে—ইহাই ধ্যান, ইহাই জ্ঞান, বাকী যাহা কিছু, কেবল গ্রন্থের বৃদ্ধি মাত্র।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২।৫৮

"কচ্ছপ যেমন আপনার অঙ্গগুলি বাহির হইতে ভিতরে গুটাইয়া লয়, সেইরূপ যখন কেহ ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে ভিতরে টানিয়া লন, তখন তাঁহার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়।"

তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, তবে কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে না; ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৫।১০

"যে ব্যক্তি বিষয়াসক্তিবিহীন হইয়া ব্রহ্মেতে আত্মসমর্পণ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকেন, পদ্মপত্রে যেমন জল দাঁড়াইতে পারে না, তেমনি তাঁহার হৃদয়ে পাপ দাঁড়াইতে পারে না।"

যে উপায়গুলি বলা হইল, ইহাদের দ্বারা কণ্টক দূর হইলে অর্থাৎ শম-দম-সাধন হইলে মানুষ শান্ত-দান্ত হয়। শান্ত না হইলে দাস্য, সখ্য প্রভৃতি ভক্তিরসের অধিকারী হওয়া যায় না।

উপসংহারে কণ্টকগুলি-সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। ইহারা অনেক সময়ে ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে পাপ

পুণ্যের বেশ ধরিয়া আইসে। শয়তান গরদের ধুতি পরিয়া, তিলক কাটিয়া, পরম বৈষ্ণববেশে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে কুমন্ত্রণা দেয়। সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে, এইসময়ে তাহার কুহকে ভুলিয়া না যাই। কোন ব্যক্তি কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, কি অপবিত্র বাক্য বলিয়াছে এবং তাহার জন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নহে, আপনি তাহার প্রতিবাদ করা কিংবা তাহাকে শাস্তি দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য মনে করিলেন; হয়ত কেহ বলিয়া উঠিলেন—'ক্ষমা কর, অত প্রতিবাদ করিলে কি চলে? পৃথিবীতে এরূপ কতই হইতেছে, ইহার বিরুদ্ধে ক্রোধ করিলে লাভ কি? একটু ক্ষমা চাই।' এস্থলে যিনি পাপের বিরুদ্ধে দণ্ড-ধারণ করিতে নিষেধ করিয়া ক্ষমার দোহাই দিলেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে পাপকে প্রশ্রয় দিলেন। তিনি হয়ত বুঝিতে পারেন নাই, ক্ষমার বেশে পাপ তাঁহাকে অধিকার করিয়াছে। কোন ব্যক্তিকে জানেন, সে বড় কষ্টে পড়িয়াছে; কিন্তু তাহাকে নগদ টাকা দান করিলে সে তাহার অপব্যবহার করিবে। এস্থলে যিনি দয়ার্দ্র হইয়া পুণ্য ভাবিয়া তাহাকে নগদ টাকা দান করিবেন, তিনি জানিবেন, পাপ পুণ্যবেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে। কোন সময়ে কাম কি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্য করিয়া পরে মনকে প্রবোধ দিয়া থাকি, 'ইহা ত উত্তমই করিয়াছি, ইহা না করিলে আমার কর্ত্তব্যকার্য্যের ত্রুটি হইত।' এস্থলে পাপ পুণ্য বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য নানারূপ তর্ক উপস্থিত করিতেছে। ছদ্মবেশী পাপ-সম্বন্ধে এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মনের চারিদিকে অতি সতর্ক এবং বুদ্ধিমান্ প্রহরী রাখিতে হইবে, যেন পাপ কোন প্রকারে কোনরূপ চতুরতা অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভক্তিপথের সহায়

ভক্তিলাভ করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। যাঁহার প্রাণে প্রকৃত ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার আর সহায়ের প্রয়োজন কি ?

তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে ?

“যিনি মলয়মারুত সম্ভোগ করিতে পারিতেছেন, তাঁহার আর তালবৃন্তে প্রয়োজন কি ?”

যাঁহাদের প্রাণে ভক্তির উদয় হয় নাই, তাঁহাদের প্রথমে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু কিংবা অর্থার্থী ভক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। শাণ্ডিল্য বলিতেছেন—“মহাপাতকিনাং ত্বার্ত্তঃ।” মহাপাতকীদিগের আর্ত্ত-ভক্তিতে অধিকার আছে। এইরূপ নিম্নশ্রেণীর ভক্ত হইতে পারিলে পরে উচ্চশ্রেণীর ভক্ত হওয়া যায়। যিনি প্রাণে রাগাত্মিকা কি অহৈতুকী ভক্তির অঙ্কুর দেখিতে পান, তিনি ত পরম ভাগ্যবান্।

কেহ হয়ত বলিবেন, আর্ত্ত কি জিজ্ঞাসু অথবা অর্থার্থী ভক্ত হইবার জন্য আবার চেষ্টা কি ? বিপদে পড়িলেই ত আমরা আর্ত্তভক্ত হই, প্রাণের ভিতরে ত স্বতঃই জিজ্ঞাসার ভাব আছে, অর্থের প্রয়োজন হইলেই ত অর্থার্থী ভক্ত হই।

সকল সময়ে বিপদ্ বুঝি কই ? আমরা যে ভবরোগে আক্রান্ত, পাপে জর্জ্জরিত, তাহা কি আমরা বুঝি ? বুঝিলে এ-দশা থাকিত না।

যে-বিষয়ে জিজ্ঞাসার ভাব মনে আসিলে জীবন ধন্য হইয়া যায়, সে-বিষয়ে জিজ্ঞাসা প্রাণের ভিতর আসে কোথায় ? আমাদিগের মধ্যে কে ভগবত্তত্ত্ব জানিতে ব্যাকুল ? ‘কত টাকা আসিল ? কে

আমাকে কি বলিল—আমার পরিবারের কে কেমন আছে ?'—এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমরা যতদূর প্রস্তুত, 'ভগবানের স্বরূপ কি ? আমাদিগের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ ? আমাদিগের পরিত্রাণের উপায় কি ?' এইরূপ প্রশ্ন আমাদিগের ক'জনের মনে উদিত হয় ?

অর্থার্থী ভক্তই বা আমরা হইতে পারিতেছি কই ? প্রকৃত অর্থ কি, তাহা কি আমরা বুঝি ? আমাদিগের মধ্যে ত কেবল প্রার্থনা শুনি— 'পুত্রং দেহি ধনং দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।' তাও কি প্রাণের সহিত 'দেহি' বলি ? যাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি যে শুনিতেছেন—ইহাই কি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া থাকি ? ইহার যে-কোন প্রকারের ভক্ত হইতেই প্রধান উপায়—

১। আত্মচিন্তা

প্রত্যেক দিবস যদি ভাবিয়া দেখি— 'কি অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছি ? সৎকার্য্য কত করিতেছি ? অসৎকার্য্যই বা কত করিতেছি ? পাপের সহিত কিরূপ সংগ্রাম চলিতেছে ?'—এইরূপ ভাবিতে গেলেই শরীর শিহরিয়া উঠিবে, কি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, বুঝিতে পারিব। আমাদিগের ন্যায় এমন দুর্দ্দশাপন্ন জীব ত আর দেখিতে পাই না, এমন মূর্খ জীব ত আর নাই। আগুনে ঝাঁপ দিলে পুড়িয়া মরিব, ইহা জানিয়া শুনিয়া কোন্ জীব মানুষের ন্যায় আগুনে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে ?

অজানন্ দাহার্ত্তিং বিশতি শলভো দীপদহনং
ন মীনোঽপি জ্ঞাত্বা বৃতবড়িশমশ্নাতি পিশিতম্।
বিজানন্তোঽপ্যেতান্ বয়মিহবিপজ্জালজটিলান্
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ ! গহনো মোহমহিমা ॥

শান্তিশতক—৭ শ্লোক

"পতঙ্গ জানে না—পুড়িয়া মরার জ্বালা কি, তাই প্রদীপের অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে; মৎস্যও জানে না যে, যে মাংসখণ্ড সে আহার করিতেছে, তাহার ভিতরে মৃত্যু রহিয়াছে, তাই সে বড়িশসংযুক্ত মাংসখণ্ড গিলিয়া ফেলে; কিন্তু আমরা জানি যে, আমাদিগের ভোগের বিষয়গুলি বিপৎপরিপূর্ণ, ভোগ করিতে গেলেই সর্ব্বনাশ হইবে, তথাপি ইহাদিগকে ত্যাগ করি না। হায় হায়, মোহের কি ভয়ানক ক্ষমতা।"

ইন্দ্রিয়সুখ, বিষয়সুখ ভোগ করিতে করিতে আমাদিগের যে কি হইয়াছে, তাহা কি একবার কেহ চিন্তা করিয়া দেখেন? কত উচ্চ অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, আর এখন কি অবস্থায় পতিত! আমাদিগের দুরবস্থার কি পার আছে? হায় হায়, ইন্দ্রিয়সেবা যে একেবারে আমাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে উপস্থিত করিয়াছে—আর সে কি এক ইন্দ্রিয়ের সেবা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি এমন একটি ইন্দ্রিয় নাই, যাহার লালসা চরিতার্থ করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হইতেছে। ফল যাহা হইবার, তাহাই হইতেছে।

কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গভৃঙ্গমীনাঃ হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥

গরুড়পুরাণ।

"কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মীন—ইহারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের এক-একটির পৃথক্-পৃথক্ সেবা করিয়া প্রাণ হারাইল। মাত্র এক ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ সেবাতেই যদি এই সর্ব্বনাশ ঘটে, তাহা হইলে যে একই সময়ে সমবেত পঞ্চেন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া থাকে, সে কেন প্রাণ হারাইবে না?

হরিণ ব্যাধের বংশীধ্বনিতে মোহিত হইয়া কর্ণের তৃপ্তির জন্য অধীর হয়, শ্রবণেন্দ্রিয়ের লালসা চরিতার্থ করিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া

বাগুরায় পড়িয়া আপনার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া থাকে। যাহারা হস্তী ধরে, তাহারা তাহাদিগের সঙ্গে গৃহপালিত হস্তী লইয়া যায়, বন্যহস্তী গৃহস্থের হস্তীর অঙ্গসঙ্গের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়, ত্বগিন্দ্রিয়ের সুখানুভবের আশায় উন্মত্ত হইয়া তাহার নিকটে আসিয়া শুণ্ডে শুণ্ড মিলাইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করে, অবশেষে চিরদিনের জন্য বন্দিভাবে মৃতপ্রায় হইয়া থাকে। পতঙ্গ অগ্নিশিখা দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য্যে এমনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে যে, তাহার ভিতরে প্রাণটি আহুতি দিয়া তবে স্থির হয়। চক্ষুর বাসনা তৃপ্ত করিতে গিয়া পরিণামে এই লাভ! ভৃঙ্গ পদ্মগন্ধে মুগ্ধ হইয়া পদ্মকোরকের মধ্যে ডুবিয়া থাকে, যেমন সন্ধ্যা হয়, অমনি পাপড়িগুলি মুদিয়া যায়। পরদিন সকালে দেখ, ভৃঙ্গটি মরিয়া রহিয়াছে। নাসিকা ভৃঙ্গের মৃত্যুর কারণ। মৎস্য জিহ্বার ভোগেচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া যেমন বড়িশবিদ্ধ খাদ্য গিলিয়া ফেলে, অমনি কত যন্ত্রণা পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কুরঙ্গ কর্ণের সেবা করিয়া নাশ পাইল, মাতঙ্গ ত্বকের সেবা করিয়া মৃতবৎ হইয়া রহিল, পতঙ্গ চক্ষুর সেবা করিয়া বিনষ্ট হইল, ভৃঙ্গ নাসিকার সেবা করিয়া মরিল, মৎস্য জিহ্বার সেবা করিয়া প্রাণ হারাইল। মাত্র এক-একটি ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া যদি ইহাদের এই ফল হইল, তবে যাহারা পূর্ণমাত্রায় পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমবেত সেবা করিয়া থাকে, তাহাদিগের কি দশা হয়, একবার ভাবিয়া দেখুন।

"স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ?"

ইন্দ্রিয়গুলির ভোগবাসনায় ইন্ধন দিয়া যে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইলাম! ইহারা যে এক-একটি এক-এক দিক্ হইতে দস্যুর ন্যায় আমাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল! ইহারা আমাদিগকে কিরূপ

দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে, আত্মচিন্তা দ্বারা যিনি বুঝিতে পারিবেন, তিনিই অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া ভগবান্‌কে বলিবেন—

"জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥"

শ্রীমদ্ভাগবত—৭।৯।৪০

"হে অচ্যুত, দেখ দেখ, এই যে জিহ্বা, এতযে ইহার বাসনা পুরাইলাম, তথাপি ইহার তৃপ্তি হইল না ; দেখ, এ আমাকে একদিকে টানিতেছে, উপস্থ আর একদিকে টানিতেছে, উদর অপর একদিকে, কর্ণ, নাসিকা, চক্ষু—প্রত্যেকে এক-একদিকে টানিতেছে ; কোন ব্যক্তি বহুবিবাহ করিলে যেমন তাহার স্ত্রীগুলি তাহাকে নানাদিক্ হইতে টানিয়া উৎপীড়ন করে, আমাকে তেমনি এই ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি উৎপীড়িত করিতেছে।"

রামপ্রসাদ এই অবস্থা মনে করিয়াই গাহিয়াছিলেন—
"পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা, কেমন করে ঘর করিব ?"

এই অবস্থা যিনি বুঝিতে পারিয়া ইহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভগবান্‌কে ডাকিতে থাকেন, তিনিই প্রকৃত আর্ত্তভক্ত।

জিজ্ঞাসুভক্ত হইতে হইলেও আত্মচিন্তা প্রধান উপায়। যিনি নির্জ্জনে বসিয়া আপনার বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহারই মনে এই প্রশ্নগুলি উপস্থিত হয়—'আমি কি ? কোথা হইতে আসিলাম ? কিজন্য আসিলাম ? কে পাঠাইলেন ? তিনি কিরূপ ? তাঁহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ ? পিতা, মাতা আমার কে ? তাঁহারা আমাকে এত ভালবাসেন কেন ? জগতে এত ভাই, বন্ধু কে আনিয়া দিল ? অগ্নি

আমায় উত্তাপ দেয় কেন? বায়ু আমার শরীর শীতল করে কেন? জল আমার তৃষ্ণা নিবারণ করে কেন?' এইরূপ শত-শত প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া মনকে তত্ত্বচিন্তার দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। একটু চিন্তা করিলেই এক প্রেমময় শক্তি যে জগন্ময় কার্য্য করিতেছেন, তাহার সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। এই শক্তির উপলব্ধি হইলে যতই ইঁহার বিষয়ে চিন্তা হয়, ততই ইঁহার দিকে আকৃষ্ট হওয়া এবং ইঁহার প্রতি ভক্তিপূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

অর্থার্থী ভক্ত হইতে হইলেও আত্মচিন্তা প্রধান উপায়। আত্ম-চিন্তা দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে, 'আমার কিসের অভাব, আমি কি চাই?' অভাব ও প্রার্থনার বিষয় স্থির হইলে দেখিতে পাইব, যাহা কিছু অভাব এবং যাহা কিছু প্রার্থনার বিষয়, তাহা সমস্ত প্রাণ খুলিয়া বলিতে একজন ভিন্ন আর কাহারও নিকটে পারা যায় না। সিকি পয়সা হইতে নির্ব্বাণ-মুক্তি পর্য্যন্ত যাহা চাই, তাহা সমস্ত বলিতে একজন বই আর নাই। তখন সেই একজনকেই সমস্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতেই ভক্তির প্রথম সিঁড়ির পত্তন হইবে।

এইভাবে আর্ত্ত কি অর্থার্থী হইলে ত কথাই নাই। সামান্য বিপদ্ অর্থাৎ তস্কর, ব্যাঘ্র, রোগাদি-প্রপীড়িত হইয়া আর্ত্ত অথবা সামান্য বিষয়-সুখ সম্বন্ধে অর্থার্থী হইয়া হৃদয়ের সহিত ভগবানের নিকটে প্রার্থনা আরম্ভ করিলেই দেখিতে পাইব, হয় প্রার্থনা পূর্ণ হইতেছে, নতুবা যাহা প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতেছে। তামস ভক্তও যদি একাগ্রমনে ডাকিতে আরম্ভ করে, তাহার প্রাণেও এই ভাবটি উপস্থিত হইবে। যে ব্যক্তি যে কামনা করিয়াই ডাকুক ডাকিলেই ভক্তিপথ খুলিয়া যাইবে। নিতান্ত দুরাচার ব্যক্তিও তাঁহাকে ডাকিলেই—

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৯।৩১

"অতি শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া যায় এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়।" চৈতন্য মহাপ্রভু সনাতনকে বলিলেন—"বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভোগের কামনা কি মোক্ষের কামনা—এইরূপ কোন কামনা করিয়া কৃষ্ণকে ডাকিতে আরম্ভ করে, পরে কৃষ্ণচরণ প্রাপ্ত হয়।"

"অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন,
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ।
কৃষ্ণ কহে, আমা ভ'জে মাগে বিষয়-সুখ;
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এ ত বড় মূর্খ!
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য—২২ অঃ

স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানাং নিজপাদপল্লবম্।

শ্রীমদ্ভাগবত—৫।১৯।২৭

"যে তাঁহার পাদপল্লব চাহে নাই, তাহাকেও সকল বাসনা দূর হইয়া যায় যাহা দ্বারা, এমন যে তাঁহার পাদপল্লব, তাহা স্বয়ংই প্রদান করেন।"

কাম লাগি কৃষ্ণ ভ'জে পায় কৃষ্ণরসে;
কাম ছাড়ি দাস হ'তে হয় অভিলাষে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য—২২ অঃ

ধ্রুব রাজসিংহাসন পাইবার প্রার্থী হইয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে আরম্ভ করেন, অবশেষে কৃষ্ণরস পাইয়া তাঁহার "কাম ছাড়ি দাস হইতে" অভিলাষ জন্মিল।

প্রার্থনা করিতে করিতে একটু ভাবের সঞ্চার হইলেই আরাধনা আরম্ভ হয়। প্রথমে নিজের স্বার্থের জন্য প্রার্থনা বই আর কিছুই থাকে না; যখন ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতে করিতে একটু অনুরাগের ভাব আসে, তখন তাঁহার স্তুতি ও মহিমা কীর্ত্তন করিতে বড় ইচ্ছা হয়। তাঁহার স্তুতিগান শুনিলে প্রাণে বড়ই আনন্দ হয়, মন তাঁহার মহিমা-কীর্ত্তনের বিষয় অন্বেষণ করিতে থাকে; যত এইরূপ ইচ্ছার বৃদ্ধি হয়, ততই তাঁহার মহিমা এবং স্বরূপ প্রতিভাত হইতে থাকে, হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইয়া তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে থাকে। ভাব আরও গাঢ় হইলে স্তুতি, মহিমাগীতি, স্বরূপকীর্ত্তন প্রভৃতিও বাহিরের জিনিষ বলিয়া মনে হয়; তখন ইচ্ছা করে—সমস্ত কামনা বিদায় দিয়া নিকটে বসিয়া, কথাটি না কহিয়া কেবল সেই সুন্দর মোহন-রূপরাশি দেখিতে থাকি। ইহার নাম ধ্যান, কেবল স্বরূপচিন্তা, নীরবে স্বরূপ-চিন্তা। এই অবস্থায় 'সত্যং শিবসুন্দররূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে, অবাক্ হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।' যখন প্রেম আরও গাঢ় হইয়া দাঁড়ায়, তখন সমাধি অথবা লয়। আর নিকটে বসা নাই, ধ্যান করিতে করিতে প্রাণ এমনি উন্মত্ত হইয়া পড়ে যে, পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে ঝাঁপ দেয়, তেমনি জীব তাঁহার রূপাগ্নিতে ঝাঁপ দেয়! ধ্যান পর্য্যন্তও 'ঐ তুমি, এই আমি'; সমাধিতে আর 'এই আমি' নাই, কেবল 'তুমি'; 'আমি' 'তুমি'র ভিতরে ডুবিয়া যায়। অথবা 'তুমি'-'আমি'-জ্ঞানের লোপ হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় সত্তার উপলব্ধি হয়।

২। চৈতন্যোক্ত পঞ্চসাধন

শ্রীচৈতন্যদেব সনাতনকে ভক্তিসাধন-সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন, তাহাতে বলিতেছেন—

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম,
ব্রজে বাস, এই পঞ্চসাধন প্রধান।
এই পঞ্চমধ্যে এক স্বল্প যদি হয়,
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য—২৪ অঃ

শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥

"দুরূহ ও আশ্চর্য্য প্রভাবশালী এই পঞ্চবিষয়ে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, অত্যল্পমাত্র সম্বন্ধ হইলেই সদ্বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের ভাব জন্মিতে পারে।"

(১) সাধুসঙ্গ

কুসঙ্গ যেমন ভক্তিপথের কণ্টক, সৎসঙ্গ তেমনি ভক্তিপথের সহায়। যেমন একদিকে অসৎসঙ্গ-সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্র বারংবার দুই হাত তুলিয়া বলিতেছেন—

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১১।২৬।৩

"যাহারা অসৎ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কখনও তাহাদিগের সহিত বাস

করিবে না ; এইরূপ কোন ব্যক্তির সঙ্গ করিলে অন্ধের অনুবর্ত্তী অন্ধ যেমন ঘোর অন্ধকারে পতিত হয়, তেমনি অন্ধকারময় নরকে পতিত হইবে।”

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৩।৩১।৩৩

“অসৎসঙ্গে সত্য, শুদ্ধি, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্য সকলই নষ্ট হয়।”

তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৩।৩১।৩৪

“অসংযতেন্দ্রিয়, মূঢ়, দেহাত্মবুদ্ধি, অসাধু, যোষিৎক্রীড়ামৃগ, অতএব নিতান্তই শোকের পাত্র যাহারা, তাহাদিগের সঙ্গ করিবে না।”

বরং হুতবহজ্বালা পিঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশষম্ ॥

কাত্যায়নসংহিতা [ভক্তিরসামৃতসিন্ধু]

“অগ্নিদাহমধ্যে লৌহময় পিঞ্জরে অবস্থান করাও ভাল, তথাপি ভগবচ্চিন্তাবিমুখ ব্যক্তিদিগের সংসর্গে বাস করা কর্ত্তব্য নহে।”

তেমনি অপরদিকে ভক্তিলাভসম্বন্ধে সৎসঙ্গের মহিমা উচ্চরবে কীর্ত্তন করিতেছেন—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।

বৃহন্নারদীয়পুরাণ—৪।৩৩

“ভক্তি ভগবদ্ভক্তসঙ্গ হইতে জন্মিয়া থাকে।”

রবিশ্চ রশ্মিজালেন দিবা হন্তি বহিস্তমঃ।
সন্তঃ সূক্তিমরীচ্যৌঘৈশ্চান্তর্ধ্বান্তং হি সর্ব্বথা ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণ—৪।৩৭

"সূর্য্য কিরণমালা দ্বারা বাহিরের অন্ধকার নাশ করেন। সাধুগণ তাঁহাদিগের সদুক্তিরূপ কিরণজালের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভিতরের অন্ধকার নাশ করেন।"

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৩।২৫।২৪

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"সাধুদিগের সংসর্গে আমার শক্তিসম্বন্ধীয় হৃদয় ও কর্ণের সুখজনক কথা হইতে থাকে; সেই কথা সম্ভোগ করিলে শীঘ্রই মুক্তির পথে ক্রমে-ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

প্রহ্লাদ কহিয়াছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৭।৫।৩২

"যে-পর্য্যন্ত অকিঞ্চন বিষয়াভিমানহীন সাধুদিগের পদধূলি দ্বারা অভিষিক্ত না হইবে, সেই পর্য্যন্ত কাহারও মতি সংসার-বাসনানাশের উপায় যে ভগবানের চরণপদ্ম, তাহা স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

কিন্তু সাধু কাহারা, কিরূপে জানিবে? ভগবান্ তাঁহাদিগের লক্ষণ বলিতেছেন—

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রণতাঃ সমদর্শনাঃ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত—১১।২৬।২৭

"সাধুগণ কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহারা আমাগতচিত্ত, প্রণত, সমদর্শন, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব এবং নিষ্পরিগ্রহ।"

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৩।২৫।২১

"সাধুগণ দুঃখসহনশীল, দয়ার্দ্রহৃদয়, সকল জীবের সুহৃদ্, অজাতশত্রু, শান্ত ও সুশীল।"

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—"এরূপ আদর্শ ব্যক্তি কোথায় পাইব? বড়ই দুর্ল্লভ।" আমার কিন্তু মনে হয়, বিশিষ্টরূপে এইভাব জীবনে দেখাইয়াছেন, এরূপ মহাত্মা একটু অন্বেষণ করিলেই পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়, কি নবদ্বীপে চৈতন্যদাস বাবাজীর দর্শন অনেকেই অনায়াসে লাভ করিতে পারিতেন। এখনও সাধুর যে বিশেষ অভাব আছে, আমি মনে করি না; তবে আমাদিগের তাঁহাদের চরণদর্শনের ইচ্ছার বিশেষ অভাব আছে, স্বীকার করি। গাজীপুরের পওহারী বাবা কি কাশীর ভাস্করানন্দ স্বামীকে দর্শন করা বড় দুষ্কর নহে।* আর সাধুগণ প্রায় সর্ব্বত্রই আগমন করিয়া থাকেন; যিনি তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনিই দেখিতে পান।

আদর্শসাধু অনেক না পাইলেও পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবগুলি কথঞ্চিৎ পরিমাণে জীবনে আয়ত্ত করিয়াছেন, এরূপ সাধু অনেক দেখিতে

---

* এক্ষণে উভয়েই পরলোকস্থ।

পাইবেন। যাঁহার জীবনে ঐ ভাবগুলি যতদূর স্ফুট দেখিতে পাইবেন, তাঁহাকে ততদূর সাধু মনে করিতে হইবে। এইরূপ সাধুদিগের সঙ্গ করিলেও জীবন অনেকদূর অগ্রসর হইবে। যিনি প্রাণের সহিত ভগবৎকথা বলেন, আমাদিগের তাঁহারই চরণধূলি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এরূপ ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইলেই ফল পাইব। "সঙ্গগুণে রং ধরবেই নিশ্চয়।"

সাধুসঙ্গে কি উপকার হয়, জগাই-মাধাইএর উদ্ধার তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। নারদও সাধুসঙ্গে নবজীবন লাভ করেন। তিনি এক দাসীর পুত্র ছিলেন। তিনি সাধুদিগের সেবায় প্রভুকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সাধুসেবায় কি ফল, তাহা তিনি ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—

উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতসস্তদ্ধর্ম্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১।৫।২৫

"ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া আমি তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিতাম, তদ্দ্বারা আমার পাপ দূর হইল ; এইরূপ করিতে করিতে বিশুদ্ধচিত্ত হওয়ায় তাঁহাদিগের যে পরমেশ্বরভজনরূপ ধর্ম্ম, তাহাতে আমার মনে রুচি জন্মিল।"

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১।৫।২৬

"তাঁহারা যে অনুগ্রহপূর্ব্বক মনোহর কৃষ্ণকথা গান করিতেন,

প্রতিদিন শ্রদ্ধার সহিত তাহা শুনিতে শুনিতে, যাঁহার কথা শুনিতে মধুর, সেই ভগবানে আমার রতি জন্মিল।"

ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতূ হরের্বিশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোঽমলম্।
সংকীর্ত্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভির্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোঽপহা॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১।৫।২৮

"এইরূপে শরৎ ও প্রাবৃট্‌কালে মহাত্মা মুনিগণ-কর্ত্তৃক সংকীর্ত্ত্যমান হরির অমল যশঃ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে এ সায়াহ্নে শুনিতে শুনিতে আমাতে রজস্তমোনাশিনী ভক্তির উদয় হইল।"

ভক্ত হরিদাস যখন বেনাপোলের বনে সাধন করেন, তখন তাঁহার বৈরাগ্যধর্ম্ম নাশ করিবার জন্য রামচন্দ্র খান একটি বেশ্যা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বেশ্যা হরিদাসকে প্রলুব্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার দ্বারে বসিয়া থাকে, তিনি ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন। বেশ্যার আশা—নাম জপ শেষ হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়া খানের নিকটে ফিরিবে। নামকীর্ত্তন করিতে করিতে হরিদাসের রাত্রি ভোর হইয়া যায়। একরাত্রি গেল। বেশ্যা দ্বিতীয় রাত্রে উপস্থিত। দ্বিতীয় রাত্রিও কীর্ত্তনে শেষ হইল। তৃতীয় রাত্রি উপস্থিত। এ-রাত্রিও কীর্ত্তন করিতে করিতে শেষ হইয়া গেল। এই তৃতীয় রাত্রি শেষ হইতে না হইতে বেশ্যা হরিদাসের চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—"আমি পাপীয়সী, আমার পাপের সংখ্যা নাই, তুমি আমাকে কৃপা করিয়া নিস্তার কর।" সেই শুভ প্রভাতে বেশ্যার জীবনে সাধুসঙ্গের মহিমা বিঘোষিত হইল। অস্পৃশ্য কুলটা ক্রমে—

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী;
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য—৩ পরিঃ

আমরাও ত সাধুসঙ্গের মহিমা কত প্রত্যক্ষ করিলাম। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরণরেণু যে কত পাপীর জীবন পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে, অনেকে তাহার সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত।

সাধুদিগের দর্শনাভাবে পরস্পরের একত্র মিলিত হইয়া ভগবদালোচনা ও ভগবৎকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। সবান্ধবে একস্থানে বসিয়া ভগবদ্বিষয়ে বিচার, ভগবানের নাম এবং গুণগান করাও সাধুসঙ্গ। তদ্দ্বারা জীবন ভক্তিপথে উন্নতিলাভ করে।

(২) কৃষ্ণসেবা

কৃষ্ণসেবা বলিতে অনেক বুঝায়। শ্রীচৈতন্যদেব অপর একস্থলে * ভক্তির পঞ্চ প্রধান সাধন বলিতে কৃষ্ণসেবার পরিবর্ত্তে "শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধার সেবন" বলিয়াছেন। শ্রীমূর্ত্তির সেবায় যে ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীমূর্ত্তি বলিতে অবশ্য চৈতন্যদেব কৃষ্ণমূর্ত্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন ; কিন্তু যিনি যে দেবতার উপাসক, তিনি সেই দেবতার মূর্ত্তি সেবা করিলেই ভক্তিলাভ করিবেন। রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কালীমূর্ত্তির পূজা করিতে করিতে ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ভক্তির সঞ্চার হইলে কখনও পরমহংসদেব সেই মূর্ত্তি "সুবাসিত পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা মনের সাধে সুসজ্জিত করিতেন, কখনও দেবীর চরণকমলে কমলকুসুম অথবা বিল্ব-জবা স্থাপনপূর্ব্বক অপূর্ব্ব চরণশোভা সন্দর্শন করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেন। কখনও বা রামপ্রসাদের, কখনও কমলাকান্তের ও সময়ান্তরে নরেশচন্দ্র প্রভৃতি শক্তিসাধকগণের বিরচিত শক্তিবিষয়ক গীতগুলি গান করিতেন। কখনও বা কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া সরোদনে বলিতেন—'মা,

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২১ অধ্যায়।

আমায় দয়া কর্ মা, তুই মা রামপ্রসাদকে দয়া কর্‌লি, তবে আমায় কেন দয়া কর্‌বি না মা ? মা, আমি শাস্ত্র জানি না ; মা, আমি পণ্ডিত নই মা ; মা, আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই জানিতে চাহিও না, তুই আমায় দয়া কর্‌বি কি না বল্ ? মা, আমার প্রাণ যায় মা, আমায় দেখা দে ; আমি অষ্টসিদ্ধি চাই না মা ; আমি লোকের নিকটে মান চাই না মা ; লোকে আমায় জানুক, মানুক, গণুক, এমন সাধ নাই মা, তুই আমায় দেখা দে' !"* আহা কি মধুর, কি উচ্চ ভাব ! কালীপূজা করিতে করিতে জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে, নিষ্কাম-ভক্তি অজস্রধারে সুরধুনীর ন্যায় প্রবলবেগে হৃদয়ের ভিতরে বহিয়া যাইতেছে। রামপ্রসাদ এইরূপে কালীপূজা করিতে করিতে একদিন ভাবে বিভোর হইয়া গাহিয়াছিলেন—

"আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগো আরো পাগল আছে।
রামপ্রসাদ হ'য়েছে পাগল চরণ পাবার আশে ॥"

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৯ ৪।১৮

"তিনি কৃষ্ণপদারবিন্দচিন্তায় মন, বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে বাক্য, হরির মন্দিরমার্জ্জনাদিতে কর ও অচ্যুতের সৎপ্রসঙ্গশ্রবণে কর্ণ নিযুক্ত করিলেন।"

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শেহঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৯।৪।১৯

* রামচন্দ্র দত্ত-প্রণীত "পরমহংসদেবের জীবন-বৃত্তান্ত" ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ৭ পৃঃ।

"কৃষ্ণমূর্ত্তির দর্শনে চক্ষুর্দ্বয়, ভক্তগাত্রস্পর্শে অঙ্গ, কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পিত তুলসীর গন্ধে নাসিকা ও তাঁহাকে নিবেদিত অন্নাদিতে রসনা নিযুক্ত করিলেন।"

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৯।৪।২০

"হরির ক্ষেত্রে পাদচারণায় পাদদ্বয় ও হৃষীকেশের চরণে প্রণামের জন্য মস্তক নিযুক্ত করিলেন এবং ভোগ্যবিষয়গুলি ভোগলিপ্সু না হইয়া ভগবানের দাসভাবে ভোগ করিতে লাগিলেন। ভগবদ্ভক্তগণকে যে ভক্তি আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই শ্রেষ্ঠতমা ভক্তিলাভের জন্য এইরূপ করিতে লাগিলেন।"

এইরূপ করিতে করিতে—

গৃহেষু দারেষু সুতেষু বন্ধুষু দ্বিপোত্তমস্যন্দনবাজিপত্তিষু।
অক্ষয্যরত্নাভরণাম্বরাদিষু অনন্তকোষেষ্বকরোদসন্মতিম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৯।৪।২৭

"গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, হস্তী, রথ, অশ্ব,সৈন্য, অক্ষয় রত্নাভরণ, বস্ত্রাদি, অনন্ত ভাণ্ডার, কিছুতেই আর তাঁহার আসক্তি রহিল না।"

ক্রমে পরমা ভক্তি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল, মন একমাত্র হরি-পাদপদ্মে লগ্ন হইয়া রহিল।

আমাদিগের গ্রামে রামকৃষ্ণ নামে একটি রজকবিপ্র ছিলেন। তিনি তাঁহার বাড়ীতে স্থাপিত রাজরাজেশ্বর নামে একটি কৃষ্ণমূর্ত্তির সেবা করিতেন। ইঁহারই সেবা করিতে করিতে ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন। একদিবস বেলা পূর্ব্বাহ্ণ ১০ কি ১১ ঘটিকার সময়ে রামকৃষ্ণের বাড়ীতে

বড়ই জাঁকাল সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মনে করিলাম আজ রামকৃষ্ণের বাড়ী বিশেষ কোন উৎসব আছে। বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। তথায় যাহা দেখিলাম,তাহা কখন ভুলিব না। গিয়া দেখি, রামকৃষ্ণের একটি অল্পবয়স্কা পৌত্রী রাজরাজেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে মৃত্তিকায় শয়ান। তাহাকে ঘিরিয়া এক-একবার রাজরাজেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া কতকগুলি লোক প্রাণ ঢালিয়া উচ্চরবে কীর্ত্তন করিতেছে। রামকৃষ্ণের দুই চ'ক্ষে অবিরলধারে অশ্রুজল ঝরিতেছে, তিনি এক-একবার কীর্ত্তন করিতেছেন, এক-একবার মেয়েটিকে রাজরাজেশ্বরের প্রসাদ খাওয়াইতেছেন ও এক-একবার অনিমেষনয়নে রাজরাজেশ্বরের দিকে তাকাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতেছেন—"দোহাই রাজরাজেশ্বরের, নিতে হয়, এখনি নাও; এখন এস্থল বৃন্দাবন, এখন তোমার নামকীর্ত্তন হইতেছে, এখন ত এস্থল বৃন্দাবন, নিতে হয়, এই কীর্ত্তন থামিবার পূর্ব্বে নাও; আর না নিতে হয়, রেখে যাও। তোমার যেমন ইচ্ছা; কিন্তু নিতে হ'লে দোহাই তোমার, এই সময়ে নাও, বৃন্দাবনে থাকিতে থাকিতে নাও।" মেয়েটি কলেরা-রোগাক্রান্ত, তাহাকে রাজরাজেশ্বরের সম্মুখে শোয়াইয়া প্রসাদ খাওয়াইতেছেন এবং রাজরাজেশ্বরের দোহাই দিতেছেন দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ কীর্ত্তনের পরে কন্যাটিকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। অপরাহ্ণে রামকৃষ্ণ আমাদিগের বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে শুনিলাম, মেয়েটি আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

পূজা, হোম, যজ্ঞ প্রভৃতি সরল সাধকের পক্ষে ভক্তিলাভের বিশেষ উপায়।

যাঁহারা মূর্ত্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, কিংবা যাঁহাদিগের ধর্ম্মমত মূর্ত্তিপূজার বিরোধী, তাঁহাদিগের পক্ষে প্রকৃতির

মধ্যে ভগবান্‌কে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চিন্তা, লীলাকীর্ত্তন প্রভৃতি করাই কৃষ্ণ-সেবা। বিশ্বময় ভগবানের আশ্চর্য্য রচনাকৌশল ও বিধির খেলা দেখিলে কাহার না প্রাণ তাঁহাতে ডুবিয়া যায়? মহর্ষিগণ প্রকৃতিময় তাঁহারই শক্তি দেখিয়া ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য, অগ্নি ও জল প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন নামে সেই শক্তির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। বেদ এই প্রকট শক্তির স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ। যাঁহারা সেই মহর্ষিগণের পদানুসরণ করিয়া প্রকৃতির ভিতরে ভগবল্লীলা দেখিবার জন্য একান্তমনে চেষ্টা করিবেন, তাঁহারাই ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন। প্রতীচ্য সাধুগণের মধ্যে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যেরূপ প্রকৃতির মধ্যে ভগবান্‌কে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এইরূপ আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। তিনি কিভাবে প্রকৃতির ভিতর দিয়া ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইতেন,তাহা তাঁহার অঙ্কিত পরিব্রাজকের ছবির দ্বারাই প্রতীয়মান হইবে—

He beheld the sun
Rise up, and bathe the world in light ! He looked—
Ocean and earth, the solid frame of earth
And ocean's liquid mass, in gladness lay
Beneath him—Far and wide the clouds were touched
And in their silent faces could read
Unutterable love. Sound needed none,
Nor any voice of joy ; his spirit drank
The spectacle ; sensation, soul and form,
All melted into him ; they swallowed up
His animal being ; in them did he live,

And by them did he live ; they were his life.
In such access of mind in such high hour
Of visitation from the living God,
Thought was not ; in enjoyment it expired.
No thanks he breathed, he proffered no request ;
Rapt into still communion that transcends
The imperfect offices of prayer and praise,
His mind was a thanks-giving to the Power
That made him ; it was blessedness and love.

—**Excursion, Wordsworth**

পরিব্রাজক, প্রভাতের অরুণরবি, সূর্য্যাংশুস্নাত বসুন্ধরা, মহাসাগরের অম্বুরাশি,সুবর্ণকিরণরঞ্জিত মেঘমালা প্রভৃতি প্রকৃতির মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভগবৎপ্রেমে ডুবিয়া গেলেন, ব্রহ্মসম্ভোগে তাঁহার চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইল। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রাণ এইরূপে প্রকৃতি দর্শন করিতে করিতে ভগবানে ডুবিয়া থাকিত।

বিশ্বময় ভগবদ্বিগ্রহ উপলব্ধি করিয়াই প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ প্রকৃতিতে ভগবানের বিরাট্ রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যে-যে উপায় বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি প্রধান উপায়—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১১।২।৪১

"আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, নক্ষত্রাদি, ভূতগণ, দিক্সকল, সরিৎ, সমুদ্র, যাহা কিছু সৃষ্ট পদার্থ—সমস্ত হরির শরীর মনে করিয়া প্রণাম করিবে।"

আমরা যেন চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্—সমস্ত প্রকৃতির ভিতরে দেখিতে পাই—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"*—সেই জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতিঃ সকলেই অনুকরণ করিতেছে, তাঁহারই আলোকে যাহা কিছু দেখিতে পাই, সমস্তই আলোকিত হইতেছে। "জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি, অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।" আমরা যেন ভক্তিতে গদগদ হইয়া ভগবান্‌কে বলিতে পারি—

"এক ভানু অযুত কিরণে উজলে যেমতি সকল ভুবনে, তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা, বিরচয়ে সতীর প্রেম, জননী-হৃদয়ে করে বসতি। অভ্রভেদী অচল শিখর, ঘন নীল সাগরবর, যথা যাই তুমি তথা; রবির কিরণে তব শুভ্র কিরণ, শশাঙ্কে তোমারি জ্যোতি, তব কান্তি মেঘে; সজন নগর, বিজন গহন, যথা যাই তুমি তথা।"†

(৩) ভাগবত

ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করা বিশেষ উপকারী। ভগবানের স্বরূপবর্ণন, লীলাকীর্ত্তন, শক্তিপ্রচার ও ভক্তদিগের কাহিনী যে-সকল গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিলে মন ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে থাকে। চৈতন্যদেব এইজন্যই ভাগবতকে একটি প্রধান সাধন বলিয়াছেন। জগতের ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রভৃতিও ভগবানের লীলা এবং মহিমা দেখাইয়া হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক করিয়া দেয় বলিয়া ভাগবতের মধ্যে গণ্য। গ্যালেন ‡-নামক একজন বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিতের ভগবানে বিশ্বাস ছিল না, তিনি মানবদেহতত্ত্ব

* কঠোপনিষদ্—৫।১ ।

† সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-বিরচিত ব্রহ্মসঙ্গীত, ৭ম সং, ১৫৮ পৃষ্ঠা।

‡ পুরাকালের বিখ্যাত গ্রীক্-চিকিৎসাবিদ্ (খ্রীঃ পূঃ ২০০-১৩০)।

আলোচনা করিতে করিতে মনুষ্যশরীরের আশ্চর্য্য গঠন ও স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মাংসপেশী প্রভৃতির রচনাচাতুরী দেখিয়া ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া ভগবানের মাহমাসম্বন্ধে একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ রচনা কারয়াছিলেন। যাঁহাদের সৎসঙ্গ করিবার সুযোগের অভাব, ভাগবত কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহাদিগের সেই অভাব পূরণ করিতে সমর্থ।

(৪) নাম

নামকীর্ত্তন, শ্রবণ ও জপ ভক্তিপথের প্রধান সহায়। নামের মহিমা গৌরাঙ্গদেব যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এমন আর কেহ করিয়াছেন কি না, জানি না। তিনি বারংবার বলিয়াছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণ

সুবুদ্ধি রায়কে পাপমোচনের উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছেন—

"এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে,
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য—২৫ পরিঃ

একদিন কোন সভায় হরিদাস ঠাকুর পণ্ডিতগণের সহিত নামের মহিমাসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন—

কেহ বলে, "নাম হইতে হয় পাপক্ষয়";
কেহ বলে, "নাম হইতে জীবের মোক্ষ হয়।"
হরিদাস কহে, "নামের এ দুই ফল নহে;
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে।

আনুষঙ্গিক ফল নামের—মুক্তি, পাপনাশ ;
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য—৩ পরিঃ

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ঋষভনন্দন কবি জনকরাজকে বলিয়াছেন—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১১।২।৪০

"ভগবানের নাম ও লীলাকীর্ত্তনরূপব্রত যিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রিয়তম ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে হৃদয়ে অনুরাগের উদয় ও চিত্ত দ্রবীভূত হয়, সুতরাং তিনি কখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন, কখন রোদন করেন, কখন ব্যাকুলিতচিত্তে চীৎকার করেন, কখন গান করেন এবং কখন উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করেন।"

নামকীর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমে প্রেমের সঞ্চার হয় এবং পাপের নাশ হয়।

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধের্জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

পদাবলী—১৬ শ্লোক

"একবারমাত্র যে নাম উদয় হইলে সকল লোকের অখিল পাপ দূর হয়, পাপতিমিরজলধির তরণীর ন্যায় সেই যে, জগন্মঙ্গল হরিনাম, তাহা জয়যুক্ত হইতেছে।"

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥

পদ্যাবলী—২২ শ্লোক

"শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, চিত্তের সমস্ত কলঙ্ক দূর হয়; যে বিষয়বাসনা মহাদাবাগ্নির ন্যায় আমাদিগকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে, সেই বিষয়বাসনা নির্ব্বাপিত হয়; চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় যেমন কুমুদ ফুটিয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে সেইরূপ আত্মার মঙ্গল প্রস্ফুটিত হয়; ব্রহ্মবিদ্যা অসূর্য্যম্পশ্যরূপা বধূর ন্যায়, বধূ যেমন অন্তঃপুরের অন্তঃপুরে অবস্থিতি করেন, ব্রহ্মবিদ্যাও তেমনি হৃদয়ের অতি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে লুক্কায়িত থাকেন, সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার বিষয় নহে, 'গুহ্যাতিগুহ্যম্'; শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন সেই ব্রহ্মবিদ্যার জীবনস্বরূপ; ইহা দ্বারা আনন্দসাগর উথলিয়া উঠে; ইহাও প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন; ইহাতেই মানুষ রসে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া যায়।"

বন্ধুবান্ধব একত্র হইয়া প্রতিদিন কোন সময়ে নাম-সংকীর্ত্তন করার ন্যায় আনন্দের ব্যাপার আর নাই। সত্য-সত্যই তখন আনন্দসাগর উথলিয়া উঠে, প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়, বিষয়বাসনা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য তিরোহিত হয়। ক্রমাগত নামকীর্ত্তন করিলে অবশ্যই মানুষ পরম পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

কিরূপে নামকীর্ত্তন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে গৌরাঙ্গদেব তাঁহার ভক্তদিগকে উপদেশ দিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

মহাপ্রভুর স্বরচিত শ্লোকাষ্টকের অন্যতম।

"তৃণ হইতেও নীচ এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হইয়া নিজে অভিমান ত্যাগ করিয়া পরকে সম্মান দিয়া সদা হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।"

ভগবানের কোন্ নামে তাঁহার কি শক্তি উপলক্ষিত হইতেছে, নাম-কীর্ত্তনের সময়ে তাহার চিন্তা করা প্রয়োজন; তাহা না করিলে কীর্ত্তনে লাভ কি? কেবল আমোদের জন্য কীর্ত্তন হইলে সে কীর্ত্তন বৃথা।

নাম জপ করিতে হইলেও নামের অর্থ ও শক্তি জানিয়া লইতে হইবে। যিনি যে নাম মন্ত্রস্বরূপ জপ করিবেন, তাহার অর্থ ও শক্তি তাঁহার পক্ষে জানা আবশ্যক।

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রো ন সিধ্যতি ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৩।৩১

"যে সাধক মন্ত্রের অর্থ কিংবা মন্ত্রের শক্তি জানেন না, তিনি শত-লক্ষবার জপ করিলেও তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না।"

উপযুক্ত গুরুর নিকটে কোন নামে দীক্ষিত হইলে জীবনের অনেক উপকার হয়। যিনি উপযুক্ত গুরু দ্বারা উপদিষ্ট, তিনি ভাগ্যবান্। আর যিনি উপযুক্ত গুরু পান নাই, তাঁহারও যে নামে শ্রদ্ধা হয়, ব্যাকুলভাবে তাহা জপ করা কর্ত্তব্য। ভগবান্ এরূপ লোককে সময়ে উপযুক্ত গুরু মিলাইয়া দেন।

কিরূপভাবে জপ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে ঋষিগণ উপদেশ করিয়াছেন—

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মাঃ ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥

মুণ্ডকোপনিষদ্—২।৪

"প্রণব ধনুঃস্বরূপ, আত্মা শরস্বরূপ, ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য। স্থির-প্রশান্তচিত্তে প্রণবধনুতে টঙ্কার দিয়া নিজের আত্মা দ্বারা ব্রহ্মলক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে। শর যেমন বিদ্ধ পদার্থের ভিতর তন্ময় হইয়া যায়; আত্মাও তেমনি ব্রহ্মেতে তন্ময় হইয়া যাইবে।" চাঞ্চল্যবিহীন হইয়া প্রণব জপ করিতে করিতে আত্মাকে ব্রহ্মেতে ডুবাইয়া ফেলিবে।

জপের মাহাত্ম্য-প্রচারস্থলে মনু বলিয়াছেন—

বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভিগুর্ণৈঃ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥

মনুসংহিতা—২।৮৫

"দশপৌর্ণমাসাদি বিধিযজ্ঞ হইতে জপ দশগুণ শ্রেষ্ঠ, উপাংশু জপ শতগুণ শ্রেষ্ঠ, মানস জপ সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ।"

জপ তিন প্রকার—প্রথম উচ্চরবে; দ্বিতীয় উপাংশু—নীচস্বরে অতি নিকটস্থ অপর ব্যক্তিও যাহা শুনিতে পায় না; তৃতীয় মানস অর্থাৎ মনে-মনে জপ।

জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

মনুসংহিতা—২।৮৭

"ব্রাহ্মণ যাগাদি করুন বা না করুন, একমাত্র জপ দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

যাগাদি না করিয়াও একমাত্র জপ দ্বারাই সিদ্ধ হওয়া যায়। জপের জন্য তিনটি সময় প্রশস্ত—

(১) ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত।

সাধকগণ এই সময়টির বিশেষ পক্ষপাতী। মুসলমানসাধক-কবিগণ

বলেন—"এই সময়ে প্রভাত-সমীরণ ভগবানের নিকট হইতে ভক্তদিগের নিকট স্বর্গের সংবাদ লইয়া আইসে এবং ভক্তদিগের নিকট হইতে ভগবানের নিকটে সংবাদ লইয়া যায়।"

(২) প্রদোষ।

(৩) নিশীথ।

যে-যে স্থান প্রশস্ত, তাহার তালিকা দিতেছি—

পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্ব্বতমস্তকম্।
তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধূনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনম্॥
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ।
দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজং গৃহম্॥
সাধনেষু প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাম্।
অথবা নিবসেত্তত্র যত্র চিত্তঃ প্রসীদতি॥

কুলার্ণবতন্ত্র।

"পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পর্ব্বতশৃঙ্গ, তীর্থস্থান, একাধিক নদীর মিলনস্থান, পবিত্র বন, নির্জ্জন উদ্যান, বিল্বমূল, গিরিতট, দেবতার মন্দির, সমুদ্রের কূল, নিজের গৃহ অথবা যেস্থলে চিত্ত প্রসন্ন হয়।"

ম্লেচ্ছ অর্থাৎ ধর্ম্মদ্বেষী, দুষ্টচরিত্র ব্যক্তি, হিংস্রক পশু অথবা সর্পের ভয় যেস্থলে আছে, কুলার্ণবতন্ত্রানুসারে এরূপ স্থলে জপ নিষিদ্ধ। হেতু সকলেই সহজে বুঝিতে পারিতেছেন।

মনের সহিত ক্রমাগত জপ করিলে কি লাভ হয়, কবীর তাহা আপনার জীবনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দোঁহায় তাহা প্রকাশ করিতেছেন—

কবীর তু তু করতে তু ভয়া, মুঝ্‌মে রহি নহু।
ওয়ারেঁা তেরে নাম্ পর্, জিৎ দেখ্‌তি ত তু॥

"কবীর 'তুমি', 'তুমি' করিতে তুমি হইয়া গেল, আর কবীর আমাতে নাই, বলিহারি তোমার নামে! যেদিকে দেখি, সেইদিকেই তুমি।"

কবীর তু তু করতে তু ভয়া, তুঝ্‌মে রহে সমায়,
তোম্‌হি মাহি মিল্ রহাঁ, আর মন অনৎ ন যায়॥

"কবীর 'তুমি', 'তুমি' করিতে তুমি হইয়া গেল, তোমাতেই মগ্ন হইয়া রহিল, তোমাতে আমাতে মিলাইয়া গেল, এখন আর মন অন্য দিকে যায় না।"

জপ করিতে করিতে সাধক এই অবস্থা প্রাপ্ত হন, ভগবানে ডুবিয়া যান, চারিদিকে তাঁহাকে ভিন্ন কিছুই দেখিতে পান না; সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডময় ভগবৎস্ফূর্ত্তি হইতে থাকে।

(৫) তীর্থে বাস

তীর্থভ্রমণ অথবা তীর্থে বাস করিলে হৃদয়ে ভক্তির ভাব জাগরিত হয়। তীর্থকে পুণ্যস্থল বলে কেন?

প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা।
পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা॥

কাশীখণ্ড

"ভূমির কোন অদ্ভুত প্রভাব, জলের কোন অদ্ভুত তেজ, কিংবা মুনিদিগের অধিষ্ঠানের জন্য তীর্থ পুণ্যস্থল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।"

জ্বালামুখীতীর্থে গিরিনিঃসৃত বহ্নিশিখা, সীতাকুণ্ডে জলের উষ্ণ প্রস্রবণ, কেদারনাথে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ, হরিদ্বারে রমণীয়সলিলা

ভাগীরথী দর্শন করিলে কাহার না প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়? আর বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া, নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের লীলা মনে করিয়া, বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধদেবের বোধিবৃক্ষমূলে বসিয়া, অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিয়া কাহার না হৃদয়ে পবিত্র ভাবের উদয় হয়? আর কেবল সাধুস্মৃতির কথাই বা বলিব কেন? তীর্থস্থলে মহাপুরুষগণের সঙ্গতি পাইয়া যে কত লোক কৃতার্থ হইয়াছে, তাহা মনে করিলেও প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হয়।

৩। আত্মনিবেদন

ভগবান্‌কে লাভ করিবার একটি প্রধান উপায়—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১১।২।৩৬

"কায়, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও চিত্ত দ্বারা যাহা করা হয়, সমস্তই পরাৎপর নারায়ণেতে অর্পণ করিবে।"

গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৯।২৭

"কার্য্য, আহার, যজ্ঞ, দান, তপস্যা—যাহা কিছু কর, হে অর্জ্জুন, সমস্তই আমাতে অর্পণ করিও।"

যে ব্যক্তি কার্য্য, বাক্য, চিন্তা সমস্তই ভগবানে অর্পণ করিতে চেষ্টা করে, তাহার প্রাণ পবিত্র ও ভক্তিপূর্ণ হইবেই।

যাহা কিছু করি, বলি, ভাবি, তাহা সমস্তই তাঁহার জন্য ; তাঁহাকে নিবেদন না করিয়া কোন কার্য্য করিব না, কোন বাক্য বলিব না, কোন চিন্তাকে মনে স্থান দিব না, যদি একবার এইরূপ ভাব হৃদয়ের ভিতরে দৃঢ় করিয়া লইতে পারি, তবে আপনা হইতে প্রাণ ভক্তিতে ভরিয়া যাইবে। সকল বিষয়ে তাঁহাকে স্মরণ করিতে গেলে মানুষ তাঁহাতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

এখন ভগবান্ উদ্ধবকে ভক্তিলাভের উপায়-সম্বন্ধে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতেছি—

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্ ।
পরনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্ ।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্ ।
ময্যর্পণং চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্ ॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ ব্রতং তপঃ ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্ ।
ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ।

শ্রীমদ্ভাগবত—১১।১৯।২০-২৪

"আমার অমৃত-কথায় শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা আমার অনুকীর্ত্তন, আমার পূজায় নিষ্ঠা, স্তুতি দ্বারা আমার স্তব, আমার পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা আমার অভিবন্দন, আমার ভক্তদিগের বিশেষভাবে পূজা, সর্ব্বভূতে

আমাকে উপলব্ধি করা, আমার জন্য অঙ্গচেষ্টা, বাক্য দ্বারা আমার গুণকথন, আমাতে মন-সমর্পণ, অন্য-অভিলাষবর্জ্জন, আমাকে পাইবার জন্য অর্থ, ভোগ ও সুখ পরিত্যাগ করা এবং আমার জন্যই যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যা—হে উদ্ধব, এইভাবে যাহারা আমাতে আত্মনিবেদন করেন, তাঁহাদিগের এই সকল ধর্ম্ম দ্বারা আমাতে ভক্তি জন্মে ; এমন ব্যক্তির আর কি অর্থের অভাব থাকে ?"

ভগবান্ বলিলেন—"এই উপায়গুলি অবলম্বন করিলে আমাতে ভক্তি জন্মে ; আমাতে যাহার ভক্তি জন্মে, তাহার আর কিসের অভাব থাকে ? সে ত কৃতার্থ হইয়া যায়।"

৪। একাগ্রতাসাধন

সকল প্রকার সাধনের জন্যই একাগ্রতার বিশেষ প্রয়োজন। একাগ্রতা না থাকিলে কোন প্রকারের সাধনা দ্বারাই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। চিত্তবিক্ষেপ সাধনের প্রধান অন্তরায়। আত্মচিন্তা করিতে বসিয়াছি, চিত্তবিক্ষেপ আসিয়া মনকে অপর একদিকে লইয়া গেল, আত্মচিন্তার গাঢ়ত্ব চলিয়া গেল, যেটুকু জমাইয়াছিলাম, ফাঁক হইয়া গেল ; এরূপ ভাব আমাদের জীবনে অনেক সময়ে দেখিতে পাই। কোন্ সাধু মহাপুরুষের নিকটে বসিয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতেছি, ইতিমধ্যে বাড়ীর বেগুন-ক্ষেতের কথা মনে পড়িয়া গেল। সাধুর উপদেশ বায়ুতে বিলীন হইতে লাগিল, শ্রোতা তাঁহার বাটীর অন্তঃপুরের কোণে বসিয়া বিষয়ের ভাবনায় ডুবিয়া রহিলেন ; এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য বোধ হয় সকলেই অনুভব করিয়াছেন। নাম-জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, মালা হস্তে ঘুরিতেছে, জিহ্বা নড়িতেছে, কিন্তু মন কোন প্রকার খাজনা উসুল করিতে বসিয়াছে ;

সংকীর্ত্তন হইতেছে, ভাব খুব জমাট বাঁধিয়াছে, ইহারই মধ্যে এক ফাঁকে মন একবার কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র যোগাড় করিয়া আসিল ; বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরে ভাবে পূর্ণ হইয়া আরতি দেখিতেছি, ইতিমধ্যে খিড়কীর পুকুরটির সংস্কার করিবার বন্দোবস্ত হইয়া গেল ; শয়নের সময় ভগবান্‌কে একটিবার ডাকিয়াছি, তিনি উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু আমি কোথায় ? আমি হয়ত তখন একটি তেঁতুল বৃক্ষের দুইটি পত্র লইয়া সরিকের সঙ্গে মহা বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এইরূপ চিত্তবিক্ষেপ স্বর্গের পথে অগ্রসর হইবার প্রধান শত্রু।

ভক্তিসাধনের যে উপায়গুলি বলা হইয়াছে, তাহা দৃঢ়ভাবে অভ্যাস করিতে করিতে ইহা অনেকটা কমিয়া যায়। মহর্ষি পতঞ্জলি চিত্তবিক্ষেপ দূর করিবার আটটি প্রধান উপায় বলিয়াছেন।*

১। তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ।

চিত্তবিক্ষেপ-নিবারণের জন্য কোন একটি আপনার অভিমত-তত্ত্ব অভ্যাস অর্থাৎ তাহাতে পুনঃপুনঃ মনের নিবেশ করিবে। ক্রমাগত একটিমাত্র বিষয়ে প্রতিদিন পুনঃপুনঃ মনের অভিনিবেশ করিতে চেষ্টা করিলে একাগ্রতা জন্মে, চিত্তবিক্ষেপ প্রশমিত হয়।

২। মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখ-
পুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।

সুখীর প্রতি ঈর্ষ্যা না করিয়া সৌহার্দ্দ্য, দুঃখীর প্রতি ঔদাসীন্য না দেখাইয়া কৃপা, পুণ্যবানের প্রতি বিদ্বেষ না করিয়া তাঁহার পুণ্যের অনুমোদনে হর্ষ ও অপুণ্যবানের কার্য্যে অনুমোদন কি দ্বেষ না করিয়া

* পাতঞ্জল-যোগসূত্র—৩২-৩৯ সূত্র।

উপেক্ষা সাধন করিলে চিত্ত প্রফুল্ল হয় ; চিত্ত প্রফুল্ল থাকিলে বিক্ষেপ দূর হয়। রাগ-দ্বেষাদি বিক্ষেপ উৎপাদন করে ; মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি দ্বারা দ্বেষাদি সমূলে উন্মূলিত হইলে মনের প্রসন্নতা জন্মে, প্রসন্নতা হইতে একগ্রতার উৎপত্তি।

৩। প্রচ্ছর্দ্দন-বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।

প্রাণায়াম মন একাগ্র করিবার উপায়। সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি প্রাণের (দেহস্থ বায়ুর) বৃত্তির উপর নির্ভর করে বলিয়া এবং মন ও প্রাণের স্ব-স্ব ব্যাপারে পরস্পরের একযোগ থাকায় সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিরোধ দ্বারা প্রাণকে জয় করিতে পারিলে মনের একাগ্রতা জন্মে।

প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে হইলে উপযুক্ত গুরুর নিকট শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। গুরু ভিন্ন শিক্ষা করিলে অনিষ্ট হইতে পারে।

৪। বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না স্থিতিনিবন্ধনী।

নাসাগ্রে চিত্ত ধারণ করিলে দিব্য গন্ধজ্ঞান, জিহ্বাগ্রে রসজ্ঞান, তাল্বগ্রে রূপজ্ঞান, জিহ্বামধ্যে স্পর্শজ্ঞান এবং জিহ্বামূলে শব্দজ্ঞান জন্মে ; এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে চিত্ত একাগ্র হয়।

এই উপায়টি যাঁহারা যোগশিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন।

৫। বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী।

শোকশূন্য এবং সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হইলে চিত্ত স্থির হয়। যিনি পবিত্র সাত্ত্বিকভাব সাধন করিতে করিতে রজোভাবকে দূর করিতে পারিয়াছেন এবং কিছুতেই শোক করেন না, তাঁহার চিত্তবিক্ষেপ থাকিতে পারে না।

৬। বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্।

যাঁহারা বিষয়বাসনাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তসম্বন্ধে চিন্তা করিলে একাগ্রতাসাধন হয়। সাধুদিগের বিক্ষেপবিহীন চিত্ত যাঁহার চিন্তার বিষয় হয়, তিনি অবশ্যই ঐ চিন্তার দ্বারা বিক্ষেপ হইতে মুক্ত হন।

৭। স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা।

স্বপ্ন অথবা নিদ্রাজ্ঞানকে অবলম্বন করিলে চিত্ত স্থির হয়। সুন্দর কোন স্বপ্নকে চিন্তার বিষয় করিলে অথবা কি সুখে ঘুমাইয়াছি, কিছুমাত্র বিক্ষেপের বিষয় ছিল না, এইরূপ বারংবার চিন্তা করিলে চিত্ত স্থির থাকে।

৮। যথাভিমতধ্যানাদ্বা।

যাহাতে মনের প্রীতি জন্মে, এমন কোন বস্তুর ধ্যান করিলে চিত্ত একাগ্র হয়। বাহিরে চন্দ্রাদির, অভ্যন্তরে নাড়ীচক্রাদির ক্রমাগত ধ্যান করিলে চিত্ত স্থির হয়। কোন প্রিয়বস্তুর চিন্তা করিতে প্রাণ বড়ই সুখী হয়, মন তাহা ছাড়িতে চাহে না, তাহাতে মন বসিতে বসিতে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। কোন ব্যক্তি কি বস্তুর প্রতি ইন্দ্রিয়লালসাজনিত আকর্ষণ থাকিলে তাহার ধ্যানে চিত্ত স্থির হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিক্ষেপই জন্মিবে।

নির্ম্মল ভালবাসার পাত্র যাহা, তাহারই চিন্তা দ্বারা একাগ্রতা-সাধন হয়। এ-বিষয়ে একটি গল্প আছে—একটি ছাত্র গুরুর নিকটে বেদাধ্যয়ন করিতে গিয়াছিল। গুরু দেখিলেন, বেদপাঠের সময় ছাত্রটির মন স্থির থাকে না, বারংবার এদিক্-ওদিক্ যায়। ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার মন এদিক্-ওদিক্ যায় কেন?" ছাত্রটি বলিল—"আমার একটি অত্যন্ত প্রিয় মহিষ আছে, তাহারই কথা মনে

পড়ে, সুতরাং চিত্ত স্থির করিতে পারি না।" গুরু বলিলেন—"তবে তুমি বেদপাঠ ক্ষান্ত রাখিয়া কিছুকাল তোমার প্রিয় মহিষটির বিষয় চিন্তা কর।" ছাত্রটি একান্তে বসিয়া তাহারই চিন্তা আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে গুরু একদিবস একটি ক্ষুদ্র দ্বারের অপর পার্শ্বে বসিয়া ছাত্রটিকে ডাকিলেন—"তুমি এদিকে এস, পুনরায় তোমার বেদাধ্যয়ন আরম্ভ হইবে।" ছাত্রটি আসিল। গুরু দেখিলেন, এ-পর্য্যন্ত চিত্ত স্থির হয় নাই; আবার ছাত্রটিকে মহিষের ধ্যান করিতে আদেশ করিলেন। ছাত্র পুনরায় তাহার প্রিয় মহিষের ধ্যানে বসিল। কয়েকদিন পরে আবার গুরু আসিয়া সেই দ্বারের অপর পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে ডাকিলেন; ছাত্র এইবার উত্তর করিল—"আমি কিরূপে আপনার নিকট উপস্থিত হইব? আমার শৃঙ্গ দ্বারে বাধিবে।" গুরু বুঝিলেন, মহিষে ইহার সমাধি হইয়াছে, চিত্ত স্থির হইয়াছে। ছাত্রকে বলিলেন—"এস, এস, তোমার শৃঙ্গ বাধিবে না, আমি তাহার প্রতিবিধান করিব।" ছাত্র গুরুর নিকটে আসিলেন, বেদপাঠ আরম্ভ হইল। মহিষের ধ্যানে শিষ্যের এমনই একাগ্রতাসাধন হইয়াছে যে, অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি বেদে বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া পড়িলেন।

ত্রাটকসাধন চিত্ত স্থির করিবার একটি প্রধান উপায়। উপসংহারে ভক্তিসাধন-সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। সাধনের জন্য যে উপায়গুলি বলা হইল, তাহা অবলম্বন করিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, তাহা দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করিবার দাবি জন্মিল বা সাধক তাঁহার স্বকীয় ক্ষমতা দ্বারা ভগবান্‌কে বদ্ধ করিতে পারিবেন। মানুষ ভগবান্‌কে পাইবার জন্য যাহাই করুক না, কিছুই প্রচুর নহে। ক্ষুদ্র মনুষ্য তাহার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এমন কি করিতে পারে, যাহার দ্বারা অনন্তশক্তিমান্ ভগবান্ তাহার বশ হইবেন? তবে কিনা, ভক্তবৎসল

আপনা হইতেই ভক্তের অধীন হইয়া পড়েন। একদিন যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বন্ধন করিতে গিয়া দেখিলেন যে, রজ্জু দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইয়া পড়িল; তখন আরও রজ্জু সংগ্রহ করিলেন, তাহাও দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইল; ক্রমান্বয়ে গৃহে যত রজ্জু ছিল, একত্র করিয়া বন্ধন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; আশ্চর্য্য এই, সকল রজ্জুই দুই অঙ্গুলি কম হইয়া পড়িল, কোনমতেই কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে সমর্থ হইলেন না। যশোদা এবং অন্যান্য গোপীগণ নিতান্ত বিস্মিত হইলেন।

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১০।৯।১৮

"মাতার গাত্র ঘর্ম্মাক্ত ও কবরীর মালা বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। তাঁহার পরিশ্রম দেখিয়া কৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া আপনা হইতে বদ্ধ হইলেন।"

এবং সংদর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা।
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১০।৯।১৯

"এইরূপে কৃষ্ণ দেখাইলেন যে, যদিও এই ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি তাঁহার অধীন এবং তিনি কাহারও অধীন নহেন, তথাপি তিনি সর্ব্বদা তাঁহার ভৃত্যের অধীন রহেন।"

তাঁহাকে কেহ সাধনা দ্বারা কি স্বীয় ক্ষমতা দ্বারা বশ করিতে পারেন না, কিন্তু যিনি তাঁহার দাস হন, তাঁহারই তিনি দাস। যে মনে করে, আমি তাঁহাকে সাধন ও ক্ষমতা দ্বারা বশ করিব, সে নিতান্ত ভ্রান্ত।

যিনি তৃণ হইতেও নীচভাবে সাধনা করিতে থাকেন এবং মনে করেন, তাঁহার কৃপা ভিন্ন সাধনা দ্বারা তাঁহাকে পাইবেন না, তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন। ভগবান্ তাঁহার সাধনার পরিশ্রম দেখিয়া তাঁহাকে কৃপা করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ

যাঁহারা হঠাৎ ভগবৎ কৃপা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইয়া যান, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র ; সেইরূপ ভাগ্যবান্ ক'জন, তাহা বলিতে পারি না। সাধারণতঃ আমাদিগের ন্যায় লোকের ভক্তিলাভের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ভক্তিবীজ বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন ভক্তি কিভাবে পরিপক্ব হয়, ভক্তের জীবনে ক্রমে কি-কি লক্ষণের বিকাশ হয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে দেখিতে পাই, রাজর্ষি জনক-কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া মহাভাগবত ঋষভনন্দন হরি ভগবদ্ভক্তদিগকে অতি উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া অধমের লক্ষণ বলিতেছেন—

অর্চ্চয়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ২।৪৭

"যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিমাতে হরিপূজা করেন, যিনি হরিভক্ত কি অন্য কাহারও পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত, অর্থাৎ তাঁহার প্রাণে ভক্তি জন্মিয়াছে, ক্রমে উত্তম হইবে।"

যাঁহারা প্রতিমা পূজা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের ঈশ্বরে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার ভাব জন্মিয়াছে, তাঁহার নাম করা ও তাঁহার জন্য উপবাসাদি করার কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরভক্ত কিংবা অন্য কাহারও প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে নাই, তাঁহারা এই শ্রেণীর নিকৃষ্ট ভক্ত।

এই শ্রেণীর ভক্তদিগের স্বার্থানুরোধে মন্দকার্য্য করিতে বড় আটকায় না, তবে কখনও মনে একটু আধটু বাধে। এখনও মানুষের প্রতি ভাল ভাব হয় নাই, অহঙ্কারটি সুন্দর আছে, শত্রুদিগকে জব্দ করিবার ভাবটি বিলক্ষণ আছে, ক্রোধ, লোভ, মোহ আছে, কেবল ভগবানে একটু শ্রদ্ধা হইয়াছে, ক্ষেত্রটি অতি অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছে মাত্র।

মধ্যমের লক্ষণ—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ ২।৪৬

"যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তদিগের সহিত বন্ধুত্ব, মূর্খ ব্যক্তিদিগের প্রতি কৃপা, শত্রুদিগকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত।"

এবার ক্ষেত্রটি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক প্রস্তুত হইয়াছে। ঈশ্বরে শ্রদ্ধার স্থলে অনুরাগ উপস্থিত হইয়াছে; ভক্তদিগের প্রতি ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছে; সাধুসঙ্গ করিতে প্রাণের টান হইয়াছে; মূর্খদিগের প্রতি পূর্ব্বে ঘৃণার ভাব ছিল, এখন কৃপার ভাব আসিয়াছে; শত্রুদিগের সম্বন্ধে পূর্ব্বে প্রাণ দ্বেষহিংসায় জর্জ্জরিত ছিল, এখন উপেক্ষা দ্বেষহিংসার স্থল অধিকার করিয়াছে; এখনও সকলের প্রতি সমান ভাব আসে নাই; এখন পর্য্যন্তও ভগবদ্ভক্তির প্লাবনে সমস্ত একাকার করিয়া ফেলে নাই।

উত্তমের লক্ষণ—

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২।৫২

"যাঁহার আত্মপর ভেদ নাই, বিত্তাদিতে আমার এবং পরকীয় বলিয়া ভেদজ্ঞান নাই, সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান, যিনি ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করিয়াছেন, তিনি উত্তম ভক্ত।"

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২।৪৫

"যিনি আপনার ভগবদ্ভাব সর্ব্বভূতে এবং সমস্ত পদার্থ ভগবানে অধিষ্ঠিত দেখিতে পান, তিনি উত্তম ভক্ত।"

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২।৪৮

"এই সংসারের কাণ্ডকারখানা বিষ্ণুর মায়া বুঝিয়া যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ্য বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়াও কিছুতেই উদ্বিগ্নও হন না, হৃষ্টও হন না, তিনি উত্তম ভক্ত।"

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ২।৪৯

"যিনি হরিকে স্মরণ করিয়া দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধির জন্ম-মৃত্যু-ক্ষুধা-ভয়-পিপাসা-কষ্ট প্রভৃতি সংসারধর্ম্ম-কর্তৃক বিমুহ্যমান হন না, তিনি উত্তম ভক্ত।"

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২।৫০

"যাঁহার চিত্তে বাসনাজনিত কর্ম্মের বীজ জন্মিতে পারে না, যিনি একমাত্র বাসুদেবের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকেন, তিনিই উত্তম ভক্ত।"

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥ ২।৫১

জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম ও জাতি উপলক্ষ করিয়া যাঁহার দেহে আত্মবুদ্ধি হয় না, তিনি হরির প্রিয়, তিনি অতি উত্তম ভক্ত।"

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥

"নিমিষার্দ্ধমাত্র ভগবৎপদারবিন্দ হইতে মনকে দূর করিলে ত্রিভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারেন ; এইরূপ প্রলোভন পাইয়াও যিনি ভগবানের পাদপদ্ম ভিন্ন আর জগতে কিছুই সার নয় মনে রাখিয়া সেই হরিগতপ্রাণ দেবতাদিগের দুর্ল্লভ ভগবচ্চরণপদ্ম হইতে নিমিষার্দ্ধের জন্যও মন বিচলিত করেন না, তিনিই ভক্তপ্রধান।"

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখানখমণিচন্দ্রিকয়ানিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ॥

"ভগবান্ হরির শ্রীচরণের নখমণির জ্যোৎস্না দ্বারা যে ভক্তহৃদয় হইতে কামাদি তাপ দূরীভূত হইয়াছে, সেই হৃদয়ে আবার বিষয়-বাসনা কিরূপে স্থান পাইবে? রাত্রিতে একবার চন্দ্র উঠিলে কি আর রবির তাপ কাহাকেও ক্লিষ্ট করিতে পারে?"

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাদভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥ ২।৫৫

"যাঁহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও পাপতরঙ্গ বিনষ্ট হয়, সেই হরি তাঁহার চরণপদ্ম প্রণয়রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হওয়ায় যাঁহার হৃদয় ত্যাগ করিয়া যান না, তিনি ভক্তপ্রধান বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।"

গীতার ১২শ অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনকে ভক্তের লক্ষণ বলিতেছেন—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪॥

"যিনি সর্ব্বভূতে অদ্বেষ্টা, যাঁহার কাহারও প্রতি কোনরূপ দ্বেষের ভাব নাই, যাঁহার সর্ব্বভূতে মৈত্রী ও করুণা, যাঁহার 'আমার' 'আমার' জ্ঞান নাই, যিনি নিরহঙ্কার, যাঁহার নিকটে সুখদুঃখ সমান, যিনি ক্ষমাশীল, যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা সন্তোষ বিরাজিত, যিনি যোগী, সংযতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয় এবং যিনি আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন, এমন যে আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়।"

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫॥

"যাঁহা হইতে কেহ উদ্বিগ্ন হন না এবং যাঁহাকে কেহ উদ্বিগ্ন করিতে পারে না, হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে যিনি মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়।"

অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

"যাঁহার কিছুরই অপেক্ষা নাই (কোন বস্তু-সম্বন্ধেই 'ইহা না হইলে আমার চলিবে না', এরূপ জ্ঞান নাই), যিনি শুচি, কর্ম্মঠ, অনাসক্ত, ক্লেশমুক্ত, যিনি সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমন যে আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়।"

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

"যিনি কিছুতেই হৃষ্ট হন না, অথচ কোন বস্তুর প্রতি দ্বেষও নাই, যিনি কোন বস্তু না পাওয়ায় শোক করেন না কিংবা কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি সুফল কি কুফল কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, এমন যে ভক্তিমান্, তিনি আমার প্রিয়।"

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৮-১৯

"যাঁহার নিকটে শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ সমান, যিনি সঙ্গহীন, যাঁহার নিন্দা ও স্তুতি সমান, যিনি অধিক কথা বলেন না, যাহা পান, তাহাতেই সন্তুষ্ট, যিনি সর্ব্বদা এক স্থানে থাকেন না, যিনি স্থিরমতি, এমন যে আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়।"

যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

"এই যে ধর্ম্মামৃত বলা হইল, শ্রদ্ধার সহিত আমাগতপ্রাণ হইয়া যাঁহারা এইরূপ আচরণ করেন, সেই ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয়।"

শ্রেষ্ঠতম ভক্তদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট লক্ষণ :—

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১১।২০।৩৪

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

"যে সকল সাধু ও ধীরব্যক্তিগণ আমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা কিছুই বাঞ্ছা করেন না, এমন কি আমি যদি তাঁহাদিগকে মোক্ষ দিতে চাই, তাহাও তাঁহারা বাঞ্ছা করেন না।"

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১১।১৪।১৪

"আমার ভক্ত কি ব্রহ্মার পদ, কি ইন্দ্রপদ, কি সার্ব্বভৌমপদ, কি পাতালের আধিপত্য, এমন কি যোগসিদ্ধি, কি মোক্ষও চাহেন না; আমা ভিন্ন তাঁহার কোন বস্তুতেই অভিলাষ নাই।"

একটি কথা মনে রাখিবেন, শ্রেষ্ঠতম ভক্ত হইতে হইলে যে সংসার ত্যাগ করা প্রয়োজন, তাহা কোথাও নাই। কেবল পাইলাম এই— যাঁহারা সর্ব্বোত্তম ভক্ত, তাঁহারা কখনও বিষয়বাসনাকে চিত্তে স্থান দেন না; কখন সংসারধর্ম্মকর্তৃক বিমোহিত হন না; তাঁহাদের নিকট শত্রু, মিত্র, মান, অপমান, স্তুতি, নিন্দা সমস্তই সমান।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে সংসার ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই, বরং যাহাতে সংসারের কার্য্য ত্যাগ না করেন, তাহাই

উপদেশ দিয়াছিলেন ; তবে বিষয়বাসনাহীন হইয়া শত্রুমিত্র, নিন্দা-স্তুতি ও মান-অপমান সমান জ্ঞান করিয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিতে হইবে, দৃঢ়ভাবে বারংবার ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে যে অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মরক্ষার জন্য, শত্রুতাসাধনের জন্য নহে। ধর্ম্মরক্ষার জন্য আমাদিগের অন্যায়কে, অধর্ম্মকে শাসন করিতে হইবে, অনেক সময়ে অনেকের বিরুদ্ধে দণ্ডধারী হইতে হইবে, কিন্তু চিত্তটি অবিকৃত রাখা চাই। দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ যেন কোনরূপে হৃদয়ে স্থান না পায়।

এখন প্রাকৃত ভক্ত কিরূপে ভক্তশ্রেষ্ঠ হয়, তাহাই বিবৃত করিতে হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যচেতা হইয়া আমাকে ভজনা করিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্রই সে ধর্ম্মাত্মা হইয়া যায় এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥ ১৪।১৮

"আমার অজিতেন্দ্রিয় ভক্ত বিষয়ভোগ-কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইলেও আমার প্রতি প্রগল্ভা ভক্তির গুণে বিষয়কর্ত্তৃক অভিভূত হন না।"

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥ ১৪।১৯

"যেমন অগ্নি ঊর্দ্ধশিখ হইয়া প্রজ্বলিত হইলে কাষ্ঠাদি ভস্মসাৎ করে, তেমনি হে উদ্ধব, মদ্বিষয়িণী ভক্তি উদ্দীপ্ত হইয়া একেবারে সমস্ত পাপ বিনষ্ট করে।"

ভগবানে যত ভক্তির বৃদ্ধি হয়, ততই পবিত্রতার বৃদ্ধি হয়। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, যাঁহার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র ভক্তির সঞ্চার হয়, তাঁহারই অনুকরণ করিতে স্বতঃই ইচ্ছা জন্মে। যাঁহার ভগবানে ভক্তি হয়, তাঁহার অন্তরে ক্রমে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং উত্তরোত্তর মধুর হইতে মধুরতর হইয়া দাঁড়ায়। ভগবান্ 'শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ'। যাঁহার নিকটে তাঁহার এই স্বরূপটি মধুর বোধ হইয়াছে, তাঁহার কি আর কলঙ্কিত হইতে ইচ্ছা হয়? যাঁহার নিকটে যাহা মিষ্ট বোধ হয়, সে তাহা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবেই। সুতরাং যাঁহার মধ্যে যতটুকু ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তাঁহার ততটুকু ভগবানের ভাবগুলি আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা অবশ্যই হইবে এবং এই পথে মানুষ যত অগ্রসর হয়, ততই ভগবানের গুণগুলি অনুকরণ করিবার স্পৃহা বলবতী হয়; ক্রমে পাপবাসনা, বিষয়কামনা দূর হয়। সেই আনন্দস্বরূপকে এক তিল ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেই প্রাণে সুখ উথলিয়া উঠে এবং সেই সুখের সম্পূর্ণ বিপরীত যে পাপলালসা ও বিষয়তৃষ্ণা, তাহা নিতান্ত তিক্ত বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং সেদিকে মন যাইতে চাহে না। যতই ভক্তির বৃদ্ধি, ততই পাপনাশ অবশ্যম্ভাবী।

গীতায়, ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

> দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
> মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭।১৪

"এই যে দৈবী ত্রিগুণাত্মিকা ও দুস্তর আমার মায়া (যাহা দ্বারা সংসার মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে), যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, তাহারা এই মায়াজাল ছিন্ন করে।"

শ্রীচৈতন্যদেব ইহাঁর ক্রমটি সনাতনকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—

ধন পাইলে যৈছে সুখভোগফল পায়,
সুখভোগ হইতে দুঃখ আপনি পলায়।
তৈছে ভক্তিফলে কৃষ্ণপ্রেম উপজায়,
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য—২০

হরিভক্তি হৃদয়ের মধ্যে এমন একটি শক্তি জাগরিত করিয়া দেয় যে, অবিদ্যা সমূলে নাশ পায়।

কৃতানুযাত্রা বিদ্যাভির্হরিভক্তিরনুত্তমা।
অবিদ্যাং নির্দ্দহত্যাশু দাবজ্বালেব পন্নগীম্॥

পদ্মপুরাণ।

"দাবানল যেমন সর্পিণীকে ভস্মীভূত করে, তেমনি হরিভক্তি সৎশক্তিগুলি জাগরিত করিয়া অবিদ্যাকে দগ্ধ করে।"

এইরূপে যত পাপ অবিদ্যা দূর হয়, ততই ভগবৎপদে নিষ্ঠা হইতে থাকে; ততই নিষ্ঠার বৃদ্ধি হয়, ততই তাঁহার বিষয় শ্রবণ, কীর্ত্তন ও মননে রুচি জন্মে; যত রুচি অধিক হয়, ততই আসক্তি হয়; আসক্তি হইলেই ভাব, ভাব হইলেই প্রেমের উদয় হয়।

শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সঙ্গস্ততোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

পূর্ব্ব—৪।৬-৭

"প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, পরে ভজন (প্রাকৃত ভক্ত যাহা করিয়া থাকেন)। ভজনের ফল অনর্থনিবৃত্তি (পাপ-অবিদ্যা দূর হওয়া)। অনর্থনিবৃত্তি হইলেই নিষ্ঠার উৎপত্তি অর্থাৎ ভগবানের চরণে চিত্ত একাগ্র হয়; সেই চরণে চিত্ত একাগ্র হইলেই তাঁহার মধুরতা বিশেষভাবে উপলব্ধ হইতে থাকে এবং শ্রবণ-কীর্তন-মননাদিতে রুচি হয়; রুচি হইলেই ক্রমে আসক্তি হয়, আসক্তি হইতে ভাব, ভাব হইতে প্রেমের উদয় হয়; সাধকগণের প্রেমোদয়ের এই ক্রম বলা হইল।

প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে। *

"প্রেমের প্রথম অবস্থাকে ভাব বলে।"

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

"যাহা শুদ্ধ সত্ত্বগুণ দ্বারা আত্মাকে ভূষিত করে, যাহা প্রেমরূপ সূর্য্যকিরণের সাদৃশ্য ধারণ করে, যাহা রুচির প্রভাবে চিত্তকে নির্ম্মল করে, তাহারই নাম ভাব।"

যাঁহার প্রাণে ভাবের অঙ্কুর জন্মিয়াছে, তিনি কি কি লক্ষণ দ্বারা উপলক্ষিত হন, শ্রীরূপগোস্বামী তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধসমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

---

* এই অধ্যায়ের বাকী শ্লোকগুলি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগ, ৩য় লহরী।

যাঁহার ভাবাঙ্কুর জন্মিয়াছে, তাঁহার ভিতরে ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি, ভগবানের গুণাখ্যানে আসক্তি ও তাঁহার বসতিস্থলে প্রীতি প্রভৃতি গুণ দেখা যায়।

ক্ষান্তি কি?

ক্ষোভহেতাবপি প্রাপ্তে ক্ষান্তিরক্ষুভিতাত্মতা।

"ক্ষোভের হেতু অর্থাৎ রোগ, শোক, বিপদ্ প্রভৃতি উপস্থিত হইলেও চিত্তের যে অক্ষোভিত ভাব, তাহার নাম ক্ষান্তি"।

সর্ব্বদা ভগবান্‌কে স্মরণ, মনন প্রভৃতির নাম **অব্যর্থকালত্ব**। ভগবান্‌কে ছাড়িয়া যে সময় যায়, তাহাই ব্যর্থ যায়; তাই যাঁহার ভিতরে ভাব জন্মিয়াছে, তিনি যে-কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকুন না, আহার, বিহার, সংসারের সমস্ত কার্য্যে সর্ব্বদা ভগবান্‌কে মনে রাখেন, সুতরাং তাঁহার কোন সময় ব্যর্থ যায় না।

বিরক্তিরিন্দ্রিয়ার্থানাং স্যাদরোচকতা স্বয়ম্।

"ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলির প্রতি যে অরোচকতা, তাহারই নাম বিরক্তি।" যাঁহার ভিতরে ভাব জন্মিয়াছে, তাঁহার চিত্তে ভোগলিপ্সা থাকিতে পারে না; তিনি ভগবানের দাসস্বরূপে মাত্র যতদূর কর্ত্তব্য, ততদূর ইন্দ্রিয়ের ভোগ করিয়া থাকেন।

মানশূন্যতা—এইরূপ লোকের ভিতরে অভিমান থাকিতে পারে না।

আশাবন্ধো ভগবতঃ প্রাপ্তিসম্ভাবনা দৃঢ়া।

"আমি ভগবান্‌কে নিশ্চয়ই পাইব, এইরূপ যে দৃঢ় আশা, তাহার নাম আশাবন্ধ।" এই আশায় প্রাণ ভাসাইয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

"যদি ডুবুল না, ডুবায়ে বা, ওরে মন নেয়ে।
মন, হাল ছেড় না, ভরসা বাঁধ, পারবে যেতে বেয়ে।"

পঞ্জাবের বিখ্যাত সাধু স্বামী রামতীর্থ আশাবন্ধে কি দৃঢ়ত্ব দেখাইয়াছেন—

আসন জমায়ে বৈঠে হাঁায় দর সে ন জায়েঙ্গে।
মজনুঁ বনেঙ্গে হম্ তুম্হেঁ লৈলী বনায়েঙ্গে ॥
কফন বাঁধে হুয়ে শিরপর কিনারে তেরে আ বৈঠে।
ন উঠ্ঠেঙ্গে সিওয়ায় তেরে, উঠ্ঠা লে জিস্কা জী চাহে ॥
বৈঠে হাঁায় তেরে দর পৈ তো কুছ্ করকে উঠ্ঠেঙ্গে।
ইয়া ওসব হী হোজায়গী, ইয়া মরকে উঠ্ঠেঙ্গে ॥

"আসন জমাইয়া বসিয়াছি, দ্বার হইতে যাইব না, আমি হইব 'মজনু', তোমাকে বানাইব লৈলী ('মজনু'র অর্থ 'পাগল'; লৈলী নামে একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়া এক ব্যক্তি প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিল, তজ্জন্য তাহাকে 'মজনু' বলা হইত)। আমি মাথায় কফন বাঁধিয়া তোমার নিকটে বসিয়াছি (মৃতব্যক্তিকে যে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করা হয়, তাহাকে 'কফন' বলে) অর্থাৎ মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। তোমাকে ছাড়িয়া উঠিব না, যাহাকে ইচ্ছা উঠাইয়া নাও (আমাকে পারিবে না)। তোমার দ্বারে বসিয়া আছি, কিছু করিয়া তবে উঠিব; হয় তোমার সঙ্গে মিলন হইয়া যাইবে, নয় মরিয়া উঠিব।"

সমুৎকণ্ঠা নিজাভীষ্টলাভায় গুরুলুব্ধতা।

"আপনার অভীষ্টলাভার্থে যে অত্যন্ত লোভ, তাহার নাম সমুৎকণ্ঠা।"

নামগানে সদারুচি।
তাঁহার গুণাখ্যানে আসক্তি।
তদ্বসতিস্থলে প্রীতি।

ভগবানের বসতিস্থল ত স্থানমাত্রই। প্রথমে ভক্তের তীর্থাদিতে প্রীতি হয়, পরে যত ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে, তত সর্ব্বস্থলেই তাঁহার বাস প্রতীতি হইতে থাকে, সুতরাং অবশেষে বিশ্বময় প্রীতির বিস্তৃতি হয়।

যে-ভাগ্যবান্ ব্যক্তির হৃদয়ে ভাবাঙ্কুর জন্মে, তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত গুণগুলির দ্বারা অলঙ্কৃত হন এবং ভগবানের স্মরণ, কীর্ত্তন ও মননাদিতে তাঁহার—

সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ।

"অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবগুলির অল্পমাত্র উদয় হয়।"

তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥

"সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।"

স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্য্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ।
তত্র বাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যশূন্যতাদয়ঃ॥

"হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ এবং অমর্ষ (ক্রোধ) হইতে স্তম্ভ উৎপন্ন হয়, স্তম্ভ হইতে বাক্যাদি বলিবার শক্তি থাকে না, শরীর নিশ্চল হয় এবং বাহিরের ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিরুদ্ধ হয়।"

হর্ষ, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি নানা কারণে হইতে পারে। দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভগবানের মধুরত্ব মনে করিলেই হর্ষ হইতে পারে, ভয় হইতে পারে, ভগবান্ বুঝি আমায় দেখা দিবেন না ইত্যাদি

ভাবিয়া। বিস্ময় হইতে পারে তাঁহার লীলাকৌশল দেখিয়া। বিষাদ হইতে পারে তাঁহার বিরহচিন্তনে। অমর্ষ হইতে পারে তাঁহার নিন্দকের প্রতি, কিংবা 'অনেক ডাকিলাম, তথাপি কৃপা হ'ল না' ইত্যাদি ভাবিয়া তাঁহার নিজের প্রতিও হইতে পারে।

স্বেদো হর্ষভয়ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ।

"হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিজনিত শরীরে যে ক্লেদ হয়, তাহার নাম স্বেদ (ঘর্ম)।"

রোমাঞ্চোঽয়ং কিলাশ্চর্য্যো হর্ষোৎসাহভয়াদিজঃ।
রোম্নামভ্যুদ্গমস্তত্র গাত্রসংস্পর্শনাদয়ঃ॥

"বিস্ময়, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি হইতে রোমাঞ্চ হয়।"

বিষাদবিস্ময়ামর্ষহর্ষভীত্যাদিসম্ভবঃ।
বৈস্বর্য্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্গদিকাদিকৃৎ॥

"বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে স্বরভেদ হয়, স্বরভেদ হইতে বাক্য গদ্গদ হইয়া থাকে।"

বিত্রাসামর্ষহর্ষাদ্যৈর্বেপথুর্গাত্রলৌল্যকৃৎ॥

"ত্রাস, ক্রোধ ও হর্ষাদি হইতে কম্প হয়, তদ্দ্বারা গাত্রের চাঞ্চল্য জন্মিয়া থাকে।"

বিষাদরোষভীত্যাদের্বৈবর্ণ্যং বর্ণবিক্রিয়া।
ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্যকার্শ্যাদ্যাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

"বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি হইতে যে বর্ণবিকার জন্মে, তাহার নাম বৈবর্ণ্য; ভাবজ্ঞ ব্যক্তিগণ কহেন, ইহাতেই মলিনতা ও কৃশতাদি হইয়া থাকে।"

হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈরশ্রু নেত্রে জলোদ্গমঃ।
হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদিসম্ভবে।
সর্ব্বত্র নয়নক্ষোভরাগসংমার্জ্জনাদয়ঃ॥

"হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদি দ্বারা নেত্রে যে জলোদ্গম হয়, তাহার নাম অশ্রু। হর্ষজনিত অশ্রু শীতল এবং রোষাদিজনিত অশ্রু উষ্ণ। সর্ব্বপ্রকার অশ্রু দ্বারা নয়নের চাঞ্চল্য ও রক্তিমা এবং সংমার্জ্জন ঘটিয়া থাকে।"

প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাঞ্চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ।
অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপাতনাদয়ঃ॥

"সুখ কি দুঃখ হইতে যে ইন্দ্রিয়চেষ্টা এবং জ্ঞান একেবারে লোপ পায়, তাহার নাম প্রলয়; ইহাতে ভূমিতে পতন ইত্যাদি লক্ষণসকল বর্ণিত হইয়া থাকে।"

এই যে আট প্রকার সাত্ত্বিক ভাব বলা হইল, যাঁহার হৃদয়ে ভাবাঙ্কুর হইয়াছে, তাঁহাতে এই সমস্ত ভাবগুলি যদিও সমগ্র বিকাশ পায় না, তবে ইহাদিগের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্রীরূপগোস্বামী এই সাত্ত্বিক ভাবগুলির বিকাশের চারিটি স্তর দেখাইয়াছেন—

ধূমায়িতাস্তে জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তসংজ্ঞিতাঃ।
বৃদ্ধিং যথোত্তরং যান্তঃ সাত্ত্বিকাঃ স্যুশ্চতুর্ব্বিধাঃ॥

"ইহারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত—এই চারিপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়।"

অদ্বিতীয়া অমী ভাবা অথবা সদ্বিতীয়কাঃ।
ঈষদ্ব্যক্তা অপহ্নোতুং শক্যা ধূমায়িতা মতাঃ॥

"যখন একটি কি দুইটি মাত্র ভাব অত্যল্প প্রকাশ পায় এবং তাহা গোপন করিতে পারা যায়, তখনকার ভাবের অবস্থাকে ধূমায়িত বলে।" দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

আকর্ণয়ন্নঘহরামঘবৈরিকীর্ত্তিং
পক্ষ্মাগ্রমিশ্রবিরলাশ্রুরভূৎ পুরোধাঃ।
যষ্টা দরোচ্ছ্বসিতলোমকপোলমীষৎ-
প্রস্বিন্ননাসিকমুবাহ মুখারবিন্দম্ ॥

"পাপবৈরী শ্রীহরির পাপনাশিনী কীর্ত্তি শ্রবণ করিতে-করিতে যাগকর্ত্তা পুরোহিতের চক্ষুর পক্ষ্মাগ্র অল্প অশ্রুমিশ্রিত হইল এবং তাঁহার কপোল পুলকিত ও নাসিকা ঘর্ম্মাক্ত হইল।"

তে দ্বৌ ত্রয়ো বা যুগপদ্‌যান্তঃ স্বপ্রকটাং দশাম্।
শক্যাঃ কৃচ্ছ্রেণ নিহ্নোতুং জ্বলিতা ইতি কীর্ত্তিতাঃ ॥

"যখন দুই কি তিন সাত্ত্বিক ভাব এক সময়ে প্রকাশ পায় এবং তাহা অতিকষ্টে গোপন করিতে পারা যায়, তখনকার ভাবের অবস্থাকে জ্বলিত বলে।" ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

নিরুদ্ধং বাষ্পাম্ভঃ কথমপি ময়া গদ্‌গদগিরো
হ্রিয়া সদ্যো গূঢ়াঃ সখি বিঘটিতো বেপথুরপি।
গিরিদ্রোণ্যাং বেণৌ ধ্বনতি নিপুণৈরিঙ্গিতনয়ে
তথাপ্যূহাঞ্চক্রে মম মনসি রাগঃ পরিজনৈঃ ॥

"হে সখি, গিরিগহ্বরে সঙ্কেতদূতস্বরূপ বেণুর শব্দ হইলে যদিও আমি বাষ্পবারি রোধ এবং লজ্জানিবন্ধন গদ্‌গদ্-বাক্য গোপন করিয়াছিলাম, কিন্তু গাত্রকম্প নিবারণ করিতে পারি নাই; তাই বুদ্ধিমান্ পরিজনবর্গ আমি কৃষ্ণানুরক্তা হইয়াছি, এইরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন।"

প্রৌঢ়াং ত্রিচতুরাং ব্যক্তিং পঞ্চ বা যুগপদ্গতা
সংবরিতুমশক্যাস্তে দীপ্তা ধীরৈরুদাহৃতাঃ ॥

"যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তিন, চারি অথবা পাঁচ সাত্ত্বিকভাব এক সময়ে প্রকাশ পায় এবং তাহা যখন সংবরণ করিবার শক্তি থাকে না, সেই ভাবের অবস্থাকে পণ্ডিতগণ দীপ্ত বলেন।" দৃষ্টান্ত—

ন শক্তিমুপবীণনে চিরমধত্ত কম্পাকুলো
ন গদ্গদনিরুদ্ধবাক্ প্রভুরভূত্নপশ্লোকনে।
ক্ষমোঽজনি ন বীক্ষণে বিগলদশ্রুপূরঃ পুরো
মধুদ্বিষি পরিস্ফুরত্যবশমূর্ত্তিরাসীন্মুনিঃ ॥

"নারদ-ঋষি সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া এরূপ বিবশাঙ্গ হইলেন যে, কম্পনিবন্ধন বীণাবাদনে অশক্ত হইয়া পড়িলেন, কণ্ঠরোধহেতু বাক্য গদ্গদ হওয়াতে স্তব করিতে পারিলেন না, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় দর্শন করিবার ক্ষমতা রহিল না।"

একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষট্ সর্ব্ব এব বা।
আরূঢ়াঃ পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ ॥

"যখন পাঁচ, ছয় অথবা সমস্ত ভাবগুলি এক সময়ে প্রকট হইয়া পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই ভাবের অবস্থাকে উদ্দীপ্ত বলে।"

জগন্নাথদেবের রথাগ্রে যখন চৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন, তখনকার তাঁহার ভাব মনে করুন—

উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার ;
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব উদয় সমকাল।
মাংস-ব্রণ-সহ রোমবৃন্দ পুলকিত ;
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত।

একেক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয় ;
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য় ।
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম ;
জ জ, গ গ, জ জ, গ গ, গদ্‌গদ বচন ।
জলযন্ত্রধারা যৈছে বহে অশ্রুজল,
আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল।
দেহকান্তি গৌর, কভু দেখিয়ে অরুণ ;
গৌরকান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্পসম ।
কভু স্তম্ভ, প্রভু কভু ভূমিতে লোটায় ;
শুষ্ককাষ্ঠসম পদ, হস্ত না চলয় ।

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য—১৩

গৌরাঙ্গের শরীরে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব সমস্ত যুগপৎ প্রকাশ পাইতেছে। যখন হৃদয় প্রেমে ডুবিয়া যায়, তখন এইরূপ ভাব প্রকাশ পায়। যখন মাত্র ভাবের অঙ্কুর জন্মে, তখন এই সাত্ত্বিক ভাবগুলির কিছু-কিছু আভাস দেখা যায়, অর্থাৎ ধূমায়িত অবস্থার উদয় হয়। ভাব যখন গাঢ় হইয়া প্রেমে পরিণত হয়, তখন উত্তরোত্তর সাত্ত্বিক ভাবগুলি জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ভাব হইতেই প্রেমের উদয় হয়। ভাবের চালনা হইলে প্রেম উপস্থিত হয়।
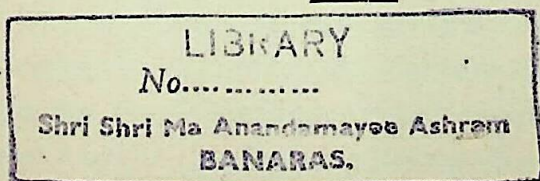
সপ্তম অধ্যায়

প্রেম

সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব্ব—৪।১

"যাহার দ্বারা অন্তঃকরণ সম্যগ্‌রূপে নির্ম্মল হয়, যাহা অতিশয় মমতা-যুক্ত এবং যাহা অতিশয় ঘনীভূত, এইরূপ যে ভাব, তাহাকে পণ্ডিতগণ প্রেম কহিয়া থাকেন।"

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

নারদপঞ্চরাত্র।

"অন্য কোন বিষয়ে মমতা না থাকিয়া একমাত্র বিষ্ণুতে যে প্রেম-যুক্তা মমতা, তাহাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি ভক্তি বলিয়াছেন।"

সকলেরই মনে আছে, নারদ ভক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন—'সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা'; শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'।

যাঁহারা প্রেমিক অর্থাৎ ভাগবতোত্তম ভক্তশ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগের হৃদয় কিরূপ নির্ম্মল হয়, চরিত্র কি কি গুণের দ্বারা বিভূষিত হয় এবং সর্ব্বভূতের প্রতি কিরূপ ভাব হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে জনকরাজাকে ঋষভনন্দন হরি যাহা বলিয়াছেন এবং ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনের নিকট শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। এখন ভগবানের সহিত তাঁহাদিগের কিরূপ সম্পর্ক দাঁড়ায়, তাহাই ভক্তিগ্রন্থ হইতে বলিব।

এইমাত্র বলিলাম, ভাব গাঢ় হইয়া প্রেমে পরিণত হইলে ভগবানের স্মরণ, মনন ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা সাত্ত্বিক ভাবগুলি ক্রমশঃ জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই ভাবগুলি লক্ষ্য করিয়া মহর্ষি শাণ্ডিল্য তাঁহার ভক্তিমীমাংসায় লিখিয়াছেন—

তৎপরিশুদ্ধিশ্চ গম্যা লোকবল্লিঙ্গেভ্যঃ।

যেমন সাধারণতঃ কোন ব্যক্তির প্রতি কাহার কিরূপ অনুরাগ, তাহা প্রিয়ব্যক্তি-সম্বন্ধীয় কথা হইলে অনুরাগীর অশ্রুপুলকাদি ভাবের বিকার দ্বারা জানা যায়, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় ভক্তিপরিশুদ্ধিও সেইরূপ তাঁহার কথায় ভক্তের অশ্রুপুলকাদি দ্বারা জানা যায়।

ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুরাগ পরীক্ষা করিবার জন্য শাণ্ডিল্য কতকগুলি লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন—

সম্মানবহুমানপ্রীতিবিরহেতরবিচিকিৎসামহিমখ্যাতি-
তদর্থপ্রাণস্থানতদীয়তাসর্ব্বতদ্ভাবাপ্রাতিকূল্যাদীনি চ
স্মরণেভ্যো বাহুল্যাৎ।

শাণ্ডিল্যসূত্র—২।৪৪

"স্মৃতিগুলি হইতে অনেক লক্ষণ জানিতে পাই, যথা—সম্মান, বহুমান, প্রীতি, বিরহ, ইতরবিচিকিৎসা, মহিমখ্যাতি, তদর্থপ্রাণস্থান, তদীয়তা, সর্ব্বতদ্ভাব, অপ্রাতিকূল্য প্রভৃতি।"

শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্যকার স্বপ্নেশ্বর প্রত্যেক লক্ষণের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

অর্জ্জুনের সম্মান—

প্রত্যুত্থানং তু কৃষ্ণস্য সর্ব্বাবস্থো ধনঞ্জয়ঃ।
ন লঙ্ঘয়তি ধর্ম্মাত্মা ভক্ত্যা প্রেম্না চ সর্ব্বদা॥

মহাভারত, দ্রোণপর্ব্ব—৭৮।৩

"ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয় সর্ব্বদা ও সকল অবস্থাতে শ্রীকৃষ্ণের আগমনমাত্র ভক্তি ও প্রেমের সহিত প্রত্যুত্থান করিয়া থাকেন, কখনও তাহা লঙ্ঘন করেন নাই।"

ইক্ষ্বাকুর বহুমান—

পক্ষপাতেন তন্নাম্নি মৃগে পদ্মে চ তাদৃশি।
বভার মেঘে তদ্বর্ণে বহুমানমতিং নৃপঃ॥

নৃসিংহপুরাণ—২৫।২২

"ইক্ষ্বাকু ভগবানের পক্ষপাতী হইয়া তাঁহার নাম, তাদৃশ মৃগ, পদ্ম এবং তদ্বর্ণবিশিষ্ট মেঘে বহুসম্মান প্রদর্শন করিতেন।"

বিদুরের প্রীতি—

যা প্রীতিঃ পুণ্ডরীকাক্ষ তবাগমনকারণাৎ।
সা কিমাখ্যায়তে তুভ্যমন্তরাত্মাসি দেহিনাম্॥

মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব—৯০।২৪

"হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তোমার আগমনে আমার যেরূপ প্রীতি হইয়াছে, তাহা আর তোমায় কি বলিব? তুমি ত দেহীদিগের অন্তরাত্মা, সবই জান।" বিদুরের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না।

গোপীদিগের বিরহ—

গুরূণামগ্রতো বক্তুং কিং ব্রবীমি ন নঃ ক্ষমম্।
গুরবঃ কিং করিষ্যন্তি দগ্ধানাং বিরহাগ্নিনা॥

বিষ্ণুপুরাণ—৫।১৮

"গুরুজনদিগের সম্মুখে আমাদিগের বলার ক্ষমতা নাই—কি বলিব? বিরহাগ্নিতে যে দগ্ধ আমরা, গুরুগন আমাদের কি করিবেন?"

উপমন্যুর ইতরবিচিকিৎসা; ইতরবিচিকিৎসার অর্থ ভগবান্ ভিন্ন অপর কাহাকেও গ্রাহ্য না করা—

অপি কীটঃ পতঙ্গো বা ভবেয়ম্ শঙ্করাজ্ঞয়া।
ন তু শক্র ত্বয়া দত্তং ত্রৈলোক্যমপি কাময়ে॥

মহাভারত, অনুশাসন—১৪।১৮৬

"শঙ্করের আজ্ঞায় বরং কীট বা পতঙ্গ হইব, তথাপি হে ইন্দ্র, তোমার প্রদত্ত ত্রিভুবনের আধিপত্যও চাই না।"

যমের মহিমখ্যাতি বা ভগবানের মাহাত্ম্যবর্ণন—

নরকে পচ্যমানস্তু যমেন পরিভাষিতঃ।
কিং ত্বয়া নাচ্চিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥

নৃসিংহপুরাণ—৮।২১

"নরকে পচ্যমান ব্যক্তিকে যম বলিলেন—'তুমি কি ক্লেশনাশন কেশবদেবকে অর্চ্চনা কর নাই'?"

স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে।
পরিহর মধুসূদনপ্রপন্নান্ প্রভুরহমন্যনৃণাং ন বৈষ্ণবানাম্॥

বিষ্ণুপুরাণ—৩।৭

"যম আপনার দূতকে পাশহস্ত দেখিয়া তাহার কর্ণমূলে বলেন—'তুমি মধুসূদনের আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে ত্যাগ করিও; আমি অন্য লোকদিগের প্রভু, বৈষ্ণবদিগের প্রভু নই'।"

হনূমানের তদর্থপ্রাণস্থান (তাঁহার জন্য জীবনধারণ)—

যাবত্তব কথা লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী।
তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥

রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—১২১

"যে পর্য্যন্ত তোমার পাবনীকথা লোকে প্রচারিত থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত তোমার আজ্ঞাপালন করিয়া এই পৃথিবীতে থাকিব।"

উপরিচর বসুর তদীয়তা (আমার সমস্তই ভগবানের, এই জ্ঞান)—

আত্মরাজ্যং ধনং চৈব কলত্রং বাহনং তথা
এতদ্ভাগবতং সর্ব্বমিতি তৎ প্রেক্ষতে সদা ॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব—৩৩৫।২৪

"উপরিচর বসু নিজের রাজ্য, ধন, স্ত্রী, বাহন প্রভৃতি সমস্ত সর্ব্বদা ভগবানের মনে করেন।"

প্রহ্লাদের সর্ব্বতদ্ভাব (সর্ব্বত্র ভগবৎ-স্ফুর্ত্তি)—

এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিম্ ॥

বিষ্ণুপুরাণ—১।১৯

প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—"হরিকে সর্ব্বভূতময় জানিয়া পণ্ডিতগণ সর্ব্বভূতেই অচলা ভক্তি করিবেন।"

ভীষ্মের অপ্রাতিকূল্য ('ভগবান্ যাহা করেন, তাহাই ভাল ; তাহাই আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে'—এইরূপ জ্ঞান)—

যখন কৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে বিনাশ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন ভীষ্ম বলিলেন—

এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস নমোঽস্তু তে শার্ঙ্গগদাসিপাণে।
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ রথাদ্বদগ্রাদ্ভুতশৌর্য্য সংখ্যে॥

মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব—৫৯।৯৭

"এস, এস, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, হে শার্ঙ্গগদাসিধারি, তোমাকে নমস্কার; হে লোকনাথ, এই ঘোরযুদ্ধে তুমি আমাকে বলপূর্ব্বক রথ হইতে নিপাতিত কর।"

রামপ্রসাদের একটি গান আছে—

তাই কালোরূপ ভালবাসি।
কালো জগন্মোহিনী মা এলোকেশী॥

গুহক চণ্ডালের "গগনে হেরি নবঘন, ঘন ঘন নয়ন ঝরে," (নবঘন-শ্যাম রামচন্দ্রকে মনে পড়ে)।

বহুমানের এই দুইটী সুন্দর দৃষ্টান্ত।

রামপ্রসাদের আর একটি গান আছে—

আমার অন্তরে আনন্দময়ী সদা করিতেছেন কেলি।
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি, নামটি কভু নাহি ভুলি।
আবার দু' আঁখি মুদিলে দেখি অন্তরেতে মুণ্ডমালী॥
বিষয়-বুদ্ধি হ'ল হত আমায় পাগল বোল বলে সকলেই।
আমায় যা বলে বলুক তারা, অন্তে যেন পাই পাগলী॥

ইহারই নাম প্রীতি।

বিদুরের স্ত্রী একদিন স্নান করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ 'বিদুর', 'বিদুর' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বিদুরের গৃহদ্বারে উপস্থিত। বিদুর-পত্নী ঐ মধুর ডাক শুনিয়া এমনি প্রেমে বিহ্বল হইয়াছেন যে, বস্ত্র পরিধান করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। একেবারে বিবসনা অবস্থায়

শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ নিজ উত্তরীয় তাঁহার অঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন। তখন তিনি সেই বস্ত্র শরীরে জড়াইয়া অতি ব্যাকুলভাবে শ্রীকৃষ্ণকে করে ধরিয়া গৃহের ভিতরে লইয়া আসিলেন। ঘরে আসিয়া কি যে করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারেন না, আনন্দে বিবশা হইয়া পড়িলেন। নিতান্ত দরিদ্রাবস্থা, শ্রীকৃষ্ণকে কি খাওয়াইবেন, ভাবিয়া অস্থির; অবশেষে সুবাসিত জল আর মর্ত্তমান রম্ভা ঠাকুরের সম্মুখে আনিলেন। তখন আনন্দে এমনি আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন যে, ঠাকুরের শ্রীহস্তে কদলী দিতে কখনও বা রম্ভার পরিবর্ত্তে তাহার খোসাই তুলিয়া দিতেছেন। ঠাকুর ত, ভক্ত তাঁহাকে বিষ দিলেও খান। ভক্তদত্ত কদলী এবং খোসা দুইই তাঁহার নিকটে অমৃতের অমৃত। প্রসন্নমুখে তিনি দুইই ভোজন করিতেছেন। বিদুর রাজসভা হইতে গৃহে আসিয়া এই কাণ্ড দেখিয়া অবাক্। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে যখন তাঁহার পত্নীর জ্ঞান হইল, তখন তিনি বড়ই লজ্জিতা হইলেন। *

ইহা অপেক্ষা প্রীতির সুন্দর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

বিরহের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীচৈতন্য। তাঁহার বিরহসম্বন্ধে বৈষ্ণব-কবিগণের কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিব।

বিরহের আরম্ভ—

কাহে পুন গৌরকিশোর।
অবনত মাথে, লিখত মহীমণ্ডল,
নয়নে গলয়ে ঘন লোর ॥
কনক-বরণ তনু, ঝামর ভেল জনু,
জাগরে নিন্দ নাহি ভায়।

* ভক্তমাল (বঙ্গবাসী প্রেস, ১৩১২), ৪৪ পৃঃ।

যোই পরশে পুন, তাক বদন ধন,
ছল-ছল লোচনে চায় ॥
খেনে-খেনে বদন, পাণিতলে ধারই,
ছোড়ই দীর্ঘনিশ্বাস।
ঐছন চরিতে, তারল সব নরনারী,
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ॥

বিরহের ভাব যখন গাঢ় হইল—

সোনার গৌরচাঁদে।
উরে কর ধরি, ফুকরি-ফুকরি,
হা নাথ বলিয়া কাঁদে ॥
গদাধর-মুখে, ছল-ছল আঁখে,
চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি।
ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর,
থির নয়নে নেহারি ॥
বিরহ-অনলে, দহয়ে অন্তরে,
ভসম না হয় দেহ।
কি বুদ্ধি করব, কোথা বা যাওব,
কিছু না বোলয়ে কেহ ॥
কহে হরিদাস, কি বলিব ভাষ,
কিসে হেন হৈল গোরা।
জ্ঞানদাস কহে, রাধার পীরিতি,
সতত সে রসে ভোরা ॥

বিরহোন্মাদ—

আরে মোর গৌরকিশোর।
নাহি জানে দিবানিশি, কারণ বিহনে হাসি,
মনের ভরমে পঁহু ভোর ॥

খেনে উচ্চৈঃস্বরে গায়, কারে পঁহু কি সুধায়,
কোথায় আমার প্রাণনাথ।
খেনে শীতে অঙ্গকম্প, খেনে-খেনে দেয় লম্ফ,
কাঁহা পাও, যাও কার সাথ॥
খেনে উৰ্দ্ধবাহু করি, নাচি বোলে ফিরি-ফিরি,
খেনে-খেনে করয়ে প্রলাপ।
খেনে আঁখিযুগ মুদে, হা নাথ বলিয়া কান্দে.
খেনে-খেনে করয়ে সন্তাপ॥
কহে দাস নরহরি, আরে মোর গৌরহরি
রাধার পিরীতে হৈল হেন।
ঐছন করিয়ে চিতে, কলিযুগ উদ্ধারিতে,
বঞ্চিত হইনু মুঞি কেন॥

বিরহের দশমী দশা—

আজু মোর গৌরাঙ্গসুন্দর।
ধূলায় লোটায় কাঁচা সোনার কলেবর॥
মুরছি পড়য়ে দেহ, শ্বাস নাহি বয়।
চৌদিকে ভকতগণ হেরিয়া কাঁদয়॥
কি নারীপুরুষ সবে হেরি-হেরি কাঁদে।
পশু-পাখী কাঁদে, তারা থির নাহি বাঁধে॥

কবীর বিরহ কি পদার্থ, জানিয়াছিলেন, তাই এক দোঁহায় বলিতেছেন—

কবীর বিরহ বিনা তন্ শূন্য হায় বিরহ হায় সুলতান।
যো ঘট বিরহ ন সঞ্চারে, সো ঘট জনু মশান।

"বিরহ বিনা তনু শূন্য, বিরহই রাজা ; যে শরীরে বিরহ সঞ্চারিত হয় নাই, সে শরীর মশানের ন্যায়।"

কবীর হাসে প্রিয় না পাইয়ে, যিন্‌হ পায়া তিন্‌হ্ঁই রোয়।
হাসি খেল্ যো প্রিয়া মিলে, তো কোন্ দোহাগিনী হোয় ?

"হাসিতে হাসিতে স্বামীকে (ভগবান্‌কে) পাওয়া যায় না, যিনিই পাইয়াছেন, তিনিই কাঁদিয়াছেন ; হাসিয়া খেলিয়া যদি স্বামীকে পাওয়া যাইত, তবে কে দোহাগিনী (স্বামিহারা) হইত ?"

ভক্ত তুলসীদাসের ইতরবিচিকিৎসা একবার দেখুন—

উপল বরষি তরজত গরজি ডারত কুলিশ কঠোর।
চিতব কি চাতক জলদ ত্যজি করহুঁ আনকি ওর ?

"মেঘ উপল বর্ষণ করে, তর্জ্জন-গর্জ্জন করে, কঠোর বজ্র নিক্ষেপ করে, তথাপি কি চাতক মেঘকে ছাড়িয়া কখনও আর কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করে ?"

ভগবান্ যতই কেন কষ্ট দিন না, ভক্ত তাঁহার দিকে ভিন্ন আর কাহারও দিকে তাকান না।

রামপ্রসাদ ইতরবিচিকিৎসা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া জগতের সকলকে তৃণজ্ঞান করিতেন—

এ-সংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী ?
[illegible]ানন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি॥

ভগবান্ ভিন্ন কাহারও দিকে না তাকান, কিছুই গ্রাহ্য না করা, সম্পূর্ণ অকুতোভয় হওয়া ইতরবিচিকিৎসার লক্ষণ।

মহিমখ্যাতিসম্বন্ধে আর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিবার প্রয়োজন নাই।

তদীয়তা কাহাকে বলে, তাহা একটি সুন্দর সঙ্গীত দ্বারা বুঝিতে পারিব—

মল্লার—মধ্যমান

"পুতুল-বাজীর পুতুল আমরা, যেমন নাচায়, তেমনি নাচি।
যখন মারে, তখন মরি, যখন বাঁচায়, তখন বাঁচি।

নাচি গাই তার তালেমানে, ভালমন্দ সেই জ্ঞানে,
তার যা ভাল লাগে মনে, তাই ভাল, নাই বাছাবাছি।
তারই জোরে যত জারি, কেউ বা জিতি, কেউ বা হারি,
যা করে, একতারে তারই, তারে-তারে বাঁধা আছি।
বসায় বসি, উঠায় উঠি, লুটায় লুটি, ছুটায় ছুটি,
ঠিক যেন তার পাশার গুটি, পাকায় পাকি, কাঁচায় কাঁচি।"

যিনি ভগবদ্গতপ্রাণ, তাঁহার মুখে এইরূপ গানই শোভা পায়।

রামপ্রসাদের তদর্থপ্রাণস্থান ও সর্ব্বতভাব একটি গানের কয়েকটি পদে বড় সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—

শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।
যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ-বর্ণময়ী, বর্ণে-বর্ণে নাম ধরে।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে,
ওরে, আহার কর, মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মারে।

শঙ্করাচার্য্যের 'আনন্দলহরী'র সেই অপূর্ব্ব শ্লোকটি মনে করুন—

জপো জল্পঃ শিল্পং সকলমপিমুদ্রাবিরচনম্
গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনাদ্যাহুতিবিধিঃ।
প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মার্পণদশা
স্বপর্য্যাপর্য্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতম্॥

"আমার সকল জল্পনা তোমার নামজপ, হস্তাঙ্গুলি দ্বারা আমি যাহা রচনা করি, তাহা তোমারই মুদ্রাবিরচন, আমার গমনাগমন তোমাকে প্রদক্ষিণ, ভোজনাদি তোমাকে আহুতিদান, শয়ন তোমাকে প্রণাম,

অখিল, সুখ তোমায় আত্মসমর্পণ, আমার সকল চেষ্টা যেন তোমার পূজাক্রম বলিয়া গণ্য হয়।

তদর্থপ্রাণস্থান আর একটি গানেও বিশেষরূপে দেখিতে পাই—

এ-শরীরে কাজ কিরে ভাই, দক্ষিণাপ্রেমে না গলে ?
এ-রসনায় ধিক্ ধিক্, কালী নাম নাহি বলে ॥
কালীরূপ যে না হেরে, পাপচক্ষু বলি তারে,
ওরে সেই সে দুরন্ত মন, না ডুবে চরণতলে ॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ ?
ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে ॥
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ ক'রে
ওরে, না পুরে অঞ্জলি চন্দন জবা আর বিল্বদলে ?
সে চরণে কাজ কিবা, মিছা ভ্রম রাত্রি-দিবা,
ওরে, কালীমূর্ত্তি যথা, তথা ইচ্ছাসুখে নাহি চলে ॥

অপ্রাতিকূল্যের ভাব 'তুমি যাহা করিবে, তাহাই ভাল'। যীশুখ্রীষ্টের Thy will be done (তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক)। ভক্ত জোব তাঁহার পুত্র-কন্যা ও সর্ব্বস্ব হারাইয়া বলিয়াছেন—"তুমি যদি আমাকে হত্যাও কর, তথাপি আমি তোমাকে বিশ্বাস করিব।"* অপ্রাতিকূল্যের মূলমন্ত্র—

যখন যেরূপে বিভু, রাখিবে আমারে।
সেই সুমঙ্গল, যেন না ভুলি তোমারে ॥

ব্রহ্মসঙ্গীত—৭ম সং, ২৪৮ পৃঃ

অপ্রাতিকূল্য ও প্রীতির এক চমৎকার দৃষ্টান্ত স্বামী রামতীর্থের জীবনে দেখিতে পাই। যখন চারিদিক্ অন্ধকারময় হইল, নিতান্তই নিঃসহায় ও বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া প্রাণের দেবতাকে বলিলেন—

* Old Testament, Job XIII 15.

কুন্দন্‌কে হম্ ডলে হাঁয়, জব্ চাহে তু গলা লে,
বাওর্ না হো, তো হম্‌কো লে আজ্ অজ্‌মা লে,
জৈসে তেরী খুশী হো, সব্ নাচ্ তু নচা লে,
সব্ ছান্ কর্ লে, হর্ তৌর দিল্ জমা লে,
রাজী হাঁয় হম্ উসী মেঁ, জিস্‌মে তেরী রজা হায়।
ইয়্‌হাঁ ইওঁ ভী বাহবা হাঁয়, আওর উওঁ ভী বাহবা হাঁয়॥
ইয়া দিল্ সে অব্ খুশ্ হো কর্ কর্ হম্‌কো প্যার, প্যারে,
খ্বাহ্ তেগ্ খেঁচ্ জালম্, টুক্‌ড়ে উড়া হমারে,
জীতা রক্‌খে তু হম্‌কো, ইয়া তন্‌সে শির উতারে,
অব তো ফকীর আশক্ কহতে হাঁয় ইউঁ পুকারে,
রাজী হাঁয় হম্ উসী মেঁ, জিস্‌মে তেরী রজা হাঁয়।
ইয়্‌হাঁ ইওঁ ভী বাহবা হাঁয়, আওর উওঁ ভী বাহবা হাঁয়॥

"আমি সোনার ডেলা, যখন ইচ্ছা গলাইয়া লও (আগুনে পুড়াইয়া গলাইয়া লও) : বিশ্বাস না হয়, আমাকে আজ পরীক্ষা করিয়া লও; তোমার যেমন খুশী, সকল নাচ নাচাইয়া লও; সব ছাঁকিয়া লও, বাছিয়া লও, সকল প্রকারে তুমি খাতির জমাইয়া লও (সন্দেহ দূর করিয়া লও) ; তোমার যাহা পছন্দ হয়, আমি তাহাতেই রাজী আছি। এস্থলে এও বাহবা, ওও বাহবা ! [সুখও বাহবা, দুঃখও বাহবা !]।"

"হে প্যারে [প্রিয়], হয় প্রাণে খুশী হইয়া আমাকে আদর কর : নয় হে অত্যাচারি, তলোয়ার খুলিয়া আমাকে টুক্‌রা-টুক্‌রা কর ; হয় আমাকে বাঁচাইয়া রাখো, নয় শরীর হইতে মাথা পৃথক্ করিয়া দাও : এখন প্রেমিক ফকির উচ্চৈঃস্বরে ইহাই বলিতেছে—তোমার যাহা পছন্দ হয়, আমি তাহাতেই রাজী আছি, এস্থলে এও বাহবা, ওও বাহবা !"

নারদ তন্ময়ভাবের উদ্দীপনা করিতে বলিলেন—

তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকম্
তস্মিন্নেব করণীয়ং তস্মিন্নেব করণীয়ম্ ॥

নারদভক্তিসূত্র—৬৫

"তাঁহাতে (ভগবানে) আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক সমস্ত চেষ্টা অর্পণ করিয়া কাম, ক্রোধ, অভিমানাদি তাঁহাতেই করিবে, তাঁহাতেই করিবে।"

ভক্ত আত্মক্রীড়, আত্মরতি। তিনি ভগবান্‌কে আলিঙ্গন করেন, চুম্বন করেন, তাঁহাকে বুকে করিয়া দিনযামিনী যাপন করেন। তাঁহাকে না পাইলে উন্মত্ত হন; পাইলে গোপনে তাঁহাকে লইয়া "কিমপি কিমপি জল্পতোঃ" দুইজনে কি যেন বলিতে-বলিতে সময় কাটাইয়া দেন। গৌরাঙ্গের জীবন এই ভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। হাফেজও এই রসে রসিক।

প্রেম যেখানে, ক্রোধ এবং অভিমানও সেইখানে। গৌরাঙ্গ অনেকবার ক্রোধ ও অভিমান দেখাইয়াছেন। রামপ্রসাদ ক্রোধ ও অভিমানে ফুলিতে-ফুলিতে গাহিয়াছিলেন—

মা মা ব'লে আর ডাকিব না।
তারা, দিয়েছিস্ দিতেছিস্ কতই যন্ত্রণা।
বারে-বারে ডাকি মা মা বলিয়ে,
মা বুঝি রয়েছিস্ চক্ষু-কর্ণ খেয়ে,
মাতা-বিদ্যমানে এ-দুঃখ সন্তানে,
মা বেঁচে তার কি ফল বল না?

আমি ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখিস্ এলোকেশি?
না হয় ঘরে-ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা ম'লে কি তার ছেলে বাঁচে না?

ভণে রামপ্রসাদ মায়ের একি সূত্র।
মা হ'য়ে হ'লি মা সন্তানের শত্রু,
দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি?
দিবি দিবি পুনঃ জঠর-যন্ত্রণা।

এই অভিমান জগতে অতুলনীয়। ভক্তেরই এইরূপ অভিমান সাজে। ভক্তের লক্ষণ বলিতে গৌরাঙ্গ রূপগোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—

ভক্তভেদে রতিভেদে পঞ্চ পরকার;
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর।
বাৎসল্যরতি, মধুররতি, এ পঞ্চ বিভেদ;
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ।
কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে;
আকাশের শব্দগুণ যেমন ভূতগণে।
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন;
পরমব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান-প্রবীণ।
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে;
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে।
ঈশ্বরজ্ঞানে সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর;
সেবা করি কৃষ্ণে, সুখ দেন নিরন্তর।
শান্তের গুণ দাস্যে আছে, অধিক সেবন;
অতএব দাস্যরসে হয় দুই গুণ।
শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন, সখ্যে দুই হয়;
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়।
কাঁধে চড়ে, কাঁধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ;
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন-সেবন।

বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য, গৌরব-সম্ভ্রমহীন ;
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন্।
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসমজ্ঞান ;
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্।
বাৎসল্য শান্তের গুণ দাস্যের সেবন ;
সেই-সেই সেবনের ইহা নাম পালন।
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার ;
মমতা-আধিক্যে তাড়ন ভৎর্সন ব্যবহার।
আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান ;
চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত-সমান।
সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে ;
কৃষ্ণভক্তবশগুণ কহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে।
মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয় ;
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়।
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন ;
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ।
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে ;
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে।
এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার ;
অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার।
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্‌দরশন ;
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন।
ভাবিতে-ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে ;
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধুপারে।

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য—১৯

ভক্তভেদে ভক্তিরস পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তি আরম্ভ হয় না। শান্তরস ভক্তির প্রথম সোপান। শান্তরসের দুইটি গুণ—ঈশ্বরে নিষ্ঠা এবং সংসার-বাসনা-ত্যাগ। এই দুইটি গুণে ভক্তির পত্তন। আকাশের শব্দগুণ যেমন সমস্ত পঞ্চভূতেই আছে, সেইরূপ শান্তরসের গুণদ্বয় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে আছে। শান্তরসে ঈশ্বরে মমতা হয় না, কেবল তাঁহার স্বরূপজ্ঞান হয় মাত্র, তিনি যে পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, এই জ্ঞানটি হয়।

দাস্য-রতিতে ভক্তের মনে মমতার সঞ্চার হয়—ভগবান্ প্রভু, ভক্ত দাস। ভগবান্‌কে ভক্ত প্রচুর পরিমাণে সম্ভ্রম ও গৌরব দেখান। তাঁহার দাস বলিয়া পরিচয় দিতে আনন্দবোধ করেন; আদর্শ দাস যেমন প্রভুর সেবা করিতে ব্যস্ত থাকেন, ভক্তও তেমনি ভগবানের সেবা করিতে ব্যাকুল হন। কৃষ্ণসেবা ভিন্ন তাঁহার কিছুই ভাল লাগে না। তিনি ভগবানের কোন বিষয়েরই কামনা করেন না।

প্রহ্লাদের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন—

প্রহ্লাদ ভদ্র ভদ্রং তে প্রীতোঽহং তেঽসুরোত্তম।
বরং বৃণীষ্বাভিমতং কামপুরোঽস্ম্যহং নৃণাম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৭।৯।৫২

"হে ভদ্র প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হউক। হে অসুরোত্তম, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তুমি তোমার অভিমত বর প্রার্থনা কর, আমি মনুষ্যদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকি।"

প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন—

মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ।
তৎসঙ্গভীতো নির্ব্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ॥

ভৃত্যলক্ষণজিজ্ঞাসুর্ভক্তং কামেষ্বচোদয়ৎ।
ভবান্ সংসারবীজেষু হৃদয়গ্রন্থিষু প্রভো॥
নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মনঃ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥
আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥
অহং ত্বকামস্ত্বদ্‌ভক্তস্ত্বং চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব॥
যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥
ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণ আত্মা ধর্ম্মো ধৃতির্মতিঃ।
হ্রীঃ শ্রীস্তেজঃ স্মৃতিঃ সত্যং যস্য নশ্যন্তি জন্মনা॥
বিমুঞ্চতি যদা কামান্মানবো মনসি স্থিতান্।
তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবত্ত্বায় কল্পতে॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৭।১০।২-১০

"আমি স্বভাবতঃই কামেতে আসক্ত, আমাকে আর বর দ্বারা প্রলোভিত করিও না। আমি সেই কামাশক্তি হইতে ভীত হইয়াই তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য তোমার আশ্রয় লইয়াছি। হে প্রভো, বোধ করি আমাতে তোমার ভৃত্যের লক্ষণ আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য সংসারের বীজস্বরূপ ও হৃদয়ের বন্ধনস্বরূপ কামনায় প্রবৃত্ত করাইতেছ ; নতুবা হে বিশ্বগুরু, তুমি করুণাময়, তুমি এমন প্রবৃত্তি লওয়াইবে কেন ? হে ভগবন্, যে ব্যক্তি তোমার নিকটে কোন বর প্রার্থনা করে, সে ব্যক্তি কখন তোমার ভৃত্য নহে, সে নিশ্চয়ই বণিক্

[তোমার সেবার বিনিময়ে কিছু চায়]। যে ভৃত্য কামনাপর হইয়া স্বামীর সেবা করে, সে ভৃত্য নহে; আর যে স্বামী স্বামিত্ব বাঞ্ছা করিয়া ভৃত্যকে কামনার বিষয় দেয়, সে স্বামীও স্বামী নহে; আমি তোমার নিষ্কাম ভক্ত, তুমিও অভিসন্ধিশূন্য স্বামী। পৃথিবীর রাজা ও সেবকের ন্যায় আমাদিগের কোন কামনার প্রয়োজন নাই। হে বরদাতাদিগের শ্রেষ্ঠ, যদি আমাকে নিতান্তই বর দিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তবে তোমার নিকট এই বর চাই যে, কোন প্রকারের কাম যেন আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে না পারে। কাম উৎপন্ন হইলে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, আত্মা, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, হ্রী, শ্রী, তেজ, স্মৃতি, সত্য—সমুদয়ই একেবারে নষ্ট হয়। হে পুণ্ডরীকাক্ষ, মানবগণ যখন হৃদিস্থিত কামনা পরিত্যাগ করে, তখন তোমার ঐশ্বর্য্যলাভের যোগ্য হয়।"

২৪ পরগণায় নাকি একব্যক্তি কালেক্টরিতে পেস্কারি করিতেন। তাঁহার একটু ভক্তির ভাব ছিল, পূজা করিতে-করিতে বেলা দ্বিপ্রহর হইত। কালেক্টর সাহেব তাঁহাকে ১১টার সময় উপস্থিত হইবার জন্য তাড়না করিতেন; তাঁহার কিছুতেই দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে পূজা শেষ হইত না। সাহেব বারংবার ভর্ৎসনা করিয়া যখন দেখিলেন যে, তাহাতে কিছু ফল দর্শিল না, তখন তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। পেস্কারের আর দেশে যাওয়া হইল না। তিনি কালীঘাটে গঙ্গাতীরে মায়ের বাড়ীর নিকটে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিবারাত্র তাহার ভিতরে বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতে লাগিলেন। ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, আর মায়ের সেবা করেন। এইভাবে অতিকষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। একদিবস তাঁহার অফিসের বন্ধুগণ তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া সাহেবকে বলিলেন—"হুজুর, আপনার ভূতপূর্ব্ব পেস্কার বড় কষ্টে কালযাপন করিতেছেন। তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

আমাদিগের অনুরোধ, তাঁহাকে পুনরায় তাঁহার পদে নিযুক্ত করুন।” কালেক্টর সাহেব একদিবস তিনি কিভাবে আছেন, স্বচ’ক্ষে দেখিতে আসিলেন; দেখিয়া সাহেবের বড়ই কষ্ট হইল। তাঁহাকে বলিলেন—“আপনাকে পুনরায় আপনার পদে নিযুক্ত করা গেল; আপনি যদি নিতান্তই দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে অফিসে উপস্থিত হইতে না পারেন, তবে পূজান্তে সেই সময়ে উপস্থিত হইবেন। আপনার দুরবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে।” পেস্কার উত্তর করিলেন—“হুজুর, আমি চিরদিন আপনার নিকটে ঋণী রহিলাম, আপনার দয়া কখনও ভুলিব না; কিন্তু আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি যে সরকারে সম্প্রতি ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছি, যদিও ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি, সে সরকার ত্যাগ করিয়া আর কাহারও দাসত্ব করিতে ইচ্ছা নাই। এই দুরবস্থায় যে আনন্দে আছি, হুজুরের অধীনে সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতন পাইলেও এইরূপ আনন্দ পাইব না। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন বাকী কয়টা দিন কালী-গঙ্গার সেবা করিয়া এইভাবে কাটাইয়া যাইতে পারি। তিনি আর পেস্কারি-পদ গ্রহণ করিলেন না। এই একটি ভগবানের দাস।

সখ্যরসে গৌরব-সম্ভ্রমের অভাব, আত্মসমজ্ঞান, ভগবানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁহার সহিত গলাগলি, কোলাকুলি, প্রেমের বিবাদ, অভিমান, ক্রীড়া-কৌতুক। ভক্ত—

কাঁধে চড়ে, কাঁধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ;
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন-সেবন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য—১৯

সখ্যরসের প্রধান লক্ষণ ভক্তের নিকটে ভগবান্ অপেক্ষা কেহ প্রিয়তর হইতে পারে না। গুহকরাজ বলিয়াছেন—

ন হি রামাৎ প্রিয়তরো মমাস্তি ভুবি কশ্চন।

রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড—৮৬

"পৃথিবীতে রাম অপেক্ষা আমার কেহ প্রিয়তর নাই।" সখ্যরসে গুহকরাজ এবং রামচন্দ্র, অর্জ্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ—ভক্ত ও ভগবান্।

সখ্যরসামোদী ভক্তদিগের প্রাণের ভাব একদিবস শ্রীদাম তাঁহার প্রিয়তম সখা কৃষ্ণের নিকটে প্রকাশ করিয়াছিলেন—

ত্বং নঃ প্রোজ্ঝ্য কঠোর যামুনতটে কস্মাদকস্মাদগতো
দিষ্ট্যা দৃষ্টিমিতোঽসি হন্ত নিবিড়াশ্লেষৈঃ সখীন্ প্রীণয়।
ব্রূমঃ সত্যমদর্শনে তব মনাক্ কা ধেনবঃ কে বয়ম্।
কিং গোষ্ঠং কিমভীষ্টমিত্যচিরতঃ সর্ব্বং বিপর্য্যস্যতি॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পশ্চিম—৩।২১ শ্লোকে উদ্ধৃত

"হে কঠোর, তুমি কেন হঠাৎ আমাদিগকে যমুনাতটে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলে? সৌভাগ্যের বিষয় যে, আবার তোমাকে দেখিতে পাইলাম। যাক, এখন নিবিড় আলিঙ্গন দ্বারা তোমার সখাদিগকে সন্তুষ্ট কর। সত্যই তোমাকে বলিতেছি, তোমার বিন্দুমাত্র অদর্শন হইলেই কি ধেনুগণ, কি আমরা, কি গোষ্ঠ, কি অভীষ্ট—যাহা কিছু, সমস্তই অল্পসময়ের মধ্যে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়।" ভালবাসিলে এইরূপই হইয়া থাকে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রিয়সখাদিগের ক্রিয়া শ্রীরূপগোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন—

নির্জ্জিতীকরণং যুদ্ধে বস্ত্রে ধৃত্বাস্য কর্ষণম্।
পুষ্পাদ্যাচ্ছেদনং হস্তাৎ কৃষ্ণেন স্বপ্রসাধনম্।
হস্তাহস্তিপ্রসঙ্গাদ্যাঃ প্রোক্তাঃ প্রিয়সখক্রিয়াঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পশ্চিম—৩।৪৬-৪৭

"শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে পরাজিতকরণ, তাঁহার বস্ত্রধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ, হস্ত হইতে পুষ্পাদি কাড়িয়া লওয়া, তাঁহার দ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃতকরণ, হস্তাহস্তি প্রসঙ্গ অর্থাৎ হস্তে-হস্তে পরস্পর আকর্ষণ ইত্যাদি প্রিয়সখা-দিগের কার্য্য।"

প্রাণের ভিতরে যিনি এইভাবে ভগবানের সহিত ক্রীড়া করেন, তিনিই সখ্যরসের মাধুরী সম্ভোগ করিতে পারিয়াছেন।

"দেখ, তুমি হার, কি আমি হারি", এই বলিয়া ভক্ত প্রেমের যুদ্ধে অগ্রসর হন, ভগবান্‌কে পরাজিত করেন, ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লন। রামপ্রসাদ শ্যামা-মাকে কয়েদ করিয়াছিলেন—

"কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম-শ্রবণ, কণ্ঠের ভূষণ আমার সে নাম কীর্ত্তন ; ভূষণ বাকী কি আছে রে, আমি প্রেমমণিহার পরেছি।"

ভক্ত ভগবান্‌কে আপনার অলঙ্কার করিয়াছেন।

অন্ধ বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবনের পথে যাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ বালকবেশে পথ দেখাইয়া চলিয়াছেন। বিল্বমঙ্গলের বড়ই ইচ্ছা, তাঁর সেই বরাভয়প্রদ কোমল-মধুর হস্ত একটিবার স্পর্শ করেন। কোনরূপে সেই হস্ত ধরিলেন ; যেমন ধরিয়াছেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক তাঁহার হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন ; ভক্ত বিল্বমঙ্গল বলিলেন—

হস্তাবুৎক্ষিপ্য নির্য্যাসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্ ?
হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥

"হে কৃষ্ণ, বলপূর্ব্বক হস্ত নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? হৃদয় হইতে যদি দূরে যাইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ আছে, মনে করিব।" এইটি সখ্যরসের অতি মধুর দৃষ্টান্ত।

বাৎসল্যরসে ভগবান্ গোপাল। ভক্ত তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় আদর করেন, স্নেহ করেন, ক্রোড়ে তুলিয়া লন। এই ভাবটি আমাদের বুঝা সুকঠিন। বাৎসল্যরসের উদাহরণস্বরূপ একটি গানের উল্লেখ করিব—

শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ,
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে ?
(যেন) সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধ'রে কাঁদে,
জননি, দে ননী দে ননী ব'লে।
ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম চাঁদ, অঞ্চলে মোছালেম চাঁদের বদনচাঁদ
তবু চাঁদ কাঁদে চাঁদ চাঁদ ব'লে।
যে চাঁদের নিছনি কোটী-কোটী চাঁদ, সে কেন রে কাঁদে ব'লে চাঁদ চাঁদ,
(ব'ল্লেম) চাঁদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাঁদ,
কত চাঁদ আছে তোর চরণতলে।
নীল কলেবর ধূলায় ধূসর, বিধুমুখে বাছার কতই মধুস্বর,
সঞ্চারিয়ে কাঁদে মা মা ব'লে।
যতই কাঁদে বাছা ব'লে 'সর সর', আমি অভাগিনী বলি সর্ সর্,
(ব'ল্লেম) নাহি অবসর, কেবা দিবে সর,
(তখন) সর্ সর্ ব'লে ফেলিলাম ঠেলে।

স্বপ্নবিলাস—কৃষ্ণকমল গোস্বামী

আহা ! এই গানটির ভিতরে বাৎসল্যরসের অমৃতময় প্রবাহ তরঙ্গে-তরঙ্গে ছুটিতেছে। বাৎসল্যরসের এমন মোহন সঙ্গীত আর পাই নাই। মা যশোদার স্তন হইতে যেন ক্ষীরধারা বহিতেছে, প্রাণ বাৎসল্যপ্রীতি-নির্ভরে ঢুলিয়া পড়িতেছে, গোপালের মূর্ত্তি হৃদয়ের স্তরে-স্তরে ঝক্-ঝক্ করিতেছে। গোপালকে অনাদর করিয়া মা আজ পাগলিনী হইয়াছেন, হৃন্মর্ম্মে গভীর বেদনার অনুভূতি হইতেছে, অন্তরের অন্তরে গোপালের বিরহজনিত অগ্নি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

এই গানটির আধ্যাত্মিক ভাব অতীব মধুর। ভগবান্ গোপালবেশে ভক্তের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রেমভিক্ষা করিলেন; ভক্ত তাঁহাকে একটু আদর দেখাইয়া পরে বিমুখ করিলেন; তিনি রিক্তহস্তে অমনি অন্তর্হিত হইলেন; তখন গোপালহারা হইয়া ভক্ত অনুতাপে প্রাণের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন। যশোদা তাঁহার স্বামীকে বলিতেছেন—"আজ স্বপ্নে দেখা দিয়া গোপাল কোথায় লুকাইল?" ভক্তের নিকট ভগবান্ এমনি বিদ্যুতের ন্যায় দেখা দিয়া লুকাইয়া থাকেন। লুকোচুরি খেলা তাঁহার চিরাভ্যস্ত।

'এই আমি ধর' ব'লে হায় তুমি কোথায় লুকাও
খুঁজে আমি নাহি পাই তোমায়;
খুঁজে নিরাশ হ'য়ে ক্ষান্ত দিলে, কুক্ দাও আমার অন্তরে।

চপল বালক মা যশোদার অঞ্চল ধরিয়া ননী ভিক্ষা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ভগবান্ প্রেমনবনী ত ভক্তের নিকটে চিরদিন মাগিয়া থাকেন। 'ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম চাঁদ'—কর্ত্তাটিকে গোপাল বলিয়া ভক্ত কোলে তুলিয়া লইলেন; 'অঞ্চলে মোছালেম চাঁদের বদন-চাঁদ—ভক্ত তাঁহাকে আদর করিলেন, 'তবু চাঁদ কাঁদে চাঁদ চাঁদ ব'লে'—তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্য পাগল। চাঁদ ত অমৃতের প্রস্রবণ, ভক্তের ভালবাসাও ত তাই; এক চাঁদ ভগবান্ স্বয়ং, অপর চাঁদ ভক্ত ও তাঁহার ভালবাসা। যিনি অকলঙ্ক প্রেমশশী, কত কোটি-কোটি চাঁদ একত্র করিলেও যাঁহার তুলনা হয় না, যিনি অনন্ত প্রেমপারাবার, যাঁহার চরণতলে কত ভক্তচাঁদ পড়িয়া রহিয়াছে, এ কে বুঝিবে, তিনি কেন চাঁদ চাঁদ বলিয়া—'আমার ভক্ত কোথায়? আমার ভক্তের ভালবাসা কোথায়?' বলিয়া ক্রন্দন করিয়া থাকেন? প্রেম-জলধি কেবল 'আরও প্রেম', 'আরও প্রেম' বলিয়া গভীর তরঙ্গনাদ তুলিয়া থাকেন। ভগবান্ ভক্তের প্রেমের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত।

গোপাল প্রেম না পাইলে ধূলায় লুণ্ঠিত। তিনি ভক্তের নিকটে ভালবাসা পাইবার জন্য কতই আব্দার করিয়া থাকেন। তেমন আব্দার কি আর কেহ জানে? প্রেমের জন্য তাঁর 'নীল কলেবর ধূলায় ধূসর'।

'যতই বাছা কাঁদে ব'লে সর সর'—ভক্তের গোপাল ক্রমাগত প্রেমসরের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; 'আমি অভাগিনী বলি সর্ সর্'—ভক্ত তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন; অবশেষে 'হায়, কি করিলাম', 'হায়, কি করিলাম' বলিয়া অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। সর্ সর্ ব'লে ফেলিলাম ঠেলে'—প্রাণ বেদনায় অস্থির; 'হায় হায়, এমন ধনকে দূর দূর করিয়া ঠেলিয়া দিলাম। যিনি হৃদয়ের পরশমণি, বুক-জুড়ান ধন, বাঞ্ছাকল্পতরু, জীবনে চিরসহায়, যাঁহার দ্বারে আমরা সকলে ভিখারী, তিনি প্রেমভিখারী হইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমি কি না তাঁহাকেই ঠেলিয়া ফেলিলাম! আমার কি হবে! আমার কি হবে! কেন তাঁকে বুকে তুলে আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে তুষিলাম না?' ভক্তের প্রাণে ভগবান্‌কে কখনও অবহেলা করিলে এইরূপ চিন্তার স্রোত বহিতে থাকে।

মধুর রসের কথা আর কি বলিব? প্রাণে মধুর রস সঞ্চারিত হইলে 'সতী যেমন পতি-বিনে অন্য নাহি জানে ভক্তও তেমনি ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানেন না। তখন ভগবানে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া ভক্ত বলেন—

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি-অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি-অঙ্গ মোর॥ জ্ঞানদাস

ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা কিছু হইতে পারে না। এ-অবস্থায় ভক্ত ও ভগবান্—সতী ও পতি। শ্রীচৈতন্য এই ভাবে বিভোর ছিলেন। চৈতন্য ও ভগবান্—রাধা ও কৃষ্ণ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

ভক্তের প্রাণ এই ভাবকুসুমের সৌরভে পরিপূর্ণ হইলে উর্দ্ধে—অতি উর্দ্ধে—অত্যন্ত উর্দ্ধে—কামকুক্কুরের দৃষ্টির কোটী যোজন দূরে, যেখানে রজনী নাই, যেখানে পবিত্রতার বিমল বিভায় সমস্ত দিক্ আলোকিত, পাপপিশাচ যেস্থলের মোহিনী মাধুরী কল্পনাও করিতে পারে না, দিব্যধামের সেই প্রমোদকুঞ্জে অতি নিভৃতে হৃদয়নাথ তাঁহার ভক্তকে—

"রাতি-দিন চোখে-চোখে, বসিয়া সদাই দেখে,
ঘন-ঘন মুখখানি মাজে।
উলটি-পালটি চায়, সোয়াস্তি নাহিক পায়,
কত বা আরতি হিয়া-মাঝে।
ক্ষণে বুকে, ক্ষণে পিঠে, ক্ষণে রাখে দিঠে-দিঠে,
হিয়া হৈতে শেষে না শোয়ায়।
দরিদ্রের ধন হেন, রাখিতে না পায় স্থান,
অঙ্গে-অঙ্গে সদাই ফিরায়।
নয়নে-নয়ানে, থাকে রাতি-দিনে,
দেখিতে-দেখিতে ধান্দে।
চিবুক ধরিয়া, মু'খানি তুলিয়া,
দেখিয়া-দেখিয়া কান্দে।"

বলরাম দাস

এ-অবস্থায় ভক্ত ও ভক্তের প্রাণবল্লভ—

দোঁহে কহে দুঁহু অনুরাগ। দুঁহু প্রেম দুঁহু হৃদে জাগ॥
দুঁহু দোঁহা করু পরিহাস। দুঁহু আলিঙ্গই কতবার॥

দুঁহু বিম্বাধরে দুঁহু দংশ। দুঁহু গুণ দুঁহু পরশংস॥
দুঁহু হেরি দোঁহার বয়ান। দুঁহু জন সজল নয়ান॥
দুঁহু ভুজ পাশ করি, দুঁহু জন বন্ধন,
অধরসুধা করু পান।

এই আধ্যাত্মিক খেলা আমাদিগের বুঝিবার অধিকার কোথায়?
এই মধুর রসে সাঁতার দিতে-দিতে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীক্ষেত্রে জগদ্বন্ধুকে দেখিয়া গাহিয়াছিলেন—

সেই ত পরাণনাথে পাইনু,
যার লাগি মদনদহনে ঝরি গেনু।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য—১ ও ১৩ অধ্যায়ে উদ্ধৃত

ভগবান্ করুন, আমরা যেন সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের এই মদনদহনেদগ্ধ হই। পৈশাচিক মদন যেন এই বসুন্ধরা হইতে চিরদিনের তরে নির্ব্বাসিত হয়। কামগন্ধহীন পবিত্র প্রেমাগ্নি সকলের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হউক।

যিনি এই মধুর রসে ডুবিয়াছেন, তাঁহার আর বাহিরের ধর্ম্ম-কর্ম্ম থাকে না। তিনি 'বেদ-বিধি-ছাড়া'। পাগল হাফেজ এইজন্যই তাঁহার শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়াছিলেন।

"অন্তরে যার বিরাজ করে গো সই,
নবীন মেঘের বরণ চিকণকালা।
ও তার কিসের সাধন, কিসের ভজন,
কাজ কি লো তার জপের মালা?"

তিনি প্রীতিসুরাপানে মত্ত হইয়া লজ্জাভয় ত্যাগ করেন, জাতি-কুলের অভিমান চিরদিনের জন্য সাগরের অতলজলে নিক্ষেপ করেন। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পিরীতির মহিমা গান করিতে থাকেন—

"বিহি একচিতে, ভাবিতে-ভাবিতে,
নিরমাণ কৈল পি।
রসের সাগর, মন্থন করিতে,
উপজিল তাহে রী।
পুন যে মথিয়া, অমিয়া উঠিল,
ভিয়াইল তাহে তি।
সকল সুখের আখর এ-তিন,
তুলনা দিব যে কি ?
যাহার মরমে পশিল যতনে
এ-তিন আখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম,
কিবা জাতি-কুল তার ?"

"বিল্বমঙ্গলের" * পাগলিনী মধুররসের একখানি অপূর্ব্ব ছবি। ভগবান্ তাঁহাকে কিভাবে আহ্বান করেন, একবার দেখুন—

"যাই গো, ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে,
(সে যে) একলা এসে কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে।
যত বাঁশরী বাজায়, তত পথ-পানে চায়,
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায় ;
(আমি) না গেলে সে কেঁদে-কেঁদে চ'লে যাবে মান-ভরে।"

আত্মার ভিতরে যিনি এই বংশীধ্বনি শুনিয়াছেন, তিনি পাগল হইয়াছেন।

বৃন্দাবনে গোপিকাগণের কামগন্ধহীন প্রেম মধুর রসের পরম আদর্শ। তাঁহাদিগের বিরহোন্মাদ এক শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত আর কাহারও

* গিরিশচন্দ্র ঘোষ-রচিত নাটক।

ভিতরে দেখিতে পাই না। ঠাকুর ক্রীড়া করিতে-করিতে হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়াছেন। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, লুকোচুরি-খেলা ভগবানের চিরাভ্যস্ত ; গোপিকাগণ উন্মাদিনী হইয়া বনময় তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছেন, আর সচেতনবোধে বৃক্ষদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ ! প্লক্ষ ! ন্যগ্রোধ ! নো মনঃ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ? ॥
কচ্চিৎ কুরুবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ !।
রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ ? ॥
কচ্চিত্তুলসি ! কল্যাণি ! গোবিন্দচরণপ্রিয়ে !।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ? ॥
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে ! জাতিযূথিকে !।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥
চূতপিয়ালপনসাসনকোবিদার-
জম্ব্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ !।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১০।৩০।৫-৯

"হে অশ্বত্থ, হে প্লক্ষ, হে ন্যগ্রোধ, প্রেমহাসিমাখা দৃষ্টি দ্বারা আমাদিগের চিত্ত হরণ করিয়া নন্দনন্দন কোথায় গমন করিয়াছেন, তোমরা দেখিয়াছ কি ? হে কুরুবক, অশোক, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, যাহার হাস্যদর্শনে মানিনীর মানভঙ্গ হয়, সেই কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছেন ? হে কল্যাণি, গোবিন্দচরণপ্রিয়ে তুলসি, তোমার অতিপ্রিয়

অচ্যুত, যিনি অলিকুলমালিনী তোমাকে পাদপদ্মে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে দেখিয়াছ কি? হে মালতি, মল্লিকে, জাতি, যূথিকে, করস্পর্শে তোমাদিগকে আনন্দিত করিয়া মাধব এদিকে গিয়াছেন কি? হে চুত, হে পিয়াল, হে পনস, হে আসন, হে কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ, হে যমুনাতীরবাসি তরুগণ, তোমরা ত পরের উপকারের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আত্মহারা এই হতভাগিনীদিগকে কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন, দেখাইয়া দাও।"

এই মর্ম্মস্পর্শিনী বিরহগীতির তুলনা কি আর এ-জগতে আছে! এই এক দৃশ্য; আর ঐ দেখ, গোবিন্দবিয়োগবিধুরা গোপিকাদিগের ন্যায়—

"ভ্রময়ে গৌরাঙ্গ প্রভু বিরহে বেয়াকুল।
প্রেম উন্মাদনে ভেল যৈছন বাউল॥
হেরই সজনি লাগয়ে শেল।
কাঁহা গেও সো সব আনন্দ কেল॥
স্থাবর জঙ্গম যাহা আগে দেখই।
'ব্রজ-সুধাকর কাঁহা' তাহে পুছই॥
ক্ষেণে গড়াগড়ি কান্দে ক্ষেণে উঠি ধায়।
রাধামোহন কহে মরিয়া না যায়॥"

রাধামোহন দাস

মধুরসভৃঙ্গ ভাবুকের—

"চঞ্চল অতি, ধাওল মতি, নাথ-তবে ভবভুবনে।
শশি-ভাস্কর, তারানিকর, পুছত সলিল-পবনে।
হে সুরধুনি, সাগরগামিনি, গতি তব বহু দূরে।
দেখিলে কি তুমি ভরমিয়া ভূমি, যার তরে আঁখি ঝুরে?
মিহির-ইন্দু, কোথা সে বন্ধু? দিঠি তব বহুদূরে।

(গগন-মাঝে যে থাক) (ব'লে ব'লতেও পার)
হেরিছ নগর, সরসী-সাগর, নাথ মম কোন্ পুরে ?"

ব্রহ্মসঙ্গীত—৭ম সং, ৫৪৬ পৃঃ

শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহে জর-জর ; কখনও কৃষ্ণকে নির্দ্দয়, কঠোর বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ; কখনও অভিমানে স্ফীত হইয়া আর তাঁহার নাম লওয়া হইবে না, মনের ভিতরে দৃঢ়সঙ্কল্প করিতেছেন ; কিন্তু প্রাণের উচ্ছ্বাস থামাইয়া রাখিবার সাধ্য নাই, প্রাণ তাঁহার জন্য উন্মত্ত, তাই তাঁহার নাম না লইয়া তাঁহার গোপীদিগের নাম লইতেছেন ; আবার কখনও হৃদয়ের আবেগে সমস্ত ভুলিয়া "দেখা দাও", "দেখা দাও" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন—

"নানা ভাবের প্রাবল্য, বিষাদ, দৈন্য, চাপল্য,
ভাবে-ভাবে হৈল মহারণ ;
ঔৎসুক্য, চাপল্য, দৈন্য, রোমহর্ষ আদি সৈন্য,
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ।
মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন,
গজযুদ্ধে বনের দলন ;
প্রভুর হইল দিব্যোন্মাদ, তনু মনের অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন—*
হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদানুভবিতাসি পদং দৃশোর্মে।"

কৃষ্ণকর্ণামৃত—৪০

---

*এইটি ও পর পৃষ্ঠার বাঙ্গালা কবিতাটি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২য় অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত।

"হায়, হায়, কবে তুমি আমার নয়নগোচর হইবে?" একবার ক্রোধে 'চপল' বলা হইল, পরমুহূর্ত্তেই 'করুণার একমাত্র সিন্ধু' বলিয়া সম্বোধন। প্রেমিকের এইরূপ—

"ভাবাবেশে উঠে প্রণয়-মান।
সোল্লুণ্ঠ-বচন-রীতি মান-গর্ব্ব, ব্যাজস্তুতি
কভু নিন্দা, কভু বা সম্মান।"

কিন্তু প্রাণের ভিতরে একটা ভাব অচল, অটল, স্থির। ভাবটি সুখ ও দুঃখের সম্মিলনে পরম রমণীয় হইয়া হৃদয়ের ভিতরে ইন্দ্রধনুর শোভা বিস্তার করিতেছে। ভক্ত সতীর প্রেমকণ্ঠহারে ভূষিতা হইয়া বলিতেছেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

শ্রীচৈতন্যোক্ত, ১৩৪ অঙ্ক, পদ্যাবলী।

"তাঁহার চরণানুরক্তা যে আমি, আমাকে সে বুকে চাপিয়া ধরিয়া পেষণই করুক, আর দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহতই করুক, সেই লম্পট যাহাই করুক না কেন, আমার প্রাণনাথ সে ভিন্ন আর কেহই নহে।" ক্রোধে তাঁহাকে লম্পট বলা হইল।

মীরাবাই বলিতেছেন—

"মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোই।
জাকে শির মোর মুকুট মোরো পতি সোই॥
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনা নহি কোই।
ছোড় দই কুল কি কান ক্যা করেগা কোই॥
সন্তন ঢিগ বৈঠি লোকলাজ খোই।
অঁসুবন জল সীঁচ সীঁচ প্রেমবেল বোই॥

অব্ ত বেল্ ফৈল গই আনন্দফল হোই ॥
ভগত দেখ রাজী ভই জগত দেখ রোই ।
দাসী মীরা গিরিধর প্রভু তারো অব মোহি ।"

"আমার ত গিরিধারী গোপাল আর কেহই নহে, যাহার মস্তকে ময়ূর-মুকুট, আমার পতি তিনিই। পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, কেহই আপন নহে। কুলের মর্য্যাদা ছাড়িয়া দিয়াছি, কে কি করিবে? সাধুদিগের নিকট বসিয়া বসিয়া লোকলজ্জা হারাইয়াছি। অশ্রুজল সিঞ্চন করিতে-করিতে প্রেমলতা বপন করিয়াছি, এখন সে লতা বিস্তারলাভ করিয়াছে এবং তাহাতে আনন্দফল হইয়াছে। ভক্তজনের সান্নিধ্যে আসিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি এবং জগৎ (মায়া-মোহময় সংসার) দেখিয়া কাঁদিয়াছি (দুঃখ পাইয়াছি)। মীরা দাসী; হে গিরিধর প্রভু, এখন আমাকে ত্রাণ কর।"

ভগবানে পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

এ-অবস্থায় বিরহে বিষের জ্বালা, মিলনে অনন্ত অতৃপ্তি। বিরহে বিষের জ্বালা হইলেও প্রাণের ভিতরে অমৃত ঝরিতে থাকে।

"বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।
এই প্রেমের আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু-চর্ব্বণ,
মুখ জ্ব'লে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন।"

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য—২

মিলনে—

"জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।

লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয়া জুড়ল ন গেল।
বচন অমিয় রস অনুখণ শুনলু
শ্রুতিপথ পরশ ন ভেলি।
কত মধুযামিনী রভসে গোঙাইনু
না বুঝনু কৈছন কেলি॥"

বিদ্যাপতি

এ-অবস্থায়—

"কতেক যতনে পাইয়া রতনে
থুইতে ঠাঞি না পায়।
বিনে কাজে কত পুছে, কত না মু'খানি মোছে
হেন বাসো দেখিতে হারায়।"

এ-সময়ের প্রাণের ভাব আমরা কি বুঝিব? হৃদয়বল্লভকে বুক চিরিয়া হৃদয়ের ভিতর পূরিয়া রাখিলেও পিয়াস মিটে না ; ভগবানের সঙ্গে বুকে-বুকে, মুখে-মুখে থাকা যে কি, তাহা আমরা কি বুঝিতে পারি? তবে এই বুঝি, শ্রুতি যাঁহার সখ্যসম্বন্ধে বলিতেছেন— "স্বাদ্বস্য সখ্যমিতি"—ইঁহার সখ্য স্বাদু, যিনি রসস্বরূপ, "রসো বৈ সঃ", বিল্বমঙ্গল যাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

কৃষ্ণকর্ণামৃত—৯২

"এই বিভুর শরীর মধুর, মধুর ; মুখখানি মধুর, মধুর, মধুর ; অহো! ইঁহার মৃদু হাসিটি মধুগন্ধি, মধুর, মধুর, মধুর, মধুর!"

এমন মধুরের মধুর, সুন্দরের সুন্দর—

সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।

চণ্ডী—আদ্য

"সুন্দর আরও সুন্দর, অশেষ সুন্দর হইতেও অতি সুন্দর" যিনি, তাঁহাকে বুকে করিয়া যে থাকে, তাহার সুখের ইয়ত্তা নাই; সে ধন্য, তাহার কুল ধন্য, যে দেশে সে বাস করে, সে দেশ ধন্য।

ইহলোকে ভক্তির চরমোৎকর্ষ এই পর্য্যন্ত; ইহার পরে কি, তাহা কে বলিবে?

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

ভক্তিপরশমণির সংস্পর্শে যিনি সোনা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় ভাগ্যধর কে? তাঁহার চরণরেণু স্পর্শ করিতে পারিলে আমরাও সেই পরশমণির অধিকারী হইয়া সোনা হইয়া যাইব। ভগবান্ স্বয়ং ভক্তের দাস। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ বলিয়াছেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৯।৪।৬৩

"আমি ভক্তের অধীন, অতএব পরাধীন। আমি ভক্তজনকে বড় ভালবাসি ; সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয় গ্রাস করিয়াছেন, সুতরাং আমার হৃদয়ের উপরে আমার কোন ক্ষমতা নাই।"

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৯।৪।৬৪

"আমি যাঁহাদিগের পরাগতি, সেই সাধু ভক্তগণ ব্যতীত আমি আত্যন্তিকী শ্রী চাহি না ; এমন কি, আমি আমাকেও চাহি না।"

ভক্তের এইরূপই তাঁহার হৃদয়ের উপর রাজত্ব।

যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৯।৪।৬৫

"যাঁহারা পত্নী, গৃহ, পুত্র, আত্মীয়, প্রাণ, ধন, ইহলোক, পরলোক, এই সকলগুলির মমতা পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লইয়াছেন, আমি কিরূপে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি ?"

ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৯।৪।৬৬

"যেরূপ সতী স্ত্রী সৎপতিকে বশীভূত করেন, সেইরূপ সমদর্শী সাধুগণ আমাতে হৃদয় বাঁধিয়া আমাকে বশ করেন।"

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৯।৪।৬৭

"আমার সেবাতে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহারা সেই সেবা দ্বারা লব্ধ সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিও বাঞ্ছা করেন না ; কালে যাহা লয় পায়, এরূপ ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের কথা আর কি বলিব।"

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—৯।৪।৬৮

"সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমি সাধুদিগের হৃদয় ; তাঁহারা আমাকে ভিন্ন অন্য কিছুই জানেন না। আমিও তাঁহাদিগকে ভিন্ন আর কিছুই জানি না।"

ভগবানের সহিত যাঁহাদিগের এইরূপ সম্বন্ধ—বলির দ্বারে যেমন, তেমনি যাঁহাদিগের হৃদয়দ্বারে কর্ত্তাটি প্রেমডোরে বাঁধা, তাঁহাদিগের অপেক্ষা আর এ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কে? উচ্চ কে? সুখী কে? এইরূপ একটি ভক্ত পাইলে—

মোদন্তি পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি।

নারদভক্তিসূত্র—৭১

"পিতৃগণ আনন্দ করেন, দেবগণ নৃত্য করেন, বসুন্ধরা মনে করেন যে, আমি এতদিন অনাথা ছিলাম, আজ আমি সনাথা হইয়াছি।" এমন ভক্ত যেস্থলে পদবিক্ষেপ করেন, সে-স্থল সোনা হয়, যাহা স্পর্শ করেন, তাহাই হীরকে পরিণত হয়, যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিক্ ধ্রুবলোকের শোভন পূর্ণেন্দুজ্যোতিতে আলোকিত হয় ; তাঁহার অঙ্গ-চেষ্টায় চারিদিকে স্বর্গের পরিমল ছুটিতে থাকে, তাঁহার প্রত্যেক বাক্যে পাপীর হৃদয়ে শতদল পদ্ম ফুটিতে থাকে, প্রত্যেক কার্য্যে মন্দাকিনীর বিমলধারা জগৎকে প্লাবিত করে, প্রত্যেক চিন্তায় এই সন্তপ্ত ধরায়

কুশলকুসুমরাশি বর্ষিত হয়; মর্ত্যে তাঁহার নামে আনন্দকোলাহল, স্বর্গে তাঁহার বিজয়দুন্দুভি-নিনাদ, নরলোকের রাজরাজেশ্বরের কনককিরীট তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত, সুরপুরে দেবগণ তাঁহার আসনপ্রান্তে স্থান পাইলে আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন। একবার আসুন, আমরা প্রাণ ভরিয়া ভক্ত ও ভগবানের যুগলমিলন এই জগতে ঘোষণা করি। ভগবান্ সেই দেবদুর্লভ মিলনের পরম মনোহর ছবি দেখাইয়া আমাদিগকে মোহিত করুন, সেই মনোমোহন তাঁহার ভক্তকে লইয়া আমাদিগের হৃদয়সিংহাসনে বিরাজ করুন, আমরা গগনমেদিনী বিকম্পিত করিয়া একবার হরিধ্বনি করি—

জয়তি জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম।
জয়তি জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

শ্রীধরস্বামী-ধৃত

পরিশিষ্ট

অশ্বিনীকুমার দত্ত

বরিশাল সহরের প্রায় সতের মাইল উত্তর-পশ্চিমে বাটাজোড় গ্রাম অশ্বিনীকুমারের পুরুষানুক্রমিক বাসস্থান। পিতামহ নন্দকিশোর দিবসের অধিকাংশ সময় এবং গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পূজাহ্নিকে ব্যাপৃত থাকিতেন। পিতা ব্রজমোহন ১৮৪০ সনে চৌদ্দ বছর বয়সে নিঃসম্বলে তখনকার অতি দুরূহ পথে সুদূর কলিকাতা আসিয়া ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী স্কুলে তিন বৎসর ইংরেজী পড়েন, তারপর গ্রামে ফিরিয়া পনের টাকা বেতনে একটি গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই সামান্য কাজে থাকিয়াই তিনি সদর দেওয়ানি আদালতের আইনের পরীক্ষায় পাস করিয়া পুনরায় কলিকাতা আসিয়া ঐ আদালতে আইনের ব্যবসায় আরম্ভ করেন, কিন্তু মুন্সেফের কাজ লইয়া তাঁহাকে আবার কলিকাতা ত্যাগ করিতে হয়। পরিণামে তিনি মফঃস্বলের বিচার-বিভাগে তৎকালে দেশীয়-গণের প্রাপ্য সর্ব্বোচ্চ বেতনে সর্ব্বপ্রধান পদ ছোট আদালতের জজিয়তি লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু 'গোলামি' করিয়া জীবন কাটাইতে হইল বলিয়া প্রায়ই আক্ষেপ করিতেন। স্বয়ং ছোট লাট অশ্বিনী-কুমারের জন্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদের চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলেন ; কিন্তু ব্রজমোহন তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি স্বাধীনচেতা অথচ সাম্যবাদী ছিলেন। জেলার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার পাল্কী-বাহকগণকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া নিজ পাল্কী বহাইলেন। ব্রজমোহন সাহেবের নামে নালিশ করিয়া ত্রিশ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করিলেন। বাড়ীতে ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিয়াছেন, ভৃত্য উপস্থিত, কিন্তু বালক অশ্বিনীকুমারকে তামাক সাজিয়া আনিতে

বলা হইল। নৌকা চলিতেছে, ছেলেদিগকে প্রথমে দাঁড় টানিতে, তারপর 'বাগুড়া' কাঁধে লইয়া খানিকক্ষণ গুণ টানিতে হইল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'ছেলেরা মনে না করে যে, ওরা জজের ছেলে এক জাত, আর চাকর-মাঝি অন্য জাত।' তিনি খুব রঙ্গপ্রিয় ছিলেন। মুখে-মুখে ছেলেদের কবিতার পাদপূরণ এবং ধর্ম্ম ও নীতির সরল তত্ত্বগুলি শিখাইতেন। স্ত্রী-শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য সরকারের হাতে ন্যস্ত মেয়েদের প্রাপ্য বার্ষিক পঁয়তাল্লিশ টাকার একটি পুরস্কার 'ব্রজমোহন দত্ত পুরস্কার' নামে এখনও চলিতেছে। ধর্ম্মে তিনি উদার বৈদান্তিক ছিলেন, উপনিষদ্ তাঁহার প্রিয় পাঠ্য ছিল। ছেলেদের বলিতেন, 'ওরে নাম কিছু নয় রে, রূপও কিছু নয়, নাম-রূপের অতীত যা, তাই সত্য।' বেদশিক্ষার জন্য একটি করিয়া ছাত্র দুই বৎসর নিজ ব্যয়ে কাশীধামে পাঠাইয়াছিলেন, উপযুক্ত ছাত্র-অভাবে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। 'মানব' নামে তাঁহার রচিত ধর্ম্ম ও মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ সেই সময়ের সুধীসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। অশ্বিনীকুমারের মাতা প্রসন্নময়ী দুইটি পূর্ণবয়স্ক পুত্র ও এক জামাতার অকালমৃত্যুর দুঃসহ শোকে অভিভূত থাকিয়াও পুত্রের অনুষ্ঠিত সকল প্রকার দেশহিতকর কার্য্যের সহিত গূঢ় আন্তরিক যোগ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৬ সনে কলিকাতা কংগ্রেসের স্বদেশী শিল্পাগার বড় লাটসাহেব দ্বারা খোলা হইবে শুনিয়া এই বর্ষীয়সী তেজস্বিনী মহিলা পুত্রকে বলিলেন, 'এ আবার তোদের কেমন কথা, দেশে কি আর লোক ছিল না যে, স্বদেশী মেলা খুলিবে ইংরেজ বড়লাট?'

ব্রজমোহন যখন বরিশাল জেলার পটুয়াখালী উপবিভাগে মুন্সেফী-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন ঐ স্থানেই ১৮৫৬ সনের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়। শিশুকালেই দেবদেবীর

মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিতেন, পূজার স্থানের একটু মাটি খুঁড়িয়া খাইলেই তাঁহার রোগের উপশম হইত। দেবদেবীর অভিনয় ও হরির গান তাঁহার ছেলেবেলার প্রধান খেলা ছিল। কৈশোরে পিতার কর্ম্মস্থল রংপুরের স্কুলে বয়স্থ ভুবনেশ্বর গুপ্তকে লইয়া প্রত্যহ ছোট-খাটো রকমের একটু-একটু প্রার্থনা ও সরল নীতিকথার আলোচনা হইত। এইরূপে বাল্যেই ভগবৎপ্রেম ও বিশুদ্ধ বন্ধু-প্রীতি তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল।

১৮৭০ সনে তিনি রংপুর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ. এ. পড়িতে কলিকাতা আসিলেন। মহামতি কেশবচন্দ্র সেন তখন তাঁহার ত্যাগ-ভক্তিপূত জীবন এবং অসামান্য প্রতিভার বলে কলিকাতার যুবক-সমাজে ধর্ম্ম ও নীতির প্রবল বন্যা তুলিয়াছেন। কিশোর অশ্বিনীকুমার দুই-চারিজন অন্তরঙ্গ বালক-বন্ধু লইয়া কেশবচন্দ্রের প্রত্যেক উপাসনা ও বক্তৃতায় যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ছাত্রাবাসে নিজেদের একটি উপাসনা ও আলোচনা-সভা গড়িয়া উঠিল। কেশবচন্দ্রের 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা'-নামক উপদেশগুলি তাঁহার প্রাণে যে আগুনের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা অগ্নিহোত্রের ন্যায় বহন করিয়া উত্তরকালে তিনি 'অগ্নিময়ী মাগো আমার'-নামক সঙ্গীতরূপে যুবক-দিগকে উপহার দিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের উপাসনা, উপদেশ ও বক্তৃতা-প্রণালী অশ্বিনীকুমার এমনভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, একদিন কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভায় মনীষিকুলাগ্রগণ্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহাকে 'পূর্ব্ববঙ্গের কেশবচন্দ্র' নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন।

তারপর একদিন সত্যের 'আগুন' আসিয়া সত্যই এই বালককে ঘিরিয়া ধরিল। ১৮৭৩ সনে এফ. এ. পাস করিয়া ১৮৭৪ সনে বি. এ. পড়িবার সময় তিনি 'Book of Martyrs'-এ পড়িলেন, খ্রীষ্টভক্তেরা সত্যের আগুনে কেমন করিয়া পুড়িয়া মরিয়াছেন।

নিজ জীবনের একটি কলঙ্ক-মসী-লিপ্ত স্থান তখন সহসা তাঁহার চোখে পড়িল—চৌদ্দ বছরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার সময় তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তখনকার ষোল বছরের নিয়ম বজায় রাখিতে গিয়া আপন বয়স সতের বছর লিখিয়াছেন, এফ্. এ. পরীক্ষা দেওয়ার সময়ও অনুরূপ মিথ্যা লিখিয়াছেন। তখন তিনি ছুটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে গেলেন, তাঁহারা কিঞ্চিৎ উপহাসে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, 'প্রতিকারের পথ নাই।' তিনি বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, পথ ত তাঁহারই হাতে—নিয়মের বয়স না হইলে বি. এ. পরীক্ষা দিবেন না। ঈশ্বরের কৃপা তাঁহার ম্রিয়মাণ হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিল। অমনি অন্তরঙ্গ ধর্ম্মবন্ধু ত্রিগুণাচরণ সেনের কাছে গিয়া তিনি এই সংবাদ জানাইলেন, আর সুগায়ক বন্ধু গান ধরিলেন, 'দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে, কি ভয় সংসার-শোক ঘোর বিপদ্-শাসনে।' প্রাণের সায় মিলিল, অন্তরে অতুল বল আসিল, কলেজের বই বন্ধ হইল, যশোহরে পিতার নিকট চিঠি লিখিয়া দিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধন হইতে কিছুকালের জন্য মুক্তিলাভ করিয়া এই আঠারো বছরের বালক চারিটি মাত্র পয়সা সম্বল করিয়া এক চৈত্রের মধ্যাহ্নে প্রমুক্ত রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। পথ তাহাকে ডাকিল। মধ্যাহ্নের পর সায়াহ্ন, তার পর রাত্রি, ক্রমাগত পশ্চিমাভি-মুখে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। কখনও কোন গাছের তলায়, কখনও কোন পুকুর-ঘাটের চাতালে, কখনও কোন শূন্য গোযানে রাত্রিবাস, আর দৈবাৎ কোন দয়া-পরবশ গৃহস্থের বাড়ীতে এক-আধবেলা আহার। বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত গেলেন, সেখানে তাঁহার পিতার পরিচিত কোন ভদ্রলোক চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। শরীর পথ-শ্রান্তিতে, অনিদ্রায়, অনাহারে ক্লিষ্ট, তথাপি নিঃসম্বল-ভ্রমণের সঙ্কল্প ছাড়িলেন না। সেই ভদ্রলোকের

সঙ্গে আপোষ হইল যে, পায়ে হাঁটিয়াই ফিরিবেন। দশ দিনে এই যাত্রা শেষ করিয়া পিতার কর্ম্মস্থল যশোহরে পৌঁছিলেন। সেখানে নানা ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, স্বল্প খাদ্য, আর 'ওয়েবষ্টারের' মোটা ডিক্‌শনারি বই মাথায় দিয়া আস্তরণশূন্য কঠিন কাষ্ঠশয্যায় শয়ন করিয়া কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত চলিতে লাগিল। তারপর এক ধর্ম্মসভা করিয়া বাড়ীর সন্নিহিত এক গাছের তলায় সেই বালক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও ভগবত্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। সহরের সকল বয়সের ও নানাশ্রেণীর লোকই মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিতেন।

এই সকল ভাবগতিক দেখিয়া হয়ত পিতামাতার মন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, ১৮৭৬ সনে অশ্বিনীকুমারের বিবাহ হইল। সরলাবালা তখন নয় বছরের বালিকা। ক্রমে শিক্ষালাভ করিয়া এই তীক্ষ্ণধী নারী বাঙ্গালার ধর্ম্ম-সাহিত্যে ভাব ও ভাষা-সম্বন্ধে যে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আলাপে ও লেখায় সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইত। পতির ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-জীবনের পবিত্র আদর্শকে সফল করিয়া তুলিতে তিনি অসামান্য সংযমের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। হিন্দুবধূত্বের মর্য্যাদা ও শালীনতা সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অশ্বিনীকুমারের ছাত্র ও সহকর্ম্মীদিগকে নিবিড় স্নেহে অভিষিক্ত করিয়াছেন। প্রসূতি না হইয়াও এই মহীয়সী মহিলা পরিণত বয়সে বহু সন্তানের 'বড়মা' হইয়া, স্বামি-বিয়োগের পর প্রায় দ্বাদশ বর্ষ জীবিত ছিলেন। তাঁহারই আকাঙ্ক্ষায় কলিকাতাস্থ কেওড়াতলা-শ্মশান-ভূমিতে নির্ম্মিত অশ্বিনীকুমারের ক্ষুদ্র স্মৃতি-মন্দির-তলে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হয়।

এই সময়ে কি ভাবিয়া এলাহাবাদ গিয়া অশ্বিনীকুমার আইনের পরীক্ষায় পাস করিলেন ও সেখানে কয়েকমাস আইনের ব্যবসায় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে বয়স-জনিত 'অজ্ঞাতবাসের'

কাল অতীত হইল, পিতার কর্ম্মস্থল কৃষ্ণনগরে আসিয়া সেখানকার সরকারী কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্ত্তি হইলেন। এইখানে ভগবদ্-বিশ্বাস ও সত্যের সচল বিগ্রহ রামতনু লাহিড়ীর ঘনিষ্ঠ-সঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার দৈনন্দিন আচরণ হইতে অশ্বিনীকুমার 'সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা'র মহান্ আদর্শের সন্ধান পাইলেন। পরবর্ত্তিকালে কলিকাতা আসিলেই কি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি তাঁহার প্রিয় ছাত্রদের লইয়া এই মহাপুরুষের পদতলে সমবেত হইতেন। 'ভক্তিযোগের' ২৮ পৃষ্ঠার আখ্যান ইঁহারই বৃত্তান্ত। কৃষ্ণনগর-কলেজ হইতেই অশ্বিনীকুমার বি. এ. ও এম. এ. পাস করেন। এখান হইতে একদিন তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের আদি লীলাভূমি বাঙ্গালার সংস্কৃত-শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপে গিয়া 'নবদ্বীপ ও হরির নাম'-শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন। নবদ্বীপে পণ্ডিতসমাজের শীর্ষস্থানীয় কেহ-কেহ ঐ বক্তৃতা শুনিয়া যুবক অশ্বিনীকুমারকে আবেগপূর্ণ আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগর-কলেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি ঐ কলেজ বা তৎসংশ্লিষ্ট স্কুলে অতি অল্পকালের জন্য শিক্ষকের কাজ করেন; কিন্তু তিনি এম্. এ. পাস ও বি. এল্. পরীক্ষা দেওয়ার পর ১৮৭৮-৭৯ সনে শ্রীরামপুর চাতরা উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকরূপে এই মহাব্রতে দীক্ষা লইলেন। এখানে আসিয়া দেখিলেন, স্কুলের নৈতিক আবহাওয়া বড়ই অপ্রীতিকর, ছেলেদের প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল, প্রাচীরগাত্র নানারূপ অশ্রাব্য লেখায় কলঙ্কিত। অন্তর্নিহিত প্রেমালোকে অশ্বিনীকুমার এক অভিনব পন্থার সন্ধান পাইলেন। ছেলেদের খেলাধূলা, হাসিগল্প, গান-বাজনা ইত্যাদি সকল ব্যাপারে এই তরুণ হেড্‌মাষ্টারটি ঠিক তাহাদেরই একজন হইয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণে ছেলের দল লইয়া দূর স্থলপথে

ও সময়-সময় গঙ্গাবুক্ষে নৌকাভ্রমণ এবং আনুষঙ্গিক আমোদ-প্রমোদ, বনভোজন ইত্যাদি চলিতে লাগিল। ক্রমে আর 'হেড্‌মাষ্টার' ছাড়া ছেলেদের কোথাও যাইতে ভাল লাগে না। তাঁহার তখনকার ছাত্র শ্রীরামপুরবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠ হাইকোর্টের উকিল শিবচন্দ্র পালিত পরিণতবয়সে তাঁহার সামনেই একদিন বলিয়াছিলেন, আমরা এঁর কাঁধে হাত দিয়া বেড়াইতাম, সময়-সময় ঘাড়েও চড়িতাম, আর ঘরের সব জিনিষ লুটিয়া খাইতাম, কিন্তু স্কুলে আসিয়া দেখিতাম অন্য এক মূর্ত্তি।' স্কুলের কর্ম্মকর্ত্তা প্রবীণ ভূস্বামী নন্দ গোঁসাই মহাশয় যুবক হেড্‌মাষ্টারের এই অশ্রুতপূর্ব্ব রীতিনীতি দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এ তুমি কি কর?' অশ্বিনীকুমার দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'একটু অপেক্ষা করুন।' কয়েক মাসের মধ্যেই ছেলেদের চেহারা ফিরিয়া গেল, দেওয়ালের কুৎসিত লেখা অদৃশ্য হইল, স্কুলে এমন কি সমস্ত সহরে এক সুস্থ সবল হাওয়া বহিতে লাগিল। উত্তরকালে 'ছেলেধরা'র এই অব্যর্থ বীজমন্ত্র প্রথমে বরিশালে পরে বাঙ্গালার অনেক স্থানে এক নূতন জীবনের সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৮৮০ সনের ৭ই জানুয়ারী অশ্বিনীকুমারের ঐ স্কুল ত্যাগ করার দিন ছেলেরা তাঁহাকে যে বিদায়পত্র দিয়াছিল, তাহার শেষ অংশ এই :—

> "আপনার ঐকান্তিক যত্নেই এই বিদ্যালয়ে ব্যায়াম-শিক্ষা, অশ্লীলতা-নিবারণ, ছাত্রসভা ও উহার আনুষঙ্গিক পুস্তকালয় হইয়াছে। যদি আমাদের কিছুমাত্র ধর্ম্মভাব, অসৎকার্য্যে ঘৃণা, চরিত্র-সংশোধন, স্বদেশানুরাগ ও পরোপকার-ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সমুদয় আপনার সারগর্ভ উপদেশের ফল ছাড়া আর কিছুই নহে। আপনি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের উপকারসাধনে যে কেবলমাত্র যত্নবান্ ছিলেন, এমন নহে ; যে উপায় অবলম্বন করিলে শ্রীরামপুর-নগরবাসী জনগণের উপকারসাধন হইতে পারে, তজ্জন্য সাধ্যমত

যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এবং লোকের দ্বারে-দ্বারে গিয়া শ্রীরামপুর-এসোসিয়েশন-নাম্নী একটি সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। অশ্রুমোচন ভিন্ন এই সকল উপকারের প্রতিদান দিতে আমরা নিতান্ত অক্ষম। চিরকালের নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট ঋণী থাকিব।"

১৮৮১ সনে অশ্বিনীকুমার দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের দর্শনলাভ করেন এবং তাহার পর নানা সময়ে চারি-পাঁচ বার সেখানে যান ও তাঁহার গভীর স্নেহের প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। এই সকল দর্শনলাভে অশ্বিনীকুমার যাহা পাইলেন, তাহা 'শ্রীম'র নিকট লিখিত তাঁহার নিজের এক চিঠিতে এই ভাবে বর্ণিত আছে—

"ঠাকুরের সঙ্গে মাত্র চার-পাঁচ দিনের দেখা, কিন্তু সেই অল্পসময়ের মধ্যেই এমন হ'য়েছিল যে, তাঁকে মনে হ'ত, যেন এক ক্লাসে প'ড়েছি। কেমন 'বেরাদারে'র মত কথা ব'লেছি—সম্মুখ থেকে স'রে এলেই মনে হ'ত, 'আরে বাপ্‌রে, কার কাছে গেছ্‌লাম!' ঐ কয়দিনে যা দেখেছি ও পেয়েছি, তাতে জীবন মধুময় ক'রে রেখেছে। সেই দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু যতনে পেটারায় পূরে রেখে দিয়েছি। সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল।"

পরে আর এক উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, 'পরমহংসদেবের কাছে যতক্ষণ থাকিতাম, মনে হইত, যেন রসের সাগরে হাবু-ডুবু খাইতেছি।' 'ঠাকুর' একদিন তাঁকে 'নরেনের' সঙ্গে আলাপ করিতে বলিলেন, কিন্তু 'নরেন' সেদিন মাথাধরার জন্য কথা বলিতে পারিলেন না, অন্য একদিন দেখা হইবে বলিলেন। প্রায় দশ বছর পরে স্বামী বিবেকানন্দ আলমোড়ায় গিয়াছেন, অশ্বিনীকুমারও তখন সেখানে। স্বামীজির দ্বারে আসিয়া এক যুবক-সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত আছেন? দেখা করিব।' সাধুটি একটু উত্তেজিতভাবে বলিলেন, 'নরেন্দ্রনাথ এখানে কেহ নাই।' কিন্তু সমজদার স্বামীজি কৌতূহলী হইয়া ভিতর হইতে তারস্বরে

বলিয়া উঠিলেন, 'আছেন, আসুন।' অশ্বিনীকুমার নিজ নাম বলিলেন, নিবিড় আলিঙ্গন হইল। তখন স্বামীজির এক আমেরিকান শিষ্য হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাঁর পায়ের বুটজুতাটি খুলিয়া দিতেছেন। ঠাকুর যে আলাপ করিতে বলিয়াছিলেন, মাথাধরার জন্য তাহা হইল না, আশ্চর্য্য, স্বামীজির সেই কথাটিও মনে আছে। অশ্বিনীকুমার বলিলেন, 'তাই আজ ঠাকুরের নরেনের সঙ্গে আলাপ করিতে আসিয়াছি। একটি কথা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি, মাদ্রাজে একজন আপনাকে 'Pariah' (অস্পৃশ্য) বলিয়াছিল, আপনি তাহাকে 'Pariah of Pariahs' বলিয়াছেন—ইহা কি সত্য?' স্বামীজি—হাঁ সত্য, কিন্তু আমি কি কখনও বলিয়াছি যে, এ কথাটা বলা আমার ঠিক হইয়াছে?' অশ্বিনীকুমার যুক্তকরে বলিলেন, 'আজ আমি আমেরিকাবিজয়ী ঠাকুরের খাঁটি নরেন্দ্র-নাথকে (মানবশ্রেষ্ঠকে) দেখিলাম, ঠাকুরের পায়ে আবার আমার সহস্র প্রণাম।'

ইতিমধ্যে আইনের পরীক্ষায় পাস করিয়া ১৮৮০ সনে অশ্বিনীকুমার ব্যবহারাজীবের বেশে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র বরিশাল সহরে প্রবেশ করিলেন। অল্প সময়েই অর্থ ও প্রতিপত্তি দুইই আসিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি বিচলিত হইল না। দেখিলেন, সহরে প্রতিভা আছে, প্রাণ নাই। তখন 'শ্রেয়' জাগিয়া উঠিল, 'প্রেয়' হটিতে লাগিল। তখন তিনি ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ইন্ধনসমূহ সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালাইবার কাজে লাগিয়া গেলেন। বরিশালের ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে মন্দিরে বক্তৃতা দিতে সাদরে আহ্বান করিলেন। ইংরেজীতে 'Rejoicings in the Brahmo Samaj', 'Silver Wedding of the East and the West' ও বাঙ্গালায় 'জলে আগুন' 'সরকারে খাবো' প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। অসামান্য বাগ্মিতা-শক্তি বিকশিত হইয়া উঠিল, প্রাণের আবেগ শ্রোতাদিগকে ঈশ্বরীয়ভাবে আপ্লুত করিল। ভগবৎ-

কীর্ত্তনে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ে সময়-সময় বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। ধর্ম্মপ্রাণ পরলোকগত ললিতমোহন দাশের লেখা হইতে ১৮৮৪ সনের একটি চিত্র উদ্ধৃত হইল :—

'একদিন যাইয়া দেখি, বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছে ; মন্দির লোকে পূর্ণ, আমি কোন রকমে পশ্চাতের বেঞ্চে স্থান করিয়া লইলাম। অশ্বিনীবাবু এক-একটি কথা বলিতেছেন, আর থামিতেছেন। হঠাৎ তিনি পড়িয়া গেলেন, আর 'কবে সহজে মা ব'লে জুড়াব প্রাণ' এই গান আরম্ভ হইল। বক্তৃতা আর হইল না, ১০টা পর্য্যন্ত গান চলিল। কি উদ্দীপনা, কি বিভোর ভাব! অশ্বিনী-বাবু সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন, মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতেন। সেই দিন প্রথম হইতেই ঐ ভাব হইয়াছিল। আমার দুঃখ হইল, আগে কেন আসিলাম না। তদবধি সকালে উপাসনায় মন্দিরে যাইতাম।'

অশ্বিনীকুমারের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্মেষ হইতেই দেখা যায় যে, ভাবে তাঁহাকে কর্ম্মের কঠিন পথ হইতে কখনও স্খলিত করিতে পারে নাই। 'ভক্তিযোগের' ১৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত বৃত্তান্তটি তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য দেবপ্রতিম ক্ষেত্রনাথ ঘোষের সম্পর্কে তাঁহার নিজেরই অনুষ্ঠিত পর-বর্ত্তী জীবনের একটি ঘটনা। অশ্বিনীকুমার এখন কর্ম্মে লাগিয়া গেলেন। স্থানীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবকে সভাপতি ও কর্ম্মোৎসাহী একজন প্রধান জমিদারকে সম্পাদক করিয়া 'জনসাধারণ-সভা' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হইল। কিছুদিন পরে অশ্বিনীকুমার নিজেই বহুকাল এই সভার সম্পাদকরূপে বরিশালের সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক সমাজনৈতিক কাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। গ্রামগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করা, শাখা-সমিতি স্থাপন করিয়া গ্রামের জনসংখ্যা, জন-সাধারণের শিক্ষা এবং রাস্তা, পুকুর ও স্বাস্থ্যের অবস্থার বিস্তারিত তথ্য-সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হইল। আসামের চা-বাগানে স্কুকুরমণি-নাম্নী

কুলী-রমণী ইংরেজ ওয়েব সাহেব কর্ত্তৃক নিগৃহীত হওয়ার সংবাদে অশ্বিনীকুমার এই সমিতির উদ্যোগে আহূত সভায় একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিলেন। এদিকে, আদালতের কাজ শেষ হইলে বাড়ী আসিয়া কয়েকজন বন্ধুসহ বাজারের রাস্তার মোড়ে একটা কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক ও দোকানদার বা খালের মাঝি-মাল্লাদিগকে উদ্দেশ করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজনীতির সহজ কথাগুলি তাহাদেরই ভাষায় তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। ক্রমে অশ্বিনীকুমারের মনে হইল, দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা সহজ ভাষায় ইহাদিগকে বুঝাইতে পারিলে জনচেতনা উদ্বুদ্ধ করা যাইতে পারে। তাহা করিতে হইলে বক্তৃতার সঙ্গে একটি ছোট-খাটো রকমের গায়কদল প্রয়োজন, কিন্তু সেই ধরণের উপযুক্ত সঙ্গীত তখন কোথায়? অমনি কাছারির রাস্তায় যাইতে আসিতে একটি-একটি করিয়া সঙ্গীত মনে-মনে রচিত হইয়া রাত্রিতে তাহা লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। কিছুকালের মধ্যেই 'জনৈক ভারত-ভৃত্য'-কর্ত্তৃক রচিত 'ভারতগীতি' নামে কয়েকটি জাতীয়সঙ্গীতের একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। একটি ক্ষুদ্র গায়কদল সংগ্রহ হইল, আবার প্রায় প্রতিসন্ধ্যায় বাজারে, খালের ধারে, নদীর তীরে সেই কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়াইয়া ঐ সকল গানের সংযোগে রাজনীতি ও অর্থনীতির সরল তথ্যগুলি লইয়া বক্তৃতা চলিতে লাগিল। নিম্নে এই সকল গানের নমুনা-স্বরূপ কয়েকটি বিক্ষিপ্ত পদ উদ্ধৃত হইল :—

(১) সোনার এই রাজ্য ছিল, ক্রমে-ক্রমে সকল গেল
এমন যে ভারতবর্ষ গেল ছারেখারে।

* * *

ছিল ধনধান্যে ভরা, হ'লো এমন কপাল পোড়া
(এখন) অন্নাভাবে হা হতোঽস্মি প্রতি ঘরে-ঘরে

(২) হায় হায় কি হইল, এত দৈত্যদানব এলো
লুঠি নিল যাহা ছিল এ-স্বর্ণমন্দিরে পশি।

* * *

যাতে এ-দুর্গতি যাবে, এসো চিন্তা করি সবে।
আয় রে মুসলমান ভাই, এতে জাতিভেদ নাই
এ কাজেতে ভাই ভাই আমরা সকলে।

(৩) বিধি কি নিদ্রিত আজ মনে কর বিদেশিগণ?
আজিও সে ন্যায়দণ্ড করিছে সবে শাসন।

* * *

কথায়-কথায় চক্ষু রাঙাও, পদাঘাতে পিলে ফাটাও
বিকারেতে সরা হেন দেখ ত্রিভুবন।

* * *

যাদের তুই দেখ্‌তে নারিস্, 'নিগার' ব'লে ঘৃণা করিস্
একদিন সেই 'নিগারে' পুছবে নারে
কাঁদবি রে তার পায়ে প'ড়ে।

এই ছোট বইখানি প্রকাশের তারিখ ১৮৮৪ সন। সুতরাং এই প্রচারকার্য্য কংগ্রেসের অন্ততঃ এক বছর এবং স্বদেশী-যুগের অন্ততঃ একুশ বছর আগেকার বৃত্তান্ত। অশ্বিনীকুমারের পূর্ব্বে ভারতের কোথাও এই সকল কথা ঠিক এইভাবে প্রচারিত করিয়া জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা, জানি না।

একটি উৎসাহী ব্রাহ্ম-যুবক এই সময়েই এক অপরাহ্নে সংবাদ দিল, সহরের উপকণ্ঠে এক রাস্তার ধারে একটি লোক পড়িয়া আছে। অশ্বিনীকুমার সেই যুবকটির সঙ্গে গিয়া সেই রোগীটিকে আনিয়া হাসপাতালে ভর্ত্তির ব্যবস্থা করিলেন। কিছুকাল পরেই সহরে খুব কলেরা দেখা দিল, কয়েকজন অসহায় কলেরা-রোগীরও খবর আসিতে

লাগিল। তখন কর্ম্মের এক নূতন পথ তাঁহার চোখে পড়িল। অমনি তিনি কয়েকজন উৎসাহী কর্ম্মী লইয়া একটি ক্ষুদ্র সঙ্ঘ গঠন করিলেন। পালা করিয়া বাড়ী-বাড়ী গিয়া নিঃসম্বল রোগীদের কখনও দিনে, কখনও বা রাত্রি জাগিয়া সেবা চলিতে লাগিল। হাসপাতালে স্থান না পাইলে কোন খালি জায়গায় ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর তৈয়ার করিয়া তাহাতে রোগী রাখিয়া তাহাদের ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইত। সহরের ডাক্তাররা আসিয়া একান্তমনে সাহায্য করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমার এই ভাবে তাঁহার সেবাসঙ্গীদের সঙ্গে অনেক বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন, আর স্বহস্তে অনেক মলমূত্র পরিষ্কার করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি এই অনুষ্ঠানটিকে তাঁহার স্থাপিত স্কুলের সঙ্গে যোগ করিয়া দেন।

এইরূপে বাঙ্গালার এই অখ্যাতনামা পল্লী-সহরটি প্রাণশক্তির সর্ব্বমুখী স্পন্দনে কাঁপিয়া উঠিল। ভিত্তি যখন দৃঢ় হইল, তখন অশ্বিনী-কুমার কি ভাবে ইহার উপর কি গড়িয়া তুলিলেন তাহা এখন চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া সংক্ষেপে দেখাইব—(১) ধর্ম্ম (২) শিক্ষা (৩) রাজনীতি (৪) দুঃস্থ-সেবা।

(১) ধর্ম্ম ঃ—অশ্বিনীকুমার বরিশালে একটি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 'শিক্ষা'-শীর্ষে তাহার সম্বন্ধে কিছু বিস্তার করিয়া বলিব। এই বিদ্যালয়ের প্রশস্ত গৃহে সকল শ্রেণীর শ্রোতাদিগকে আহ্বান করিয়া তিনি তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে কতকগুলি করিয়া ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। ১৮৮৭-৮৮ সনে 'ভক্তিযোগের' বক্তৃতা দেন, তাহাই পরে বর্ত্তমান পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বক্তৃতার দ্বিতীয়ধারা 'দুর্গোৎসব-তত্ত্ব'। অন্তরের ভক্তিই যে পূজার শ্রেষ্ঠতম উপকরণ, পুষ্প, পত্র, নৈবেদ্যাদি, এমন কি মূর্ত্তিও বাহ্য সহায়মাত্র, ইহা দুর্গাপূজার তত্ত্বসহ বিবৃত করেন। তৃতীয় ধারা 'প্রেম'—ইহাতে ঈশ্বরভক্তি ও তৎপ্রসূত 'সর্ব্বজীবে

প্রীতি'ই যে মানব-জীবনের চরম আদর্শ, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই দুই বক্তৃতাই ঐ-ঐ নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'ভক্তি-যোগের' ন্যায় 'কর্ম্মযোগ' ও 'জ্ঞানযোগ'-সম্বন্ধেও বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। অনেক বৎসর পরে ১৯১৪ সনে 'কর্ম্মযোগ'-নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন, কিন্তু 'জ্ঞানযোগ' সঙ্কল্প মাত্রেই রহিয়া গেল, বলা বা লেখা কিছুই হইল না। 'কর্ম্মযোগে' তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ব্যাখ্যাত কর্ম্মতত্ত্ব পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বহু শাস্ত্রীয় বচন ও যুক্তি দ্বারা সরলভাবে বিশদরূপে বিবৃত করেন। ইহা ব্যতীত তিনি ধর্ম্ম-বিষয়ক আর কোন বক্তৃতা দেন নাই বা গ্রন্থ লেখেন নাই, কিন্তু কতিপয় ধর্ম্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল সঙ্গীতের নমুনা-স্বরূপ তিনটি মাত্র বিক্ষিপ্ত পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

(১) প্রেম-গিরি-কন্দরে যোগী হ'য়ে রহিব
আনন্দ-নির্ঝর-পাশে যোগধ্যানে বসিব।

* * *

হাসিব কাঁদিব আমি নাচিব আর গাইব।

(২) লুকানো মাণিক তুল্‌বি যদি ডুব দে প্রেম-সাগরের জলে
খুঁজ্‌লে পরে যেথা-সেথা সে ধন কি ভাই অমনি মিলে?

(৩) তুমি মধু তুমি মধু তুমি মধু—ইত্যাদি।

প্রেমে অশ্বিনীকুমার স্বভাবসিদ্ধ ছিলেন। শিশু যেমন মায়ের বুকে একান্ত সংলগ্ন থাকিয়া স্তন্যপান করে, অশ্বিনীকুমার তাঁর প্রিয়তমের বুকে থাকিয়া অহর্নিশ সেইরূপে প্রেমমধু পান করিয়াছেন। মরীর পাহাড়ের দূর শৃঙ্গ হইতে অদৃশ্য কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—'পিলে রে অবধূ হো মাতোয়ারা পিয়ালা হরি-প্রেম-রসকা রে', আর অমনি সেই নিবিড় অরণ্যের ভিতর বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কলিকাতার জনাকীর্ণ রাস্তার পাশে এক গলিত কুষ্ঠীকে দেখিয়া সঙ্গীয় যুবক-বন্ধুকে বলিয়া উঠিলেন,

'দেখ্ দেখ্, ঠাকুর এই কি মূর্ত্তিতে এখানে বসিয়া আছেন।' কীর্ত্তনে তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেন না। মনের মত গান শুনিলেই তাঁহার বুক কাঁপিত, চোখে ধারা বহিত ও পা টলিত। ছাত্রদের লইয়া প্রতি শনিবার স্কুলে সান্ধ্য-প্রার্থনার যে আয়োজন হইত, সেখানে বসিয়া কিছুক্ষণ বলিয়াই তিনি বাক্শক্তিরহিত হইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। পাপের জন্য আক্ষেপ বা শোক-দুঃখ দূর করার জন্য প্রার্থনা তাঁহার পছন্দ হইত না। অন্তরীণে আবদ্ধ থাকিয়া লক্ষ্মৌ জেলে বসিয়া তিনি গান লিখিলেন, 'আমি তোর মুখ ফুলানো ভগবানের ধার ধারি না ভাই * * স্ফূর্ত্তি আমার প্রাণ।'

জাতি, ধর্ম্ম, বয়স, পদ ও সাধুপাপি-নির্ব্বিশেষে এই প্রেমমধু তিনি সর্ব্বজীবে বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। কুসঙ্গ হইতে আসিয়া কেহ যখনই মনের ব্যথায় প্রাণ খুলিয়া সকল কথা বলিয়াছে, অমনি তিনি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। সহরের শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধ পুত্রবিয়োগকাতর একাধিক পিতা অশ্বিনীকুমারের প্রেমহস্তে শোকের অশ্রু মুছাইয়া লইয়াছেন। নিজ বাড়ীর মলমূত্র-পরিষ্কারক গোপাল মেথর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার আদর্শ বলিয়া একদিন তিনি অতর্কিত-ভাবে তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। যেমন দিয়াছেন, তেমনই পাইয়াছেন। কাশীতে ভাস্বরানন্দ স্বামী নিজ হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু লাগাইয়া বসিতে বলিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আভি ত প্রেম কা সুরু হুয়া, ইস্‌কো দৃঢ় করনা চাহিয়ে।' আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির প্রতীক বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু দেওঘরের নিজ বাটীতে অপ্রত্যাশিতভাবে অশ্বিনীকুমারকে দেখিয়া 'কে, অশ্বিনা, উঃ কি আনন্দ!' বলিয়া আসন হইতে ত্রস্তভাবে উঠিয়া তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। একদিন নগ্নদেহ, নগ্নপদ, রুক্ষ-কেশ, নিম্নার্দ্ধ কথঞ্চিৎ আবৃত এক বৃদ্ধ তাঁহার বরিশালের বাড়ীর

ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'তুমি অশ্বিনী দত্ত? একটু ব'সো, আমি দেখি।' আর টস্ টস্ করিয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিল। অশ্বিনীকুমার ত অবাক্, লাফ দিয়া উঠিয়া সেই 'হরিজন' বৃদ্ধকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজপার্শ্বে তক্তপোষের উপর বসাইলেন। মানুষ ও ভগবান্, সংসার ও ধর্ম্ম, তিনি এই প্রেমের দ্বারা একসূত্রে গাঁথিয়া লইয়াছিলেন। ১৮৮৬ সনে অশ্বিনীকুমার প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষালাভ করেন।

(২) শিক্ষা:—১৮৮৪ সনের ২৭শে জুন অশ্বিনীকুমার নিজ পিতার নামে ব্রজমোহন ইন্ষ্টিটিউশন-নামক একটি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। অল্পকালের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা যেমন বাড়িতে লাগিল, তেমন তাঁহার পুরাতন বন্ধু এবং শিষ্যগণও আসিয়া স্কুলের কাজে তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে লাগিলেন। শ্রীরামপুর চাতরা স্কুলের গৃহে যে মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া আসিয়াছিলেন, অশ্বিনীকুমার এখন সেই মন্ত্র বরিশালের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল ভাল 'পাস' করান নয়, মানুষ গড়ার ব্রতে আগে শিক্ষকসঙ্ঘকে দীক্ষিত করিয়া লইলেন। ভর্ত্তি হওয়ার সময় বিদ্যার্থিগণ ছাত্রজীবন-সম্বন্ধে কার্য্যকরী বিশটি উপদেশ-সংবলিত একখানি মুদ্রিত কাগজ হাতে পাইত। তাহার মুখবন্ধে লেখা ছিল—

> 'আমরা বিদ্যালয়ে ও গৃহে উভয় স্থলেই তোমার ব্যবহার সমভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিব। তোমার প্রতি আমাদের তত্ত্বাবধান বিদ্যালয়ের ছুটি হওয়ার সঙ্গে শেষ হইবে না।'

অশ্বিনীকুমার স্বয়ং, পরে কলেজের অধ্যক্ষ, হেড্‌মাষ্টার ও অপর শিক্ষকেরা কেহ-কেহ পৃথক্-পৃথক্ ভাবে রজনীর অন্ধকারে লণ্ঠন হাতে লইয়া ছেলেদের বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়াছেন—কখনও তাহাদের রোগশয্যায়, কখনও বা তাহাদের পারিবারিক দুঃখদুর্দ্দশায়

সান্ত্বনা দিতেন এবং প্রায়শঃ তাহাদের পরীক্ষার কিছু পূর্ব্বে তাহাদের পড়াশুনার খোঁজ লইতেন। একটি বয়স্ক ছেলে কুপথে পা বাড়াইয়াছে শুনিয়া 'পণ্ডিত মহাশয়' গভীর রাত্রে রাস্তার ধারে লুক্কায়িত থাকিয়া দেখামাত্র তাহার কানে ধরিয়া তাহাকে নিকটস্থ শ্মশানে লইয়া গেলেন। ছেলেটি কাঁদিয়া পায়ে পড়িয়া শপথ করিল। যতদিন স্কুলে ছিল, পণ্ডিতমহাশয়ের সতর্ক স্নেহের নজরে থাকিয়া আর কখনও পথভ্রষ্ট হয় নাই। ছেলের দল তাস খেলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করিতেছে, শুনিয়া প্রিন্সিপাল তৎক্ষণাৎ স্বয়ং সেখানে গিয়া হাজির। এফ. এ. ক্লাসের একটি ছাত্র অঙ্কের বইয়ের একটি কঠিন স্থানে আসিয়া পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। অঙ্কের অধ্যাপক লণ্ঠন হাতে সেই রাত্রির অন্ধকারে তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। ছেলেরা কেহ-কেহ তাহাদের প্রতিদিনের কাজ ও যখন যে কথা বা চিন্তা মনে আসিয়াছে, শিক্ষকের উপদেশমত তাহা লিখিয়াছে—ছুটির দিন শিক্ষকমহাশয় তাহাদের লইয়া স্কুল-ঘরে বসিয়া একটি-একটি করিয়া ডাকিয়া সেই লেখার ভাষা ও ভাব-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। ক্লাসের শিক্ষক আপন ছেলেদের লইয়া সময়-সময় সহরের উপকণ্ঠস্থ উন্মুক্ত প্রশস্ত ভূমিতে গিয়া খেলা করিতেন। কখনও-কখনও কিছু সামান্য গ্রাম্য রকমের জলযোগের ব্যবস্থা থাকিত। ব্রজমোহন-বিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি পতাকা হইল, তাহাতে অশ্বিনীকুমারের প্রিয় বাণী 'সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা অঙ্কিত। স্কুলের নিজস্ব একটি সঙ্গীতও হইল। ছেলের দল পতাকা হস্তে ঐ সঙ্গীত গান করিতে করিতে নিজ-নিজ শিক্ষকসহ খেলার মাঠে যাইত, আর আসিত। পূজার বন্ধে স্কুলের ছুটি-উপলক্ষে ও অন্য বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষে প্রতিবৎসর নানারূপ আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত হইত।

ব্যায়ামের ক্লাসে নূতন নূতন নানারূপ ধরণ শেখান হইত। এইরূপে স্কুলে কয়েকটি অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠিল; যথা—(১) Little Brothers of the Poor (গরিবদের ছোট-ছোট ভাই)—রোগী বা দরিদ্রের সেবা; (২) Band of Mercy (করুণা-সঙ্ঘ)—পশুপক্ষী আদি অন্য জীবের সেবা; (৩) Fire Brigade (অগ্নি-নির্ব্বাপক সঙ্ঘ)—সহরে বহু কুঁড়ে ঘর ছিল, প্রায়ই আগুন লাগিত, সেই অগ্নি-নির্ব্বাণ ও বিপন্নদের সাহায্যের বন্দোবস্ত; (৪) Friends' Union (বন্ধু-মিলন)—প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় শিক্ষক ও ছেলেদের মিলিত হওয়া, তারপর সান্ধ্যপ্রার্থনা—কখনও অশ্বিনীকুমার স্বয়ং, কখনও কলেজের অধ্যক্ষ, প্রধান বা অপর শিক্ষক, পণ্ডিত ও মুসলমান মৌলবী এই অসাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিতেন। শিক্ষক ও ছেলের প্রতি উপদেশ ছিল যে, এইসব কোন কাজ যেন ছেলের স্বাস্থ্য বা পাঠের ব্যাঘাত না জন্মায়।

এইরূপে সহরে এক নূতন জগতের সৃষ্টি হইল। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতনামা নিষ্ঠাবান্ খ্রীষ্টিয়ান রেজিষ্ট্রার রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্কুল পরিদর্শনে আসিয়া বিস্মিতনেত্রে দেখিলেন, স্কুলের 'হল'ঘরে ছেলেরা যার-যার স্থানে বসিয়া নিঃশব্দে পরীক্ষার উত্তরপত্র লিখিতেছে, একটি গার্ড (এখনকার 'ইনভিজিলেটর') কোথাও নাই। হেড্ মাষ্টার উত্তরে বলিলেন, 'আমার ছেলেরা প্রত্যেকে নিজের ও অপরের গার্ড। একটি ছেলে পূর্ব্বাহ্নে পরীক্ষা দিতে বসিয়া ভুলে অপরাহ্নের প্রশ্নপত্র হাতে পাইল, শিরোনামা পড়িয়াই অমনি তাহা ফিরাইয়া দিল। বারবণিতাদিগকে পথে সংযত হইয়া চলিতে হইত। শ্লীলতার হানিজনক কোন অনুষ্ঠান সহরে কোথাও অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। সেটেলমেণ্ট-অফিসার বিটসন্-বেল, যিনি পরে ছোটলাট হইয়াছিলেন, দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মচারি-নিয়োগে ব্রজমোহন-বিদ্যালয়ের

প্রাক্তন ছাত্র পাইলে তাহাকে প্রথম স্থান দিতেন। একটি ইংরেজ খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মযাজক একদিন এক সভায় বলিলেন, 'আমি এবার দেশে গিয়া বলিয়াছি যে, আমি বাঙ্গলার এমন একটি শহরে বাস করি, যেখানে একটি স্কুলের ছাত্রেরা সুস্থ ও সবল এবং সততা ও সৎকর্ম্মের এক মহান্ আদর্শ বিস্তার করিতেছে।' এই সমস্ত কার্য্যে রত থাকিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল এমন সন্তোষজনক হইতে লাগিল যে, স্বয়ং লাটসাহেব একবার বলিলেন, 'এই ইন্ষ্টিটিউশনটি প্রধান নগরীর সর্ব্বপ্রধান শিক্ষায়তনের শ্রেষ্ঠতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতে উদ্যত হইয়াছে। তখনকার ঢাকা-বিভাগের সর্ব্বপ্রধান সরকারী স্কুল-পরিদর্শক বলিলেন, 'এই স্কুলটি সকল দিকেই একটি আদর্শ বিদ্যালয়।'

অশ্বিনীকুমারের বাসকক্ষে কয়েক বৎসর প্রতি অপরাহ্নে দশ পনেরটি স্কুল-কলেজের ছেলে আসিয়া সমবেত হইত। তাহারা তাঁহার প্রশস্ত তক্তপোষখানির উপর তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া কেহ হাতপাখায় হাওয়া করিত, কেহ বা তাঁহার উন্মুক্ত পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইত, আর তিনি কোন ইতিহাস বা জীবন-চরিত গ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ করিতেন বা ঐরূপ বিষয়ে কিছু বলিতেন। সূর্য্যাস্তের রঙ্গিন্ আভা আকাশে পড়িলেই তিনি ঐ ছেলেদের লইয়া মাঠের দিকে মাইল দুই হাঁটিতেন, আর ছেলেরা গল্প, গান ও ছুটাছুটি—যাহা খুসী করিত; স্কুল-কলেজের মালিক বা অধ্যাপক বলিয়া তাহাদের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না। রাত্রিতে কেহ-কেহ কখন-কখন তাঁহার সঙ্গে একথালায় বসিয়া রুটি-তরকারী খাইত, কেহ বা সেই তক্তপোষের উপর তাঁহার পাশেই ঘুমাইয়া পড়িত।

সহরের অন্য এক প্রান্তে অপর একটি শিক্ষকের ক্ষুদ্র কুটীরে মাঝে-মাঝে আর একটি ক্ষুদ্র আকারের 'সঙ্গত' বসিত। তিনি

বাল্যে যশোহরে পড়িতেন, সেখানে তিনি অশ্বিনীকুমারের 'সত্য' ও প্রেম, পবিত্রতা'র মন্ত্রে দীক্ষালাভ করেন। অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিবামাত্র দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব একদিন বলিয়া উঠিলেন, 'এঁ্যা,আরে এটিকে কোথায় পেলে?' এমনি ভাস্বর তাঁহার মূর্ত্তি! বি.এ. পাস করিয়াই ব্রজমোহন-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে অশ্বিনীকুমারের মহাব্রতে আসিয়া যোগ দিলেন, আর আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিয়া কয়েকখানি পর্ণকুটীরে স্কুলের কয়েকটি ছেলে লইয়া মায়ের মত তাদের লালনপালন করিয়াছেন। ইংরেজী, সংস্কৃত এবং নানাবিধ বৈজ্ঞানিক বিষয়েও তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। সর্ব্বদা যেন তিনি গভীর ধ্যানযোগে সমাহিত। সন্ধ্যার পর দু'তিনটি ছেলে আসিয়া তাঁহার বিছানায় বসিত, আর তিনি শুইয়া শুইয়া 'তমসঃ পরস্তাৎ' বিচিত্র এক স্বপ্নলোকের ছবি তাহাদের মনশ্চক্ষুর সমক্ষে উদ্ভাসিত করিতেন। পরিণামে তিনি স্কুলের হেড্‌মাষ্টার হইলেন এবং কলেজেও অধ্যাপকতা করিতেন। শেষবয়সে তিনি নিজ বাড়ীরই একখানা গৃহে প্রতি রবিবার প্রাতে 'গীতা' ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ এমনভাবে ব্যাখ্যা করিতেন যে, সহরের ভক্ত ও বিদ্বজ্জনসমাজ ঐ দিন তাঁহার ঐ ঘরখানায় আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত। ১৯৩২ সনে অশ্বিনীকুমারের দেহত্যাগের ঠিক নয় বৎসর পরে তাঁহার এই প্রিয়তম জীবন-সুহৃদ্ জগদীশ মুখোপাধ্যায় ঐ গৃহেই দেহরক্ষা করেন। ঐ ভবনটি এখন 'জগদীশ-আশ্রম' নামে খ্যাত।

১৭ পৃষ্ঠায় একটি 'পণ্ডিতমহাশয়'-এর এবং ১৮ পৃষ্ঠায় 'Little Brothers of the Poor' বা 'গরীবদের ছোট-ছোট ভাই' নামে স্কুলের একটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছি। সংস্কৃতের দ্বিতীয় শিক্ষক সৌম্য-মূর্ত্তি এই পণ্ডিত কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ইংরেজী-অনভিজ্ঞ নিষ্ঠাবান্ খাঁটি 'ভট্টচায্যি বামুন' ছিলেন। ঐ সঙ্ঘের নায়ক-স্বরূপে রোগী ও দুঃস্থের সেবার কার্য্যে তিনি দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন। সহরের

বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া রোগীদের ঔষধ, পথ্য এবং সময়-সময় ক্ষুদ্র কুটীর-নির্ম্মাণের জন্য অর্থ-সংগ্রহ ও কখন কোন্ ছেলেকে তাহার স্বাস্থ্য বা পড়াশুনার কোন প্রকার ব্যাঘাত না জন্মাইয়া কোন্ রোগীর সেবায় নিযুক্ত করা যাইতে পারে, এই সকল ভাবনা ও বন্দোবস্তই তাঁহার সকাল-বিকালের ধ্যান-জ্ঞান ছিল। রোগীর মল-মূত্রও ঐ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পরম হর্ষের সহিত স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। তিনি প্রেমে ও আনন্দে সহকর্ম্মী, বালক ও রোগ-শয্যাশায়ী নিঃস্ব যুবক-বৃদ্ধকে সমভাবে আপ্লুত করিতেন। ১৯১৪ সনে এই মহাপ্রাণ 'পণ্ডিত-মহাশয়ের' অকাল-বিয়োগে বরিশালের ঘরে-ঘরে শোকের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল। প্রয়াণকালে তিনি গীতার 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' শ্লোকটি উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে বলিলেন। বরিশালবাসী 'কালীশচন্দ্র আতুর-আশ্রম'-নামে একটি অতি সামান্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহা প্রায় গতাসু।

ব্রজমোহন-বিদ্যালয়ের এই সকল ভাব গ্রীষ্মের ও পূজার দীর্ঘাবকাশে শিক্ষক ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা গ্রামে-গ্রামে গিয়া প্রচার করিয়া ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সান্ধ্য-শিক্ষায়তন ও গ্রন্থাগার স্থাপন প্রভৃতির কাজ করিতেন।

১৮৮৮ সনে পিতা ব্রজমোহনের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। ১৮৮৯ সনে অশ্বিনীকুমার আইনের ব্যবসায় চূড়ান্তভাবে পরিত্যাগ করেন। ঐ সনেই কলেজে এফ. এ. পর্য্যন্ত ক্লাস খোলা হয়। অশ্বিনীকুমার অবৈতনিকভাবে কয়েক বৎসর এফ্. এ. ক্লাসে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। ১৮৯৮ সালে বি. এ. ক্লাস খোলা হয় এবং কলেজ-বিভাগ স্কুল হইতে পৃথক্ হইয়া স্থানান্তরিত হয় ও তাহাতে সরকারী সাহায্য লওয়া হয় এবং পরে একটি ট্রাষ্ট বা ন্যাস করা হয়। প্লিডারসিপ বা নিম্নশ্রেণীর আইন-ক্লাসও খোলা হয়। 'অশ্বিনীকুমারই স্কুলটিকে

১৯২১ সনে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করেন; তারপর উহা পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়।

(৩) রাজনীতি:—১৮৮৫ সনে ভারতে জাতীয় মহাসভা স্থাপিত হয়। প্রস্তাব হইল যে, পার্লামেণ্টে জনসাধারণের এক আবেদন পাঠাইতে হইবে। অশ্বিনীকুমার বরিশালের গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া কংগ্রেসের উপকারিতা বুঝাইয়া ঐ আবেদনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সহি যোগাড় করিলেন ও ১৮৮৭ সনের মাদ্রাজ অধিবেশনে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে উহা উপস্থিত করিলেন। প্রতিবৎসর কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য বরিশালে সভা হইত। প্রতিনিধিরা ফিরিয়া আসিলে আবার সভা হইত। এই উপলক্ষে কংগ্রেসের বাণী সহরে প্রচারিত হইত। ১৮৯৭ সনের বৈঠকে কংগ্রেসকে কেবল 'তিন দিনের তামাসা' না করিয়া যাহাতে উচ্চনীচ—সকল শ্রেণীর মধ্যে বছর ভরিয়া কার্য্য করার ব্যবস্থা হয়, তজ্জন্য বক্তৃতা করিলেন, কিন্তু কেহ মানিল না। শেষে লর্ড কার্জনের আমলে যখন বাঙ্গালা-বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইল, তখন অশ্বিনীকুমারের সভাপতিত্বে 'স্বদেশ-বান্ধব-সমিতি' স্থাপিত হইয়া এক প্রবল বন্যায় সমগ্র জেলাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। ১৫৯টি শাখাসমিতির কার্য্য-ফলে বিলাতি কাপড়ের বিক্রয় দুই কোটী টাকার অধিক কমিয়া গেল। বিলাতি মদের দোকান ৫৬টির স্থলে ২টিতে আসিয়া দাঁড়াইল। জেলার ইংরেজ-ম্যাজিষ্ট্রেটও 'অশ্বিনী দত্তের' হুকুম ছাড়া বাজারে একটু বিলাতি চিনি বা লবণ কিনিতে পারিলেন না। সাহেব বিলাতি জিনিস বেচাকেনার জন্য সহরে এক বাজার খুলিলেন, কিন্তু ঐ বাজারে কেহ বেচিতে বা কিনিতে আসিল না। ১৯০৯ সনের মধ্যেই ৮৯টি গ্রামে সালিশী আদালত স্থাপিত ও তাহাতে সহস্রাধিক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল। গ্রামে-গ্রামে স্বদেশী সূতায় তাঁতের কাপড় প্রস্তুত

হইতে লাগিল। স্বেচ্ছাসেবকগণ দ্বারা গ্রামের রাস্তা-মেরামত, পুকুর-সংস্কার, এমন কি ডাকবিলির পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। এদিকে পুলিশের উৎপীড়ন, 'পিটুনি-পুলিশ'-স্থাপনে নূতন কর-আদায় ও বহু কর্ম্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ১৯০৬ সনে অশ্বিনী-কুমারের অভ্যর্থনা-সভাপতিত্বে বরিশালে প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনকালে নিষিদ্ধ 'বন্দেমাতরম্'-ধ্বনির উচ্চারণ-অপরাধে পুলিশের প্রহারে যুবকদের মাথা ফাটিল, বরিশালে সমবেত কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান দেশনায়কেরা লাঞ্ছিত হইলেন। স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফৌজদারী আদালতের বিচারে জরিমানা হইল, পরে হাইকোর্টের বিচারে ঐ আদেশ রহিত হয়। মুসলমান-কুলতিলক আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে কনফারেন্সের বৈঠক সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দিল। সুরেন্দ্র-নাথের বিচারকালে ধুতি-চাদর-পরিহিত বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অশ্বিনীকুমারকে বিচারগৃহে ঢুকিতে দিলেন না। সেই মুহূর্ত্তেই তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর কখনও প্যাণ্ট-চাপকান পরিবেন না। পরে একবার ছোটলাটের ভবনে আহূত হইয়াও ঐ প্রতিজ্ঞা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। তারপর একদিন বরিশালের সহর অশ্বিনীকুমারের ঐ লাঞ্ছনার উপযুক্ত জবাব দিল। এক বিক্ষুব্ধ জনতা অস্ত্রধারী পুলিশ-সহকৃত ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ছত্রভঙ্গের আদেশে এক পাও নড়িল না; কিন্তু অশ্বিনীকুমার আসিয়া যখন এক ভাড়াটিয়া গাড়ীর ছাদে দাঁড়াইয়া হুকুম দিলেন, অমনি ঐ জনতা মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া গেল।

রাজনীতি-অভিজ্ঞ দুইজন প্রতিভাশালী সুলেখক যুবক দ্বারা অশ্বিনীকুমার নিজের প্রদত্ত ও সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে দুইটি মুদ্রাযন্ত্র এবং 'বরিশাল-হিতৈষী' ও 'বিকাশ'-নামক দুইখানি সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ও 'স্বদেশী'-প্রচারের পক্ষে

ওজস্বিনী সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। আর একজন দৃঢ়নিষ্ঠ যুবক দ্বারা একটি 'স্বদেশী'-যাত্রার দল ও পরে আর একজন সুবক্তা ব্রাহ্মণ যুবক দ্বারা একটি 'স্বদেশী কথক-দল' গঠিত হইল। তাহারা বরিশালের এবং পার্শ্ববর্ত্তী জেলার গ্রামে-গ্রামে এবং পরে কলিকাতায় আসিয়া প্রবল স্বদেশী উন্মাদনার সৃষ্টি করিল। ভারত-সচিব জন মর্লি তাঁহার 'Recollections'-নামক গ্রন্থে 'বরিশাল'কে একটি কঠিন রাজনৈতিক সমস্যারূপে বিবৃত করিতে বাধ্য হইলেন।

ইংরেজ-সরকার তখন অশ্বিনীকুমারের উপযুক্ত পুরস্কারের বিধান করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই 'স্বদেশ-বান্ধব-সমিতি' বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। ১৯০৯ সনে অশ্বিনীকুমার ঐ সমিতির সম্পাদক ও অন্যান্য স্থানের কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ জননায়কের সহিত অন্তরীণের আদেশে ধৃত হইলেন। 'গীতা', 'ভাগবত' ও 'ভক্তমাল' হাতে লইয়া মাদাম গেঁয়োর প্রসিদ্ধ বাক্য 'লোহার গারদে আমার প্রিয়তমকে দূরে রাখিতে পারে না' উচ্চারণ করিয়া পুলিশের বড় সাহেব, বহু সশস্ত্র পুলিশ এবং সন্তপ্ত জনতা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অশ্বিনীকুমার গৃহত্যাগ করিলেন। তাঁকে লক্ষ্ণৌ জেলে আবদ্ধ করা হইল, কিন্তু সেখানে 'রাজার হালে' থাকিয়া তিনি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িলেন। 'গুরুমুখী' ভাষার বই আনাইয়া নিজে-নিজে পড়িয়া ঐ ভাষা এমন আয়ত্ত করিলেন যে, ১৯১০ সনে বঙ্গভঙ্গ-রহিতের প্রস্তাবের পর যখন জেল হইতে মুক্ত হইলেন, তখন 'গ্রন্থ-সাহেব' তাঁহার সম্যক্ অধীত হইয়া গিয়াছিল। মুক্তির পর তিনি বিপুল সম্বর্দ্ধনার মধ্যে বরিশালে নিজগৃহে আসিয়া প্রথমেই চর্ম্মকার-পল্লীতে গিয়া সেখানকার কয়েকজন পুরাতন 'হরিজন'-বন্ধুর সঙ্গে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন।

ইতিমধ্যে ১৯০৬ ও ১৯০৮ সনের কংগ্রেসে মতবিরোধ হইয়া যে দুই দলের সৃষ্টি হইয়াছিল, তন্মধ্যে অশ্বিনীকুমার মহামতি

তিলকের অধিনায়কত্বে চরমপন্থীদলেই যোগ দেন এবং কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'শিবাজী'-উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। অন্তরীণ-মুক্ত হইয়া ১৯১৩ সনে ঢাকার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯১৬-১৭ সনে কংগ্রেসে উভয় দল যুক্ত হওয়ার পর ১৯২০ সনে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে যখন অসহযোগ-আন্দোলন আরম্ভ হইল, অশ্বিনীকুমার তখন অসুস্থ-অবস্থায় বরিশালের বাহিরে ; কিন্তু তিনি বরিশালকে ঐ আন্দোলনে যোগদান করিতে বিশেষ উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, 'শুধু সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া জেলে ঢুকিও না। কাজ কর, দমিও না, আর তাহাতে যদি জেলে যাইতে হয়, যাও, নর্দ্দমার ভিতর দিয়া ঢুকিও না।' ১৯২১ সনে বরিশালে পুনরায় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। নিতান্ত অসুস্থতা-সত্ত্বেও পুনরায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পদ লইতে বাধ্য হইয়া তিনি পুরী হইতে বরিশাল আসিলেন। কন্‌ফারেন্সের কিছু পরেই চাঁদপুরের রেলওয়ে কুলীদের ধর্ম্মঘটের সহানুভূতি-স্বরূপে বরিশাল ষ্টীমার-কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের একটি ধর্ম্মঘট হয়। তাহাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে তিনি জীর্ণদেহে সহরের দ্বারে-দ্বারে ঘুরিলেন। ধর্ম্মঘটের অবসান হইল, অশ্বিনীকুমারের শরীরও একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

স্বায়ত্তশাসন-আইন-অনুসারে বরিশালে ১৮৮৫ সনের পরে মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড-স্থাপন উপলক্ষে অশ্বিনীকুমারকে দুইবার বরিশালের অন্যান্য নায়কদিগের সহযোগে প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া সরকারের দরবার, তারপর বরিশালে ফিরিয়া নির্ব্বাচন-সংশ্লিষ্ট কাজে বহু পরিশ্রম করিতে হয়। তিনি বহুবার ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য এবং একাধিকবার ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান-স্বরূপে কাজ করিয়াছেন। পথকরবৃদ্ধির আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব করেন এবং

তদুপলক্ষে কলিকাতায় যাতায়াত করিতে হয়। একাধিকবার একটি লোক্যালবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন।

স্বায়ত্তশাসন-সম্পর্কে অশ্বিনীকুমার কিছুকালের জন্য বরিশাল কারাগারের বে-সরকারী পর্য্যবেক্ষক নিযুক্ত হন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার চরিত্রের অপর একটি দিক্ দেখাইবার জন্য দুইটি কাহিনীর উল্লেখ করিব। মাগন খাঁ নামে একজন চাষী মুসলমান হত্যাপরাধে ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনদিন পরে দেহাবসানের প্রতীক্ষায় আছে। কারাগার-পরিদর্শনে আসিয়া অশ্বিনীকুমার দেখিলেন, মাগন খাঁ তাহার কারাকক্ষে গভীর সুষুপ্তিতে নাসিকাগর্জ্জনে নিরত। ঘুম ভাঙ্গিলে অশ্বিনীকুমার তাহাকে বলিলেন, 'মাগন, তিনদিন পরে মরিবে, এখনও নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছ?' মাগন পরিচয় পাইয়া বলিল, 'বাবু, বিছানায় ভুগিয়া মরিব না, একটা দড়ির 'হেঁচ্কা'-টানে মরিব, ইহা হইতে সুখের মরণ আর কি আছে?' অশ্বিনীকুমার স্তম্ভিত-নেত্রে মাগনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বলিলেন, 'এমন বীরের মত মৃত্যু আর দেখি নাই।' আবৃদু নামে এক মুসলমান-দস্যু হাতের বেড়ী ভাঙ্গিয়া পুলিসের পাহারা হইতে পলাইয়া নিজের বাড়ীতে গেল, সশস্ত্র পুলিস আসিয়া বাড়ী ঘেরিল, আবৃদু একখানি বড় দা হাতে লইয়া ঘরের চালার উপর উঠিয়া লাফাইয়া পড়িয়া পুলিসের গণ্ডী-ভেদ করিয়া ছুটিল, কিন্তু গুলির আঘাতে পড়িয়া গিয়া পুনরায় ধৃত হইল। গুলিটি তাহার শরীর হইতে বাহির করার জন্য হাঁসপাতালের ডাক্তার যখন তাহাকে অজ্ঞান করার আয়োজন করিতেছেন, তখন আবৃদু বলিল, 'ও আবার কি রে, যেখানে খুশি, দে তোর ছুরি।' ডাক্তার তাই করিলেন, আবৃদু একটু 'উঃ' শব্দও করিল না। জজ সাহেব তাহাকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের দণ্ড দিলেন। আবৃদু বলিয়া উঠিল, 'আমার বাকী যে জীবনটা

থাকিবে, তাহার দায় লইবে কে?' অশ্বিনীকুমার শুনিয়া বলিলেন, 'বরিশালেই আবার জন্ম লইব ঠিক করিয়াছি, কিন্তু কাহার ঘরে আসিব, তাহাই ভাবিতেছিলাম। আজ তার সন্ধান পাইলাম।'

রাজনীতির কর্ম্ম কিভাবে করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে অশ্বিনীকুমারের দুইটি বাক্য এই প্রকরণের উপসংহার-স্বরূপে এখন উদ্ধৃত করিব :—

(১) স্বার্থৈষণা ও সঙ্কীর্ণতার যে গাঢ় অন্ধকার আমাদের হৃদয়ে ঘনীভূত হইয়া আছে, তাহা ভগবৎপ্রেমের আলোকে বিদূরিত করিয়া ঐ আলোকের বর্ত্তিকা হাতে লইয়া আমরা এই পবিত্র যুদ্ধে অগ্রসর হইব।

(প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে বক্তৃতা—ঢাকা, ১৯১৩)

(২) আমরা ঋষিবাক্য অবহেলা করিয়া কোন হিংসার কার্য্যে ব্রতী না হই। বুক পাতিয়া গুলির আঘাত লইতে প্রস্তুত হইব, কিন্তু শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা প্রতিহিংসার চেষ্টা করিব না, অথচ সঙ্কল্প অটুট রাখিব।

উদ্যচ্ছেদেব ন নমেদুদ্যমোহ্যেব পৌরুষম্
অপ্যপর্ব্বেণ ভজ্যেত ন নমেদিহ কর্হিচিৎ।

মহাভারত, উদ্যোগ—১২৫।৩৯

অর্থ—উদ্যম কর, দমিও না, উদ্যমই পৌরুষ। অ-সন্ধিস্থলে ভাঙ্গিলেও কদাপি দমিবে না। (বরিশাল কনফারেন্সে বক্তৃতা, ১৯২১)

গান্ধীযুগের পূর্ব্বেই অশ্বিনীকুমার ভগবৎপ্রেম, অহিংসা অথচ অনমনীয় শৌর্য্যের ভিত্তিতে রাজনীতিক কর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে বাঙ্গালার যুবক-সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

(৪) দুঃস্থসেবা :—১৯০৬ সনে স্বদেশীর বিপুল চাঞ্চল্য চলিতেছে। পুলিসের লাঠির প্রহারে কর্ম্মিগণের রক্তপাতে প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের সভা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অমনি 'বাঙ্গালা-

মায়ের অন্নভাণ্ডার' বরিশালের প্রতি পল্লী হইতে অন্নকষ্টের হাহাকার উঠিয়া অশ্বিনীকুমারকে অভিভূত করিল। 'স্বদেশ-বান্ধব-সমিতি'র কাজ সুযোগ্য হস্তে ন্যস্ত করিয়া তিনি তখন ক্ষুধিতের মুখে অন্ন যোগাইবার ভার লইলেন। নিজের নামে সাহায্যের আবেদন প্রকাশ করিলেন, আর ভারতের নানা স্থান, এমন কি সুদূর বেলুচিস্থান হইতেও কয়েক মাসের মধ্যেই বহু টাকা আসিয়া পড়িল। কতিপয় অদম্য কর্ম্মিসহ দিনরাত খাটিয়া ১৬০টি কেন্দ্র হইতে নগদ ৩১,১৬২ টাকা, ৫৭৬৬ মণ চাউল ও ৩৫১০ জোড়া কাপড় মোট ৪,৮০,৩০১ ব্যক্তির মধ্যে বিতরিত হইল। অতিদুঃস্থ 'ভদ্র-সন্তান' প্রকাশ্য দিবালোকে ভিক্ষা লইবে না, সুতরাং কর্ম্মিগণ রজনীর অন্ধকারে জলকাদা ভাঙ্গিয়া মাথায় করিয়া চাউলের বস্তা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল। একদিন অশ্বিনীকুমারের প্রেরিত এক চাউলের নৌকা সন্ধ্যার ভিতর গম্যস্থানে পৌঁছিতে পারিতেছে না ; ক্রমে তীরে সন্দেহজনক লোকের উৎসুক দৃষ্টি নৌকার উপর পড়িতে আরম্ভ করিল। বিচক্ষণ কর্ম্মীটি বেগতিক দেখিয়া ত্রস্তভাবে নৌকার বাহিরে আসিয়া হাঁক দিয়া বলিলেন, 'ওহে ভাইরা, 'বাবু' তোমাদের জন্য ঐ গ্রামে কিছু চাউল পাঠাইয়াছেন, নৌকা সেখানে পৌঁছাইতে আরও দেরি হইবে, তোমরা সকলে এসো, আমরা এই সোজাপথে মাঠের ভিতর দিয়া চাউল লইয়া শীঘ্র পৌঁছাইয়া দেই।' 'বাবু'র নাম শুনিয়াই সেই লোকদের দৃষ্টি ফিরিয়া গেল, তৎক্ষণাৎ তাহারা লাফ দিয়া নৌকায় উঠিয়া বস্তা কয়টি মাথায় তুলিয়া যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিল। যাওয়ার সময় বলিল, 'কি ভাগ্যে ঠিক সময়মত 'বাবু'র নাম করিয়াছিলেন, আপনিও বাঁচিলেন, আমরাও বাঁচিয়া গেলাম।' সুপ্রসিদ্ধ সিষ্টার নিবেদিতা এই দুর্ভিক্ষ-উপলক্ষে বরিশালে আসিয়া অশ্বিনীকুমারের কাজ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই স্কুল-মাষ্টারটি যেরূপ অসাধারণ শৃঙ্খলার সহিত

এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত আমি আর কোথাও দেখি নাই।'

১৯০৮ সনে 'স্বদেশ-বান্ধব-সমিতি' বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় অশ্বিনীকুমার নির্ব্বাসন হইতে আসিয়া 'শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিধায়িনী'-নামে নিজ পিসিমাতার ত্যক্ত বার্ষিক তিনশত টাকা মাত্র আয় প্রাথমিক মূলধন-স্বরূপ লইয়া ক্রমে আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি গ্রামে নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র-সম্প্রদায়ের ভিতর ৮০টি পাঠশালা খুলিলেন। কয়েকটি পুকুরের জীর্ণ-সংস্কার এবং বিনামূল্যে ঔষধ-বিতরণের ব্যবস্থাও হইল।

পার্লামেণ্টের সদস্য ডবলিউ. এস্. কেইন সাহেবের মাদকতা-নিবারণের আন্দোলন, কর্ণেল অলকটের থিওসফিক্যাল বক্তৃতা, শ্রমিক-সভ্য কিয়ার হার্ডি, আমেরিকান পর্য্যটক ফেল্‌প্‌স্ সাহেব ও গভর্ণমেণ্টের অসঙ্গত ব্যবহারে পদত্যাগী জজ পেনেল সাহেবের বরিশাল-আগমন-উপলক্ষে অশ্বিনীকুমার প্রতিনিয়ত তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের বক্তৃতা ও কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। ব্যবহারিক শিক্ষালাভকল্পে বিদেশে ছাত্রপ্রেরণের আন্দোলনের প্রচার ও অর্থ-সাহায্যের জন্য কয়েকটি প্রধান গ্রামে লোক প্রেরণ করিয়া অশ্বিনীকুমার ঐ কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই কার্য্য-পরম্পরা, বিশেষ দুর্ভিক্ষে সাহায্য, বরিশাল জেলার সুদূর পল্লীসমূহে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমগ্র নিম্নশ্রেণীর উপর এক আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এক সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর অধিপতি নবাব সাহেব বঙ্গ-ভঙ্গের পক্ষে নিজের প্রজাগণকে দলবদ্ধ করার অভিপ্রায়ে একটি মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে 'মৌলবী' পাঠাইলেন। প্রজারা এক-বাক্যে বলিয়া উঠিল, "'বাবু' ভাত দিয়া বাঁচাইয়াছেন, নবাব ত খাজনার মালিক, যখন হয় আসিও, এখন চলিয়া যাও।" অশ্বিনীকুমার একদিন

নৌকাযোগে যাইতেছেন, অভ্যাসমত অপরাহ্নে হাঁটিবার জন্য খালের পাড় দিয়া চলিয়াছেন। পিছন হইতে একজন নিরক্ষর চাষী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে, কোথা যাবে?' পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া অশ্বিনীকুমার নাম বলিলেন, আর অমনি লোকটি ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল, 'ইস্, তুমি অশ্বিনী দত্ত না আর কিছু।' লোকে নূতন গাছটিতে ভাল বা বেশী ফল হইবে বলিয়া প্রথম ফলটি 'বাবু'কে আনিয়া দিত। গুড় জ্বাল দিতে খারাপ হইয়া যাইতেছে; প্রথম গুড়খানা যেই একটু ভাল হইয়াছে, অমনি 'বাবু'র নামে তুলিয়া রাখিয়া দিল, যেন অপর গুড়গুলি ভাল হয়। দুরারোগ্য ছেলের মা 'বাবু'র পায়ের ধূলা আনিয়া ছেলের মাথায় দেওয়ার জন্য আকুল ক্রন্দন করিয়াছে।

শেষের কথা :—বহু বৎসরের অবিরাম কর্ম্মভারে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহুমূত্র-রোগের আক্রমণে অশ্বিনীকুমারের দেহ ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তিনি প্রতিবৎসর অন্ততঃ একবার ভারতের দূর-দূর প্রদেশে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছুকাল বাস করিতেন। দেশভ্রমণ ও তীর্থদর্শনেও তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল। ভক্তিপূত কর্ম্মই তাঁহার জীবনের প্রধান সাধনা ছিল, সুতরাং যতদূরেই থাকুন, কর্ম্মের বিষাণ বাজিলে আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। ১৯২১ সনে পুরী হইতে আসিয়া তিনি বরিশালে প্রাদেশিক কন্ফারেন্সের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে বক্তৃতায় বলিলেন, 'আমার উদ্যমের দিন ফুরাইয়াছে।' ব্রজমোহন-বিদ্যালয়কে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে বরিশালে যে সভা আহূত হইল, তাহাতে তিনি বলিলেন, 'আমার মনের বয়স যদিও আঠারো কি কুড়ি, কিন্তু পোড়া শরীরটা যে ছষট্টি হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়। সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার যে আদর্শ লইয়া ব্রজমোহন-বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলাম, সেই আদর্শ ত আজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।' সহরে ও স্কুল-কলেজে যে-সকল দুর্নীতি প্রবেশ করিতেছে,

তিনি তাহারও কিছু উল্লেখ করিলেন। দেশহিতকর সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের জন্য ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী একটি যুবকদল গড়িয়া উঠিবে, অন্ততঃ তাঁর ছেলেরা যে যেখানে থাকিবে, সেই স্থানটাকে সর্ব্বদা গরম করিয়া রাখিবে, এই সকল আশা তিনি বহুদিন যাবৎ অন্তরে পোষণ করিতেছিলেন, তাহা একরূপ ব্যর্থ হইয়া উঠিল। একদিন তিনি বলিলেন, 'আমার কাজ বোধ হয় ছিল আরও নীচে', অর্থাৎ গ্রামে নিম্নশ্রেণীর ভিতর। অন্তরীণে যাইবার সময় একজন তাঁহার হাতে একখানি সাদা খাতা তাঁহার নিজের জীবনী লিখিবার জন্য দিয়াছিলেন। খাতাখানি সেইভাবেই জেল হইতে ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন, 'এই খাতার উপরের মলাট আমার জন্ম, নীচের মলাট মৃত্যু, মাঝখানে জীবন—সব 'blank' সাদা। স্ফূর্ত্তি ও রঙ্গপ্রিয়তা তাঁহার মজ্জাগত ছিল, কিন্তু তাঁহার দেহ যখন কর্ম্মে অক্ষম হইল, আদর্শের ব্যতিক্রমের প্রতিকারের উপায় রহিল না, অন্তরও তখন পীড়িত হইয়া উঠিল। ষ্টীমার-ধর্ম্মঘটের অবসানে তিনি রোগশয্যা হইতে ৪ঠা জুলাই প্রত্যুষে বলিয়া উঠিলেন, 'ওরে, আজ আমেরিকার স্বাধীনতাদিবস।' চিকিৎসার জন্য তিনি কলিকাতা আসিতেছেন, এমন সময় স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গ করিয়া বলিলেন, 'ইহার পর বরিশালে আসিব টেলিগ্রাফের তারযোগে।' বিধির দুরন্ত নির্ব্বন্ধে এই রহস্য কি দারুণ সত্যে পরিণত হইল!

মহাপ্রয়াণের পথে কলিকাতায় পনের মাস কখনও তিনি শয্যায় শায়িত, কখনও বা ঘরের মেঝেতে দুর্ব্বল পদ-চালনায় নিরত। মাঝে-মাঝে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার সংজ্ঞা অর্দ্ধলুপ্ত হওয়ায় কিছু-কিছু ভুল বকিতেন। প্রকৃতিস্থ হইলে বলিতেন, 'ঠাকুর আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছেন।' ছোট-বড়, দেশী-বিদেশী বন্ধুগণ দেখিতে আসিয়াছেন। একটু সুস্থ থাকিলেই সর্ব্বদা সকলের সঙ্গে সমানভাবে রঙ্গ-পরিহাস চলিয়াছে। থাকিয়া-থাকিয়া 'শিবম্'-ও 'আনন্দম্' ধ্বনি। ১৯২৩ সনের

৬ই নভেম্বর প্রাতে তিনি বলিলেন, 'আমাকে মেঝেতে দাঁড় করাইয়া দে, আমি একটু নাচি।' ৭ই নভেম্বর অপরাহ্নে প্রায় তিনটার সময় তিনি শেষ-নিঃশ্বাস্ ত্যাগ করিলেন। দেওয়ালীর দীপমালা-শোভিত প্রশস্ত রাজপথে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-প্রমুখ বহু সহস্র সন্তপ্ত নরনারী তাঁহার শবানুগমন করিল। শ্মশানভূমি সঙ্গীত ও কীর্ত্তনে মুখরিত হইয়া উঠিল।

অনেকে কলিকাতায় আসিয়া বৃহত্তর ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে অশ্বিনী-কুমারকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না। কৃপণের ন্যায় তাঁহার সমস্ত পুঁজিপাটা ক্ষুদ্র বরিশালের মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়া গেলেন। বরিশাল ত সেই গুপ্তধনের সন্ধান পাইল না। কালচক্রের কুটিল আবর্ত্তনে সে আজ একান্ত নিঃস্ব। কবে কোথায় কোন্ ভাগ্যবান্ আবার সেই ধনে ধনী হইয়া দেশের শূন্যপ্রায় ভাণ্ডারকে উপচিত করিয়া তুলিবেন, কে জানে?

জয়তু জয়তু জগন্মঙ্গলং হরের্নাম

॥ ওঁ হরি ওঁ ॥